ভূমিকা।

বিধবাবিবাহ ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত কি না তাহার মীমাংসা করিতে হইলে কি প্রাচীন কি নব্য সকল শাস্ত্রেরই যথার্থ মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিবার বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অগ্রে কোন পক্ষ অবলম্বন ও পশ্চাৎ তাহার সমর্থনা করিবার প্রয়াস করিলে প্রায়ই ভ্রমে পতিত হইতে হয়, কেননা বচনাদির প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইবার অভিপ্রায় থাকে না ও জিগীষাবৃত্তি বলবতী হওয়াতে ন্যায্যান্যায্য বিবেচনা শূন্য হইয়া জানিয়া শুনিয়াও স্বরূপার্থের গোপন করিবার ইচ্ছা হয়। এমন কি কখন কখন এরূপ দেখা গিয়াছে যে বিদ্বান্, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিও তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া অভাবনীয় অর্থের অবতারণা করিবার যত্ন করিয়াছেন। আবার সকল বচনের সামঞ্জস্য বা একবাক্যতা প্রতিপাদন করিতে গেলে হয়ত স্বপক্ষ স্থাপনে ব্যাঘাত পড়িয়া যায় এই আশঙ্কায় পণ্ডিত ব্যক্তিও বচনাদির মধ্যে বিরোধ ঘটাইয়া 'শ্রুতিস্মৃতি পুরাণানাং বিরোধ যত্র দৃশ্যতে ইত্যাদি' বচনের সাহায্য লইয়া ঋষিদিগের মধ্যে বড় ছোট নির্দ্ধারণ সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন ও অনুসন্ধান করিলে শাস্ত্র সকলের বিরোধ প্রায়ই দেখা যায় না, অথবা বিরোধস্থল সকল এত বিরল বোধ হয় যে ঐ 'শ্রুতিস্মৃতি ইত্যাদি' বচন প্রায় আবশ্যক হয় না। আমাদের একথা

বলিবার অভিপ্রায় এই যে, একবাক্যতা প্রতিপাদন বিষয়ে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য; যদি তাহাতে কোন রূপেই কৃতকার্য্য না হওয়া যায় তবে অগত্যা বিরোধ স্বীকার করা যাইতে পারে। এইরূপ বুদ্ধিতে জিগীষাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইবে। তাহাতে যাহা মীমাংসিত হইবে তাহা প্রমাদশূন্য হইবে ও সাধারণের আদরনীয় হইবে সন্দেহ নাই। এইরূপে বুদ্ধিতে বিধবাবিবাহ প্রস্তাব আলোচনা করিয়া যাহা সিদ্ধান্তিত করা হইয়াছে তাহা প্রকাশিত করা গেল। শাস্ত্রে গাঢ় বিদ্যা নাই এজন্য সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত বা প্রমাদশূন্য হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু সত্যসন্ধান যে ইহার অতি নিকটে অবস্থিত পাঠ করিলে সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না।

শান্তিপুর
শ্রাবণ সন১২৯৩ সাল। } শ্রীযাদবচন্দ্র শর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন।

নানা কারণে মুদ্রাঙ্কন কর্য্যে বহু বর্ণাশুদ্ধি ঘটিয়াছে। ভরসা করি পাঠক সে দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

বিধবা বিবাহ বিবাদ ভঞ্জন।

১। কলিযুগে বিধবার বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমরা প্রথমেই কেবল কলিধর্ম্ম বিধায়ক পরাশরসংহিতার বিচারণা করিব না। অগ্রে অন্যান্য যুগে বিবাহাদির প্রথা যে রূপ প্রচলিত ছিল তাহা দর্শাইয়া পশ্চাৎ তাহার সহিত পরাশরের ঐক্যানৈক্য দেখাইবার চেষ্টা করিব। ইহাতে এই উপকার হইবে যে পরাশর যদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ধর্ম্মের উপর কটাক্ষ করিয়া কোন বচনাদি লিখিয়া থাকেন তবে ঐ বচন সকল সহজে বিশদ হইয়া আসিবে।

২। কয়েকটী ঋষির বিবাহ বিধি লেখা যাইতেছে।

(ক) গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাং॥

ইতি মনুঃ।

দ্বিজ গুরুর অনুমতি লইয়া, স্নান ও যথাবিধি সমাবর্ত্তন করিয়া, সবর্ণা লক্ষণযুক্তা ভার্য্যা বিবাহ করিবেক।

(খ) অবিপ্লুত-ব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
অনন্য-পূর্ব্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং যবীয়সীম্॥

ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

অপরিত্যক্ত ব্রহ্মচর্য্য দ্বিজ লক্ষণযুক্তা, অনন্যপূর্ব্বিকা, মনোরমা অসপিণ্ডা ও বয়ঃকনিষ্ঠা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক।

(গ) প্রতীক্ষেত বিবাহার্থ মনিন্দ্যান্বয়-সম্ভবাম্।
অরোগ-দুষ্টবং-শোত্থাং অশুল্কদানদূষিতাম্॥

সবর্ণামসমানার্ষাং অমাতৃপিতৃ-গোত্রজাম্
অনন্য-পূর্ব্বিকাং লঘ্বীং শুভলক্ষণ-সংযুতাম্

ইতি ব্যাসঃ।

অনিন্দনীয় বংশে উৎপন্না, অযোগ-ভ্রষ্ট কুলে জাতা, অশুদ্রদান দূষিতা, সবর্ণা, অসমান প্রবরা, মাতৃ পিতৃ-গোত্রেতর কুলেজাতা, অনন্যপূর্ব্বা, অল্প বয়স্কা ও সুলক্ষণার (লাভের) জন্য বিবাহার্থী অপেক্ষা করিবেক।

(ঘ) গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেতানন্যপূর্ব্বাং যবীয়সীম্।

ইতি গৌতমঃ।

গৃহস্থ সবর্ণা, অনন্য পূর্ব্বা বয়ঃ কনিষ্ঠা ভার্য্যা বিবাহ করিবেক।

(ঙ) গৃহস্থ+ অসমানার্ষাং অস্পৃষ্টমৈথুনাং যবীয়সীং ভার্য্যাং বিন্দেত।

ইতি বশিষ্ঠঃ।

গৃহস্থ অসমান প্রবরা, অনুপভুক্তা, বয়ঃকনিষ্ঠা ভার্য্যা বিবাহ করিবেক।

(চ) অসমানার্ষগোত্রাং কন্যাং সভ্রাতৃকাং শুভাং সর্ব্বাবয়বসম্পন্নাং সুবৃত্তামুদ্বহেন্নরঃ॥

ইতি হারীতঃ।

পুরুষ অসমানপ্রবরা, অসমানগোত্রা, সভ্রাতৃকা শুভলক্ষণা, সর্ব্বা বয়বসংযুক্তা সুশীলা কন্যা বিবাহ করিবেক।

৩। দেখা যাইতেছে এই সকল বিধিতে বিধবাবিবাহের প্রস্তাবনা নাই। কেবল এই সকল বিধিতে নাই এরূপ নহে। ঋষিপ্রোক্ত বিবাহ বিধি মাত্রেই বিধবা বিবাহের ইঙ্গিত নাই, কেননা মনু স্বয়ংই বলিয়াছেন

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে কচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ॥

কোন বৈবাহিক মন্ত্রে নিয়োগ ধর্ম্ম কথন কথিত হয় নাই এবং কোন বিবাহ বিধিতে বিধবা দিগের পুনর্ব্বিবাহও উক্ত হয় নাই।

ইহার তাৎপর্য্য এই প্রতীত হইবে যে যদিচ এক পুরুষের স্ত্রীতে

অন্যের নিয়োগ প্রথা প্রচলিত আছে তথাপি বৈবাহিক মন্ত্রে (বিবাহের আরম্ভ অবধি শেষ পর্য্যন্ত যে সকল মন্ত্র পঠিত হইয়া থাকে তাহার কোন মন্ত্রে) নিয়োগের কোন কথাই নাই (একটী শব্দও এরূপ নাই যাহাতে নিয়োগ বোঝাইতে পারে) এবং যদিচ বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে তথাপি দেখিতে হইবে যে ঋষিগণ কর্ত্তৃক লিখিত কোন বিবাহ বিধিতে তাহার উল্লেখ নাই। মনুর এরূপ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, উভয় প্রথাই নিন্দনীয়, নিয়োগে বৈবাহিক মন্ত্র পঠিত হইতে পারে না, এবং বিধবা-বিবাহ বিষয়ে কোন ঋষিই অসঙ্কুচিত চিত্তে মত দেন নাই, যদিচ কেহ কিছু লিখিয়া থাকেন তাহাও কুণ্ঠিত চিত্তে লিখিয়াছেন। বিধিবোধক শব্দ দ্বারা বলেন নাই; কেবল ইঙ্গিতে ও প্রকারান্তরে ব্যক্ত করিয়াছেন। বিধি লিঙাদি প্রয়োগ দ্বারা বিবাহ বিধি যেখানে লিখিয়াছেন সেই স্থানেই কন্যার * বিবাহের কথা বলিয়াছেন। ফলতঃ কন্যা, অনন্যপূর্ব্বা, অস্পৃষ্ট মৈথুনা ইত্যাদি পদ প্রযুক্ত না থাকিলেও বুঝিতে হইবে যে বিবাহবিধি-সকল কন্যাকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিত হইয়াছে। আর যেখানে বিধবা বিবাহের অভিপ্রায়ে কিছু বলা হইয়াছে, সেখানে তাহা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। কেবল বিবাহ শব্দ প্রয়োগ না করিয়া ঋষিরা সেখানে বিধবাবিবাহ অথবা তদ্বোধক অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।) +

এরূপ অর্থ না করিলে মনু নিকৃষ্ট যে ক্ষেত্রজ পুত্র লাভের নিমিত্ত নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং পতিপরিত্যক্তাদি রমণীর যে পুনঃ সংস্কা-রের কথা বলিয়াছেন তাহার সঙ্গতি হয় না। আরও দেখা কর্ত্তব্য যে, এই বচন যদি বিধবা বিবাহ নিষেধক হয় তাহা হইলে তদনুকূলে অন্যান্য ঋষিদিগের যে সকল বচন প্রকাশিত আছে সে সকলই নিরর্থক হইয়া পড়ে এবং ঋষিরাও উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠেন, যেহেতু তাঁহারা মন্বর্থবিপরীতা স্মৃতি অগ্রাহ্যা জানিয়াও মনুবিপরীতা স্মৃতি লিখিতে অগ্রসর হইয়াছেন।)

(৪। উল্লিখিত অর্থ নির্ণয় দ্বারা ইহাও স্থিরীকৃত হইল যে, নারদ, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ বিবাহ বিধি অনুযায়ী বিবাহের প্রকার ভেদাদি যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে বিধবা বিবাহের কোন কথাই নাই। ইহাই স্পষ্ট ব্যক্ত করিবার

* পুনর্ব্বিবাহ যখন বিধবার পক্ষেই নিন্দনীয় তখন উপলক্ষণ দ্বারা ইহাও স্থির করা যায় যে পতিপরিত্যক্তাদির পক্ষেও নিন্দনীয়। উপস্থিত বচনকে কেহ কেহ নিয়োগ ও পুনর্ব্বিবাহ নিষেধক মনে করেন।

+ এবচনে যে বেদন শব্দ আছে তাহার অর্থ যে নিয়োগ হইতে পারে না তাহা পাঠক নিয়োগ প্রকরণে দেখিতে পাইবেন।

জন্য ভৃগু প্রকার নির্ণয়ে প্রায় সকল স্থলেই কন্যা শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। নারদ যদিচ কন্যা শব্দ সকল স্থলেই লিখেন নাই তথাপি প্রকারনির্ণয়ধৃতারা যে 'পরপূর্ব্বা' (বিধবাদি) হইতে পৃথক তাহা পরে স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা 'পরপূর্ব্বাঃ স্ত্রীয় স্ত্বন্যাঃ সপ্ত প্রোক্তা যথাক্রমম্ ইত্যাদি।'

৫। (এক্ষণে উঢার পুরুষান্তরগ্রহণ কিরূপে ঘটিত, তাহার আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইতে পারি, কিন্তু তৎপূর্ব্বে দুই একটী বিষয়ের মীমাংসা করা নিতান্ত আবশ্যক, ও বিবাহের স্থূল স্থূল অঙ্গ কয়েকটীর নাম নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। বিবাহের প্রধান অঙ্গ দুইটী, দান ও সংস্কার। এই দান বাগ্‌দান ও প্রকৃত দান (অর্থাৎ উদকস্পর্শ দান) ভেদে দুই প্রকার। দান করিলেই কন্যার বান্ধব দিগের কার্য্য সম্পন্ন হইল এবং কন্যাও উঢা হইল *। ইহার পরে সংস্কার (অর্থাৎ প্রকৃত সংস্কার)। সংস্কার সামান্যকুশণ্ডিকা, ব্যাহৃতিহোম, লাজহোম, সপ্তপদীগমন, ধ্রুবদর্শন, চাতুর্থিক হোম, উত্তর বিবাহ প্রভৃতি অনেক অঙ্গ বিশিষ্ট। এতন্মধ্যে সামান্য কুশণ্ডিকা ও ব্যাহৃতি হোম সকল প্রকার সংস্কারেই প্রথম অনুষ্ঠেয়; এবং লাজহোম ও সপ্তপদী গমন এই দুইটী অঙ্গ লইয়া মনূক্ত পাণিগ্রহণ। ইহা পরে দেখান যাইবে।)

৬। স্ত্রী অবৈবাহ্যরূপেই হউক আর বৈবাহ্যরূপেই হউক, দ্বিতীয় পুরুষ গ্রহণ করিবামাত্রই আর সাধ্বীপদ বাচ্য থাকিত না, প্রমাণ যথা।

নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ নচাপ্যন্য পরিগ্রহে।
ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিদ্ ভর্ত্তোপদিশ্যতে।

ইতি মনুঃ

পরপুরুষোৎপন্ন সন্তান প্রজা (অর্থাৎ সন্তান) নহে, পরস্ত্রীতে জাত সন্তান সন্তান নহে, (এবং) সাধ্বীদিগের দ্বিতীয় ভর্ত্তা গ্রহণের উপদেশ কোথাও নাই। তাৎপর্য্য এই যে বিবাহিতা ব্যতীত স্ত্রীতে যদিচ সন্তান উৎপাদনের প্রথা চলিত আছে তথাপি সে প্রকৃত সন্তান নহে, এবং যদিচ স্ত্রীগণ কখন কখন দ্বিতীয় ভর্ত্তা গ্রহণ করে, তথাপি যাহারা সাধ্বী পদবাচ্য থাকিতে চাহে তাহারা তাহা করিবে না। এখানে ভর্ত্তা শব্দে বিবাহিত এবং অবিবাহিত দুই প্রকার পতিকেই বোঝাইতে পারে। এবং মনু স্বয়ংই ভর্ত্তা শব্দের এইরূপ অর্থ স্থানান্তরে করিয়াছেন, যথা।

---

* প্রতিগ্রহ না করিলে দান সিদ্ধ হয় না, তাহা সকলেই জানেন।

ভর্ত্তুঃ পুত্রং বিজানন্তি শ্রুতিদ্বৈধন্তু ভর্ত্তরি।
আহুরুৎপাদকঙ্কেচিদপরে ক্ষেত্রিণং বিদঃ॥

মনু ৯ অ ৩২ শ্লোক।

পুত্র ভর্ত্তারই (ইহা) সকলেই জানেন, কিন্তু ভর্ত্তৃবিষয়ে শ্রুতি দুই প্রকার; কেহ পুত্রোৎপাদককে ভর্ত্তা বলেন, অন্যে ক্ষেত্রিককে (অর্থাৎ যাহার বিবাহিতা স্ত্রীতে উৎপন্ন তাহাকে ভর্ত্তা) বলেন। অতএব সাধ্বী দিগের একাধিক ভর্ত্তা হইতে পারেনা এ কথা বলিলে এই বুঝিতে হইবে যে বিবাহিতা স্ত্রী সাধ্বী থাকিতে ইচ্ছা করিলে পুনর্ভূ অথবা নিযুক্তা হইবে না। যে স্ত্রী পুনর্ভূ অথবা নিযুক্তা হইবে সে আর সাধ্বী থাকিবে না। উপলক্ষণ দ্বারা স্থির হইল যে সাধ্বী সংজ্ঞা পাইতে বাসনা থাকিলে স্ত্রী কখনই দ্বিতীয় পুরুষ গ্রহণ করিবে না। বৈধ স্থলেই যখন সাধ্বী সংজ্ঞা পাইবে না তখন অবৈধ স্থলে ত কথাই নাই। উপলক্ষণ দ্বারা ভর্ত্তা শব্দের যে অর্থ প্রতীত হইতেছে সে অর্থ এতদ্দেশ স্ত্রীলোক দিগের মধ্যে প্রচলিত আছে, তবে তাহারা ভর্ত্তার অপভ্রংশ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। ঋষিগণ যে পতি শব্দও এই রূপ দুই অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা পরে দেখান যাইবে। 'নান্যোৎপন্না প্রজা ইত্যাদি' বচন যে বিধবা বিবাহ নিষেধক নহে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এ বচনের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কৃত ব্যাখ্যা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। শ্লোকের তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের তৎকৃত ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে সাধ্বী স্ত্রী যদি পরপুরুষ গ্রহণ করে তবে সে কখন তাহার ভর্ত্তা হইবে না। এ ব্যাখ্যা যে প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে তাহা গঙ্গাধর সঞ্চারি সফর উত্তম রূপে দেখাইয়াছেন। ভর্ত্তা শব্দের দুই অর্থ যাঁহারা জানেন তাঁহারাও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কৃত ব্যাখ্যাকে আদর করিবেন না।

৭। দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার কালে অর্থাৎ পুনর্ভূ হইবার সময়ে স্ত্রীদিগের বিবাহ সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হইত না, প্রত্যুত অঙ্গহীনই হইত, এবং তজ্জন্য তাহাদিগের ধর্ম্মবিষয়ে ক্ষমতারও সঙ্কোচ করা হইয়াছিল:—প্রমাণ যথা।

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
নাকন্যাসুকচিৎ নৃণাং লুপ্তধর্ম্মক্রিয়াহিতাঃ॥

পাণিগ্রহণিকামন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্।
তেষাং নিষ্ঠাতু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃসপ্তমে পদে ॥

মনু ৮ অ ২২৬,২২৭ শ্লোক।

পাণিগ্রহণিক মন্ত্র সকল কন্যাতেই (কন্যার বিবাহেই) ব্যবস্থিত, অকন্যাতে (অকন্যার বিবাহে) কখন নহে, যেহেতু পুরুষগণ সম্বন্ধে তাহারা লুপ্তধর্ম্মক্রিয়া (ধর্ম্মক্রিয়াবর্জ্জিতা)।

পাণিগ্রহণিক মন্ত্র সকল নিয়ত দারের লক্ষণ; (সপ্তপদীর) সপ্তম পদে ঐ সকল মন্ত্রের নিষ্ঠা হইয়া থাকে বিদ্বানেরা জানিবেন।

এই দুই শ্লোকের যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া মেধাতিথি গোবিন্দরাজ, কুল্লূকভট্ট প্রভৃতি প্রাচীন টীকাকারগণ ও তাঁহাদিগের অনুগামী রঘুনন্দন প্রভৃতি আধুনিক ভাবার্থগ্রাহীগণ অন্যায় ও অসঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়া অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদিগকে বিমোহিত করিয়াছেন। অতএব এই দুই বচনের তাৎপর্য্য সবিশেষ ও সবিস্তার বর্ণনা করা আবশ্যক কারণ এই দুই শ্লোকের সাহায্য লইয়াই বিধবা বিবাহের ধর্ম্মাধর্ম্মত্ব অনেকাংশে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা কেবল সাধারণের বোধ সৌকর্য্যার্থে। ইহাতে যদি কোন অধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহা বাগাড়ম্বর মনে করেন ক্ষমা করিবেন, যেহেতু এ প্রবন্ধ কেবল তাঁহাদেরই জন্য লিখিত হইতেছে না। পাণিগ্রহণিকমন্ত্রপাঠ সংস্কারের প্রথম ও প্রধান অঙ্গ; অকন্যার বিবাহে এই মন্ত্র পাঠ করিবে না, অকন্যা যদি সংস্কারের যোগ্যা হয় তবে পাণিগ্রহণ বর্জ্জন করিয়া তাহার সংস্কার সম্পন্ন করিবে। পাণিগ্রহণিক মন্ত্র কি জন্য পাঠ করিবে না তাহা ব্যক্ত করা উচিত এই বিবেচনায় ঋষি লিখিলেন যে অকন্যারা লুপ্তধর্ম্মক্রিয়া। ইহাতে স্পষ্টই বলা হইল যে তাহাদের ধর্ম্মক্রিয়ার লোপ হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে অকন্যার কোন্ ধর্ম্ম ক্রিয়া লুপ্ত হইতে পারে। দানাদি ও ব্রহ্মচর্য্যাদি অনুষ্ঠান সে করিতে পারে এবং শাস্ত্রেও তাহা ব্যবস্থিত আছে। অতএব দানাদিও ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্যতীত অন্য যে সকল ধর্ম্মক্রিয়া আছে সেই সকলই এখানে অভিপ্রেত। সে সকল পতির সহিত অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মকর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতএব অকন্যা পতির সহিত ধর্ম্মকর্ম্ম করণে অশক্তা। সে বিবাহিত হইলে ধর্ম্মপত্নী বা সহধর্ম্মিণী হইতে পারিত না

তাহার গর্ভে জাত পুত্র ঔরষ নামধেয় হইত না। যাজ্ঞবল্ক্য পৌনর্ভবাদি পুত্র হইতে ঔরষ পুত্রের প্রভেদ জানাইবার জন্যে সংক্ষেপে ঔরষের লক্ষণ এই লিখিয়াছেন, 'ঔরষঃ ধর্ম্মপত্নীজঃ'। ইহাতেও বোঝা যাইতেছে যেপুনর্ভূর্রা ধর্ম্মপত্নী * হইত না।

যখন এই শ্লোক রচিত হয় তখন সকলেই জানিত যে যাহার ধর্ম্মক্রিয়া নাই তাহার সহিত পাণিগ্রহণিক মন্ত্রপাঠ করা যায় না। এখন এত প্রমাদ ঘটিবে ঋষি তাহা বিবেচনা করেন নাই।

৮। দ্বিতীয় শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে যে স্ত্রীকে লইয়া পাণিগ্রহণিক মন্ত্র পাঠ করা যায়, সে স্ত্রী দার পদ বাচ্য হয় এবং সপ্তম পদে সেই মন্ত্রের নিষ্ঠা হয়। 'সপ্তমে পদে' বলাতে সপ্তপদীর শেষ পদে বুঝিতে হইবে। সপ্তপদী গমনের মন্ত্র দ্বারা সপ্তম পদ প্রাপ্ত হইলে সেই পদে বসিয়া পাণিগ্রহণিক মন্ত্রের নিষ্ঠা হইয়া থাকে। নিষ্ঠা শব্দের অর্থ নিষ্পাদন বা সমাপ্তি, ইহা টীকাকারেরাই লিখিয়াছেন। তবে তাঁহারা কি নিমিত্তে বুঝিতে পারিলেন না যে মনু পাণিগ্রহণ মন্ত্র দ্বারা বৈবাহিক মন্ত্রের এক দেশ মাত্রকে † লক্ষ করিয়াছেন তাহা আমরা

---

* পুনর্ভূ যদি ধর্ম্মপত্নী না হইল তবে সে বিদ্যমানে ধর্ম্মকার্য্যের নিমিত্তে ধর্ম্মপত্নী বিবাহ করা কর্ত্তব্য। সুতরা পুনর্ভূপতি অনেকপত্নীবিশিষ্ট।

‡ নারদগ্রন্থে দৃষ্টি থাকিলেও পাণিগ্রহণিক মন্ত্রকে সমগ্র বৈবাহিক মন্ত্রের এক দেশ মাত্র বলিয়া স্থির করিতে হয়। , প্রমাণ যথা

স্ত্রীপুংসয়োঃ সম্বন্ধেতু বরণং প্রাক্ বিধীয়তে।
বরণাদ্ গ্রহণংপাণেঃ সংস্কারোঽথ দ্বিলক্ষণঃ॥

স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধে (বিবাহে) সর্ব্বাগ্রে বরণ (দানাদি) বিধেয়, বরণের পরে পাণিগ্রহণ, অনন্তর দ্বিলক্ষণ সংস্কার।

পাণিগ্রহণ মন্ত্র যে দারের লক্ষণ তাহাও নারদ বলিয়াছেন 'পাণিগ্রহণ মন্ত্রশ্চ নিয়তং দার লক্ষণম্'।

সংস্কার যে দানাদি হইতে ভিন্ন করিয়াছেন তাহা নারদ বিবাহের প্রকার নির্ণয়েও জানাইয়াছেন।

অষ্টাবিবাহাবর্ণানাং সংস্কারার্থং প্রকীর্ত্তিতা ইত্যাদি।

ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। সপ্তপদীগমনে পাণিগ্রহণ নিষ্পন্ন হইযা যায় এরূপ বলিলে কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিশ্চয় করিতে না পারেন যে সপ্তপদীগমনের পরে যে সকল বৈবাহিক মন্ত্র পঠিত হয় সে সকলই পাণিগ্রহণিক মন্ত্র হইতে পৃথক। মোহান্ধ না হইয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে মনু এখানে পাণিগ্রহণের লক্ষণই এক প্রকার করিতেছেন। অকন্যা পাণিগৃহীতা * হইতে পারিবেনা এবং যে স্ত্রী পাণিগৃহীতা হইবে সেই দার হইয়া সহধর্ম্মিণী হইবে এরূপ লিখিলেই পাঠক বর্গের মনে পাণিগ্রহণ কাহাকে বলে তাহা জানিবার ঔৎসুক্য হয়। সেই ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য মনু বলিলেন যে বিদ্বান ব্যক্তিগণ সেই মন্ত্রগুলিকে পাণিগ্রহণিক মন্ত্র বলিয়া জানিবেন যে মন্ত্রগুলির নিষ্ঠা সপ্তমপদে হইযা থাকে। অতএব বৈবাহিক সংস্কারের আরম্ভ অবধি সপ্তপদীগমন পর্য্যন্ত যে সকল মন্ত্র পাঠ করা হইযা থাকে সেই সকল মন্ত্রকে পাণিগ্রহণিক মন্ত্র বলিতে হইবে। মনু যেরূপে লিখিযাছেন তদপেক্ষা স্পষ্ট করিয়া লেখা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। এখন দেখা যাইতেছে যে লাজহোম ও সপ্তপদী গমন এই দুই লইযা পাণিগ্রহণ, কেননা লাজহোমেই বৈবাহিক সংস্কারের আরম্ভ ‡ এবং ইহার পরেই সপ্তপদীগমন। যাঁহার ভবদেবধৃত বিবাহ পদ্ধতি আছে তিনি মিলাইযা দেখিবেন। ভবদেব সপ্তমপদ প্রাপ্ত স্ত্রীর হস্ত ধরিযা 'গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায হস্তং ইত্যাদি' ইত্যাদি যে ষড়মন্ত্র জপ করিতে হয সেই ছযটী মন্ত্র লিখিযাই সেই স্থানেই যে পাণিগ্রহণিক মন্ত্রের শেষ হইল তাহা 'ইতি পাণিগ্রহণম্' বলিযা জানাইযাছেন। এবং তৎপরে পাঠ্য বা অনুষ্ঠেয় বৈবাহিক সংস্কারের অন্যান্য অঙ্গকে অন্যান্য নাম দিযাছেন। অতএব পাণিগ্রহণ শব্দে যে লাজহোম ও সপ্তপদীগমন এই দুইটী মাত্রকে বোঝায় তাহাতে আর সংশয় নাই। সুতরাং অকন্যার সংস্কার উক্ত হইলে, পাণিগ্রহণ বর্জ্জিত সংস্কারই বুঝিতে হইবে। ইহা না বুঝিতে পারিযা টিকাকারেরা গোলযোগ করিয়াছেন। অকন্যা এককালেই সংস্কৃতা হইতে পারে না উপস্থিত বচনের

---

* যাহার পাণিগ্রহণ হইয়াছে অর্থাৎ যে পাণি দ্বারা গৃহীতা হইয়াছে তাহাকেই আমরা পাণিগৃহীতা বলিলাম। কোন ব্যক্তি বিশেষের ধর্ম্মপত্নী অর্থাৎ পাণিগৃহীতী অর্থে পাণিগৃহীতা শব্দ প্রযুক্ত হইল না।

‡ লাজহোমের পূর্ব্বে সামান্য কুশণ্ডিকা ও ব্যাহৃতিহোম এই দুই কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ইহারা সকল সংস্কারেই প্রথম কর্ত্তব্য। এজন্য বৈবাহিক সংস্কারের মধ্যে ইহাদিগকে ধরা গেল না।

এই অর্থ স্থির করিয়া তাঁহারা মনূক্ত পুনঃ সংস্কারার্হা স্ত্রী মাত্রকেই কন্যা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এ মীমাংসাও যে ভ্রমাত্মক তাহা আমরা পরে দেখাইব। অকন্যারা সংস্কারার্হা হইলে প্রায়ই পুনঃ সংস্কৃতা * হইত। পুনঃ সংস্কার কালে পাণিগ্রহণিক মন্ত্র পঠিত হইত না।—এইরূপ সংস্কারের অঙ্গহীনতা অন্য স্থলেও দেখা যায়। অজ্ঞানতঃ বিষ্ঠাদি ভক্ষণে পুনঃসংস্কার করিবার কথা মনুতে আছে ও সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারের কোন্ কোন্ অঙ্গ বর্জ্জন করিবে তাহাও লিখিত আছে।

অজ্ঞানাৎ প্রাশ্য বিণ্মূত্রং সুরাসংস্পৃষ্ট মেবচ।
পুনঃসংস্কারমর্হন্তি ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ॥
বপনং মেখলাদণ্ডো ভৈক্ষ্যচর্য্যাব্রতানি চ।
নিবর্ত্তন্তে দ্বিজাতীনাম্পুনঃ সংস্কার কর্ম্মণি॥

মনু ১১ অ ১৫০। ১৫১ শ্লোক।

অজ্ঞানতঃ বিট্ মূত্র ও সুরাস্পৃষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করিলে তিন বর্ণ দ্বিজাতিই পুনঃসংস্কারের যোগ্য হয় (এখানে সংস্কার দ্বারা উপনয়ন সংস্কার বুঝিতে হইবে) কিন্তু পুনঃসংস্কার কর্ম্মে শিরোমুণ্ডন, মেখলা ও দণ্ডধারণ এবং (মধু-মাংস স্ত্রী বর্জ্জন) ব্রত নিবৃত্ত হইবে (অন্যান্য সকল কর্ম্মই যথাশাস্ত্র করিতে হইবে।

এখানে বলা কর্ত্তব্য যে পুনঃসংস্কারের উল্লেখ করাতে যেন রঘুনন্দনীয় স্মৃতি অধ্যয়নকারী মহাশয়েরা মনে না করেন যে রঘুনন্দনের অবমাননা করা হইল। 'সকৃৎ কৃতে কৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ', এবং 'আদ্যেন সংস্কার সিদ্ধৌ দ্বিতীয়াদেস্তু অজনকত্বাৎ' অর্থাৎ 'একবার করিলেই শাস্ত্রার্থ সিদ্ধ হয়' এবং 'প্রথমবারেই সংস্কার সিদ্ধ হয়, দ্বিতীয়বার আর সংস্কার জন্মে না' এ কথা যথার্থ হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে কি এইরূপ বুঝিতে হইবে যে ঋষিগণ যেখানে দ্বিতীয়বার সংস্কার করিতে বলিয়াছেন সেখানে তাহা এককালে করিবেই না। কখনই নহে। সেখানে ঋষিগণ যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন সেইরূপই সংস্কারকার্য্য সম্পাদন করিবে; কিন্তু সে সংস্কারকার্য্য পূর্ব্বকৃত তথাবিধ সংস্কারকর্ম্মের ন্যায় কেবল সংস্কার সাধনোদ্দেশেই যে করিবে এমত নহে। ইহার অমুক সংস্কার করা হয় নাই সুতরাং করিতে হইল এইরূপ বুদ্ধিতে প্রথমবারের সংস্কার করা

* প্রথম সংস্কারের পূর্ব্বেও কোন কোন স্ত্রী অকন্যা হইত।

হইয়া থাকে। কিন্তু দ্বিতীয়বারের সংস্কারকালে সে বুদ্ধি স্থানই পাইতে পারে না। আরও ব্যক্তব্য যে 'দ্বিতীয়বার আর সংস্কার জন্মে না' এই কথা বলাতেই বোঝা যাইতেছে যে কখন কখন দ্বিতীয়বার সংস্কার কার্য্য করা হইয়া থাকে, এবং সেই জন্যেই চাণ্ডালপতিতান্নভোজন প্রকরণে ধেন্বষ্টকাদি ব্যবস্থা করিবার সময়ে অশক্ত পক্ষেই যে সে ব্যবস্থা করিলেন তাহা সংগ্রহকার বলিয়াছেন; 'সংস্কারাশক্তৌ ধেন্বষ্টকং সার্দ্ধদ্বাবিংশতি কার্ষাপণা বা দেয়াঃ'। পুনঃসংস্কার ঋষিগণের আজ্ঞানুসারে, প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে, সংস্কৃত ব্যক্তির মর্য্যাদার নিমিত্তে ও অন্যান্য উদ্দেশে করা হইয়া থাকে, তাহা পাঠক ক্রমে দেখিতে পাইবেন।

পাণিগ্রহণিক মন্ত্র যে বৈবাহিক সংস্কারের প্রধান অঙ্গ তাহা বার্ত্তাতঃও বুঝা যায়, কেননা ঐ মন্ত্র পঠিত হইলেই স্ত্রী পিতৃকুল অর্থাৎ পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হয়। এ বিষয়ে স্মৃতিকার দিগের বহু বচন আছে, বাহুল্য ভয়ে আমরা বৃহস্পতির একটীমাত্র বচন উদ্ধৃত করিলাম।

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপহারকাঃ।
ভর্ত্তৃগোত্রেণ নারীণাং দেয়ং পিণ্ডাদিকং ততঃ॥

পাণিগ্রহণিক মন্ত্র (স্ত্রীদিগের) পিতৃগোত্র ত্যাগের কারণ অতএব ইহার পরে নারীদিগের পিণ্ডদানাদি ভর্ত্তৃগোত্র উল্লেখ করিয়া করিবেক।

বৃহস্পতির বচন হইতে ইহাও নির্দ্ধারিত হইতে পারে যে পিতৃগোত্র না থাকিলে স্ত্রীকে লইয়া পাণিগ্রহণিক মন্ত্র পঠিত হইতে পারে না। সুতরাং একবার পাণিগৃহীতা স্ত্রী পুনর্ব্বার পাণিগৃহীতা হইতে পারে না।

৯। অর্থতঃও পাণিগ্রহণিক মন্ত্র পাণিগৃহীতার পক্ষে অর্থাৎ অকন্যার পক্ষে খাটিতে পারে না। মন্ত্র যথা—

অর্যমণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত স ইমাং দেবোঽর্য্যমা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুত স্বাহা॥ ১॥

বরুণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত স ইমাং দেবো বরুণঃ প্রেতো মুঞ্চাতু মামুত স্বাহা॥ ২॥

পুষণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত স ইমাং দেবঃ পুষা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুত স্বাহা॥ ৩॥

এই কন্যা অর্যমা নামক অগ্নিদেবকে অবশ্য পূজা করিয়াছিল, সেই অর্যমা অগ্নি এই কন্যাকে এখান (পিতৃকুল) হইতে অপসৃত করিয়া আ-মাকে অর্পণ করুন ॥ ১॥ বরুণের নিকটেও ঐরূপ প্রার্থনা ॥ ২॥ পুষার নিকটেও ঐরূপ ॥ ৩॥

বিবাহ সংস্কারের পূর্ব্বে কন্যা অগ্নিদেবের আশ্রিতা থাকে, এ জন্য তা'হাকে অগ্নিদেবের নিকট হইতে যাচ্ঞা করিয়া লইতে হয়। এই নিমিত্তই পূর্ব্বোল্লিখিত মন্ত্র তিনটী পাঠ করিতে হয়। একবার এক পুরুষ যাচ্ঞা করিয়া লইলে পুনর্ব্বার সে স্ত্রী অগ্নিদেবের আশ্রয়ে যাইতে পারে না। সুতরাং এক স্ত্রীকে লইয়া দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণিক মন্ত্র পাঠ করা যায় না। সংস্কারের অন্যান্য অঙ্গের মন্ত্র সকল এরূপ ভাববিশিষ্ট নহে যে দ্বিতীয়বার পঠিত হইলে অর্থ সঙ্গতির ব্যাঘাত হয়। সুতরাং পুনঃসংস্কার কালে তাহারা পঠিত হইতে পারে।

এখানে ইহাও ব্যক্তব্য যে উক্ত তিনটী মন্ত্রেই কন্যা শব্দ প্রযুক্ত আছে। অতএব কন্যা ভিন্ন স্থলে পাণিগ্রহণিক মন্ত্র পঠিত হইতে পারে না।

১০। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে লুপ্তধর্ম্মক্রিয়াদিগকে (অর্থাৎ অকন্যাদিগকে) লইয়া পাণিগ্রহণিক মন্ত্র পাঠ করা যায় না। আমরা এখানে দেখাইব যে যাহাকে লইয়া পাণিগ্রহণিক মন্ত্র পাঠ করা হইয়াছে সেই স্ত্রীই ধর্ম্মকর্ম্মে যোজনীয়া, অন্যা নহে। সংস্কার করিতে গেলে সংস্কার পদ্ধতি ধৃত সকল মন্ত্র গুলিই পাঠ করিবে ইহাই নিয়ম। তবে বিশেষ বিধির বলে যদি কাহারও সংস্কার কালে কোন মন্ত্র পাঠ করা নিষিদ্ধ হয় তাহা হইলে তাহার সংস্কারে সে মন্ত্র অবশ্যই পঠিত হইবে না। বিবাহ সংস্কারের পক্ষে মনু এই বিশেষ বিধি দিয়াছেন যে যাহাদিগের ধর্ম্মক্রিয়া লুপ্ত * হইয়াছে তাহাদিগের সংস্কারকালে পাণিগ্রহণিক মন্ত্র পঠিত হইবে না। সুতরাং এতদ্ব্যতিরিক্ত স্থলে পাণিগ্রহণিক মন্ত্র পঠিত হইবে। অর্থাৎ যাহাদিগের ধর্ম্ম ক্রিয়া লুপ্ত হয় নাই কেবল তাহাদিগের সংস্কারকালে পাণিগ্রহণিক মন্ত্র পঠিত হইবে। এই শেষোক্ত বাক্য, 'কেবল পাণিগৃহীতারাই ধর্ম্মকর্ম্মে যোজনীয়া' এ বাক্য হইতে বিভিন্ন নহে। সে যাহাই হউক আমরা অন্যবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে ত্রুটি করিব না। মনু পাণিগৃহীতাকে দার বলিয়াছেন। দার বলিবার অভিপ্রায় আর কিছুই নহে কেবল ইহাই জ্ঞাপন করা যে যাহাকে লইয়া পাণিগ্রহণিক মন্ত্র পাঠ করা হইয়াছে সেই স্ত্রীই দারকর্ম্মে (অর্থাৎ স্ত্রীর সহিত অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম

* লুপ্ত হইয়াছে বলিলেই পূর্ব্বে ছিল বুঝিতে হইবে।

কর্ম্মে) বিহিতা, অন্যা নহে। এই দার কর্ম্ম শব্দে 'বিবাহ' বোঝায় ইহা স্থির করিয়াই কুল্লুকভট্ট প্রভৃতি ভ্রমে পড়িয়াছেন। কিন্তু দারকর্ম্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ বিবাহ নহে, যেহেতু

প্রথমতঃ মাধবাচার্য্য 'সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি। কামতস্তু প্রবৃত্তানাং ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশোবরা' মনূক্ত এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় 'দারকর্ম্মণি অগ্নিহোত্রাদৌ' এইরূপ লিখিয়াছেন। ইহাতে অগ্নিহোত্র, ব্রহ্মযজ্ঞ পঞ্চযজ্ঞ ও জ্যোতিষ্টোমাদি ধর্ম্মক্রিয়াই যে দারকর্ম্ম শব্দের অভিপ্রেত তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য কুল্লুকভট্টাদি অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর লোক।

দ্বিতীয়তঃ দারকর্ম্ম শব্দের বিবাহ অর্থ সর্ব্বদা উপযুক্ত হয় না। 'অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ। সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে' মনুর এই বচনের টীকায় কুল্লূকভট্ট 'দারত্ব সম্পাদকে বিবাহে প্রশস্তা মিথুনসাধ্যে অগ্ন্যাধানকর্ম্মপুত্রোৎপাদনাদৌচেতি' এইরূপ লিখিয়া পুনরুক্তি প্রভৃতি দোষ করিয়াছেন। বিবাহে এবং অগ্ন্যাধান ও পুত্রোৎপাদনে প্রশস্তা একথা বলিবার প্রয়োজন কি? বিবাহে প্রশস্তা বলিলেই যথেষ্ট হইত, কারণ পুত্রোৎপাদন ও অগ্ন্যাধানাদি বিবাহের দুইটী উদ্দেশ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ অগ্ন্যাধানাদি ও পুত্রোৎপাদনের অতিরিক্ত বিবাহের আর উদ্দেশ্য নাই। অগ্ন্যাধানাদি ধর্ম্ম ক্রিয়া দ্বারা দেবঋণ ও অপত্যোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করাই গার্হস্থ ধর্ম্ম, এবং ঋষি এখানে তাহাই লক্ষ করিয়া বলিতেছেন, সবর্ণা দারকর্ম্মে (সস্ত্রীকধর্ম্মকর্ম্মে) এবং মৈথুনে (পুত্রোৎপাদনে) প্রশস্তা অর্থাৎ সবর্ণা দ্বারা বিবাহের দুই উদ্দেশ্যই উত্তমরূপে সিদ্ধ হয়। যদি এই ব্যাখ্যাই প্রকৃত হয় তাহা হইলে দারকর্ম্ম শব্দের অর্থ দারত্ব সম্পাদক কর্ম্ম কখনই হইতে পারে না। অধিকন্তু মৈথুন শব্দে যে পুত্রোৎপাদন ব্যতীত সস্ত্রীকধর্ম্মকর্ম্ম বোঝায় না তাহাও দেখান যাইতেছে।

ইচ্ছয়া অন্যোন্য সংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্ব্বঃ সতু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ ॥

এখানে গান্ধর্ব্ব বিবাহের লক্ষণ করিতে গিয়া মনু নিন্দাচ্ছলে তাহাকে মৈথুন্য ও কামসম্ভব বলিয়া ফেলিলেন। ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে মৈথুন্য শব্দের অর্থ অগ্ন্যাধানাদিসম্বন্ধীয় নহে। ইহার সচরাচর প্রচলিত অর্থই এখানে গ্রাহ্য। সেই অর্থ, স্পষ্ট না বলিয়া অগত্যা 'পুত্রোৎপাদন' এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। কুল্লূকভট্ট 'ইচ্ছয়া অন্যোন্য ইত্যাদি' শ্লোকের টীকায়

এই রূপ লিখিয়াছেন; 'মৈথুন্যা মৈথুনায় হিতঃ। সর্ব্ববিবাহানামেব মৈথুনত্ব যদস্য মৈথুনত্বাভিধানং তৎসত্যপি মৈথুনে ন বিরোধ ইতি প্রদর্শনার্থম্'। যাহা হউক মৈথুন শব্দের অগ্ন্যাধানাদি অর্থ কোন অভিধানেই লিখিত হয় নাই এ জন্যে আমরা কুল্লূকের অর্থ স্বীকার করিতে পারিলাম না এবং এই জন্যেই দারকর্ম্ম ও মৈথুন এই দুইটীকে পৃথক জ্ঞান করিয়া আমরা একটীর অর্থ সস্ত্রীকধর্ম্মকর্ম্ম ও অন্যটীর অর্থ পুত্রোৎপাদন লিখিয়াছি। আমাদিগের কৃত অর্থ অভিধান ও যুক্তিসঙ্গত ও মনুর অন্যান্য বচনের সহিত একবাক্য। যদি সস্ত্রীকধর্ম্মকর্ম্মের শাস্ত্রীয় নাম দারকর্ম্ম হইল এবং দার শব্দে পাণিগৃহীতিকাকে বোঝাইল তাহা হইলে ইহাও নিশ্চিত হইল যে দারকর্ম্ম শব্দটী সমস্ত পদ এবং ইহার ব্যাসবাক্য এই 'দারের সহিত অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম কর্ম্ম'। ইহাতেই স্থির হইতেছে যে দারই অর্থাৎ পাণিগৃহীতাই ধর্ম্ম কর্ম্মে যোজনীয়া অন্যা নহে।

১১। কুল্লূকভট্ট 'পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্ ইত্যাদি' মনুর এই শ্লোকের দারলক্ষণম্ শব্দের ব্যাখ্যায় 'ভার্য্যাত্বে নিমিত্তং' এই রূপ লিখিয়া ছেন। ইহাতে বোধ হয় তিনি স্ত্রী, পত্নী, ভার্য্যা, দার প্রভৃতি শব্দ গুলিকে একার্থক জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং কথঞ্চিৎ বুঝিয়াছিলেন যে পাণিগ্রহণিক মন্ত্র দ্বারা বিবাহিতা স্ত্রীর ভার্য্যাত্ব নিষ্পন্ন হয় ও ধর্ম্ম বিষয়ে কার্য্যকারিতা জন্মে। কিন্তু তিনি যে এখানে প্রকৃত অর্থ প্রায় মাত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন সম্পূর্ণরূপে অবগতি করিতে পারেন নাই তাহা অনায়াসেই প্রমাণ করা যায়। তিনি 'পাণিগ্রহণিকমন্ত্রের' অর্থ 'বৈবাহিক মন্ত্র' স্থির করিয়া প্রমাদে পড়িয়াছেন। প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি ধৃত বৈবাহিক মন্ত্রের সমাপ্তি সপ্তমপদে হয় না। প্রত্যুত সপ্তপদীগমনের পরে বহু সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিতে হয় এবং বিশেষ বিশেষ মন্ত্র পাঠের বিশেষ বিশেষ ফলও লিখিত আছে। আরও এক কথা। মনু লাজহোম ও সপ্তপদীগমনে বৈবাহিক মন্ত্রের শেষ করিবার আজ্ঞা দিয়া ও অকন্যার বিবাহে বৈবাহিক (পাণিগ্রহণিক) মন্ত্র পাঠের নিষেধ করিয়া, আবার কিরূপে অন্য স্থানে বলিলেন যে পুনর্ভূদিগের (সুতরাং অকন্যাদিগের) * কোন কোন স্থলে বৈবাহিক সংস্কার করা যাইতে পারে? কুল্লূকের মতে মনুর বচনের বলেই ত এ সংস্কারের কোন অঙ্গই থাকে না, আর অমুক স্থানে বৈবাহিক মন্ত্রের সমাপ্তি হয় ইহা বলিবার প্রয়োজনই

* পুনর্ভূ মাত্রই যে অকন্যা তাহা আমরা যথাস্থানে দেখাইব।

বা কি ? মনু ত কোন স্থানেই বলেন নাই যে অন্নপ্রাশনিক বা ঔপনয়নিক মন্ত্রের অমুক মন্ত্রে শেষ হইয়া থাকে। অতএব বলিতেই হইবে যে কুল্লূকভট্ট-কৃত ব্যাখ্যা ভ্রমপূর্ণ। আর তিনি যে টীকায় ভার্য্যাদি শব্দকে দার শব্দের তুল্যার্থবাচক বলিয়াছেন সেও প্রমাদ মূলক। তিনি স্বয়ংই 'যাপত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া, উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে' মনুর এই বচনের ব্যাখ্যায় সংস্কৃতাসংস্কৃতা সকল প্রকার পুনর্ভূকেই ভার্য্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবং বিষ্ণুও লিখিয়াছেন

অনৌরসেষু পুত্রেষু জাতেষু চ মৃতেষু চ।
পরপূর্ব্বাসু ভার্য্যাসু প্রসূতাসু মৃতাসু চ * ॥

পাঠককে বলিলেই হইল যে বিষ্ণু 'অক্ষতা ভূয়ঃ সংস্কৃতা পুনর্ভূঃ। ভূয়স্ত্ব-সংস্কৃতাপি পরপূর্ব্বা' এই বচন দ্বারা কেবল অসংস্কৃতা পুনর্ভূকেই পরপূর্ব্বা বলিয়াছেন, তাহাতেই তিনি জানিতে পারিবেন যে ভার্য্যা শব্দে অসংস্কৃতা স্ত্রীকেও গ্রহণ করা যায়। স্ত্রী পত্নী প্রভৃতি শব্দেরও যে এই রূপ ব্যবহার প্রচলিত আছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু দার শব্দ সংস্কৃতা ব্যতীত অসংস্কৃতাকে লক্ষ করে না, কাত্যায়ন লিখিয়াছেন

সদারোঽন্যান্ পুনর্দ্দারাণ্ কথঞ্চিৎকারণান্তরাৎ।
য ইচ্ছেদগ্নিমান্ কর্ত্তুং ক্ব হোমোস্য বিধীয়তে॥
স্বেঽগ্নাবেব ভবেদ্ধোমোলৌকিকে ন কদাচন।
নহ্যাহিতাগ্নেঃ স্বং কর্ম্ম লৌকিকেঽগ্নৌ বিধীয়তে॥

এখানে দ্বিতীয় দার গ্রহণ করিতে হইলে হোম অর্থাৎ সংস্কার যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। পাঠক এখানে বলিতে পারেন যে এ বচন দ্বারা দারকে সংস্কৃতা প্রমাণ করা হইল; পাণিগৃহীতা প্রমাণ করা হইল না। ইহা সত্য বটে, কিন্তু মনু স্বয়ং তাহাকে পাণিগৃহীতা বলিয়াছেন। এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রে কুত্রাপি পৌনর্ভবাদি স্ত্রীকে দার শব্দে উল্লেখ করে নাই।

পাণিগ্রহণ সম্বন্ধীয় মনুর বচনদ্বয় সমালোচনা করিয়া যাহা স্থিরীকৃত হইল তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

(১) পাণিগ্রহণিক মন্ত্র অকন্যার বিবাহসংস্কার কালে পাঠ করিবে না।

---

* বিষ্ণু এখানে অনৌরষাদির জন্মাদিতে ত্রিরাত্রাশৌচ ব্যবস্থা করিতেছেন।

(২) পাণিগ্রহণিক মন্ত্র কন্যার বিবাহ সংস্কার কালে পাঠ করিবে।

(৩) যে স্ত্রীর সংস্কার কালে পাণিগ্রহণিক মন্ত্র পঠিত হয় সে স্ত্রী দার পদ বাচ্য হয় এবং সহধর্ম্মিণী হয় এবং যে স্ত্রীর সংস্কার কালে পাণিগ্রহণিক মন্ত্র পঠিত হয় না সে স্ত্রী দার বা সহধর্ম্মিণী হইতে পারে না। সুতরাং কন্যারাই বিবাহিতা হইয়া সহধর্ম্মিণী হয়, ও অকন্যারা বিবাহিতা হইয়া সহধর্ম্মিণী হয় না।

(৪) সপ্তপদীগমনেই পাণিগ্রহণিক মন্ত্রের সমাপ্তি হয়, কিন্তু মনুর সময়েও বৈবাহিক মন্ত্রের শেষ এস্থানে হইত না। সপ্তপদীগমনে বৈবাহিক মন্ত্রের শেষ হইলে, সে শেষ জানিতে বিশেষ পাণ্ডিত্যের আবশ্যকতা হইত না কেননা তাহার পরে আর কোন মন্ত্রের উল্লেখই থাকিত না। সপ্তপদী গমনের পরে বহুসংখ্যক মন্ত্র লিখিত আছে কিন্তু সংস্কারান্তর্গত হইলেও সে সকল মন্ত্র পাণিগ্রহণিক মন্ত্র হইতে বিভিন্ন, ইহাই জানাইবার জন্য মনু লিখিলেন যে পণ্ডিতেরা জানিবেন (বিদ্বদ্ভিঃ বিজ্ঞেয়া) সপ্তপদীগমনেই পাণিগ্রহণিক মন্ত্রের শেষ হইয়া থাকে।

কন্যা কে এবং অকন্যাই বা কাহাকে বলে তাহা আমরা পশ্চাৎ দেখিব।

১২। এখন দেখা যাউক স্ত্রীদিগের দ্বিতীয় পুরুষ গ্রহণ শাস্ত্রকারেরা কোন্ কোন্ স্থলে অনুমোদন করিয়াছেন। যিনি ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনুর নিকটে অধ্যয়ন করিয়া পৃথিবী মণ্ডলে ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রথম প্রচার করেন সেই দেবর্ষি নারদ আট প্রকার কন্যার বিবাহের লক্ষণ করিয়া তাহার অব্যবহিত পরেই লিখিয়াছেন যে —

পরপূর্ব্বা স্ত্রীয়স্ত্বন্যাঃ সপ্তপ্রোক্তা যথাক্রমং।
পুনর্ভূ স্ত্রিবিধাতাসাং স্বৈরিণী তু চতুর্ব্বিধা॥

(১) কন্যৈ বাক্ষত যোনির্যা পাণিগ্রহণ দূষিতা।
পুনর্ভূঃ প্রথমা প্রোক্তা পুনঃ সংস্কার কর্ম্মণা॥

(২) দেশধর্ম্মাণবেক্ষ্য স্ত্রী গুরুভির্যা প্রদীয়তে।
উৎপন্নসাহসান্যস্মৈ সা দ্বিতীয়া প্রকীর্ত্তিতা॥

(৩) অসৎস্থ দেবরেষু স্ত্রী বান্ধবৈর্যা প্রদীয়তে।
সবর্ণায় সপিণ্ডায় সা তৃতীয়া প্রকীর্ত্তিতা॥

(৪) স্ত্রী প্রসূতাঽপ্রসূতা বা পত্যাবেবতু জীবতি।
কামার্থ মাশ্রয়েদন্যং প্রথমা স্বৈরিণী তু সা॥

(৫) কৌমারম্পতিমুৎসৃজ্য যাত্বন্যং পুরুষংশ্রিতা।
পুনঃ পর্ত্ত্যুর্গৃহং যায়াৎ সা দ্বিতীয়া প্রকীর্ত্তিতা॥

(৬) মৃতে ভর্ত্তরিতু প্রাপ্তান্ দেবরাদী নপাস্য যা।
উপগচ্ছেৎ পরং কামাৎ সা তৃতীয়া প্রকীর্ত্তিতা॥

(৭) প্রাপ্তাদেশা ধনক্রীতা ক্ষুৎপিপাসাতুরা তুযা।
তবাহমিত্যুপগতা সা চতুর্থী প্রকীর্ত্তিতা॥

(এই আট প্রকার কন্যা ছাড়া) অন্য সাত প্রকার স্ত্রী উক্ত হইতেছে কিন্তু তাহারা পরপূর্ব্বা (এবং) তাহাদিগের মধ্যে তিন প্রকার পুনর্ভূ ও চারি প্রকার স্বৈরিণী।

(১) অক্ষত যোনি এবং পাণিগ্রহণ দূষিতা কন্যাই পুনঃসংস্কৃতা হইলে প্রথমা পুনর্ভূ নামে খ্যাত হয়। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে পাণিগৃহীতা স্ত্রী যদি অক্ষতা থাকিত তবে পুনর্ভূ হইবার কালে তাহার পুনর্ব্বার সংস্কার নিষ্পাদিত হইত।

(২) উৎপন্নসাহসা স্ত্রীকে যদি গুরুজনেরা দেশ ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া অন্যব্যক্তিকে দেন তবে সে দ্বিতীয়া পুনর্ভূ হয়। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে স্ত্রী কুলোচিত লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়াছে এমন বিবেচনা করিলে গুরুজনেরা কুলনিন্দার আশঙ্কায় তাহাকে অন্য পাত্রে সমর্পণ করিতেন ও তদ্দ্বারা সে দ্বিতীয় শ্রেণীর পুনর্ভূ হইত।

(৩) দেবরাভাবে বান্ধবেরা যদি স্ত্রীকে সবর্ণ সপিণ্ড ব্যক্তিকে দেন তবে সে তৃতীয়া পুনর্ভূ হয়। সুশীলা স্ত্রীর দেবর থাকিলে গুরুজনেরা অন্য ব্যবস্থা করিতেন (যাহা পরে বলা যাইবে) এবং উৎপন্ন সাহসাকেই গুরুজনেরা অন্যপাত্রস্থ করিতেন। কিন্তু বান্ধবেরা অনুৎপন্নসাহসাকেও অন্য ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতেন অথবা করিতে পারিতেন। পরে দেখা যাইবে যে নারদের মতে গুরুজনের ও বান্ধবের কৃতকার্য্যে অন্য বিষয়েও বিলক্ষণ প্রভেদ আছে

(৪) প্রসূতাই হউক অথবা অপ্রসূতাই হউক, পতি বর্ত্তমানে যে স্ত্রী কামার্থ অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে তাহাকে প্রথমা স্বৈরিণী কহে।

(৫) কৌমার পতি ত্যাগ করিয়া পুরুষান্তরকে আশ্রয় করতঃ স্ত্রী যদি পুনর্ব্বার পতির নিকটে যায় তবে তাহাকে দ্বিতীয়া স্বৈরিণী কহে।

(৬) ভর্ত্তা মরিলে প্রাপ্ত দেবরাদিকে দূর করিয়া যে স্ত্রী কামার্থ অন্য পুরুষকে ভজনা করে তাহাকে তৃতীয়া স্বৈরিণী কহে।

(৭) ক্ষুৎপিপাসাতুরা স্ত্রী যদি আদেশ প্রাপ্তা (ইঙ্গিত প্রাপ্তা) ও ধন-দ্বারা ক্রীতা হইয়া আমি তোমার এই বলিয়া উপগতা হয় তবে তাহাকে চতুর্থী স্বৈরিণী কহে।

১৩। বিধবাবিবাহবাদী নারদের মতে স্ত্রীদিগের পরপুরুষগ্রহণ হইল, কিন্তু সে সকল বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিবার পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত মনুসংহিতায় পুনর্ভূ ও স্বৈরিণী সম্বন্ধে কি লিখিত আছে তাহা দেখা আবশ্যক। এই সংক্ষিপ্ত মনুসংহিতাই বর্ত্তমানকালে মনুষ্য লোকে মনুসংহিতা বলিয়া খ্যাত ইহা ভৃগুবংশীয় সুমতি নামক মহাত্মা দ্বারা সংগৃহীত। সুতরাং মনুসংহিতা তিন প্রকার, প্রথম বৃহন্মনুসংহিতা, ইহা এক লক্ষ শ্লোকে এক সহস্র অধ্যায়ে রচিত, দ্বিতীয় নারদমনুসংহিতা, ইহা দ্বাদশ সহস্র শ্লোকে রচিত ও বৃহন্মনু হইতে সংক্ষেপিত, তৃতীয় ভার্গব মনুসংহিতা, ইহাতে চারিসহস্র শ্লোক আছে, ইহা নারদ মনু হইতে সংক্ষেপিত। তাহার প্রমাণ নারদসংহিতাতেই আছে যথা—

ভগবান্ মনুঃপ্রজাপতিঃ সর্ব্বভূতানুগ্রহার্থ মাচারস্থিতি হেতুভূতং শাস্ত্রং চকার। তদেতৎ শ্লোকশতসহস্রমাসীৎ॥ + + তেনাধ্যায় সহস্রেণ মনুঃ প্রজাপতিরুপনিবধ্য দেবর্ষয়ে নারদায় প্রাযচ্ছৎ। স চ তস্মাদধীত্য মহত্বান্নায়ং গ্রন্থঃ সুকরো মনুষ্যাণাং ধারয়িতুমিতি দ্বাদশভিঃ সহস্রৈঃ সঞ্চিক্ষেপ তচ্চ সুমতয়ে ভার্গবায় প্রাযচ্ছৎ। স চ তস্মাদধীত্য তথৈবায়ুর্হ্রাসাদল্পীয়সী মনুষ্যাণাং শক্তিরিতি জ্ঞাত্বা চতুর্ভিঃ সহস্রৈঃ সঞ্চিক্ষেপ। তদেতৎ সুমতিকৃতং মনুষ্যা অধীয়তে বিস্তরেণ শত সাহস্রং দেবগন্ধর্ব্বাদয়ঃ। *

---

* এই প্রমাণের বলে আমরা নারদ স্মৃতিকে পৃথিবী মণ্ডলে প্রচলিত সকল স্মৃতির মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্মৃতি স্বীকার করিয়াছি এবং নারদস্মৃতির মত অগ্রে লিখিয়া তাহার সহিত ভার্গব স্মৃতির একবাক্যতা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু নারদস্মৃতি বলিয়া যাহা প্রচলিত

১৪। ভার্গব সুমতি নারদোক্ত সাত শ্লোকের মর্ম্ম দুইটী মাত্র শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই দুই শ্লোক এই –

(১) যা পত্যাবা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে ॥
(২) সা চে দক্ষতযোনিঃ স্যাদ্গতপ্রত্যাগতাপিবা।
পৌনর্ভবেণ ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কার মর্হতি ॥

ভা ৯ অ ১৭৫, ১৭৬ শ্লোক।

(১) পতি দ্বারা বা পরিত্যক্তা অথবা বিধবা আপন ইচ্ছায় পুনর্ভূ হইয়া যে পুত্র উৎপাদন করে তাহাকে পৌনর্ভব (পুত্র) কহে।

(২) সেই স্ত্রী যদি অক্ষতযোনি থাকে, অথবা যদি পতিকে ত্যাগ করিয়া অন্যপুরুষকে আশ্রয় করতঃ) আবার (পতির নিকটে) আইসে, তাহা হইলে পৌনর্ভবভর্ত্তাদ্বারা সে পুনঃসংস্কৃতা হইবার যোগ্যা হয়। এখানে পৌনর্ভবভর্ত্তা শব্দের অর্থ স্ত্রী যাহাকে শেষে গ্রহণ করে। পুনর্ভূর পতি হইলেই

তাহা স্বায়ম্ভুব মনুস্মৃতির নবম প্রকরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র। ইহার নাম ব্যবহার খণ্ড। সুতরাং ইহাকে মূল নারদ সংহিতা বলা যায় না। মূল নারদ সংহিতা সম্ভবতঃ লোপ পাইয়াছে। এদিকে ৪০০০ শ্লোকে রচিত প্রচলিত সংক্ষিপ্ত মনুসংহিতা যে ভার্গব সুমতি দ্বারা লিখিত তাহা ইহাতে প্রকাশিত নাই। সংক্ষিপ্ত মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে স্বায়ম্ভুব মনুর আজ্ঞায় মহর্ষি ভৃগু স্বয়ংই ঐ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সুতরাং এ গ্রন্থ নারদ হইতে সংক্ষেপিত না হইতে পারে। সুমতি কৃত সংক্ষিপ্ত স্মৃতিগ্রন্থ সম্ভবতঃ লোপ পাইয়া থাকিবে। এ সকল বিষয় স্বীকার করিলেও নারদ লিখিত ব্যবহার খণ্ডের শাসনের সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করিতে ক্ষতি হইতে পারে না যেহেতু ভৃগুপ্রোক্ত মনুতেই কথিত আছে যে ভৃগু এবং নারদ উভয়কেই স্বায়ম্ভুব মনু সৃষ্ট করিয়া উভয়কেই স্বয়ংই ধর্ম্ম-শাস্ত্রে উপদেশ দিয়াছিলেন; এবং তজ্জন্য উভয়ের লিখিত শাস্ত্রই একমত হইতে পারে। পাঠক আরও দেখিবেন নারদের রচনা সমধিক প্রাচীন বলিয়া নির্দ্ধারিত করা যায় এবং নারদের সহিত না মিলাইলে সময়ে সময়ে ভৃগু বচনের অর্থই উপলব্ধ হয় না। তথাপি যদি কেহ ভার্গব মনুকে অধিকতর মাননীয় মনে করেন (এবং ভার্গবগ্রন্থ সুমতিকৃত না বলিয়া স্বয়ং ভৃগুরচিত বলেন) তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। তবে তাঁহাকে আমরা এই অনুরোধ করি যে প্রবন্ধে যেখানে আমরা ভার্গব ও সুমতি লিখিয়াছি সেখানে তিনি ভৃগু পাঠ করিবেন এবং যেখানে আমরা নারদের শিষ্য বলিয়াছি সেখানে তিনি সমপাঠী মনে করিবেন। তাহা হইলেও বিরোধের আশঙ্কা দূর হইবে, মনু বিরোধী নহে বলিয়াই উভয়গ্রন্থই মনুস্মৃতি নামে খ্যাত।

পৌনর্ভব ভর্ত্তা হইল। তথাচ গত প্রত্যাগতাকে পুনর্ভূ বলা হইয়াছে; তাহার পতি পাণিগ্রাহক হইলেও পৌনর্ভব ভর্ত্তা যে হেতু তাহার সহিত সংসর্গ অন্য পুরুষ গমনের পরে হইয়া থাকে এবং পুনরাগতা পুনর্ভূ।

ভার্গব মনু সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ এজন্য নারদোক্ত তিন প্রকার পুনর্ভূ ও চারি প্রকার স্বৈরিণী এই সাত প্রকার স্ত্রীই ইহাতে এক পুনর্ভূ শব্দে গৃহীত হইয়াছে। ইহাদিগের সন্মানের যে তারতম্য ছিল সুমতি তাহার কিছুই বলেন নাই। কেবল এই মাত্র লিখিয়াছেন যে সাত প্রকারের মধ্যে দুই প্রকার স্ত্রী পুনঃসংস্কৃতা হইবার যোগ্যা। এক প্রকার নারদোক্ত অক্ষত-যোনি পাণিগ্রহণদূষিতা স্ত্রী, দ্বিতীয় প্রকার গত প্রত্যাগতা। এই শেষোক্ত স্ত্রীর সংস্কারের কথা লিখিয়া সুমতি কি তাহার মানের কিঞ্চিন্মাত্র বর্দ্ধন করিয়াছেন? কিছুই করেন নাই। যে স্ত্রী পতিকে ত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে সে অধমা স্ত্রী। আমরা পরে দেখিব যে বচনান্তরে সুমতি তাহাকে যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিয়াছেন। গতপ্রত্যাগতাও পতিকে ত্যাগ করিয়া যায়, তবে চিরপরিত্যাগিনী নহে এই মাত্র বিশেষ। সে পতির নিকটে সময়ান্তরে ফিরিয়া আইসে। সে নিজে অক্ষতা নহে * সে দোষ-শূন্য পতিবর্ত্তমানে অন্যকে আশ্রয় করিয়াছে। তাহা। অপরাধ অতি গুরু। নারদ তাহাকে পুনর্ভূ না বলিয়া স্বৈরিণী বলিয়াছেন। এই সকল বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে মান বৃদ্ধির নিমিত্তে তাহার পুনঃ সংস্কারের প্রস্তাবনা নহে। যাহার নিকটে প্রত্যাবর্ত্তন করিল সে ব্যক্তির সহিত তাহার পূর্ব্বে পাণিগ্রহণ কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছিল। তাহাকে সচ্ছন্দে ঘরে লইলে তাহার সহিত দারকর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পাদিত হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়। সেই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্তে ঋষি বলিলেন যে তাহাকে গৃহে লইতে হইলে পুনঃ সংস্কার করিতে হইবে। পুনঃ সংস্কার কালে সে অকন্যা, সুতরাং তাহার সহিত পাণিগ্রহণিক মন্ত্র পঠিত হইতে পারে না এবং সে স্ত্রীও পুনর্ভাব দার অর্থাৎ ধর্ম্মপত্নী হইতে পারে না। সে আপন পতির কাছে আসি-

---

* অক্ষতা হইলে "সাচেদক্ষতযোনিঃস্যাৎ" বলাতেই তাহাকে গ্রহণ করা হইত আর 'গত প্রত্যাগতাপিবা" লিখিবার আবশ্যকতা থাকিত না। তবে গতপ্রত্যাগতাকে "যা পত্যাবা পরিত্যক্তা" ইহার মধ্যে ধরিয়াছেন তাহার সংশয় নাই। পাঠক তাহা শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন।

আর পূর্ব্বাপদ পাইবে না। পুনঃ সংস্কারের অনুমতিতে তাহার অবমান-নাই * করা হইল।

১৫। ভার্গবের এই দুই শ্লোক সম্বন্ধে আমাদের আরও বলিবার কথা আছে। তিনি যে নারদোক্ত সাত প্রকার পরপূর্ব্বাকেই পুনর্ভূ বলিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। নারদের তিন প্রকার পুনর্ভূকে যে পুনর্ভূ বলিয়াছেন তাহা সপ্রমাণ করিবার তত আবশ্যকতা নাই, কিন্তু নারদোক্ত স্বৈরিণীদিগকে যে পুনর্ভূ শব্দে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা দেখান কর্ত্তব্য। ভার্গব গতপ্রত্যাগতাকে অর্থাৎ নারদের দ্বিতীয়া স্বৈরিণীকে পুনর্ভূ নাম দিয়াছেন, কেননা সে সংজ্ঞা না দিলে তিনি তাহার নূতন আশ্রয় দাতা পতিকে কখনই 'পৌনর্ভব (পুনর্ভূ সম্বন্ধীয়) ভর্ত্তা বলিতেন না এবং সে স্ত্রীরও পুনঃ সংস্কারের ব্যবস্থা করিতেন না। আর একটী স্বৈরিণীকে পুনর্ভূর মধ্যে গণনা করিলেই অপরগুলিকে যে ধরিবেন তাহাতে বিচিত্রতা কি। স্বৈরিণীগণকে পুনর্ভূদিগের মধ্যে পরিগণিত করার তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে কেবল ইহাই জ্ঞাপন করা যে স্বতন্ত্রা স্বৈরিণী হইতে পুনর্ভূর মর্য্যাদা অত্যন্ত অধিক নহে। আরও এক কথা; স্মৃতি যখন নারদগ্রন্থের মর্ম্ম সংক্ষিপ্তরূপে প্রচার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন তখন তদ্গ্রন্থের কোন অংশই ত্যাগ করিতে পারেন নাই, সুতরাং এইরূপ ইঙ্গিতেই অনেক বিষয় বলিতে হইয়াছে এবং

* নারদ গ্রন্থের যে পাঠান্তর আছে তাহাতে গতপ্রত্যাগতাকে দ্বিতীয়া পুনর্ভূ বলা হইয়াছে (তাহা পাঠক শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন) কিন্তু পুনর্ভূগণের মধ্যে গৃহীতা হইলেও অথবা পুনসংস্কৃতা হইলেও ইহার গৌরব যে অধিক নহে তাহা নারদ স্পষ্টই বলিয়াছেন। এমন কি যাহার পুনঃসংস্কারের ইঙ্গিত তিনি স্বয়ংই করিয়াছেন সেই অক্ষতা পুনর্ভূকেও তিনি অতিশয় নীচ বলিয়াছেন যথা

পুনর্ভূবাং বিধিস্ত্বেষ স্বৈরিণীনাং প্রকীর্ত্তিতঃ।
পূর্ব্বা পূর্ব্বা জঘন্যাসাং শ্রেয়সী তূত্তরোত্তরা॥

পুনর্ভূ ও স্বৈরিণীগণের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমে জঘন্যা, ও পরপর ক্রমে মাননীয়া জানিবে। অতএব পুনঃ সংস্কার দ্বারা পদোন্নতি হয় না। অক্ষতা পুনর্ভূ পুনর্ভূগণের মধ্যে অধমা। যে পাণিগ্রাহকের সহিত কিছুকাল ব্যবহার করিয়াছে ঋষিগণ তাহাকেই উচ্চ, ও যাহার অদৃষ্টে পাণিগ্রাহকের সহিত মেলন হয় নাই তাহাকেই অধমা বলিয়াছেন। স্বৈরিণীগণের মধ্যে যে ইচ্ছা করিয়া পতি ত্যাগ করিয়াছে সেই অধমা ও যে বিপদে পড়িয়া দ্বিতীয় পুরুষের শরণাগতা সেই উচ্চপদবীস্থা।

সুদীর্ঘ লক্ষণ সকলও সর্ব্বদা করা হয় নাই। সেই জন্যই 'গুরুভি র্যা প্রদী-য়তে' 'বান্ধবের্যা প্রদীয়তে,' ইত্যাদি প্রত্যেকের পরিভাষা না করিয়া এক কথায় সুমতি বলিয়া ফেলিয়াছেন যে 'যা পত্যাবা পরিত্যক্তা বিধবাবাস্বয়েচ্ছয়া'। স্ত্রীর ইচ্ছাকেই বলবান করিয়াছেন। ইচ্ছা হইলেই সে অন্য পুরুষ গ্রহণ করিতে পারিত, কিন্তু তাহার ইচ্ছা না থাকিলে তাহাকে গুরুজনেরা পুনর্ভূ করিতে পারিতেন না। পুনর্ভূ হইলে তাহার মর্য্যাদার হানি হইত, সে আর সাধ্বী থাকিত না। অপরন্তু 'প্রদীয়তে' পদ দ্বারা নারদ কর্ত্তৃক ইহাও জ্ঞাপিত হয় নাই যে পুনর্ভূকে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক যথাবিধি দান করা হইত। তাহা হইত না বলিয়াই সুমতি দত্তা কন্যার পুনর্দ্দান স্থানান্তরে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি গুরু, বান্ধব প্রভৃতিকে 'স্বয়েচ্ছয়া' পদ প্রয়োগ দ্বারা স্ত্রী লোকের পুনর্ব্বিবাহে সাহায্য করিতে এক প্রকার নিষেধ করিয়াছেন। তবে তাহারা সম্ভবতঃ অনুমতি দিতে পারিতেন এই মাত্র।

১৬। 'পত্যা পরিত্যক্তা' এবং 'বিধবা' এই দুইপক্ষের বিকল্পে একটী মাত্র 'বা' প্রযুক্ত হইতে পারে তবে দুইটী 'বা' কি জন্য প্রযুক্ত হইল! ইহার বিশেষ কোন অভিপ্রায় অবশ্যই আছে, যে হেতু গ্রন্থ বাহুল্য করা ভার্গবের পক্ষে অসঙ্গত। পাঠক এখানে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে 'পতি পরিত্যক্তা' ও 'বিধবা' বলিলে নারদোক্ত সাত প্রকার স্ত্রীর মধ্যে কেবল পাঁচ প্রকারকে গ্রহণ করা যায়; অপর দুই প্রকার ত্যক্তাও নহে ও বিধবাও নহে। তাহারা পতিকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা-দিগকে পুনর্ভূগণের মধ্যে ধরা ভার্গবের অভিপ্রেত। সেই অভিপ্রায় প্রথম 'বা' শব্দদ্বারা সিদ্ধ করিয়াছেন। 'পত্যা বা পরিত্যক্তা' বলাতে পতিদ্বারা পরিত্যক্তা বোঝাইতেছে আরও বা শব্দ অতিরিক্ত থাকিতেছে। সেই 'বা' শব্দদ্বারা পতিকে যে পরিত্যাগ করিয়াছে * তাহাকেও গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা না করিলে 'গত প্রত্যাগতা' (যাহাকে স্পষ্টতঃ পুনর্ভূ বলা হইয়াছে,) এড়াইয়া যায়।

১৭। এক্ষণে সহৃদয় পাঠকবর্গ অবশ্যই ভার্গবোক্ত দুইটী শ্লোকের প্রকৃত অর্থ প্রতীতি করিয়াছেন। তথাপি আমরা লিখিতেছি যে শ্লোকদ্বয়ের

---

* 'পত্যা বা পরিত্যক্তা' ইহা দ্বারা 'পত্যা পরিত্যক্তা পতিং বা পরিত্যজ্য এইরূপ বুঝিতে হইবে।

তাৎপর্য্য এই, পতিদ্বারা পরিত্যক্তাই হউক অথবা পতিপরিত্যাগিনীই হউক কিম্বা বিধবাই হউক, পুনর্ভূ হইয়া স্ত্রী যে পুত্র প্রসব করে তাহাকে পৌনর্ভব পুত্র কহে। পুনর্ভূ হইবারকালে যে স্ত্রী অক্ষতা থাকে, এবং (ক্ষতা হইলেও) 'গতপ্রত্যাগতা' এই দুইটী পুনঃ সংস্কারের যোগ্যা হয়।

১৮। 'পুনর্ভূত্বা' 'পুনর্ভূ হইয়া' ভার্গব এইমাত্র বলিয়াছেন কিন্তু পুনর্ভূ কি প্রকরণ দ্বারা হইবে তাহার কিছুই বলেন নাই। কেবল দুইটী পুনর্ভূ পুনঃ সংস্কারের যোগ্যা ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা স্মৃতি যে প্রসন্নমনে পুনর্ভূ হওনের কথা লিখিতেছেন না তাহা বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ মূল গ্রন্থের পাছে অবমাননা করা হয় এই ভয়েতেই তিনি 'পুনর্ভূ হওয়া, নিযুক্তা হওয়া ইত্যাদি প্রথার অনুমোদন * করিয়াছেন কিন্তু সময় পাইলেই এ সকল প্রথার যৎপরোনাস্তি নিন্দা বাদ লিখিয়াছেন। এমন কি নিয়োগ প্রকরণে কেহ কেহ সেই নিন্দাকে নিষেধবিধি বলিয়াও স্বীকার করিয়াছেন। সে বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হইবেক। এখানে কেবল পরপূর্ব্বা পতির নিন্দা কীর্ত্তিত হইতেছে।

ঔরভ্রিকো মাহিষিকঃ পরপূর্ব্বা পতিস্তথা।
প্রেতনির্হারকশ্চৈব বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥

ম ৩ অ ১৬৬ শ্লোক।

মেষ মহিষজীবী, পুনর্ভূপতি, ধনলোভী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকারী ইহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক (হব্যকব্যে) বর্জ্জন করিবে।

আমরা আর একটী বচন না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট পতিকে গ্রহণ করিলেও পুনর্ভূ নিন্দনীয়া যথা—

পতিং হিত্বাপকৃষ্টং স্বমুৎকৃষ্টং যা নিষেবতে।
নিন্দ্যৈব সা ভবেল্লোকে পরপূর্ব্বেতি চোচ্যতে॥

ম ৫ অ ১৬৩ শ্লোক।

---

* অনুমোদন বাক্য গুলিও এরূপ অপ্রাঞ্জল ও দুর্বোদ্ধব্য যে অনেকেই সহসা ভাবগ্রহ করিতে পারেন না। এরূপ লেখার তাৎপর্য্য সম্ভবতঃ এই যে যে বুঝে বুঝুক অথবা নারদ দেখিয়া মীমাংসা করিয়া লউক এবং তদনুসারে অনুষ্ঠানাদি করুক। কিন্তু যে না বুঝিতে পারে সে সেই সেই কর্ম্ম হইতে বিরত থাকুক। কিন্তু কেহই বলিতে না পারে যে নারদের কোন কথা ত্যক্ত হইয়াছে ও ভার্গবগ্রন্থ সংক্ষিপ্ত নারদ নহে।

১৯। নারদ ও ভার্গব মনুতে পুনর্ভূ হইবার আর কোন ইঙ্গিত নাই। এই পুনর্ভূ হওয়াকে অন্যান্য ঋষিগণের মধ্যে কেহ কেহ পুনর্ব্বিবাহ বা সংক্ষেপে বিবাহই বলিয়াছেন, যথা—

বিবাহেচ্ছা যদা স্ত্রীণাং ভর্ত্তৃনাশেতু জায়তে।
পুনরক্ষতযোনীনাং বিবাহ করণং মতং॥

ইতি বৃহস্পতিঃ।

ভর্ত্তা মরিলে স্ত্রীদিগের যদি বিবাহেচ্ছা হয় তবে অক্ষত যোনিদিগের পুনর্ব্বিবাহ করায় মত থাকিল।

মরণানন্তরং ভর্ত্তুর্যদ্যনাহত যোনয়ঃ।
স্ত্রীয়ো বিবাহমর্হন্তি নাত্র কার্য্যবিচারণা॥

ইতি গৌতমঃ।

ভর্ত্তার মৃত্যুর পরে যদি স্ত্রীরা অক্ষতযোনি থাকে তবে বিবাহ যোগ্যা হয়। তাহাতে কার্য্য বিচারণা নাই।

এই দুই শ্লোকে প্রায়বিধিবাক্য দ্বারা বিধবা বিবাহের পোষকতা করা হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে কোনটীই বিধিবাক্য নহে। একটীতে অর্হন্তি শব্দ আছে কিন্তু মনু স্বয়ং কোন কোন পুনর্ভূ 'পুনঃ সংস্কারমর্হতি' ইহা লিখিয়াও বলিয়াছেন যে পুনর্ভূ হইবার বিধি কোন শাস্ত্রে নাই। অপরটীতে মত শব্দ আছে কিন্তু মত শব্দে মনোগত ভাব বা অভিপ্রায় ব্যতীত আর কিছুই বোঝায় না, সুতরাং এটী প্রবর্ত্তনা ব্যঞ্জক শব্দ নহে এবং বাক্যটীও বিধিবাক্য নহে।

বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী মাধবরাও দ্বিতীয় বচনটীকে গৌতমোক্ত বলিয়াছেন, এই জন্যই আমরা ইহাকে গৌতমপ্রোক্ত বলিয়া লিখিলাম। কিন্তু এ বচন প্রচলিত গৌতম সংহিতার নাই। আর গৌতমের ধর্ম্মশাস্ত্র গদ্যে লিখিত এ পদ্য। ইহাও বিবেচিতব্য যে গৌতম উদ্ধতের ন্যায় কোন ধর্ম্মের উপদেশ দেন নাই, নাত্র কার্য্য বিচারণা ইহা তাঁহার লেখনী হইতে বিনিঃসৃত হইবে এমত সম্ভাবনা নহে কেননা অন্যের অবমাননা তিনি কুত্রাপি করেন নাই এবং যেখানে মতভেদ সেখানেই আপন মত লিখিয়া ইত্যেকে বদন্তিবলিয়া অন্যমতও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

২০। যে সকল স্মৃতিকারেরা পুনর্ভূ সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ বিবাহ শব্দ প্রয়োগ করেন

নাই তাঁহারা সংস্কৃতা অথবা পুনঃসংস্কৃতা পদ দ্বারা সেই অর্থই জ্ঞাপন করিয়াছেন, যথা

(১) অক্ষতা ভূয়ঃ সংস্কৃতা পুনর্ভূঃ।

ইতি বিষ্ণুঃ।

অক্ষতযোনি স্ত্রী যদি পুনঃসংস্কৃতা হয় তাহা হইলে তাহাকে পুনর্ভূ কহে।

(২) পাণিগ্রাহে মৃতে বালা কেবলং মন্ত্র সংস্কৃতা।
সাচস্থ ক্ষতযোনিঃস্যাৎ পুনসংস্কার মর্হতি॥

ইতি বশিষ্ঠঃ।

পাণিগ্রাহক (পতি) মন্ত্র দ্বারা সংস্কার করিয়াই যদি মরে তবে স্ত্রী অক্ষতা থাকিলে (থাকিতে থাকিতে) পুন সংস্কারের যোগ্যা হয়।

২২। এই দুই বচনে ঋষিরা নারদোক্ত প্রথমা পুনর্ভূকে ও ভার্গবোক্ত অক্ষত যোনিকে লক্ষ করিয়াছেন। বাস্তবিক কেবল অক্ষতা সংস্কারার্হা-কেই অনেকেই পুনর্ভূ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং অপর দুইটী স্ত্রীকে (নারদ যাহাদিগের সংস্কারের কথা কিছুই বলেন নাই) পুনর্ভূ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, কদাচিৎ কেহবা স্বীকার করিয়াছেন এবং ভার্গবোক্ত গতপ্রত্যাগতারও সংস্কারের কথা লিখিয়াছেন, যথা

(১) অজ্ঞাত ভর্ত্তৃসম্বন্ধা ভবন্তি যদি যোষিতঃ।
গতপ্রিয়া যদা তাসাং পুনঃ পরিণয়ো ভবেৎ॥

ইতি বৃহস্পতিঃ।

স্ত্রীগণ যদি অজ্ঞাত ভর্ত্তা দ্বারা সংস্পৃষ্টা হইয়া (গোপনে পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া অথবা মত্তাদি অবস্থায় বলাৎকৃতা হইয়া) প্রিয়ের (পতির) নিকটে যায়, তবে তাহাদিগের পুনর্ব্বার পরিণয় হইবেক।

এখানে যদিচ স্ত্রী গতা হইয়া প্রত্যাগতা নহে তথাপি গত প্রত্যাগতার তুল্য অপরাধী, যেহেতু সে পতির সঙ্গে সহবাস না করিয়া পূর্ব্বেই অন্যাসক্ত হইয়াছে। বৃহস্পতি পিতৃগৃহবাসিনীর (যাহার দ্বিরাগমন না হইয়াছে তাহার) কথা বলিতেছেন। মনুর গত প্রত্যাগতার সহিত ইহার প্রভেদ এই যে গতপ্রত্যাগতা সম্ভবতঃ পতিগৃহে একবার গিয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে বৃহস্পতি মনুর অনুমতই লিখিয়াছেন।

(২) অক্ষতাচ ক্ষতাচৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ
ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

অক্ষতাই হউক অথবা ক্ষতাই হউক পুনঃ সংস্কৃতা হইলেই পুনর্ভূ হয়।

এই শ্লোকার্দ্ধ লইয়া অনেকেই গোলযোগ করেন। ক্ষতা কিরূপে পুনঃ সংস্কৃতা হইতে পারে ইহা ভাবিয়াই টীকাকারগণ চক্ষুস্থির করিয়াছেন। কেহ বলেন এ বচন কেবল পুনর্ভূ সংজ্ঞা জানাইবার নিমিত্তে, প্রবৃত্তির নিমিত্ত নহে, কেহ বলেন পুনঃ সংস্কৃতা শব্দে অন্য পুরুষকে আশ্রয় মাত্র (?) করা বুঝায়, কেহ বলেন পুনঃ সংস্কার শব্দে সংস্কারের ইতিকর্ত্তব্যতা বুঝায় ইত্যাদি অনেকলোকে অনেক প্রকার বলিয়া থাকেন। কেহবা ইহাকে মন্বর্থ বিপরীত জ্ঞান করিয়া ইহার তত আদর করেন না, এবং লিখেন যে যাজ্ঞবল্ক্যের সময়ে ঐরূপ কুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু যাঁহারা ভার্গব মনুর যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইয়াছেন তাঁহারা নিশ্চিতই জানেন যে ক্ষতার পুনঃ সংস্কার নূতন প্রস্তাব নহে। অক্ষতার ও ছয় ক্ষতার মধ্যে এক ক্ষতার (গতপ্রত্যাগতার) সংস্কার মনু নিজেই বিধান করিয়াছেন। তবে সেইস্থলে মনুর ভাবার্থ সকলের শীঘ্র বোধগম্য হয় না এজন্য আমরা বোঝাইবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি, এবং যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সম্ভবতঃ বুঝিয়া থাকিবেন। ফলতঃ যাজ্ঞবল্ক্য মনুর অনুমতই লিখিয়াছেন। মনুতে অর্থতঃ থাকিলেও ক্ষতা শব্দ স্পষ্টতঃ প্রযুক্ত ছিল না, এজন্যই তিনি বিশেষ করিয়া ক্ষতা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা না বিবেচনা করিয়া ভাবগ্রাহীগণ যাজ্ঞবল্ক্যের নিম্নলিখিত শ্লোককেও মন্বর্থ বিপরীত জ্ঞান করিয়া থাকেন।

আগর্ভধারণাৎ স্ত্রীণাং পুনঃ পরিণয়ঃ স্মৃতঃ।
ভর্ত্তৃনাশেতু মাঙ্গল্যং প্রাপ্তুমর্হন্তি যোষিতঃ॥

গর্ভধারণ পর্য্যন্ত স্ত্রীদিগের পুনঃ পরিণয় হইতে পারে; কিন্তু ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে স্ত্রীরা মাঙ্গল্য পাইবার যোগ্য। এখানে ঋষি দুইটী কথা বলিলেন; একটী বিধবা কখন কখন পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে, দ্বিতয়টী যতদিন পর্য্যন্ত গর্ভধারণ না করে ততদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীর পুনঃ পরিণয় হইতে পারে। ইহাদ্বারা ঋষি কি এই বলিতেছেন যে পাণিগ্রহণের পরে পতি সংসর্গ করিয়া যদি বিধবা বা ত্যক্তা হয় তবে স্ত্রী পুনঃ সংস্কারের যোগ্যা হয়? কখনই নহে। প্রথম বচনার্দ্ধ গতপ্রত্যাগতার পক্ষেই ব্যবস্থিত। পতিকে

ত্যাগ করিয়া যে স্ত্রী অন্য পুরুষকে ভজনা করে সে যদি গর্ভসঞ্চারের পূর্ব্বে প্রত্যাগতা হয় তবে পুনঃ পরিণয়ের (পুনঃ সংস্কারের) যোগ্যা হইবে, অন্যথা নহে। ইহাতে মনু ও বৃহস্পতির অনুমতই লেখা হইল। তবে পতি পরিত্যাগিনী কত দিন পর্য্যন্ত পুনরাগমন করিতে পারে মনু তাহা লিখেন নাই, যাজ্ঞবল্ক্য তাহার ব্যবস্থা করিলেন। দ্বিতীয় বচনার্দ্ধ দ্বারা দেখাযাইতেছে যে ক্ষতা বিধবা পুনর্ভূ হইলে পুনঃ সংস্কৃতা হইবে না, কেবল মঙ্গল সূত্র বন্ধন, মাল্য বিনিময় ইত্যাদি করিবে।

২২। পাঠক দেখিলেন নারদ ও সুমতি ভিন্ন ঋষিগণ কেবল পুনঃ সংস্কারার্হাকেই পুনর্ভূ বলিলেন। অন্যান্য স্ত্রীগণকে তাঁহারা স্বৈরিণী, পরপূর্ব্বা ইত্যাদি নাম দিয়াছেন। এ মর্ম্মের বচন আমরা এখানে দুইটীমাত্র উদ্ধৃত করিলাম।

(১) অক্ষতা ভূয়ঃ সংস্কৃতা পুনর্ভূঃ। ভূয়স্ত্বসংস্কৃতাপি পরপূর্ব্বা।

ইতি বিষ্ণুঃ।

(২) অক্ষতাচ ক্ষতাচৈব পুনর্ভূ সংস্কৃতা পুনঃ।
স্বৈরিণী যা পতিংহিত্বা সবর্ণং কামতঃ শ্রয়েৎ॥

ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ

এইরূপ কেবল সংস্কারার্হাকেই পুনর্ভূ বলিবার অভিপ্রায় আর কিছুই নহে, কেবল ইহাই জ্ঞাপন করা যে সংস্কারাভাবে সংজ্ঞা পাওয়া বৃথা।

২৩। আমরা দেখিলাম ভার্গব নারদোক্ত সাত প্রকার পরপূর্ব্বাকেই পুনর্ভূ বলিয়াছেন ও তাহার মধ্যে দুই প্রকারকে সংস্কারযোগ্যা লিখিয়াছেন। এই সংস্কারকে কেহ কেহ বিবাহই বলিয়াছেন। কিন্তু সংস্কার অথবা বিবাহ পদ বাচ্য হইলেও এই দুই স্থলেই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যথাবিধি দান করা হইত না। স্বীকার্য্য বটে যে নারদ পুনর্ভূস্থলে 'প্রদীয়তে' পদ ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু এই 'প্রদীয়তে' পদে যথাবিধি দান বুঝাইতে পারে না; কারণ যখন নারদের নিকটে তাঁহার প্রকটিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াও ভার্গব সুমতি নিজ সংহিতায় পুনর্ভূ লক্ষণে স্বয়েচ্ছা এই পদ প্রয়োগ করিয়াছেন তখন বলিতেই হইবে যে তিনি সে অর্থ গ্রহণ করেন নাই এবং আমাদিগেরও সে অর্থ গ্রহণ করা উচিত নহে। সুতরাং মন্ত্রোচ্চারণ না করিয়া ভাষা

কথায় 'এই স্ত্রী তোমাকে দিলাম' বলিলেই 'প্রদীয়তে' * পদের অর্থানুযায়ী কার্য্য করা হইত। এরূপ দেওয়া আর না দেওয়া প্রায়ই সমান †। এই জন্যই ভার্গব স্বীয় সংহিতাতে স্ত্রীর ইচ্ছাকেই বলবান করিয়া, এবং মর্য্যাদার ন্যূনাতিরেক না ধরিয়া, সাত প্রকার স্ত্রীকেই এক শ্রেণীস্থ করিয়াছেন। অতএব বলিতেই হইবে পুনর্ব্বিবাহেতে স্ত্রী পুনর্দ্দত্তা হইত না (অর্থাৎ স্ত্রীর সমন্ত্রদান হইত না)। এ কথা ভার্গব শ্লোকান্তরেও ব্যক্ত করিয়াছেন।

---

* নারদের যে পাঠান্তর আছে তাহা দেখিলেও "প্রদীয়তে" পদের অমন্ত্রদান অর্থই উপলব্ধ হয়। সে পাঠ এই।

কন্যৈবাক্ষতযোনি র্যা পাণিগ্রহণ দূষিতা।
পুনর্ভূঃপ্রথমা প্রোক্তা পুনঃসংস্কারমর্হতি॥
কৌমারম্পতিমুৎসৃজ্য যাত্বন্যং পুরুষংশ্রিতা।
পুনঃ পত্যুর্গৃহ মিয়াৎ সা দ্বিতীয়া প্রকীর্ত্তিতা॥
অসৎসু দেবরেষু স্ত্রী বান্ধবৈ র্যা প্রদীয়তে।
সবর্ণায সপিণ্ডায় সা তৃতীয়া প্রকীর্ত্তিতা॥
স্ত্রীপ্রসূতা প্রসূতা বা পত্যাবেবতু জীবতি।
কামাদ্যাসংশ্রয়েদন্যং প্রথমা স্বৈরিণীতুসা॥
মৃতে ভর্ত্তরি সম্প্রাপ্তান্দেবরাদীন পাস্য যা।
উপগচ্ছেৎ পরং কামাৎ সা দ্বিতীয়া প্রকীর্ত্তিতা॥
প্রাপ্তাদেশা ধনক্রীতা ক্ষুৎপিপাসাতুরা চ যা।
তবাহমিত্যুপগতা সা তৃতীয়া প্রকীর্ত্তিতা॥
দেশধর্ম্মানবেক্ষ্য স্ত্রী গুরুভি র্যা প্রদীয়তে।
উৎপন্নসাহসান্যস্মৈ অন্ত্যা সা স্বৈরিণী স্মৃতা॥

গুরু দ্বারা "প্রদীয়তে" হইয়াও স্ত্রী স্বৈরিণী। প্রদীয়তে শব্দে অমন্ত্র দানকে লক্ষ করে বলিয়াই এ স্ত্রীকে এত নীচ গণ্য করা হইয়াছে। আর এক কথা, যে সাহসিক কর্ম্ম করিয়াছে সে প্রকৃতদানের যোগ্যাই নহে। পাঠক ইহাও জানিবেন যে সকৃদংশো নিপততি সকৃৎকন্যা প্রদীয়তে, সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সতাং সকৃৎ এই বচনও নারদ লিখিয়াছেন। সুতরাং পুনর্ভূ প্রকরণে তিনি যে "প্রদীয়তে" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা সম্প্রদানজ্ঞাপক নহে। ইহার বিশেষ পরে দ্রষ্টব্য।

† অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে মন্ত্রের প্রয়োগ ব্যবস্থিত না থাকিলেই কর্ম্ম নিন্দনীয়। ভার্গব স্বয়ংই নিয়োগ সম্বন্ধে বিধি আছে, মন্ত্র নাই বলিয়া নিয়োগ প্রথার নিন্দা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহা পাঠক ক্রমে দেখিতে পাইবেন।

ন দত্ত্বা কস্যচিৎকন্যাং পুনর্দ্দদ্যাদ্ বিচক্ষণঃ।
দত্ত্বা পুনঃ প্রযচ্ছন্ হি প্রাপ্নোতি পুরুষানৃতং॥

(এ বচনের ব্যাখ্যা পরে করা যাইবে)

অপরন্তু পুনর্ভূ হইবার কালে স্ত্রী অকন্যা সুতরাং তাহাকে লইয়া পাণিগ্রহণিক মন্ত্র পঠিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। অতএব স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হইত না। ইহার অন্ততঃ দুইটী অঙ্গ বর্জ্জন করা হইত, দান ও প্রকৃত পাণিগ্রহণ।

২৪। স্ত্রীর প্রথম বিবাহ অঙ্গহীন থাকিলে সে কখন কখন দ্বিতীয় ভর্ত্তা গ্রহণ করিতে ত্রুটি করিত না। এরূপ গ্রহণকে পুনর্ব্বিবাহ বলিলে বিশেষ ক্ষতি নাই কিন্তু ঋষিগণ কেহই ইহাকে পুনর্ব্বিবাহ বলেন নাই। ইহার শাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মতা আছে। তাহা না বুঝিতে পারিয়া বিধবাবিবাহবিচারে প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণ মহাগণ্ডগোল করিয়াছেন, এবং শাস্ত্র সকলের অপ্রকৃত অর্থ করিয়া সকল বচনের সামঞ্জস্য স্থাপনা করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। এজন্য আমরা এই অধিকারের বচন গুলির পরস্পরের, ও অন্যান্য অধিকারের শাস্ত্র সকলের সহিত ঐক্য দেখাইবার চেষ্টা করিব। এবং আমাদের রীতিক্রমে প্রথমে মনু এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহার আলোচনা করিব, মনু লিখিয়াছেন।

(১) সকৃদংশো নিপততি সকৃৎকন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সতাং সকৃৎ॥

৯ অ ৪৭ শ্লোক।

(২) ন দত্ত্বা কস্যচিৎ কন্যাং পুনর্দ্দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
দত্ত্বা পুনঃ প্রযচ্ছন্ হি প্রাপ্নোতি পুরুষানৃতং॥

৯ অ ৭১ শ্লোক।

(১) ঋক্থ বিভাগ এক বারই হইয়া থাকে, কন্যাদান এক বারই করা যায়, 'দিলাম' এই শব্দ (একই বিষয়ে) একবারই বলা যাইতে পারে, এই তিনটী সাধুদিগের একবারই (করণীয়)।

(২) বিচক্ষণ ব্যক্তি কাহাকে একবার (কন্যা) দান করিয়া অন্যাকে আবার (সেই) কন্যা দান করিবে না (যেহেতু একবার) দান করিয়া পুনর্দ্দান যে করে সে পুরুষানৃত (পাপ) প্রাপ্ত হয়।

সকৃৎ শব্দের দুইবার প্রয়োগ থাকায় প্রথম বিধিটী, এবং বিধিলিঙের প্রয়োগ ও লঙ্ঘনে দোষ শ্রুতির প্রস্তাব থাকাতে দ্বিতীয় বিধিটী নিত্যবিধি। অতএব বলিতেই হইবে যে এই দুই শ্লোক দ্বারা কন্যার পুনর্দ্দান * নিষিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু পুনর্ব্বার বিবাহ যে নিষিদ্ধ হইয়াছে এমত বলা যায় না যেহেতু কোন' কোন ঋষির মতে এই স্থলে কন্যা কখন কখন দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিতে পারে। এ মর্ম্মে যতগুলি বচন আছে তন্মধ্যে আমরা তিনটী মাত্র সমালোচনা করিব, সে তিনটী এই—

(১) কুলশীল বিহীনস্য পণ্ডাদি পতিতস্য চ।
অপস্মারি বিধর্ম্মস্য রোগীণাং বেশধারিণাম্।
দত্তামপি হরেৎ কন্যাং সগোত্রোঢ়াং তথৈবচ॥
ইতি বশিষ্ঠঃ।

(২) সকৃৎ প্রদীয়তে কন্যা হরংস্তাং চৌরদণ্ডভাক্।
দত্তামপি হরেৎ পূর্ব্বাৎ শ্রেয়াংশ্চেদ্বর আব্রজেৎ॥
ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

(৩) সতু যদ্যন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এব বা।
বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রোবা দাসোদীর্ঘাময়োপিবা।
উঢ়াপি দেয়া সান্যস্মৈ সহাভরণভূষণা॥
ইতি কাত্যায়নঃ।

২৫। এই তিনটী বচনের যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া টীকা-কারেরা ও এক্ষণকার ভাবগ্রাহীগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে এই কয়টী শ্লোক নিশ্চিতই মন্বর্থবিরোধী। বিরোধ ঘটাইয়া কেহবা বিরোধ ভঞ্জনের জন্যে 'দত্তা' শব্দে বাগ্দত্তা ধরিয়াছেন, কেহবা লিখিয়াছেন যে এই তিনটী বিশেষ বিধি ইহাদিগের বলে বর দুষ্ট হইলে মনুবচন হেলন করিয়াও কন্যাকে পুনর্দ্দান করা যাইত; কেহবা বলিয়াছেন যে এ সকল বিধি মনুর পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, মনু দ্বারা ইহারা রহিত হইয়াছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এ সকল অযৌক্তিক কথা শুনিবার যোগ্য নহে। মন্বর্থ বিপরীত স্মৃতি লেখা ঋষিগণের সাধ্যাতীত; এরূপ দুঃসাহসের ব্যাপারে কেহই

* কন্যার পুনর্দ্দান নিষেধে পুনর্ভূর পুনর্দ্দান আরও নিষিদ্ধ।

প্রবৃত্ত হয়েন নাই, কারণ তাঁহারা জানিতেন যে এরূপ লিখিলে কেহই তাঁহাদিগকে গ্রাহ্য করিবে না। বাস্তবিকও অন্যান্য সকল স্মৃতিকারই কেবল মনুকে অনুস্মরণ করিয়া সংহিতা রচনা করিয়াছেন, এবং যে যে স্থানে মনু অস্পষ্ট লিখিয়াছেন, সেই সেই স্থানে স্পষ্টরূপে ধর্ম্ম দর্শাইয়াছেন, আর মনু যেখানে নীরব সেখানে প্রায় সকলেই নির্ব্বাক্, তবে কদাচিৎ কেহবা কোন বিধি করিয়াছেন, কিন্তু সে বিধিও মনুর কোন অংশের বিরোধী নহে *।

দত্তা শব্দে বাগ্‌দত্তা গ্রহণ করিলে প্রসিদ্ধ অর্থ ত্যাগ করা হয় এবং তাহাতেও ফলোদয় হয় না, কেননা বাগ্‌দত্তা বিষয়ে মনু লিখিয়াছেন।

এতত্তুন পরে চক্রুর্ন্নাপরেজাতু সাধব।
যদনস্য প্রতিজ্ঞায় পুনরন্যস্য দীয়তে॥

৯ অ ৯৯ শ্লোক।

এক ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞা করিয়া অপরকে কন্যাদান পূর্ব্বে সাধুগণ করেন নাই এবং এক্ষণেও করিতেছেন না।

বাগ্‌দত্তার পতি মরিলে দেবর তাহাতে সন্তানোৎপাদন করিবে, ইহা মনুর আর একটী বিধি।

সামান্য বিশেষের বলাবল এখানে বলিবার আবশ্যকতা নাই। তবে বৃহস্পতির একটী বচন না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোস্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা যা স্মৃতি সা ন প্রশস্যতে॥

কাত্যায়নাদিকে মনুর পূর্ব্ববর্ত্তী বলা যায় না, কেননা (১) কাত্যায়ন সংহিতায় রামের স্বর্ণসীতা নির্ম্মাণের কথা আছে, সুতরাং কাত্যায়ন সংহিতা ত্রেতা যুগের পূর্ব্বে রচিত নহে, (২) যাজ্ঞবল্ক্য যোগী বলিয়া আপন পরিচয় দিয়াছেন, সুতরাং যোগশাস্ত্র প্রচার হইলে পরে (অর্থাৎ অন্ততঃ ত্রেতা যুগে) তাঁহার কৃত ধর্ম্ম শাস্ত্র রচিত হয়, (৩) বশিষ্ঠ গ্রন্থে হরিশ চন্দ্র রাজার উপাখ্যান আছে, সুতরাং বশিষ্ঠ শাস্ত্রও ত্রেতা যুগের পূর্ব্বে লিখিত হয় নাই। পাঠক অবশ্যই জানেন যে মনু সত্য যুগের শাস্ত্র।

---

* যেমন কোন প্রচলিত আইনের (Act) অনুযায়ী নিয়ম সকল (Byelaws.) তাহাকে অতিক্রম করে না সেইরূপ অন্যান্য ঋষিদিগের নূতন বিধি মনুকে অতিবর্ত্তন করে না।

সে যাহাই হউক, ধর্ম্ম নির্ণয় করিতে গিয়া ঋষিদিগের সময় নিরূপণ করিবার প্রয়োজন নাই, কেবল এই মাত্র জানিলেই হইল যে মনু, অপর সকলের গুরু। সুতরাং তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও মাননীয়।

২৬। অতঃপর আমরা দেখাইব যে বশিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য ও, কাত্যায়ন বচনের সহিত মনুর কিঞ্চিন্মাত্র বিরোধ নাই। আমরা প্রত্যেক বচনের পৃথক সমালোচনা করিব

(১) কুলশীল বিহীনস্য পণ্ডাদি পতিতস্য চ।
অপস্মারিবিধর্ম্মস্য রোগীণাং বেশধারিণাম্।
দত্তামপি হরেৎ কন্যাং সগোত্রোঢ়াং তথৈবচ॥

কুলশীলবিহীন, পণ্ডাদি পতিত, অপস্মারী, বিধর্ম্মী, রোগী (ও) বেশধারীকে কন্যা দান করিয়াও হরণ করিবে, এবং সগোত্র দ্বারা ঊঢাকেও সেই রূপ, (অর্থাৎ হরণ করিবে)।

এ বচনে পুনর্ব্বার দান করিবার কথা কিছুই নাই। বরপক্ষীয়দিগের প্রতারণাকে লক্ষ্য করিয়াই ইহা লিখিত। বচনের তাৎপর্য্য এই, যদি না জানিয়া কুলশীলবিহীনাদিকে কন্যা দান করিয়া থাকে, তবে জানিতে পারিলে ঐ রূপ বরকে হোমাদি করিতে দিবে না; এবং যদি না জানিয়া সগোত্রকে কন্যা দান করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে স্ত্রীকে সেই শারীরিক দোষাদিশূন্য) পতির সহিত সংস্কৃতা হইতে দিবে না; এবং যদি হোমাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে সহবাস করিতে দিবে না। পুনর্দ্দান যে করিবে না তাহার আভাস বশিষ্ঠের অন্য বচনেও আছে যথা

(ক) অদ্ভির্ব্বাচা চ দত্তায়াংম্রিয়েত াথোবরো যদি।
নচ মন্ত্রোপনীতা স্যাৎ কুমারী পিতুরেব সা॥
(খ) যাবচ্চতদাহৃতা কন্যা মন্ত্রে যদি ন সংস্কৃতা।
অন্যস্মৈ বিধিবদ্দেয়া যথা কন্যা তথৈব সা॥
(গ) পাণিগ্রহে মৃতেবালা কেবলং মন্ত্র সংস্কৃতা।
সাচদ্বক্ষতযোনিঃস্যাৎ পুনঃসংস্কার মর্হতি॥

(ক) জলস্পর্শদান বা বাগ্দানেরই পরে এবং মন্ত্র দ্বারা উপনীত হইবার পুর্ব্বে যদি বরের মৃত্যু হয় তবে সে কুমারীই থাকে এবং তাহার পিতারই থাকে।

(খ) আহৃতা যাবৎ মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃতা না হয় তাবৎ তাহাকে কন্যার ন্যায় অন্য ব্যক্তিকে যথা বিধি দেওয়া যাইতে পারে।

(গ) পাণিগ্রাহক বালাকে মন্ত্রদ্বারা সংস্কার করিয়া ও অক্ষতা রাখিয়া যদি মরে তবে সে বাল্য পুনঃ সংস্কারের যোগ্যা হয়।

এই তিন বচন দ্বারা দেখা যাইতেছে যে কেবল আহৃতা * কন্যারই পুনর্দ্দানের কথা বশিষ্ঠ বলিয়াছেন। যে একবার দত্তা হইয়াছে তাহার বর মরিলে তাহাকে পুনর্দ্দান করিবে এরূপ লিখেন নাই। কেবল ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন যে সে কুমারীই থাকিবে এবং তাহার পিতার রক্ষণেই থাকিবে। 'কুলশীল বিহীনস্য ইত্যাদি' বচনে প্রযুক্ত 'হরেৎ' শব্দ দ্বারাও বশিষ্ঠ তাহাই জ্ঞাপন করিয়াছেন। দানের পরেও হরণ করিবে অর্থাৎ দাতাকে কন্যালাভ করিতে দিবে না ইহাই ঋষির অভিপ্রেত। কুলশীল বিহীনাদি কন্যা গ্রহণের অযোগ্য। অজ্ঞানে যদি দান কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায় তাহা হইলেও কন্যা তাহারা পাইবে † না। অযোগ্য বরকে বাগ্‌দান করিলেও পশ্চাৎ প্রকৃত দান করিবে না এরূপ কথাও শাস্ত্রে আছে, যথা—

প্রতিশ্রুত্যাপি অধর্ম্মসংযুক্তায় ন দদ্যাৎ।

ইতি গৌতমঃ।

অধর্ম্মসংযুক্ত শব্দের অর্থ অযোগ্য। তাহারা কে কে তাহাই বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়ন বিবৃত করিয়াছেন।

---

* আহৃতা কন্যা যে প্রকৃত দত্তা নহে তাহা বলা কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মদৈবার্ষপ্রাজাপত্যেতর বিবাহেই কন্যা আহৃতা হইতে পারে। ইহার বিশেষ পশ্চাৎ দ্রষ্টব্য। হৃতা কন্যা যে স্থল বিশেষে দান করিতে পারিত তাহা মনুতেও আছে।

কন্যায়াং দত্তশুল্কায়াং ম্রিয়েত যদি শুল্কদঃ।
দেবরায় প্রদাতব্যা যদি কন্যানুমন্যতে ॥

৯। ৯৭।

পাঠক বুঝিবেন যে এ কন্যা পিতৃগৃহেই স্থিত। ইহাকে রীতিমত গ্রহণ করা হয় নাই। ইহার নিমিত্তে কেবল মাত্র দাদন দেওয়া হইয়াছে।

† এ কথা নারদের প্রতি প্রসঙ্গে লিখিত, নারদ লিখিয়াছেন 'দত্বা ন্যায়েন যঃ কন্যাং বরায় ন দদাতি তাং। অদুষ্ট শ্চেদ্বরো রাজ্ঞা স দণ্ড্য স্তু স্যাৎ চৌরবৎ"। অদুষ্ট বর হইতে হরণ করিলেই দণ্ড, দুষ্ট হইতে হরণ করিলে সম্ভবতঃ দোষ নাই।

বশিষ্ঠ বচনে উঢ়া শব্দের প্রযোগ আছে। উঢ়া শব্দে বিবাহিতা বোঝায়। বিবাহ, বর কন্যাকে গ্রহণ করিলেই সিদ্ধ হইয়া থাকে *। সেই গ্রহণ দুই প্রকার, দানোত্তরগ্রহণ ও আহরণ করিয়া গ্রহণ †। দানোত্তরগ্রহণদ্বারা কন্যা দত্তা হয। অতএব দত্তা ও উঢ়ার প্রভেদ এই যে একটী কন্যা দাতৃগণের ত্যাগের পরে গৃহীতা, অপরটী ত্যাগের পরে গৃহীতা অথবা তাহার পূর্ব্বে ছলনাদি দ্বারা গৃহীতা। সগোত্র পুরুষ শেষোক্ত প্রকারে সগোত্রা স্ত্রীকে গ্রহণ করিলেও সে কন্যাকে তাহার বন্ধুগণ কাড়িয়া লইবে, যদি সংস্কৃতাও হইয়া থাকে তথাপি কাড়িয়া লইবে কোন মতে ঔদাসীন্য করিবে না, ইহা বলাই 'সগোত্রোঢ়াং তথৈবচ' এই শ্লোকাংশটুকুর অভিপ্রেত।

বশিষ্ঠ বচনে পুনর্দ্দানের কথা নাই। সুতরাং এখানে উঢ়া শব্দে সংস্কৃতা

---

* ইহার প্রমাণ অবশ্যক নহে। নারদ ও ভাষ্যে আট প্রকার বিবাহ লক্ষণেই এ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। কতকগুলিতে দান করিলেই (অর্থাৎ প্রতিগ্রহ করিলেই কেননা প্রতিগ্রহ না করিলে দানই সিদ্ধ হইতে পারে না) ও অপরগুলিতে কেবল গ্রহণ করিলেই বিবাহ সিদ্ধ হয। মনু স্থানান্তরেও বলিয়াছেন

মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞশ্চাসাম্প্রজাপতেঃ।
প্রযুজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকারণম্॥

৫ অ ১৫২ শ্লোক।

স্ত্রীদিগের বিবাহে যে স্বস্ত্যয়ন ও প্রজাপতি যজ্ঞ করা হয় সে কেবল মঙ্গলার্থ (জানিবে) (কিন্তু) প্রদানই স্বামিত্বের প্রতি কারণ। এ শ্লোক কেবল উৎকৃষ্ট বিবাহকেই লক্ষ করিয়া লিখিত।

† আহরণ করিয়া গ্রহণে যে দান এককালেই ছিল না এমত বলা যায না, নারদ বলিয়াছেন।

ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু পঞ্চস্বেষবিধিঃ স্মৃতঃ।
গুণাপেক্ষ্যং ভবেদ্দানমাসুরাদিষু চ ত্রিষু॥

তবে ইহাতে যে দান ছিল সে দান গৌণ। গ্রহণের পরে অগত্যা গ্রহীতাকে যে দান তাহার নাম গৌণদান। পিতা কন্যা ও জামাতার উপর ক্রোধ করিয়া আছেন এরূপ অনুমিত না হয এই জন্যে ও দুহিতা ন্যায্য প্রাপনীয় ধনে বঞ্চিত না হয় এ কারণেও ও গৌণদানের আবশ্যকতা হইত। এক্ষণকার ইংরাজাদি জাতির গান্ধর্ব্ব বিবাহেও কন্যাদানের (The act of giving away in marriage) প্রয়োজন হয়। এ প্রকার দান না করিলেও বিবাহ অসিদ্ধ হইত না। ইহা নারদ স্বয়ংই অন্যস্থানে বলিয়াছেন 'ত্রয়োস্বনিয়তং প্রোক্তং বরণং দোষ দর্শনাৎ, তবে মন্ত্রদ্বারা সংস্কারের আবশ্যকতা থাকিত।

ধরিলেও ক্ষতি নাই। বালিকা সগোত্রোঢ়া হইলে পিতৃবক্ষণে থাকিবে ইহা বলা বশিষ্ঠের পক্ষে বিচিত্র নহে। তবে বৌধায়ন প্রমুখ অনেক ঋষিগণ কর্ত্তৃক সংস্কৃতা সগোত্রোঢ়া স্ত্রীর পতি দ্বারা পোষণের উল্লেখ আছে দেখিয়া বিরোধাশঙ্কায় আমরা উঢ়া শব্দে সম্পূর্ণ সংস্কার সম্পন্নাকে গ্রহণ করি নাই। বাস্তবিকও যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়নের সহিত ঐক্যমত্য রাখিতে হইলে বশিষ্ঠ প্রযুক্ত উঢ়া শব্দের সঙ্কোচিত অর্থই মানিতে হয়। আর এক কথা; অযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা সংস্কৃতা স্ত্রীর পক্ষে নারদ ও ভার্গব অন্য বিধান করিয়াছেন (যাহা পাঠক নিয়োগ প্রকরণে দেখিতে পাইবেন), সুতরাং বশিষ্ঠের হরণের বিধি অসংস্কৃতা উঢ়ার প্রতিই বর্ত্তে।

এখানে পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে দত্তা কন্যার তবে কি গতি হইবে। এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে আমরা বাধ্য নহি, ঋষি যাহা লিখিয়াছেন তাহারই ব্যাখ্যা করিলাম। তাহাতে কেহ কোন দোষ ধরিতে পারেন ধরুন। না পারেন, আপনাদিগের আরোপিত অর্থ ত্যাগ করুন। তথাপি আমরা সানুনয় বলিতেছি যে পাঠকগণ কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করুন, সকলই বুঝিতে পারিবেন।

(২) সকৃৎ প্রদীয়তে কন্যা হরংস্তাং চৌরদণ্ডভাক্।
দত্তামপি হরেৎ পূর্ব্বাৎ শ্রেয়াংশ্চেদ্বর আব্রজেৎ॥

একবারই কন্যা প্রদান করিবে, (দান করিয়া) হরণ করিলে চোরের ন্যায় দণ্ডার্হ হইবে, (কিন্তু) দত্তাকেও পূর্ব্ববর হইতে হরণ করিবে যদি শ্রেয়ঃ বর উপস্থিত হয়।

এখানে স্পষ্টই সংস্কারসম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে দ্বিতীয় স্বামীর আগমন, কেননা এস্থলে পূর্ব্ব স্বামীকেও বর * বলা হইয়াছে (যেহেতু শ্লোকে বর ব্যতীত অন্য দ্বিতীয় শব্দ নাই যাহার বিশেষণ পূর্ব্বাৎ শব্দ হইতে পারে) এবং বিবাহ সংস্কার সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হইলে স্বামী আর বরপদবাচ্য থাকে না। সুতরাং বলিতেই হইবে যে এ বচনে ধৃত স্ত্রীর প্রথম বিবাহ সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন না হইলে অর্থাৎ অঙ্গহীনই হইলে, দ্বিতীয় স্বামীর আগমনের সম্ভাবনা।

অতএব যাজ্ঞবল্ক্য শ্লোকের এই তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে যে অযোগ্য বরে দত্তা কিন্তু অসংস্কৃতা স্ত্রীকে শ্রেয়ান্ বরের আগমন প্রতীক্ষায় পূর্ব্ববর

---

* পাণিগ্রহণের পূর্ব্বে বরণ নাবদ বলিয়াছেন।

হইতে হরণ করিবে। শ্লোকে দ্বিতীয় বরকে শ্রেয়ান্ বলা হইয়াছে দেখিয়া কেহ এরূপ ভাবিবেন না যে, প্রথমটীকে প্রশস্ত বলা হইল। প্রথম বর বিবাহের অযোগ্য হইয়াও দুই চারিটী সদ্গুণবিশিষ্ট হইলেই নূতন বরকে শ্রেয়ান্ বলা যাইতে পারে। সদ্গুণের উপর লক্ষ করিয়া এবং অসদ্গুণের গোপন করিয়া এরূপ প্রয়োগ করা যায়। সদসদ্গুণ সকল বস্তুতেই আছে। আর শ্রেয়ান্ বলিলেই যে দোষশূন্য বুঝায় এমত নহে। অপেক্ষাকৃত অল্পদোষবিশিষ্ট হইলেই শ্রেয়ান্ হইতে পারে। সেই দোষ প্রথম ব্যক্তির পক্ষে বিবাহনিবারক, দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষ নহে। শ্রেয়ান্ শব্দের এইরূপ অর্থে প্রয়োগ ঋষিরা অন্য স্থানেও করিয়াছেন। বিষ্ণু দ্বাদশ প্রকার পুত্রের লক্ষণ করিয়া লিখিয়াছেন যে, 'এতেষাং পূর্ব্বঃ পূর্ব্বঃ শ্রেয়ান্'। ইহাতে কি শেষোক্ত পুত্রগণেকে প্রশস্ত বলা হইয়াছে? কখনই নহে। ইহা দ্বারা বিষ্ণু কেবল এইমাত্র জ্ঞাপন করিয়াছেন যে পূর্ব্বক্রমে পুত্রগণ শ্রেয়ান্ অর্থাৎ দ্বাদশ হইতে একাদশ উৎকৃষ্ট, একাদশ হইতে দশম উৎকৃষ্ট, দশম হইতে নবম উৎকৃষ্ট * ইত্যাদি ইত্যাদি। দ্বাদশটী সকলের অধম এবং প্রথমটী সকলের উৎকৃষ্ট ইহা বলিলে দ্বাদশটীকে কখন প্রশস্ত বলা হয় না, এবং ঋষিরা সকলেই দুই চারি প্রকার পুত্র ব্যতীত পুত্রগণকে নিন্দাই করিয়াছেন।

যাজ্ঞবল্ক্য শ্লোকের যেরূপ ব্যাখ্যা করা গেল তাহাতে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি বশিষ্ঠ ও কাত্যায়নের ন্যায় বিবাহের অযোগ্য পুরুষদিগকে লক্ষ করিয়াই এ শ্লোক লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে বিবাহযোগ্য পুরুষের লক্ষণ এই—

এতৈরেব গুণৈর্যুক্তঃ সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়ো বরঃ।
যত্নাৎ পরীক্ষিতঃ পুংস্ত্বে যুবা ধীমান্ জনপ্রিয়ঃ॥

---

* তরপ্ ও ইয়সুন্ প্রত্যয়ান্ত পদ সকল প্রায় সকল ভাষাতেই কখন কখন এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এমন কি প্রত্যয়ান্ত পদ কখন কখন অপ্রত্যয়ান্ত পদ অপেক্ষাও অল্পার্থ প্রকাশ করে। The advent of better times or days বলিলে পূর্ব্ব সময় যে ভাল ছিল না তাহা ব্যক্ত করা হয়; অধিকন্তু উপস্থিত সময়ও যে প্রকৃত ভাল (Really good না হইতে পারে তাহাও জ্ঞাপন করা হয়। তদ্রূপ এ ব্যক্তি অমুক অপেক্ষা ঢের ভাল বলিলে স্পষ্টতঃ ভাল বলা না হইতে পারে।

এতৈঃ' শব্দ দ্বারা অসমানার্ষগোত্র, অসপিণ্ড, অরোগসমন্বিত প্রভৃতি লক্ষ্যাস্ত্রী সম্বন্ধে ঋষি যে সকল গুণের উল্লেখ করিয়াছেন সেই সকল পাওয়া যায়। সুতরাং অযোগ্য বর বলিতে যে সবর্ণ নহে (অর্থাৎ অন্য-জাতীয়), শ্রোত্রিয় নহে (অর্থাৎ পণ্ডাদি-পতিত), যাহার পুংস্ত্ব নাই (অর্থাৎ যে ক্লীব), যে যুবা নহে (অর্থাৎ অতি বৃদ্ধ), যে ধীমান্ নহে (অর্থাৎ অপস্মারাদি রোগ দ্বারা যাহার বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে), যে জন-প্রিয় নহে (অর্থাৎ যে বিকর্ম্মস্থ বা বিধর্ম্মী), এবং যে অসমানার্ষগোত্র নহে (অর্থাৎ সগোত্র ও সমান-প্রবর), যে অসপিণ্ড নহে (অর্থাৎ সপিণ্ড) ও যে অরোগসমন্বিত নহে (অর্থাৎ দীর্ঘামযু), তাহাকেই বুঝায়। সেই অযোগ্য বরে কন্যা ভ্রমক্রমে দান করিলেও কাড়িয়া লইবে, যাজ্ঞবল্ক্য এইমাত্র বলিয়াছেন। এই সহজ ব্যাখ্যা ত্যাগ করিয়া প্রথম বরকে প্রশস্ত বলিয়া স্বীকার করতঃ বচনের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিলে আপনার প্রজ্বালিত অগ্নিতে আপনার হস্তপদাদি দহনের ন্যায় হইয়া পড়ে। ঋষির কি কখন এরূপ অভিপ্রায় হইতে পারে যে, পিতা কন্যা দান করিয়াও নিয়ত অনুসন্ধানে থাকিবেন যে, কোথায় অপেক্ষাকৃত গুণবান্ জামাতা লাভ করা যায়। তাহা হইলে গুণবত্তর ক্রমে পিতা যতবার ইচ্ছা * কন্যার বিবাহ দিতে ক্ষমবান হয়েন। ইহাতে 'হরংস্তাং চৌরদণ্ডভাক্' এই শ্লোকাংশটুকুর সার্থকতা থাকে না এবং কোন জামাতা কখন বিবাহ করিতে স্বীকার করেন কি না সন্দেহ। করিলেও শ্বশুর যাহাতে শীঘ্র পৃথিবী ত্যাগ করেন তাহারই চেষ্টা হয়। স্ত্রীজাতিরও পতির প্রতি তাদৃশ ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্মে না। আরও বক্তব্য যে, শ্বশুর হইতে জামাতার বিদ্যাবত্তা প্রভৃতি গুণ সকল অধিক হইলে কিরূপ প্রণালীতে কার্য্য করিতে হইবে তাহা যোগিবর লিখেন নাই। সে স্থলে কি পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়া উপস্থিত ও ভাবী জামাতার উৎকর্ষ নির্দ্ধারিত করিবেন? অথবা যাজ্ঞবল্ক্য কি স্থির করিয়া রাখিয়াছেন যে, কন্যাকর্ত্তার বুদ্ধিমত্তার ইয়ত্তা নাই? যে উপস্থিত হইবে তাহাকেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন। নির্গুণ ব্যক্তি উপস্থিত হইলে অনর্থক পণ্ডশ্রমই বা কেন? অতিশয় সুন্দরী দুহিতা হইলে জামাতাদিগের উৎপাতে অবকাশ পাওয়াই কঠিন। এত কষ্ট স্বীকার

---

* যেহেতু কতবার মত্র পিত্রাদি অপেক্ষাকৃত অল্পগুণবিশিষ্ট বর হইতে কন্যাকে হরণ করিতে পারিবেন, তাহা ঋষি লিখেন নাই।

করিয়াও কন্যাকে দ্বিতীয়াদি বরে যাজ্ঞবল্ক্যের বচনের বলে দান করাও দুঃসাধ্য, কেননা পুনর্দ্দান করিতে পারে এরূপ কথা উহাতে নাই. কেবল নূতন বর উপস্থিত হইবার উদ্দেশে পূর্ব্ব বর হইতে হরণ করিতে পারে, এই বিধিই আছে। সুতরাং মনু যে 'সকৃৎ প্রদীয়তে কন্যা' লিখিয়াছেন, ও যাজ্ঞবল্ক্য যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার প্রতিপ্রসব এ বচন হইল না। মনুবচনের প্রতিপ্রসব মনু ব্যতীত আর কেহই লিখিতে সক্ষম নহেন। যোগিবর নিজের উল্লিখিত 'হরংস্তাং ইত্যাদি' শ্লোকাংশের প্রতিপ্রসব লিখিয়াছেন কিন্তু অভিপ্রায় থাকিলেও 'পুনর্দ্দদ্যাৎ' লিখিতে সাহসী হয়েন নাই। পাঠকগণ বিবেচনা করুন, কন্যা নূতন বর কিরূপে প্রাপ্ত হইতে পারে। এখানে কেবল একমাত্র উপায় আছে; কন্যাকে আত্মসমর্পণ করিতে দেওয়া, এবং যাজ্ঞবল্ক্যের তাহাই অভিমত। যে প্রথা কোন কালে কোন দেশে চলে নাই, এবং যাহা অবলম্বন করিলে দেশ উৎসন্ন হইয়া যায়, এমন প্রথা প্রচলিত করা ঋষির কখনই অভিপ্রেত নহে। উপস্থিত বচনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই তিনি লিখিয়াছেন, "অভাবে দাতৃণাং কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ম্বরং" অর্থাৎ দাতার অভাবে কন্যা স্বয়ম্বর করিবেক। এখানেও দাতার অভাব, কেননা কঠোর মনুবচনের শাসনে জীবিত থাকিয়াও পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি অযোগ্য পাত্রে দান করিয়া কন্যার পুনর্দ্দান করিতে অশক্ত। অতএব এখানেও কন্যা স্বয়ম্বর করিবে। পাঠকমহাশয়গণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, মনুর সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের কোন রূপ বিরোধ হইল কি না। যেরূপ মীমাংসা করা গেল, তাহাতে এক স্ত্রীর অসংখ্য বার বিবাহও নিবারিত হইল, কেননা যোগ্যবরের সহিত মিলিত হইলেই কন্যার আর বিবাহ করিবার ক্ষমতা থাকিতেছে না।

(৩) সতু যদ্যন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এব বা।
বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রো বা দাসো দীর্ঘাময়োপি বা,
উঢ়াপি দেয়া সান্যস্মৈ সহাভরণভূষণা॥

সে (বর) যদি অন্যজাতীয়, পতিত, ক্লীব, বিকর্ম্মস্থ, সগোত্র, দাস অথবা চিররোগী হয়, তাহা হইলে উঢ়াকেও আভরণ ভূষণের সহিত অন্যকে দেওয়া যায়।

এখানে 'দেয়া' শব্দ আছে বলিয়া পাঠক মনে করিবেন না যে, ক্যাত্যায়ন দত্তা কন্যার সমস্ত পুনর্দ্দানের অনুজ্ঞা করিলেন। 'দেয়া' বলিলেই

যে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক দেওন বুঝায় এমত নহে। কোন বস্তু ভাষা কথায় 'লও' বলিয়া দিলেই, অথবা বাক্য ব্যয় না করিয়া হস্তে তুলিয়া দিলেই 'দেওয়া' হইতে পারে *। এইরূপ কন্যার প্রতি আত্মসমর্পণ করিবার অনুমতি দিলেই, অথবা অনুমতি প্রার্থনা করিলে নীরব থাকিলেই, কিম্বা কন্যার আত্মসমর্পণ করিবার ইচ্ছা অবগত হইয়াও নিবারণ না করিলেই, কন্যা দেওয়া হইল বলা যাইতে পারে। যেমন কোন কার্য্যোদ্দেশে কাহারও বাটীতে কোন সভা আহূত হইলেই সে ব্যক্তির সে কার্য্যকরণে অভিপ্রায় আছে বিবেচনা করা যায়, তদ্রূপ অনুমত্যাদি করিলেই কন্যাদান করা হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, নারদগ্রন্থে পুনর্ভূ বিষয়ে 'প্রদীয়তে' পদের প্রয়োগ থাকিলেও তাঁহার শিষ্য ভার্গব সেখানে যথাবিধি দেওন বুঝেন নাই। বুঝিলে পুনর্ব্বিবাহকালে সেই পুনর্ভূদিগের ইচ্ছাকে কখন বশবর্ত্তী করিতেন না, এবং অধিকতর ঘৃণিত স্বৈরিণীকে কখন পুনর্ভূ শ্রেণীতে ফেলিতেন না †। আমরা এখানে আর একটী প্রমাণ দেখাইতেছি, যাহাতে আর কাহারও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিবেক না। বশিষ্ঠ (৩১ পৃষ্ঠায় খ শ্লোক) আহৃতা কন্যার দানের প্রস্তাবে লিখিয়াছেন যে, সে 'বিধিবদ্দেয়া' ¶। দেয়া শব্দে যদি সর্ব্বদাই বিধিপূর্ব্বক দান বুঝাইত তবে

---

*সকল ভাষাতেই দেওয়া শব্দ দুই অর্থে প্রচলিত আছে, এক স্বত্বত্যাগ করিয়া দেওন, অপর কেবল ক্ষণিক ব্যবহারের নিমিত্ত দেওয়া। ধর্ম্মশাস্ত্রে স্বত্বত্যাগ করিয়া দেও। আবার দুই প্রকার; এক সমন্ত্র দান, অন্য অমন্ত্র। সমন্ত্র দানই প্রসিদ্ধ এবং একবারই করা যায়। অমন্ত্র দান নিন্দনীয়। ভার্গবের মতে সকল মন্ত্রহীন কর্ম্মই নিন্দনীয়।

† নারদও যে 'প্রদীয়তে' পদ দ্বারা সমন্ত্র দানকে লক্ষ করেন নাই তাহা অনায়াসেও বুঝিতে পারা যায়। যদি পুনর্ভূ হওন কালে সমন্ত্র দান করা হইত তাহা হইলে দাতার প্রভেদ হেতু পুনর্ভূদিগের মর্য্যাদার তারতম্য হইত না। স্ত্রীর প্রথম বিবাহে (যাহাতে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দান করা হইত) পিতা দ্বারা দানেতে মর্য্যাদার বৃদ্ধি হইত না ও ভ্রাতাদি দ্বারা দানেতেও সম্মানের হানি হইত না। নারদ যখন গুরু কর্ত্তৃক দত্ত পুনর্ভূকে বন্ধু কর্ত্তৃক দত্তা হইতে ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, তখন বলিতেই হইবে, এ দান সমন্ত্র দান নহে। আর পুনর্ভূ গুরু বা বন্ধু কর্ত্তৃক 'প্রদীয়তে' হইলেও দ্বিতীয় পতির ধর্ম্মপত্নী হইতে পারিত না, এবং তাহাতে উৎপন্ন সন্তানও সাধারণত দ্বিতীয় পতির হইত না (৬৭ পরিচ্ছেদ দেখ) সুতরাং পুনর্ভূগ্রহণে বিবাহের কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইত না।

¶ কাত্যায়নও 'দেয়া' শব্দকে বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট করিয়াছেন যথা—

প্রদায় শুল্কং যো গচ্ছেৎ কন্যায়াঃ স্ত্রীধনং তথা।
ধার্য্যা সা বর্ষমেকন্তু দেয়ান্যস্মৈ বিধানতঃ॥

আবার 'বিধিবৎ' বিশেষণের কি প্রয়োজন ছিল। উহা বুঝায় না বলিয়াই ঐ বিশেষণের আবশ্যকতা হইয়াছে। বস্তু বা ক্রিয়ার উল্লেখ করিলে স্বতঃই যে ধর্ম্ম অনুভূত হয় তাহা বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে না। প্রয়োগ করিলে কেবল পুনরুক্তি দোষ হয় এমত নহে, সেই বস্তু বা ক্রিয়া হইতে সেই ধর্ম্মের পৃথক অবস্থানের সম্ভাবনা দ্যোতিত হয়। 'বিধিবদ্দেয়া' বলাতেই বুঝিতে হইবে যে এমন 'দেয়া' আছে যাহা বিধিবৎ' নহে। 'বিধিবৎ' না হইলেই অমন্ত্র হইল। এই বিনা মন্ত্রে দেওয়াই যে কাত্যায়নের অভিপ্রেত তাহা তিনি 'সহাভরণভূষণা' বিশেষণ প্রয়োগ দ্বারাই জ্ঞাপন করিয়াছেন। যে প্রকার দেওনের কথা বলিতেছেন তাহাতে আভরণভূষণ পাইবার অবশ্য কোন প্রতিবন্ধক*ছিল, তাহারই প্রতিপ্রসবে বলিতেছেন যে কন্যা আভরণাদির সহিত দেয়া। সে প্রতিবন্ধক এই—

অলঙ্কারং নাদদীত পিত্র্যং কন্যা স্বয়ম্বরা।
মাতৃকং ভ্রাতৃদত্তং বা স্তেনা স্যাদ্যদি তং হরেৎ॥

ইতি মনুঃ ৯ অ ৯২ শ্লোক।

স্বয়ম্বরা কন্যা পিতৃদত্ত, মাতৃদত্ত ও ভ্রাতৃদত্ত অলঙ্কার গ্রহণ করিবে না (ফিরাইয়া দিবে) গ্রহণ করিলে চোর হইবে।

আমরা এখানে আর বাগাড়ম্বর করিব না। পাঠক অবশ্যই বুঝিয়াছেন যে 'সহাভরণভূষণা' শব্দের সার্থকতা হইল এবং কাত্যায়নের 'দেয়া, শব্দে স্বয়ম্বরা হইতে অনুমতি দেওয়া বুঝাইল। মনুর স্বয়ম্বৃতা কন্যা পিত্রাদির বরান্বেষণকালে চাপল্য হেতু তাঁহাদের অনভিমতে ও অজ্ঞাতে বিবাহিতা, এ জন্য অলঙ্কার গ্রহণে অশক্তা, কাত্যায়নের স্বয়ম্বরা পিত্রাদির অনবধানবশতঃ অযোগ্যবরে দত্তা এবং মনুর শাসনে অন্যব্যক্তিকে যথাবিধি দেওয়া নহে, সুতরং তাঁহাদিগের অভিমতে ও জ্ঞাতসারে আত্মসমর্পণ কারিণী; ‡ এজন্য অলঙ্কারাদি গ্রহণে শক্তা।

---

*পাঠক জানিবেন এ বচনদ্বারা বিবাহের রীতি কাত্যায়ন বলিতেছেন না। সুতরাং কন্যাকে কি রূপে সজ্জিত করিবে বলা এখানে অসম্ভব।

‡ এ বচনে উঢ়া শব্দের আহুতা অর্থ গ্রহণ করিলে অদত্তাহেতু (বশিষ্ঠের ৭ শ্লোক দেখ) কন্যা বিধিবদ্দেয়া হইতে পারে। তাহাতেও মনুর সহিত বিরোধ হয় না। কিন্তু উঢ়া শব্দে কেবল আহুতাকে ধরা কাত্যায়নের অভিপ্রেত বোধ হয় না, কেননা তাহা হইলে তিনি সহাভরণভূষণা উপাধি প্রয়োগ করিতেন না। ঋষিরা অনর্থক বিশেষণ ব্যবহার করেন না।

এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন মনু গ্রন্থের সহিত বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়নের কোন প্রকার বিরোধ হইল কি না। মনু দত্তা কন্যার পুনর্দ্দান নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু স্বয়ম্বর নিষেধ করেন নাই। অনবধান বশতঃ অযোগ্য পাত্রে কন্যাদান করিলে তাহার উপায় কি হইবে মনু তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখেন নাই। এই তিন ঋষি তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা করিলেন। বশিষ্ঠ লিখিলেন কন্যাকে পিতৃ গৃহেই রাখিবে, স্বামীকে অধিকার করিতে দিবে না (ইহাতে তাঁহার মনের ভাব বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে। তিনি প্রকারান্তরে কন্যাকে অন্য পাত্রস্থ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্তু মনুর ভয়ে তাহা স্পষ্ট বলিতে পারেন নাই) অপর দুই জন মনু দ্বারা পুনর্দ্দানের পথ রুদ্ধ দেখিয়া কন্যার স্বয়ম্বরের বিধি * দিলেন। কাহারও ব্যবস্থা মনু বিরোধী নহে। অযোগ্য পাত্রে কন্যাদান অকর্ত্তব্য তাহা মনু নিজেই বলিয়াছেন

কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ ॥

৯ অ ৮৯ শ্লোক।

কন্যা সংজাতার্ত্তবা হইলেও মরণ পর্য্যন্ত গৃহে থাকিবে তথাপি গুণহীনকে কখন দান করিবে না। অযোগ্যপাত্রে দত্তা কন্যার পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা সংস্কারসম্পন্নার পক্ষে নহে। এমন কি কেবল পাণিগৃহীতিকাও ইতরমতে চলিতে পারিত না। পাণিগৃহীতা দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিলে পুনর্ভূ হইতে মান্য পদ পাইত না। এ বিষয়ে নারদের বচন 'কৌমারঃ ক্ষত ইত্যাদি' ও বশিষ্ঠে শ্লোক 'পাণিগ্রহে মৃতে ইত্যাদি' পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যও পুনর্ভূ বিষয়ে পৃথক বচন লিখিয়াছেন, 'অক্ষতাচ ক্ষতাচৈব ইত্যাদি'

২৭। এক্ষণে কন্যা কাহাকে বলিত এবং কি রূপেইবা কন্যাত্ব লোপ পাইত তাহার মীমাংসায় আমরা প্রবৃত্ত হইলাম। নারদ লিখিয়াছেন

---

* স্বয়ম্বরা অবশ্যই মনুক্ত স্বয়ম্বরা ও বিবাহবিধিমুখাদি বিবাহিতা স্ত্রী; হইতে হেয়া হইত। এ স্ত্রী অন্য পূর্ব্বা হইত ও, সাধ্বী থাকিত না। এই অন্যপূর্ব্বাকে লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় পূর্ব্বোল্লিখিত বিবাহবিধি সকল লিখিত, কেননা অন্যপূর্ব্বা হইলেও এই স্ত্রী কন্যাই থাকিত এবং ইহার বিবাহিত সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হইতে পারিত।

উদ্বাহিতাপি সা কন্যা নচেৎসংপ্রাপ্ত মৈথুনা।
পুনঃসংস্কারমর্হতি যথা কন্যা তথৈব সা॥

সেই কন্যা উদ্বাহিত হইয়াও যদি অক্ষতা থাকে তবে (পুনর্ভূ হইতে গেলে) পুনঃ সংস্কারের যোগ্যা হয়, কন্যাও যেমন সেও তেমন।

এখানে কন্যা শব্দটী দুইবার প্রযুক্ত হইয়াছে। দুইবারই যে একই অর্থ ব্যঞ্জক নহে তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। একই অর্থ প্রকাশ করিলে দেবর্ষি একবার কন্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আবার কি রূপে 'কন্যার ন্যায়' একথা বলিবেন। অতএব বলিতেই হইবে যে দুইটী কন্যা শব্দে বিলক্ষণ পার্থক্য আছে। প্রথম কন্যা শব্দ কন্যাত্ব প্রতিপাদক ধর্ম্ম বিশেষকে লক্ষ করিয়া প্রযুক্ত হয় নাই। প্রথম পুরুষদ্বারা বিরূপে গৃহীতা হইলে স্ত্রী দ্বিতীয় পুরুষ কর্ত্তৃক কি প্রকারে গৃহীতা হইবে নারদ তাহাই বলিতেছেন। তাহাতে কন্যাত্বের সীমা উল্লঙ্ঘনের পরেও কন্যা শব্দ প্রয়োগে দোষ হয় নাই। অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে যে নাম থাকে বা হয় তাহা ধরিয়া বস্তুর বর্ণনা করা হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে ভার্য্যা শব্দের প্রয়োগ প্রদর্শিত হইয়াছে; 'ভার্য্যাং বিন্দেত' 'ভার্য্যাং উদ্বহেৎ' ইত্যাদি,। কিন্তু দ্বিতীয় কন্যা শব্দ সে রূপে ব্যবহৃত নহে। ইহা কন্যার সহিত সংসৃতা উদ্বাহিতা স্ত্রীর প্রভেদ স্পষ্টরূপে দর্শাইতেছে। কন্যাও যেমন সেও তেমন বলিলে কখনই কন্যার সহিত সকল বিষয়ে সমান বুঝায় না, কিঞ্চিদূনই * বুঝায়। অক্ষতা উদ্বাহিতা প্রায় কন্যা এই অর্থেরই অবগতি হইল। সে প্রকৃত কন্যা নহে; কিন্তু কন্যা হইতে অধিক দূর অবস্থিতাও নহে। ফলতঃ সে যে অকন্যা তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না।

নারদের এ বিষয়ে আর এক বচন আছে—

কন্যৈবাক্ষত যোনির্যা পাণিগ্রহণ দূষিতা।
পুনর্ভূঃ প্রথমা প্রোক্তা পুনঃসংস্কার কর্ম্মণা॥

এ বচনে অক্ষতা পাণিগৃহীতাকে কন্যৈব (কন্যাই) বলা হইয়াছে। এব শব্দ অযোগব্যবচ্ছেদজ্ঞাপক অর্থাৎ অবধারণ-বাচক বা নিশ্চয়ার্থক বটে, কিন্তু ইহার প্রয়োগে যে অনেক সময়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ দ্যো-

---

* আমরা অলঙ্কার শাস্ত্র লিখিতেছি না যে উপমেয় হইতে উপমানের অতিরেকাদি বর্ণনা করিব।

তিত হয় তাহা সকলেই জানেন। নতুবা দেবর্ষি অবশ্য কনীয়ান না লিখিয়া, কন্যা বলিয়াই নির্দেশ করিতেন। দক্ষ লিখিয়াছেন এভিরেব গুণৈর্যুক্তা শ্রীরেব স্ত্রী ন সংশয়ঃ। এই সকল গুণযুক্তা স্ত্রী শ্রীই (বটে, তাহার) সন্দেহ নাই এখানে এব শব্দ বলে গুণযুক্তা স্ত্রী কি সম্পূর্ণ লক্ষ্মীত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে? কখনই পারে না। পারে না বলিয়াই 'ন সংশয়ঃ' এই শ্লোকাংশটুকু অতিরিক্ত লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন। এব শব্দে কিঞ্চিৎ সংশয় দ্যোতিত হয়, সেই সংশয় নিরাকরণের নিমিত্তই 'ন সংশয়ঃ' লিখিত হইয়াছে।

সংস্কৃত এব শব্দে বাঙ্গালা ই শব্দ। ই শব্দও এইরূপ 'প্রায়' অর্থে অনেক সময়ে পাওয়া যায়। লোকে বলিয়া থাকে 'অমুক সাধুই বটে' 'অমুক বানরই' ইত্যাদি; যষ্টি উত্তোলন করিয়া প্রহার না করিলেও লোকে বলে 'ও মারাই হইয়াছে' মারা আর কাহাকে বলে; এইরূপ সম্পূর্ণ ভাল না হইলেও অমুককে ভালই বলিতে হইবে, কিঞ্চিৎ ক্ষতি করিলেই 'কি সর্ব্বনাশই করিয়াছে' ইত্যাদি প্রয়োগ হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে এইরূপ স্থলে ই অথবা এব শব্দ প্রয়োগদ্বারা কেবল তুলনা * ব্যঞ্জিত হয়। তুলনা হইলেই ন্যূনাতিরেক। অতএব কনীয়ান লিখিয়া কন্যা হইতে যে কিঞ্চিৎ ন্যূন বলিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 'পাণিগ্রহে মৃতেবালা ইত্যাদি' বশিষ্ঠ বচনের সহিত এই বাক্যের সামঞ্জস্য করিলেও কনীয়ান শব্দের ঐরূপ অর্থই প্রতিভাবিত হয়। অতএব স্থির হইল যে মানব পাণিগৃহীতাকে অকন্যা বলিয়াছেন। তবে পুনর্ব্বিবাহকালে সে অন্য স্ত্রী হইতে অক্ষতা প্রশংসনীয়া ইহা জ্ঞাপন করিবার জন্যে তাহাকে প্রায় কন্যা বলা হইয়াছে।

ভার্গব কন্যা শব্দের আপনসম্মত প্রচলিত অর্থই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; অথবা উপরোক্ত দুইটী মানব বচন স্মরণ করিয়াই কন্যা শব্দের শক্তি অবধারণ করিয়াছেন। তিনি এমন কোন বচন লিখেন নাই যদ্বারা কন্যা শব্দের লক্ষণ নিরূপিত করা যায়। তবে অকন্যার সংস্কারকালে পাণিগ্রহণিক মন্ত্র বর্জ্জন করিবে এ কথা তাঁহার গ্রন্থে আছে। সেই অকন্যা যে সংস্কৃতা কিম্বা বিধবা ব্যতীত হইতে পারে না তাহা পরে প্রকাশিত হইবে।

কন্যার লক্ষণ কোন ঋষিই বলেন নাই এবং অনেকেই

---

* অমরসিংহ সাম্য পর্য্যায়ে বৎ, বা, যথা, তথা, এবমেব ইত্যাদি শব্দ ধরিয়াছেন।

ভার্গবের ন্যায় আপন আপন সময়ে প্রচলিত অর্থই* স্বীকার করিয়া গিয়াছেন (কেহ কেহ বা বয়ঃক্রম ধরিয়া কন্যার পরিভাষা করিয়াছেন); কিন্তু বশিষ্ঠ যে রূপ ভাবে লিখিয়াছেন তাহাতে কন্যা বলিলে কাহাকে গ্রহণ করা যাইত তাহা এক প্রকার নির্ণয় করা যায়। বশিষ্ঠের তিনটী শ্লোক পর পর আলোচিত হইতেছে।

(১) অদ্ভির্বাচা চ দত্তায়াংম্রিয়েতাথবরোযদি।
নচমন্ত্রোপনীতা স্যাৎ কুমারীপিতুরেব সা।

উদকস্পর্শ দ্বারা অথবা বাক্য দ্বারা দত্তা হইলে বর যদি মরে আর মন্ত্রের দ্বারা উপনীতা যদি না হইয়া থাকে তবে সে কুমারই থাকে ও পিতারই থাকে। তাৎপর্য্য এই যে দত্তা হইবার পরে ও সংস্কৃতা হইবার পূর্ব্বে বর মরিলে কুমারী পিতৃগোত্রাই থাকে ও পিতারই থাকে। এস্থলে উপনীতা শব্দের সার্থক্য আছে। পাণিগ্রহণিক মন্ত্রদ্বারা স্ত্রী পতিসমীপ উপনীতা হয় (যেমন উপনয়ন মন্ত্রদ্বারা ব্রহ্মচারী গুরুসমীপে উপনীত হয়)। সে মন্ত্র পঠিত না হইলে পিতারই থাকে। বশিষ্ঠ এ স্ত্রীকে কুমারী বলিয়াছেন, কন্যা বলেন নাই। দুইটী শব্দই একপর্য্যায়নিবিষ্ট বটে কিন্তু অর্থের প্রভেদ আছে। অনুপভুক্তা হইলেই কুমারী থাকে, তাহাকে বিবাহিতা বা সংস্কৃতা হইলেও ক্ষতি হয় না। কিন্তু কন্যা সেরূপ নহে। সংস্কৃতা হইলেই কন্যাত্বের হানি হয় এবং কোন কোন স্থলে কেবল গৃহীতা হইলেই কন্যাত্বের লোপ হইয়া থাকে। দানের পরে বিধবা হইলে স্ত্রী আর কন্যা† পদবাচ্য হইবে না বশিষ্ঠ এখানে ইহাই বলিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে উপভুক্তা হইলেও স্ত্রী কন্যা থাকিতে পারে ইহা ক্রমে দেখান যাইবে। এস্থলে এই জানিলেই হইল যে বশিষ্ঠ বিধবাকে কন্যা বলেন নাই। প্রকৃত কন্যার সহিত অন্য প্রকার স্ত্রীর সূক্ষ্ম প্রভেদ তিনটীমাত্র বচন দ্বারা দেখাইতে বসিয়া বশিষ্ঠ যখন একটী বচনে স্ত্রীকে কন্যা না বলিয়া কুমারী বলিলেন তখন তাহাকে অকন্যা বলাই যে তাঁহার অভিপ্রেত তাহা বুঝা যায়। অসংস্কৃতা থাকিলেও এ স্ত্রী

---

* অদ্যাপিও দান পর্য্যন্তই কন্যা বলিয়া খ্যাতা হয়। সংস্কার সম্পন্ন হইলে স্ত্রীকে ভার্য্যা, জায়া অথবা দার বলা গিয়া থাকে।

† কন্যা বলিলে ইহার বিবাহবিধি বশিষ্ঠ অবশ্যই দিতেন কিন্তু অসংস্কৃতা অক্ষতার দানের ন্যায় ইহার পুনর্দ্দানের কথা কুত্রাপি লিখেন নাই।

যে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিয়া যথাবিধি সংস্কৃতা হইবে তাহা ঋষি বলিতে পারেন নাই।

(২) যাবচ্চেদাহৃতা কন্যা মন্ত্রৈর্যদি ন সংস্কৃতা।
অন্যস্মৈ বিধিবদ্দেয়া যথা কন্যা তথৈব সা॥

যাবৎ কন্যা আহৃতাই থাকে ও মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃতা না হয় তাবৎ তাহাকে অন্যপাত্রে যথাবিধি দেওয়া যায় (যেহেতু) কন্যাও যেমন সেও তেমন। দানের অপেক্ষা না করিয়া বর যদি আপনি উদ্যোগী হইয়া কন্যা গ্রহণ করে তবে সে কন্যা সংস্কৃতা হইবার পূর্ব্বে অন্যকে দেয়। এখানে আহৃতা ও মুখ্য কন্যার প্রভেদ উপলব্ধ হইতেছে। আহৃতা সংস্কৃতা না হইলেও দ্বিতীয় পুরুষ সম্বন্ধে প্রায় কন্যা, সম্পূর্ণ কন্যা নহে, অর্থাৎ সে অকন্যা। আহৃতা প্রায়ই উপভুক্তা, যদি কোন স্ত্রী উপভুক্তা নাও হইয়া থাকে তথাপি উপভোগের সম্ভাবনায় তাহাকে উপভুক্তা জ্ঞান করিয়া বশিষ্ঠ শ্লোক রচিয়াছেন। আহৃতা আহর্ত্তার সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া যায়*। যাহার দ্বারা আহৃতা তাহারদ্বারা উপভুক্তা হইয়া কন্যা যদি তাহারই দ্বারা সংস্কৃতা হয় তবে সংস্কারকালে সে কন্যা বলিয়াই গণিতা হইবে এবং তাহার সংস্কারও সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন হইবে। কিন্তু এক ব্যক্তিদ্বারা গৃহীতোপভুক্তা হইয়া আহৃতা যদি দ্বিতীয় ব্যক্তিদ্বারা সংস্কৃতা হয় তাহা হইলে সংস্কারকালে সে আর কন্যা বলিয়া গণ্যা হইবে না, এবং তাহার সংস্কারও অঙ্গহীন হইবে। ইহা জানাইবার জন্যই বশিষ্ঠ আহৃতার দ্বিতীয়পাত্রে দানের বিধান করিয়াও তাহাকে প্রায় কন্যা (যথা কন্যা তথৈব সা) বলিলেন। সে পূর্ব্বে দত্তা হয় নাই এজন্যে তাহার যথাবিধি দানের ব্যবস্থা। ইহাতে আহর্ত্তার প্রতি শাসনেরও অভিপ্রায় থাকিতে পারে। পিত্রাদি যদি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দান করে এই ভয়ে সে আহৃতার সংস্কার শীঘ্র সম্পাদন করিতে বাধ্য হইত।

আহৃতা যে প্রথম ভর্ত্তার সম্বন্ধে কন্যাই থাকিত তাহার প্রমাণ অন্যত্রও আছে। **প্রথমতঃ** মনু গান্ধর্ব্বাদি বিবাহে গৃহীতা স্ত্রীকে কন্যা বলিয়াছেন, সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে অক্ষতাই হউক অথবা ক্ষতাই হউক যাহার দ্বারা আহৃতা তাহার সম্বন্ধে স্ত্রী কন্যা এবং যথাবিধি সংস্কারার্হা‡। দ্বিতীয়তঃ

---

* পিতৃগৃহে গোপনে উপভুক্তা কন্যা কন্যাই থাকে।

‡ যথাবিধিদানোত্তর গৃহীতা কন্যারও এই নিয়ম। সুতরাং উপভোগের পরে গ্রহীতার দ্বারা যথাবিধি সংস্কৃতা হইতে পারে।

নারদও প্রকারান্তরে আহৃতাকে কন্যাই বলিয়াছেন। তিনি বিবাহের প্রকার-নির্ণয়ে বিবাহযোগ্যা মাত্রকেই কন্যাতু বলিয়াছেন, এবং পুনর্ভূ ও স্বৈরিণীদিগকে কন্যা হইতে বিভিন্ন করিয়া স্ত্রিয়স্তু নাম দিয়াছেন। উভয় স্থলেই তু শব্দ অবশ্যই অবধারণবাচক; সুতরাং গান্ধর্ব্বাদি প্রকারে বিবাহিতারাও কন্যার মধ্যে গণনীয়া। তৃতীয়তঃ সাদৃশ্যকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিলে দেখা যায় যে যখন দত্তা কন্যা গ্রহীতার দ্বারা ক্ষতা হইলেও অথবা গর্ভপ্রাপ্তা * হইলেও তৎসম্বন্ধে কন্যাই থাকিত তখন আহৃতারও ক্ষতাবস্থায় প্রথম ভর্ত্তৃসম্বন্ধে কন্যা থাকিবারই সম্ভাবনা। আহৃতা ক্ষতা হইলেও কখন কখন কন্যা থাকিত ইহা সপ্রমান করিতে আমরা সম্ভবতঃ অনর্থক পরিশ্রম করিতেছি কেননা বশিষ্ঠ কখনই এরূপ বলেন নাই যে সকল আহৃতাই অকন্যা, তিনি কেবল এই লিখিয়াছেন যে দ্বিতীয় পুরুষে দত্তা হইবার কালে আহৃতা (অর্থাৎ ক্ষতা আহৃতা) অকন্যা। 'মন্ত্রৈর্যদি ন সংস্কৃতা" এই শ্লোকাংশটুকু লিখিয়া বশিষ্ঠ জানাইতেছেন যে আহৃতারও প্রথম পতির সহিত সংস্কার সম্পাদিত হইত, আর সে সংস্কার অঙ্গহীনও হইত না, কেননা দেখা যাইতেছে যে যাবতীয় সংস্কার মন্ত্রের সমষ্টিকে বশিষ্ঠ পূর্ব্বোল্লিখিত এবং বক্ষ্যমান শ্লোকে কেবল 'মন্ত্র' শব্দে গ্রহণ করিয়াছেন এবং উপস্থিত শ্লোকেও সেই 'মন্ত্র' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং বলিতেই হইবে এ সংস্কারে সকল মন্ত্রই পঠিত হইত এবং আহৃতা স্ত্রীও প্রথমপতি সম্বন্ধে তৎপূর্ব্বে কন্যা † থাকিত।

(৩) পাণিগ্রহে মৃতে বালা কেবলং মন্ত্র সংস্কৃতা।
সাচত্বক্ষত যোনিঃ স্যাৎ পুনঃসংস্কার মর্হতি ॥

পাণিগ্রাহক মরিলে বালিকা যদি কেবল মন্ত্র সংস্কৃতা অথচ অক্ষতা থাকে তবে সে পুনঃ সংস্কারের যোগ্যা হয়।

এখানে বশিষ্ঠ আর কন্যা বলিতে পারিলেন না। অগত্যা বালা বলিতে হইল। নারদ এই স্ত্রীকেই 'কন্যৈব' ও 'যথা কন্যা তথৈব সা' বলিয়া

---

* ইহার প্রমাণ শীঘ্রই দর্শিত হইবে।

† অতঃপরেও যদি কেহ পিতৃগৃহত্যাগিনীকে আহর্ত্তা সম্বন্ধেও অকন্যা বলিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে পিতৃগৃহে থাকিয়া যে বালিকা গোপনে গান্ধর্ব্বাদি প্রকারে বিবাহ করে সে বিবাহ কালে কন্যাই থাকে, আর পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া যে স্ত্রী গান্ধর্ব্বাদি প্রকারে বিবাহিতা হয় সে অকন্যা।

উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব নারদের 'কন্যৈব' যে কন্যা নহে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না, কেননা যদিচ বশিষ্ঠ এখানে কন্যার লক্ষণ করিতেছেন না তথাপি কন্যার সহিত অন্যান্য স্ত্রীর প্রভেদ সুস্পষ্টরূপে দর্শাইতেছেন, এবং তজ্জন্যেই পাণিগৃহীতাকে কন্যা বলিতে অশক্ত হইলেন।

বশিষ্ঠের তিনটী বচন বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে কন্যাত্ব-লোপের তিনটী কারণ আছে; প্রথম, বিধবা হওয়া, দ্বিতীয় সংস্কৃতা হওয়া ও তৃতীয় আহৃতোপভুক্তা হওয়া। প্রথম ও দ্বিতীয় কারণে কন্যাত্ব লোপ পাইলে স্ত্রী সকল পুরুষ সম্বন্ধেই অকন্যা হইয়া পড়ে, কিন্তু তৃতীয় কারণে কন্যাত্ব দূর হইলে স্ত্রী ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধে কন্যা থাকিতে পারে। তিন কারণের এক কারণও না ঘটিলে স্ত্রী কন্যাই থাকে। গৃহীতা অসংস্কৃতা ও অক্ষতা থাকিলে কন্যাই থাকে।

২৮। এই স্থানে কন্যা আর কুমারীর প্রভেদ দেখান আবশ্যক। কুমারী শব্দে পুরুষ কর্ত্তৃক অস্পৃষ্টা বুঝায়। ক্ষতা না হইয়াও যদি পুরুষের সহিত সমাবেশশয়ন করে তাহা হইলেই কুমারীত্ব থাকে না। কুমারী শব্দের এই অর্থ চিরপ্রচলিত, এই জন্যেই অক্ষতা * কুমারী, অস্পৃষ্ট মৈথুনা কুমারী, ইত্যাদি প্রয়োগ সাধু বিগর্হিত। বিবাহের পূর্ব্বে পুরুষ সংসর্গ করিলে কুমারী থাকিবে না কিন্তু কন্যা থাকিতে পারে। নারদ লিখিয়াছেন

দীর্ঘ কুৎসিত রোগার্ত্তা ব্যঙ্গা সংস্পৃষ্ট মৈথুনা।
দৃষ্টান্যগত ভাবাচ কন্যা দোষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

দীর্ঘ ও কুৎসিত রোগার্ত্তা, বিকলাঙ্গা, ক্ষতা, অন্যাসক্তা, কন্যার এই গুলি দোষ কীর্ত্তিত আছে। এখানে ক্ষতযোনি হইলে কন্যার একটী দোষ হইল মাত্র, কন্যাত্ব লোপ পাইল না। সুতরাং এ কথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে পিতৃগৃহে থাকিয়া কন্যা যদি দৈবগতিতে ক্ষতা হয় তাহা হইলে তাহার কিঞ্চিৎ দোষ হইবে মাত্র সে অকন্যা

---

* পরাশর যে 'কুমার্য্যশ্চ প্রসূয়ন্তে" লিখিয়াছেন তাহা কেবল নিজ পরিভাষা অনুসারে বয়স্কে লক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন। 'কুমার্য্যশ্চ প্রসূয়ন্তে" ইহার তাৎপর্য্য দশবৎসর বয়স্কা ও প্রসব করিতেছে। অবিবাহিতা প্রসব করিতেছে এরূপ নহে কেননা অবিবাহিতা কোন যুগেই প্রসব করিতে ক্রটি করে নাই।

হইবে না। এরূপ কন্যাকে * যে কেহ কেহ অকন্যা বলিয়াছেন সে তাঁহাদিগের ভ্রমবশে বলিয়াছেন।

অক্ষত-যোনি, অস্পৃষ্ট-মৈথুনা ইত্যাদি শব্দও কন্যা শব্দের বিশেষণ রূপে অনেক স্থলে প্রযুক্ত আছে। কন্যা শব্দের ভাবার্থে অস্পৃষ্টমৈথুনাদির ভাব নিহিত থাকিলে ইহারা কখনই বিশেষণরূপে পৃথক প্রযুক্ত হইত না। সুতরাং বলিতেই হইবে যে ক্ষতযোনি, স্পৃষ্টমৈথুনা ইত্যাদি প্রকার কন্যাও থাকিতে পারে। অক্ষতযোন্যাদি বিশেষণ প্রয়োগের বহু উদাহরণ থাকিলেও আমরা এখানে কেবল একটী প্রদর্শন করিলাম। বৃদ্ধ গৌতমগ্রন্থে আছে

কন্যাচাক্ষতযোনিঃস্যাৎ কুলীনাপিতৃমাতৃতঃ।
ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু পরিনীতা যথাবিধি।
সা প্রশস্তা বরারোহা শুদ্ধযোনিঃ প্রশস্যতে॥

এই বচনদ্বারা ক্ষতযোনি কন্যার অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

পুত্র প্রসব করিলেও অনূঢার কন্যাত্ব থাকিত এবং কন্যার পুত্র বলিয়াই উহাকে কানীন পুত্র কহিত। মনু লিখিয়াছেন—

পিতৃবেশ্মনি কন্যা তু যং পুত্রঞ্জনয়েদ্রহঃ।
তং কানীনং বদেন্নাম্না বোঢ়ুঃকন্যাসমুদ্ভবম্॥

৯ অ ১৭২ শ্লোক।

পিতৃগৃহে গোপনে কন্যা যে পুত্রকে জন্মায় (উৎপাদন করে) সেই কন্যাসমুদ্ভূত পুত্রকে কানীন বলে (ও সে) উদ্বাহকের পুত্র হয়। তু শব্দ অবধারণবাচক।

কন্যা যত দিন পর্য্যন্ত অসংস্কৃতা থাকিত ততদিন কন্যাই থাকিত; পুত্র প্রসব করিলেও কন্যাত্বের হানি হইত না তাহা বিষ্ণুও লিখিয়াছেন।

কানীনঃ পঞ্চমঃ। পিতৃগৃহেঽসংস্কৃতয়ৈবোৎপাদিতঃ।
স চ পাণিগ্রাহস্য॥

কানীন পঞ্চম প্রকার পুত্র। পিতৃগৃহে অসংস্কৃতাতেই উৎপাদিতের নাম কানীন। সে পাণিগ্রাহকের পুত্র। এখানে কন্যা প্রসূতা হইয়াও পাণিগৃহীতা।

মনুও 'যা গর্ভিনী সংস্ক্রিয়তে ইত্যাদি' বচনদ্বারা জানাইয়াছেন যে বিবাহিতা স্ত্রীও সংস্কারের পূর্ব্বে গর্ভগ্রহণ করিলে কন্যাই থাকিত

---

* ইহা পাণিগ্রহণের কথা বিষ্ণু স্পষ্টই লিখিয়াছেন। পাঠক তাহা শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন "কানীনঃ পঞ্চম ইত্যাদি"।

কেননা কন্যা ভিন্ন যথাবিধি সংস্কৃতা হইতে পারিত না। (যথাবিধি সংস্কারই যে এ বচনের অভিপ্রেত তাহাতে সংশয় নাই)

কন্যা ও কুমারীতে আরও প্রভেদ ছিল, সংস্কৃতা হইলেই কন্যাত্বের হানি হইত কিন্তু যাবৎ ক্ষতা না হইত তাবৎ কুমারীত্ব থাকিত। সংস্কৃতার কন্যাত্বলোপ দেখান হইয়াছে। নারদ ইহাকে প্রায় কন্যা ও বশিষ্ঠ বালা বলিয়াছেন। কেবল দত্তা হইবার পরে বিধবা হইলে কন্যাত্ব থাকিত না কিন্তু কুমারীত্ব থাকিত। বশিষ্ঠ দত্তা অসংস্কৃতা বিধবাকে কুমারী বলিয়াছেন, কিন্তু মনু বিধবার পুনর্ব্বিবাহ নাই এই কথা লিখিয়া সকল প্রকার বিধবাকেই অকন্যা বলিয়াছেন। কন্যা ও অকন্যা বিষয়ে যাহা নিশ্চিত হইল, তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

(১) অনূঢ়া ক্ষতা বা পুত্রবতী হইলেও কন্যা।

(২) দত্তা সংস্কৃতা হইবার পূর্ব্বে কন্যা, কিন্তু দানের পরেই বিধবা হইলে অকন্যা।

(৩) আহৃতা আহর্ত্তার সম্বন্ধে সংস্কারের পূর্ব্বে কন্যা, কিন্তু অন্যের সম্বন্ধে অকন্যা। (?)

(৪) পাণিগৃহীতিকা * ও সংস্কৃতা অকন্যা।

এখন দেখা যাইতেছে যে দত্তা সধবা থাকিয়া মন্ত্রোপনীতা না হইলে কন্যা থাকিত বলিয়াই যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়ন সুযোগ পাইয়া অযোগ্যপাত্রে দত্তা সধবার স্বয়ম্বরের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এরূপ কন্যার সহিত পাণিগ্রহণিক মন্ত্র পঠিত হইতে পারিত, সুতরং ইহার সংস্কার অঙ্গহীন হইত না।

২৯। অতঃপর নিয়োগ। এ বিষয়ে আমরা যাহা বলিব তাহা বুদ্ধিমান পাঠক নিবিষ্ট চিত্তে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিবেন। চঞ্চলমনা হইলে বুঝিতে পারিবেন না। মহামহোপাধ্যায় বহু শাস্ত্র পারদর্শী ধীশক্তিসম্পন্ন টীকাকারগণও এই নিয়োগ শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই; প্রত্যুত অনেক স্থানে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সেই সকল ভ্রম নিবারণের আমরা যত্ন করিব এবং ভরসা করি সংহিতা গুলির গূঢ় ভাবার্থ প্রকাশ করিতে ক্ষমবান্ হইব। এক্ষণে পাঠকগণের নিকটে আমাদের সানুনয়

---

* শঙ্কিতঃ কন্যা শব্দে যাহার পাণিগ্রহণ বা সংস্কার হয় নাই তাহাকেই বুঝায়? তবে পাণিগৃহীতা বা সংস্কৃতা না হইলেও ঋষিরা বিধবাকে ও পিতৃগৃহত্যাগিনীকে কন্যার মধ্যে গ্রহণ করেন নাই। কন্যা শব্দের আরও বিশেষ পরিশিষ্টে কথিত হইবে।

প্রার্থনা তাঁহারা যেন এরূপ মনে না করেন যে প্রসিদ্ধ বড় লোক হইতে অযৌক্তিক কথা নির্গত হইলেও বরং মাননীয় তথাপি ক্ষুদ্র ব্যক্তিদ্বারা সাধু মীমাংসাও আগ্রাহ্য। যুক্তি সঙ্গত বচনই সর্ব্বত্র প্রশংসনীয়, শিশু মুখ নিঃসৃত যৌক্তিক ও সারগর্ভ কথা প্রৌঢ়ের অনর্থক ও অপ্রগল্ভ বাক্য হইতে অবশ্যই আদরনীয়। পাঠকগণ নামের মহিমা স্বীকার না করিয়া যুক্তির গৌরব স্বীকার করুন। তাহাতে যদি আমাদের কথা অন্যায় ও অসার বিবেচনা হয় ত্যাগ করিবেন। নারদ লিখিয়াছেন

অনুৎপন্ন প্রজায়াস্তু পতিঃপ্রেয়াদ্যদিস্ত্রিয়াঃ।
নিযুক্তা গুরুভির্গচ্ছেদ্দেবরং পুত্রকাম্যয়া॥

অনুৎপন্নপ্রজাস্ত্রীর পতি যদি মরে তবে সে পুত্র কামনা করিলে গুরুদ্বারা নিযুক্তা হইয়া দেবরকে গমন করিবে।

এখানে দ্রষ্টব্য যে নারদ বিধবা স্ত্রীর দেবর ব্যতীত অন্যে নিয়োগ বিধি করিলেন না, এবং নিযুক্তার পুত্রোৎপাদনই কামনা তাহাও জ্ঞাপন করিলেন। দেবর ভ্রাতৃজায়াতে কিরূপে গমন করিবে তাহা জানাইবার জন্যে লিখিয়াছেন

ঘৃতেনাভ্যক্তো গাত্রাণি তৈলেনাবিকৃতেনবা।
মুখাৎমুখম্পরিহরন্ গাত্রৈ র্গাত্রান্যসংস্পৃশন্॥

ইহার ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল এই জানিলেই হইল যে ইহা কেবল দেবরের পক্ষে ব্যবস্থিত।

৩০। ইহার পরে বিবিধ শাসন লিখিয়া ব্যভিচার দোষ প্রকরণে ব্যভিচারদোষের প্রতিপ্রসবে নিয়োগের অন্য বিধি লিখিয়াছেন যথা—

* প্রকরণের দুই তিনটী শ্লোক লিখিত হইতেছে।

ব্যভিচারে স্ত্রিয়া মৌণ্ড্যমধঃ শয়ন মেবচ।
কদন্নং বা কুবাসশ্চ কর্ম্মচাবস্করোজ্ঝনং॥
স্ত্রীধ্নন্ত্রষ্টসর্ব্বস্বাং গর্ভবিস্রংসিনীং তথা।
ভর্ত্তুশ্চ বধমিচ্ছন্তীং স্ত্রিয়ং নির্ব্বাসয়েৎপুরাৎ॥
অনর্থশীলাং সততং তথৈবাপ্রিয়বাদিনীং।
পূর্ব্বাশিনীং চ যা ভর্ত্তুঃ ক্ষিপ্রং নির্ব্বাসয়েৎগৃহাৎ॥

অজ্ঞাত দোষেণোঢ়া যা নির্দ্দোষা নান্যমাশ্রিতা।
বন্ধুভিঃ সা নিযোক্তব্যা নির্ব্বন্ধুঃ স্বয়মাশ্রয়েৎ॥

অপ্রকাশিতদোষপুরুষদ্বারা (যদি) কোন স্ত্রী বিবাহিতা হয় আর সে স্ত্রী (যদি) দোষযুক্তা না হয় এবং অন্য পুরুষকে আশ্রয় না করিয়া থাকে তবে বন্ধুগণ কর্ত্তৃক সে নিযোক্তব্যা; বন্ধু না থাকিলে স্বয়ংই আশ্রয় করিবেক।

এই বচনদ্বারা দেখা যাইতেছে যে বন্ধুগণ নিয়োগ করিতে গেলে নিম্নলিখিত কয়েকটী অবস্থার একদা উপস্থিত থাকা আবশ্যক হইত।

প্রথম, বিবাহ বা তৎপূর্ব্বকাল অবধি স্বামীর দোষ যুক্ত থাকা। কি কি প্রকার দোষ তাহা ভার্গব বলিয়াছেন, (১) ব্যাধি (২) ক্লীবত্ব।

দ্বিতীয়, বিবাহকালে অর্থাৎ কন্যাদানকালে বরদোষ বিষয়ে দাতা ও তদ্বন্ধুগণের অনভিজ্ঞতা।

তৃতীয়, নিয়োগ কাল পর্য্যন্ত স্ত্রীর নির্দ্দোষ থাকা (ব্যাধিতা, উন্মত্তা অবশ্যা ইত্যাদি হইলে স্ত্রী দূষিতা হয় বশিষ্ঠ লিখিয়াছেন)

চতুর্থ, স্ত্রীর অন্য পুরুষকে আশ্রয় না করা।

এই চারিটীর কোনটীর অভাব হইলে বন্ধুগণ নিয়োগ করিতে পারিতেন না। আর বন্ধু না থাকিলে স্ত্রী স্বয়ংই অন্য পুরুষকে আশ্রয় করিতে পারিত। এই স্বয়মাশ্রয় পুনর্ভূ অথবা স্বৈরিণী রূপে আশ্রয় নহে। ইহা নিয়োগ স্থানীয় তবে বন্ধুর অভাবে স্বয়ং অনুষ্ঠেয়। পুত্রোৎপাদন করাই ইহার উদ্দেশ্য। বিধিলিঙ্ দ্বারা নারদ ইহার বিধান করিয়াছেন, যাহা পুনর্ভূ বা স্বৈরিণীর পক্ষে তিনি কখনই করেন নাই। আর পরপূর্ব্বা প্রকরণে পুনর্ভূ ও স্বৈরিণীর সবিস্তার লক্ষণ করিয়া আবার ব্যভিচার প্রকরণে কি নিমিত্তেই বা দেবর্ষি সেই লক্ষণের সহিত অসঙ্গত বিধি প্রচার করিলেন? নারদের প্রথমা স্বৈরিণীর সহিত এ স্বয়মাশ্রিতার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিতে পারে কিন্তু স্বৈরিণী [illegible] পতি [illegible] কামার্থে অন্যকে আজীবন আশ্রয় করে [illegible] পতি বিদ্যমান পুত্রার্থে অন্যকে [illegible] করে। স্বৈরিণী [illegible] দ্বিতীয় পুরুষ গ্রহণ করে, স্বয়মাশ্রিতা অপ্রসূতা। স্বৈরিণীর চিরস্থায়ী আশ্রয়, স্বয়মাশ্রিতার নিয়োগ ব্যবস্থামত অল্পদিনস্থায়ী আশ্রয়। স্বৈরিণী পতিগৃহ ত্যাগ করিয়া যায়, স্বয়মাশ্রিতা পতিকুলের [illegible] থাকে। স্বৈরিণী বন্ধুগণকে অতিক্রম করে, স্বয়মাশ্রিতা বন্ধু অভাবে [illegible]

* [illegible] স্বৈরিণীর সহিত স্বয়মাশ্রিতার কোন প্রকার সাদৃশ্য নাই

স্বয়মাশ্রয়িত্রী পুনর্ভূও হইতে পারে না। নারদের কোন পুনর্ভূই স্বতন্ত্রা নহে; একটী গুরুদ্বারা ও আর একটী বন্ধুদ্বারা অনুজ্ঞাত, এবং অপরটী (যাহার সহিত স্বয়মাশ্রিতার সাদৃশ্য থাকিতে পারে) নিশ্চিতই অক্ষতা, কিন্তু স্বয়মাশ্রিতা বন্ধুহীনা, এবং সে অক্ষতা না হইতেও পারে। ক্লীবপত্নী যে রূপই হউক ব্যাধিতের পত্নীর ক্ষতা হইবারই সম্ভাবনা, বিশেষতঃ যখন ব্যাধি অপ্রকাশিত।

অপরন্তু শ্লোকে পতি সম্বন্ধে দোষের উল্লেখ করিয়া নারদ জানাইয়াছেন যে সে উৎসর্জ্জনীয় নহে। সে পতি তবে দোষযুক্ত পতি। তাহাকে ত্যাগ করিলে পতি-পরিত্যাগিনীর ন্যায় নিন্দনীয়া হইতে হইবে ও পর পূর্ব্বা নাম হইবে। পাঠক অবশ্যই বুঝিয়াছেন যে নারদ ঊঢ়া শব্দে সংস্কৃতা ঊঢ়াকেই গ্রহণ করিয়াছেন। নতুবা ক্লীব পত্নীর কেবল নিয়োগের বিধান না করিয়া কাত্যায়নাদির ন্যায় স্বয়ম্বরের ব্যবস্থাও করিতেন। এক্ষণে আমরা অশঙ্কিতচিত্তে বলিতে পারি যে বিধুক্ত স্বয়মাশ্রয় পুনর্ভূ কিম্বা স্বৈরিণী হওয়া নহে। ইহা নিয়োক্তার অভাবে স্বয়ংই নিযুক্তা হওয়া বুঝাইতেছে।

আর একটী কথা: নান্যমাশ্রিতা বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় কি? ইহা দ্বারা অবশ্যই এই অর্থ দ্যোতিত হইতেছে যে স্ত্রী যদি অন্যকে আশ্রয় না করিয়া থাকে তবে সে নিয়োগের যোগ্যা। কিন্তু সে আশ্রয় কিরূপ। স্ত্রী যদি পুনর্ভূ বা স্বৈরিণীরূপে অন্য পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকে তবে সে পাণিগ্রাহকের গৃহ অথবা আশ্রয় এককালে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। শ্লোকে যে পাণিগ্রাহকের দোষের উল্লেখ আছে তাহা আর দেখিবার প্রয়োজন থাকে না এবং নিয়োগেরও আবশ্যকতা বা সম্ভাবনা থাকে না। এই ক্ষুদ্র বিষয় বুঝিতে কাহারও অধিক বুদ্ধিচালনা করিতে হয় না। এ রূপ সর্ব্ববিদিত লঘু ও অকিঞ্চিৎকর উপাধি প্রয়োগ করিয়া ঋষিরা কখনই আপনাদিগের রচনার গৌরবের হানি করেন না। সুতরাং বলিতেই হইবে যে নারদ পুনর্ভূ বা স্বৈরিণীর আশ্রয় ব্যতীত অন্য প্রকার আশ্রয়কে লক্ষ করিয়া নান্যমাশ্রিতা শব্দ লিখিয়াছেন। কি রূপ আশ্রয় তাহা পাঠকগণ শীঘ্রই বুঝিতে পারিবেন।

উপস্থিত বচনে নারদ বন্ধুগণকে নিয়োগকর্ত্তা করিয়াছেন, গুরুজনকে নহে। গুরুগণ কেবল বিধবাকে দেবরে নিয়োগ করিতে পারেন। গুরুনিয়োগে বড় কঠিন নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, ইহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। কিন্তু বন্ধুনিয়োগে গমন বিষয়ে কোন নিয়মই নাই। সেই

জন্যেই ব্যভিচার প্রকরণে এই শ্লোকের পাঠ। এ ব্যভিচারই বটে কেননা ইহাতে বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের ন্যায় ব্যবহার; তবে কেবল ঋতুকালে গমন ও গর্ভসঞ্চার হইলেই নিবৃত্তি এইমাত্র প্রভেদ।

৩১। এই বচনের পরেই নারদের 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' শ্লোক। এই শ্লোকের ভাবার্থ জানিতে ইচ্ছা করিলে ইহার পশ্চাতে বিন্যস্ত দুই চারিটী বচনও সমালোচনা করা আবশ্যক। অতএব আমরা পশ্চাল্লিখিত চারিটী বচনের সহিত শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরণ্যো বিধীয়তে॥

(২) অষ্টৌবর্ষাণ্যপেক্ষেত ব্রাহ্মণী প্রোষিতং পতিং।
অপ্রসূতাতু চত্বারি পরতোহন্যং সমাশ্রয়েৎ॥

(৩) ক্ষত্রিয়া ষট্‌সমাস্তিষ্ঠেৎ অপ্রসূতা সমাত্রয়ং।
বৈশ্যা প্রসূতা চত্বারি দ্বেবর্ষে ইতরা বসেৎ॥

(৪) ন শুদ্রায়াঃ স্মৃতঃকালঃ এষঃপ্রোষিতযোষিতাং।
জীবতি শ্রূয়মানেতু স্যাদেষ দ্বিগুণোবিধিঃ॥

(৫) অপ্রবৃত্তৌচ ভূতানাং দৃষ্টিরেষা প্রজাপতেঃ।
অতোহন্যগমনে স্ত্রীণাং এষুদোষো নবিদ্যতে॥

(১) যদি স্ত্রীর এই পাঁচটী আপদ উপস্থিত হয় যে পতি অনুদ্দেশ হয়, অথবা মরে কিম্বা প্রব্রজ্যা লয়, বা ক্লীব হয় অথবা পতিত হয় তাহা হইলে সে অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে।

(২) পতি অনুদ্দেশ হইলে ব্রাহ্মণী ৮ বৎসর অপেক্ষা করিবে, কিন্তু অপ্রসূতা হইলে ৪ বৎসর, তৎপরে অন্যকে আশ্রয় করিবে।

(৩) ক্ষত্রিয়া ৬ বৎসর, অপ্রসূতা ৩ বৎসর, বৈশ্যা প্রসূতা ৪, অপ্রসূতা ২ বৎসর অপেক্ষা করিবে।

(৪) শূদ্রা প্রোষিত পত্নীর কাল-নিয়ম নাই। পতি জীবিত আছে শুনিলে ব্যবস্থাপিত কালের দ্বিগুণকাল প্রতীক্ষা করা বিধি।

(৫) লোকের প্রবৃত্তি না থাকিলেও ইহা প্রজাপতির অভিপ্রেত, অতএব এই সকল স্থলে অন্যগমনে স্ত্রীদিগের দোষ নাই।

এখানে বিবেচিতব্য যে 'নষ্টেমৃতে ইত্যাদি' বচন 'অজ্ঞাত দোষেণোঢা ইত্যাদি' বচনের সহিত ব্যভিচার প্রকরণে সন্নিবেশিত এবং তাহারই প্রতিপ্রসব করিবার জন্য লিখিত। ব্যভিচারের নানা শাসন উল্লেখ করিয়া অবশেষে এই দুই বচনদ্বারা কোন্ কোন্ স্থলে ব্যভিচার করিলে দোষ নাই তাহাই ঋষি বলিয়াছেন। বিশেষতঃ এই 'নষ্টেমৃতে ইত্যাদি' শ্লোক অনল্প দোষ সম্ভাবনা স্থলেই দোষস্খালন জন্য লিখিত। কেননা দেবর্ষি নারদও এ বিধি প্রচার করিতে শঙ্কিত হইয়াছেন। তিনি স্বীয়গ্রন্থ মনুষ্যলোকের শিরোধার্য্য জানিয়াও এবং ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনুর সাহায্য লইয়াও কুণ্ঠিত হইয়াছেন বুঝিবা ব্যবস্থা মান্য না হয়। এই জন্যেই তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার * নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিতে সাহসী হইয়াছেন যে যদিচ ইহাতে ভূতগণের অপ্রবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা তথাপি এরূপ অন্যগমনে দোষ নাই। ইহাতেই জানা যাইতেছে যে ঐ ব্যবস্থায় লোকের স্বতঃ প্রবৃত্তি হয় না। ইহা অবশ্যই নিন্দনীয় ব্যবস্থা, এবং এই অন্যগমন বিবাহক পতি ভিন্ন অন্য পুরুষ † সংসর্গ। বিবাহক পতির সংসর্গে অপ্রবৃত্তি ও দোষ হইবার সম্ভাবনা নাই।

৩২। 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচন পুনর্ভূ হইবার বিধি নহে কেন না—

(১) এ পৃথক প্রকরণে লিখিত।

(২) ইহাও স্বয়মাশ্রয়ের স্থল। 'নষ্ট' এই আপদের সম্ভাবনা বর্ণনা করিতে গিয়া দেবর্ষি ব্রাহ্মণীকে (ও অবশ্যই ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাকে) সমাশ্রয় করিতে বলিয়াছেন। 'সমাশ্রয়েৎ' স্বয়মাশ্রয়েৎ ব্যতীত 'প্রদীয়তে' বুঝায় না। নারদের ‡ দুই প্রকার পুনর্ভূ গুরু ও বন্ধু কর্ত্তৃক প্রদীয়তে ও এক প্রকার অক্ষতা অবস্থায় পুনঃসংস্কৃতা, কিন্তু উপস্থিত ব্যবস্থার মতে স্ত্রী প্রসূতা হইলেও ক্ষতি নাই। পাঁচটী আপদের একটীর স্থলে ইহা ব্যক্ত করাতে

---

* ব্রহ্মার নাম গ্রহণ করাতে ব্যবস্থা যে বৈদিক তাহাই বলা হইয়াছে।

† এই জন্যই অন্যপতি বরণ না বলিয়া শেষের উদ্ধৃত শ্লোকে কেবল অন্যগমনের প্রয়োগ। পতিরদ্বারা শমনকার্য্য সংসাধিত না হইলে স্ত্রী অন্যপুরুষ গমন করিতে পারে এই অভিপ্রায়েই অন্যগমন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পুনরায় বিবাহ করিতে পারে ব্যক্ত করিতে হইলে, ঋষি অবশ্যই অন্যবিবাহ শব্দ প্রয়োগ করিতেন। এখানে গমনই প্রয়োজন ও উদ্দিষ্ট।

‡ নারদের বচন নারদের সহিতই সংগতি করা উচিত। অন্যের সহিত এক বাক্যতা করা না করা তাহার পরে।

বুঝা যাইতেছে যে অপর চারিটী স্থলেও আপন্না প্রসূতা অন্য পতিকে আশ্রয় করিতে পারে। আমরা ইহাও বলিতে পারি যে নারদের পুনর্ভূগণের মধ্যে যাহারা ক্ষতা তাহারাও প্রসূতা নহে *, এবং কোন পুনর্ভূই নূতন পতিকে 'আশ্রয়' করে না।

(৩) নারদের শিষ্য ভার্গব কেবল দুই প্রকার স্ত্রীর পুনর্ভূ হওনের কথা লিখিয়াছেন, এক 'পত্যা বা পরিত্যক্তা' অপর 'বিধবা'। 'পত্যা বা পরিত্যক্তা' দ্বারা প্রব্রজিতের ক্লীবের ও পতিতের পত্নী ধরিলেও পঞ্চ আপন্নার উল্লেখ করা হয় না; কেবল চারি প্রকার আপন্না স্ত্রীর কথা বলা হয়; কিন্তু নারদের কোন অংশ ত্যাগ করা ভার্গবের রীতি নহে। যখন নষ্টের স্ত্রীকে ত্যাগ করার ন্যায় বোধ হইতেছে তখন 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচন যে পুনর্ভূ বিষয়ক নহে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, এ বচনের বলে যে অন্য পতি গ্রহণ সে পুনর্ভূরূপে + নহে। নারদের পাঠান্তর স্বীকার করিয়া গত প্রত্যাগতাকে পুনর্ভূ বলিয়া মানিলে দেখা যায় যে সে কোন রূপেই আপন্না নহে অর্থাৎ তাহার পতি নষ্ট, মৃত প্রব্রজিত ক্লীব বা পতিত নহে।

৩৩। নষ্টেমৃতে ইত্যাদি বচনসম্মত ব্যবস্থা স্বৈরিণীর পক্ষেও নহে। স্বৈরিণী অনাপদেও উপযুক্ত পতিকে ত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষকে চিরস্থায়িরূপে আশ্রয় করে অথবা পতিমৃত্যুরূপ আপদ্ উপস্থিত হইলে দেবরাদিকে নষ্ট করিয়া অন্যকে আজীবন আশ্রয় করে। 'নষ্টেমৃতে ইত্যাদি' বচন সম্মত

---

* প্রথমা স্বৈরিণীকে প্রসূতা বলিয়া নারদ জানাইয়াছেন যে পূর্ব্ব লিখিত পুনর্ভূগণ প্রসূতা নহে। ইহাও বিবেচিতব্য যে নারদের প্রথমা পুনর্ভূ অক্ষতা দ্বিতীয়া কেবল উৎপন্নসাহসা, নিয়োগে সম্ভবতঃ সন্তুষ্টা হইবার নহে কিন্তু অন্য বিষয়ে নিয়োগার্হা, তৃতীয়া দেবরাভাবে (অসৎসু দেবরেষু) অর্থাৎ প্রশস্ত নিয়োগার্হ ব্যক্তির অভাবে অন্যকে দেয়া সুতরাং নিয়োগার্হা এবং অপ্রসূতা। (পাঠান্তরে গত প্রত্যাগতা দ্বিতীয়া পুনর্ভূ কিন্তু সেও অপ্রসূতা)

+ নারদের পুনর্ভূগণের সহিত নারদের নষ্টে মৃতে ইত্যাদি বচনে ধৃতাদিগের কোন রূপ সাদৃশ্য না থাকিলেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বিশ্বাস করেন অথবা বলেন যে 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি" বচন পুনর্ভূ হওনের বিধি ॥ এক প্রকার নিশ্চিতই প্রসূতা নহে ও আর প্রকার প্রসূতা হইলেও ক্ষতি নাই ইহা দেখিয়াও তাঁহারা ভাবেন যে কোন্ কোন্ স্ত্রী পুনর্ভূ হইতে পারে পুনর্ভূ প্রকরণে তাহা না বলিয়া নারদ এই নিয়োগ প্রকরণে 'নষ্টেমৃতে ইত্যাদি" বচনের দ্বারা তাহা ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু সম্ভবতঃ নারদের প্রকৃত পাঠে গত প্রত্যাগতাও পুনর্ভূ; তাহার পতি নষ্ট মৃতাদির মধ্যে নহে, তবে তাহাকে কিরূপে 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি" বচনে ধৃতাদিগের মধ্যে গ্রহণ করা যায়? 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি" বচনে ধৃতারা যে পুনর্ভূরূপে

আশ্রয় কেবল আপন্না স্ত্রীর পক্ষে বিধি ও কিছুকালের জন্যে * মাত্র। স্বৈরিণী শেষে যাহাকে আশ্রয় করে তাহার গৃহে চলিয়া যায়; এ স্ত্রী পতিগৃহে থাকিতেও পারে। স্বৈরিণী কেবল কামার্থে অন্যকে আশ্রয় করে, এ স্ত্রীকে ব্রহ্মাদি দেবগণের নাম লইয়া প্রবর্ত্তনা করিতে হয়। স্বৈরিণী হওয়ার বিধি কোন ঋষিই দেন নাই। এ স্ত্রীর পক্ষে অন্যপুরুষগ্রহণে স্পষ্ট বিধি দেওয়া হইয়াছে।

৩৪। পাঠকগণ এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে তবে এ শ্লোকের তাৎপর্য্য কি? ইহা আমরা যতদূর পারি বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু তৎপূর্ব্বে 'আশ্রয়' ও 'পতি' এই দুই শব্দ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক। উপস্থিত শ্লোকের অতিরিক্ত স্থলে কেবল একমাত্র স্বৈরিণী প্রকরণে নারদ আশ্রয় শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। স্বৈরিণী মন্ত্রদ্বারা গৃহীতা বা সংকৃতা নহে। অতএব আশ্রয়েতে মন্ত্রের প্রয়োজন হইত না, কিছুকাল ব্যাপিয়া অন্যের অধিকারে যাইলেই তাহাকে আশ্রয় করা হইত।

অন্য পতি গ্রহণ করেনা তাহা অন্য রূপেও বোঝা যায়। পঞ্চস্থল পৃথক করিয়া জানাইয়া আবার "পঞ্চস্বাপৎস্থ" বলিবার ফল কি? বিশেষ অভিপ্রায় না থাকিলে এই শ্লোকাংশটুকু নারদ কেন লিখিলেন? অভিপ্রায় না থাকিলে এটুকু না লিখিলেও চলিত। অভিপ্রায় এই; আপদের উল্লেখ করিয়া ঋষি জানাইয়াছেন যে তিনি আপদ্ধর্ম্মের কথা বলিতেছেন। আপন্ন অবস্থায় থাকিয়া যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায় সেই আপদ্ধর্ম্ম (অর্থাৎ উপস্থিত কর্ম্ম করিলেও আপদ বর্ত্তমান থাকে), সুতরাং 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি" বচনের বলে যে অন্য পতি গ্রহণ সে আপদে স্থিত স্ত্রীর পক্ষেই ব্যবস্থা, অর্থাৎ অন্যপতি গ্রহণ করিয়াও স্ত্রী আপন্নাই থাকে। কিন্তু স্ত্রী যদি পুনর্ব্বিবাহ করিয়া পতি সংগ্রহ করে তাহা হইলে সে আর আপন্না থাকে না অর্থাৎ তাহার পতিগত আপদ থাকে না। সুতরাং বলিতেই হইবে যে 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি" বচন সম্মত অন্য পতি-গ্রহণ বিবাহ পূর্ব্বক নহে। অন্যপতি শব্দ দ্বারা পুনর্ভূ পতি বোঝাইতেছে না। কেবল গমন দ্বারা যে পতি নাম পায় তাহাকেই বোঝাইতেছে। (৩৫ পরিচ্ছেদ দেখ)। নারদ আবার 'অন্যোন্য গমনে স্ত্রীণাম্ এষু দোষো ন বিদ্যতে' লিখিয়া জানাইয়াছেন যে এই সকল স্থলে অর্থাৎ 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে পতিতে পতৌ' অন্য গমন করিলে স্ত্রীদিগের দোষ হইবে না। গমনের পূর্ব্বে পুনর্ব্বিবাহ করিলে ইহা বলাই বলা যায় না যে গমন কালে পতি নষ্ট মৃত ইত্যাদি হইয়াছে। অতএব স্বীকার করিতেই হইবে যে এই অন্যগমন বিবাহ পূর্ব্বক নহে। অন্যগমন শব্দের প্রয়োগ দ্বারা ঋষি জানাইয়াছেন যে পূর্ব্বে যে অন্যপতির কথা বলিয়াছেন সে কেবলগমনহেতু পতি নাম প্রাপ্ত।

* ইহার প্রমাণ শীঘ্রই প্রদর্শিত হইবে।

সকলস্থানে যে আশ্রয় করা এককালেই হয় না ইহা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু না হইবারই সম্ভাবনা। ঋষিগণ যেখানে যেখানে আশ্রয় শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন সেখানে সেখানেই কিছুকাল ব্যাপিয়া অধিকার।

৩৫। পতি শব্দের পারিভাষিক অর্থ পাণিগ্রাহক

নোদকেন নবাবাচা কন্যায়াঃ পতিরুচ্যতে।
পাণিগ্রহণসংস্কারাৎ নিয়তং পতিলক্ষণং॥

কিন্তু নারদ, ভার্গব প্রভৃতি ঋষিগণ পতিশব্দের কোন পরিভাষা করেন নাই এবং পাণিগ্রাহক ভিন্ন স্থলেও পতিশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। পরপূর্ব্বাপাত, 'বাচা সত্যে কৃতে পতি', দিধিষূপতি ইত্যাদি প্রয়োগ আছে। সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলেও পরিভাষা কেবল কন্যা সম্বন্ধে পতিত্ব কিরূপে হয় তাহা জানাইবার জন্যেই লিখিত। কন্যার পাণিগ্রহণ কর্ম্ম যতক্ষণ সম্পন্ন না হয় ততক্ষণ বিবাহক তাহার পতি হয় না পরিভাষার এইমাত্র তাৎপর্য্য। কিন্তু সম্ভোগ দ্বারাও পতি হইতে পারে। সত্য বটে সে অনেক সময়ে উপসর্গ যুক্ত পতি হয়, তথাপি সে এক প্রকার পতি এবং তাহাকে গ্রহণ করিলেই স্ত্রী যে দূষিত হয় এমত নহে। নিয়োগস্থলে যাহার সহিত সংসর্গ হয় তাহাকে স্ত্রী সম্বন্ধে উপপতি অথবা জার ভিন্ন অন্য কিছু বলিবার উপায় নাই, তবে নিয়োগ ধর্ম্ম্য বলিয়া সে নামের অপহ্নব করিয়া স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর সম্বন্ধের উল্লেখ করা হয় না এই মাত্র। নিয়োগ স্থলে উপপতি অথবা জার গ্রহণ করিতে পারে, তাহাতে অধিক পাপ হয় না। অত্রি লিখিয়াছেন—

নস্ত্রীদূষ্যতি জারেণ ব্রাহ্মণোঽবেদকর্ম্মণা।
নাপো মূত্রপুরীষাভ্যাং নাগ্নির্দহতিকর্ম্মণা॥

পরপুরুষ গ্রহণে যে যে স্থলে অনুমতি আছে, সেই সেই স্থল ধরিয়াই জার সংসর্গকে অনিন্দনীয় বলা হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। নতুবা সকল সময়েই জার সংসর্গ দোষাবহ নহে ইহা বলা কখনই ঋষির অভিপ্রেত নহে।

এখানে আরও বলা কর্ত্তব্য যে অন্য পতি অর্থাৎ পাণিগ্রাহক ভিন্ন পতি কস্মিন্‌কালেও পাণিগ্রাহকের সমান হয় না। প্রথমা পুনর্ভূ পতিও পাণিগ্রহণে অসমর্থ, এবং পরে দেখা যাইবে যে প্রথমা পুনর্ভূ-পুত্রকেও ঋষিরা পাণিগ্রাহকের অর্থাৎ প্রথম পতির পুত্র বলিয়াছেন। অতএব ইহা বলিবার উপায় নাই যে দুইবার পতি শব্দ প্রয়োগদ্বারা নারদ দ্বিতীয় পতিকে

সর্ব্বাংশে প্রথম পতির তুল্য করিয়াছেন। অন্যপতি বিধি থাকিলে বলিলে যে প্রকার অন্যপতি * গ্রহণ করিতে পারে সেই প্রকার পতিই গ্রহণ করিবে তাহাই বুঝাইল। অন্যপতি মুখ্যপতি হইতে ভিন্ন হইবারই সম্ভাবনা, যেহেতু অন্যশব্দে বিভিন্ন ব্যতীত সমান বুঝায় না।

• নিয়োগ পুরুষ যে পতিপদবাচ্য হইত তাহার প্রমাণ আমরা মনুগ্রন্থ হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি

ভ্রাতুর্মৃতস্য ভার্য্যায়াং যোহনুরজ্যেত কামতঃ।
ধর্ম্মেণাপি নিযুক্তায়াং স জ্ঞেয়ো দিধিষূপতিঃ ॥

৩ অ ১৭৩ শ্লোক।

---

* কেহ কেহ বলিতে পারেন যে যেখানে কিঞ্চিৎ স্থায়িভাবে সংযোগ হয় না সেখানে পতি শব্দই প্রযুক্ত হইতে পারে না সঙ্কামনে পতিত্ব হয় না জারত্ব হইতে পারে। এই জন্যেই অত্রি উপপতি শব্দ প্রয়োগ না করিয়া জার শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। গুরু বা বন্ধু নিয়োগে জার হয় কিন্তু সর্ব্বদা উপপতি হয় না। এরূপ সিদ্ধান্তে আমাদের কোন বিশেষ আপত্তি নাই। তবে ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে গুরু বা বন্ধু নিয়োগে নিযুক্ত পুরুষের সহিত পূর্ব্ব হইতেই স্ত্রীর সম্বন্ধ থাকে, সে হয় দেবর না হয় সপিণ্ড। নিযুক্ত হইলেও এই সম্বন্ধকেই বলবান রাখা হয়, তবে তৎকর্ত্তৃক গর্ভসঞ্চারিত হইলে তাহাকে উৎপাদক বলা যায়। উৎপাদক অবশ্যই অপত্য-সম্বন্ধে নাম স্ত্রী-সম্বন্ধে নহে। স্ত্রী সম্বন্ধে সে নিশ্চয়ই জার কিন্তু উপপতি বলা না বলা বক্তার ইচ্ছা। [illegible] গর্ভসঞ্চার না হওয়াতে বারাম্বর সংসর্গ করিলে অথবা স্বয়মাশয়ের নিয়মানুসারে [illegible] প্রকাশাৎ সংসর্গ করিলে পুরুষের পতিপদবাচ্য হইবারই সম্ভাবনা। আর [illegible] বিষয়ে [illegible] লোকের অজ্ঞাতসারে দম্পতির ন্যায় ব্যবহার করিলে [illegible] বলা হইবে, কেন তাহা আমরা সহজেই বলিব।

নিয়োগার্থ নিবৃত্ত হইলে পুনঃ সঙ্গ যাবৎ ব্যবহার করিবে এই শাস্ত্র দেখিয়া কেহ [illegible] নিয়োগে পতি শব্দ প্রযুক্তই হইতে পারে না। এ অতি অদ্ভুত বিচার। নিয়োগার্থ যখন অনিবৃত্ত তখন কি [illegible] সঙ্গ যাবৎ ব্যবহার? বিবাহিতা স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর করতঃ পরস্পর [illegible] ত্যাগ করিলে কি এই কথা বলিতে হইবে যে তা[illegible] প্রকার নিয়োগের পরে সঙ্গ যাবৎ ব্যবহার করিতে হইত না তাহাও পাঠক জানেন এবং ক্রমে আরও বিশেষ বুঝিতে পারিবেন। আর পুত্রোৎপাদন করিলেই পুরুষ যে ভর্ত্তা হয় তাহাও মনু স্বয়ংই বলিয়াছেন ও তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, তবে তাহার পতিপদবাচ্য হইবার আপত্তি কি?

পতি শব্দের আভিধানিক অর্থ ভর্ত্তা। 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি" বচনে ন্যস্ত পতি শব্দ স্থানে ভর্ত্তা শব্দ বসাইলে বাক্যের তাৎপর্য্য এইরূপ হয় যে 'ভর্ত্তৃগত আপদ ঘটিলে

ধর্ম্মতঃ নিযুক্ত হইয়াও যে বিধবা ভ্রাতৃজায়াতে কামাধীন হইয়া উপগত হয় তাহাকে দিধিষূপতি কহে। দিধিষূপতি অবশ্যই এক প্রকার পতি। ধর্ম্মতঃ নিযুক্ত হইয়াও কাম প্রকাশ করিলে যখন পতি নাম পায় তখন ধর্ম্মতঃ নিযুক্ত না হইয়া অনুরাগ প্রকাশ করিলে অবশ্যই পতি উপাধি পাইবে। পাঠক একথার মর্ম্ম শীঘ্রই বুঝিতে পারিবেন।

৩৬। 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচনের তাৎপর্য্য এই :— বিবাহের পরে যদি নারীদিগের পাঁচটী আপদ ঘটে অর্থাৎ পতি যদি নষ্ট, মৃত, প্রব্রজিত, ক্লীব অথবা পতিত হয় তবে তাহারা অন্য পতি* গ্রহণ করিতে পারে। এই অন্য

স্ত্রী অন্য ভর্ত্তা করিতে পারে", অন্য ভর্ত্তা করা যে বিবাহ না করিয়াও হইতে পারে তাহা স্ত্রীলোকেরাও বুঝিতে পারে।

আমরা এখানে আরও বলিতে পারি যে নিয়োগে পতি শব্দের প্রয়োগ অনুচিত হইলেও 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচনে পতি শব্দ ব্যবহারে দোষ হয় না, কেননা যিনি এ বচন লিখিয়াছেন তিনি ইহাকে নিয়োগ না বলিয়া সমাশ্রয় বলিয়াছেন। কিছু কাল ব্যাপিয়া দম্পতির ন্যায় ব্যবহার করিলে পতিপত্নী সম্বন্ধই স্বীকার করিতে হয়। এবং নারদও তাহা স্বীকার করিয়াছেন, বিবাহিতা পত্নীর নিকটে ক্লীব কিন্তু অন্যাস্ত্রীর সম্বন্ধে পুরুষত্ব-বিশিষ্টকে তিনি অন্যাপতি নাম দিয়াছেন। সুতরাং অন্য পতি কেবল সম্ভোগ দ্বারা পতি। কেবল গমন দ্বারা পুরুষ যে পতি নাম পাইত, তাহা নারদ প্রযুক্ত 'অন্যাগমন" শব্দের ভাবার্থ দ্বারাও পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে (৩২ পরিচ্ছেদের টীকা দেখ), এবং এই খানে বৃহৎ পরাশর সংহিতা হইতে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী রহস্যং কুরুতে পতিম্।
যা তু বৈ শ্রাবয়েদ্গর্ভং সা নারী গণিকা স্মৃতা॥

* অন্য শব্দের মেদিনীকোষসম্মত 'অসদৃশ' অর্থ গ্রহণ করিলে ব্যাখ্যা এখানে আরও [illegible] হইয়া আইসে। পতিগত আপদযুক্তা স্ত্রী 'অসদৃশ' অর্থ [illegible] রিবে বলিলেই প্রকৃত পতির অসমান পতিকে আশ্রয় করিবে ইহাই জ্ঞাত করা হয়। এবং তাহা হইলেই নূতন [illegible] আপন্না যাহাকে আশ্রয় করে সে প্রকৃত [illegible] বলিয়াই তাহাকে পতিসংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। স্ত্রী তাহাকে বিবাহ করে না কেবল সহবাস করে মাত্র। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে সে সহবাস অধিককাল ব্যাপিয়া হইয়া থাকে এবং দম্পতির ব্যবহার অনুকরণ করে। এতএব অন্যপতি নিশ্চিতই পাণিগ্রাহক পতি এবং পুনর্ভূপতি হইতে বিভিন্ন। আরও বিবেচিতব্য যে যেমন পরপূর্ব্বাপতি, দিধিষূপতি অন্যাপতি ইত্যাদিকে কেবল পতি বলা রীতি নহে তেমনই পুনর্ভূপতিকে কেবল পতি বলা রীতি নহে। তবে অন্যপতি বলিলে কেন পুনর্ভূপতিকেই বোঝাইবে?

পতি গ্রহণ কাহাকে বলে তাহা ঋষি একটী আপদের বিশেষ বর্ণনাদ্বারা জ্ঞাপন করিয়াছেন; অন্যপতিগ্রহণ আর সমাশ্রয় এক, কোন প্রভেদ নাই; ইহাতে মন্ত্রাদির প্রয়োজন নাই। ইহা স্বৈরিণীর ন্যায় আশ্রয় করা কিন্তু চিরস্থায়িভাবে নহে। সুযোগ্য পতিদ্বারা বিবাহিতা হওনের পরে আপদ ঘটিলে গুরু বা বন্ধুদ্বারা নিযুক্তা না হইয়া স্ত্রী স্বয়ংই চেষ্টা করিয়া অন্য পুরুষকে আশ্রয় করিতে পারে। প্রসূতা হইলেও পারে। নষ্টের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দ্বারা অন্য চারি আপদেও যে এই ব্যবস্থা তাহা জ্ঞাপিত হইয়াছে। স্ত্রী কত-কাল অন্যকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে স্পষ্ট বলেন নাই; তবে প্রজাপতির এই ইচ্ছা (দৃষ্টিরেষা প্রজাপতেঃ) এইকথা বলাতে প্রজোৎপাদনের যত দিন সম্ভাবনা ততদিন (অর্থাৎ যৌবনকালের শেষ পর্য্যন্ত) আশ্রয় করিতে পারে বোঝা যাইতেছে। ইহাতেই পুনর্ভূ ও স্বৈরিণী হইতে প্রভেদ হইল কেননা ইহারা আজীবন আশ্রয় করিয়া থাকে। এতদতিরিক্ত পার্থক্যও আছে। নারদ নিজেই লিখিয়াছেন

স্ত্রিয়ং পুত্রবতীং বন্ধ্যাং নীরজস্কামনিচ্ছতীম্।
নগচ্ছেদ্ গর্ভিনীং নিন্দ্যামনিযুক্তাঞ্চ বন্ধুভিঃ॥

পুত্রবতী, বন্ধ্যা, রজোবিহীনা, অনিচ্ছাবতী, গর্ভিনী এবং নিন্দনীয়া বন্ধুগণদ্বারা অনিযুক্তা * স্ত্রীকে গমন করিবে না।

গর্ভিণী বা পুত্রবতী আপন্না স্বয়মাশ্রিতা ব্যতীত অন্য কোন নিয়োগার্হা স্ত্রী † হইতে পারে না, কেননা গুরু বা বন্ধুদ্বারা নিযুক্তা অপ্রসূতা ও অগর্ভ-সম্ভাবিতা এবং নির্ব্বন্ধ স্বয়মাশ্রিতার পতি হয় ক্লীব না হয় ব্যাধি হেতু পুত্রোৎপাদনে অসমর্থ। অপরন্তু স্ত্রীয়ং পুত্রবতীং ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা ইহাও জানা

[illegible] স্বয়মাশ্রয়কারিণীকে নিযুক্তা বলেন নাই। এ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই:— স্বয়মাশ্রিতাদির মধ্যে পুত্রবতী, বন্ধ্যা বা গর্ভিণীকে গমন [illegible] নিযুক্তার মধ্যে রজোবি[illegible] কর্ত্তৃক (বন্ধু মধ্যে এখানে গুরুকেও লওয়া [illegible] নহে, এমন স্ত্রীকে গমন করিবে না। এরূপ [illegible] না অর্থ করিলে 'বন্ধ্যা গর্ভিণী বা পুত্রবতী গমন করিবে না" বলাই বিরুক্তি কেননা ইহারা বন্ধুদ্বারা নিয়োজিতা হইতেই পারে না।

† যদি কেহ কুতর্ক অবলম্বন করিয়া বলেন যে নারদ এ শ্লোকদ্বারা নিযুক্তা কোন্ কোন্ অবস্থায় অগম্যা হয় কেবল তাহাই বলিতেছেন তাহা হইলে পুত্রবতী শব্দের প্রয়োগ

যাইতেছে যে আপন্না স্বয়মাশ্রিতার গর্ভসঞ্চার * হইলে অথবা পুত্র জন্মিলে সে আর গম্যা থাকে না। আর পুত্রবতী আপন্না আশ্রয় লইলেও অগম্যা। কিন্তু বন্ধ্যাপ্রসূতা গম্যাই থাকে। এখন দেখা যাইতেছে 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচন ও তৎপরে লিখিত দুই চারি শ্লোক দ্বারা প্রসূতার যে অন্য গমন ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল 'স্ত্রীয়ং পুত্রবতীং ইত্যাদি বচন দ্বারা তাহার বিশেষ বর্ণিত হইল। আপন্না স্ত্রী অন্য পতিকে সমাশ্রয় বা স্বয়মাশ্রয় করিতে পারে, কিন্তু গর্ভিণী বা পুত্রবতী আশ্রয় লইলেও প্রত্যাখ্যেয়া। আশ্রয় দাতার অভাবে স্ত্রীর আশ্রয় গ্রহণই ব্যর্থ। বুদ্ধিমান পাঠকবর্গ অবশ্যই বুঝিয়া থাকিবেন যে স্ত্রীর পক্ষে কোন দোষের উল্লেখ করা হইল না। গর্ভিণী বা পুত্রবতী হইলেও সে অন্য পতিকে আশ্রয় করিতে পারে। স্ত্রীজাতি মন্ত্রহীন, শ্রুতি ও স্মৃতিতে তাহাদিগের অধিকার নাই, ধর্ম্মের সূক্ষ্মতা বুঝিতে না পারিলে বিশেষ অপরাধিনী হইতে পারে না।

পাঠক বিবেচনা করিবেন পুনর্ভূ ও স্বৈরিণী হইতে আপন্না স্বয়মাশ্রিতার কত প্রভেদ। পুত্রসম্পন্না হইলেই ইহার আশ্রয়ের নিবৃত্তি, শত পুত্র প্রসব করিলেও পুনর্ভূ ও স্বৈরিণী গৃহীতা ও আশ্রিতা।

এখানে আমরা পাঠকবর্গকে সাবধান করিয়া দিতেছি তাঁহারা যেন বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়নের [illegible] বিবাহাযোগ্য পুরুষে দত্তা স্ত্রীর সহিত এই আপন্নাশ্রিতার তুলনা না করেন। বিবাহেচ্ছুক নিজদোষ গোপনকারী পাত্রকে ভ্রম ক্রমে কন্যা [illegible] করিলে সে পাত্রকে কুশ-

---

এখানে সম্ভবে না কেনন, নারদ এই শ্লোকের পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে নিয়োগদ্বারা পুত্র উৎপন্ন হইলে নিবৃত্ত হইবে 'পুত্রে-জাতে নিবর্ত্তেত ন [illegible]ঃস্যাদন্যথা"। আর বন্ধ্যাই বা কিরূপে নিযুক্তা হইতে পারে। যাহার পুত্র উৎপাদন করিবার সম্ভাবনা নাই তাহাকে গুর্ব্বাদি কেনইবা নিযোজিতা করিবেন। বাস্তবিক নারদ এখানে অস্বকীয়া গম্যা স্ত্রী কোন কোন্ অবস্থায় অগম্যা হয় তাহাই বলিয়াছেন। [illegible] [illegible]।

আপত্তিকারীদিগের ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে তাঁহাদের ব্যাখ্যা শ্লোকে ন্যস্ত 'অনিযুক্তা" শব্দদ্বারাও বাধিত হইয়াছে।

* গর্ভিণীর পুত্রপ্রসবের সম্ভাবনা থাকে এজন্যে সে অগম্যা ; কিন্তু পুত্রপ্রসব না করিয়া কন্যা প্রসব করিলে স্ত্রীকে পুনরায় গমন করিতে পারে।

গুরুকাদি করিতে দিবে না, প্রত্যুত কন্যাকে সে বর হইতে হরণ করিবে, এইরূপ বলাই বশিষ্ঠাদির উদ্দেশ্য। কিন্তু নারদ 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচন দ্বারা সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতেছেন না। বিবাহ কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিয়া নির্দ্দোষ পতি স্ত্রীকে কিছুকাল উপভোগ করিয়া (এমন কি তাহাতে সন্তানোৎপাদন করিয়াও) যদি নষ্ট হয় মরে, প্রব্রজ্যা লয়, পুরুষত্বহীন হইয়া যায়, অথবা পতিত হয় তবে সে স্ত্রী কি করিবে নারদ তাহাই বলিতেছেন। অতএব ইহা বলিবার উপায় নাই যে পূর্ব্বকাল হইতে স্ত্রীদিগের যে ১৬টী স্থলে পুনর্ব্বিবাহ ব্যবস্থাপিত ছিল নারদ তাহার সঙ্কোচ করিয়া কেবল পাঁচ স্থলে সে ব্যবস্থা বলবান রাখিয়াছেন। এরূপ মীমাংসা যে মনুষ্যের মস্তিষ্কে আইসে সেই বিস্ময়ের বিষয়।

৩৭। নিয়োগ ও স্বয়মাশ্রয় সম্বন্ধে যাহা বলা গেল তাহা সংক্ষেপে পুনরায় লিখিতেছি। পাঠক বিরক্ত হইবেন না। এই দুই অধিকারের বচন গুলি সহায় করিয়াই অর্ব্বাচীন পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ বিধবা বিবাহের ঔচিত্য বিধান করিয়াছেন

(১)। সুশীলা অনুৎপন্নসাহসা স্ত্রী অপ্রসূতা অবস্থায় বিধবা হইলে গুরুগণদ্বারা নিয়োক্তব্যা। বন্ধ্যা হইলে অর্থাৎ প্রথম রজোদর্শনাবধি আটবৎসর যাবৎ স্বামী সংসর্গ করিয়াও গর্ভগ্রহণ না করিয়া থাকিলে নিয়োক্তব্যা নহে। এই স্ত্রী গমন করিতে ঘৃতাক্তাদি নিয়ম। এ দেবর ব্যতীত অন্যে নিয়োজিতা হইতে পারে না।

(২)। নির্দ্দোষা অনন্যাশ্রিতা স্ত্রীর স্বামী যদি বিবাহকালাবধি ব্যাধিত অথবা ক্লীব হয় তবে সে বন্ধুগণ কর্ত্তৃক নিয়োক্তব্যা। এখানে স্বামী বর্ত্তমান কিন্তু অকর্ম্মণ্য। গর্ভগ্রহণ করিতে হইলে যে অন্যপুরুষের প্রয়োজন তাহা স্ত্রী স্বয়ংই * প্রকাশ করে এ জন্য গুরুগণ এ নিয়োগে সাহায্য করেন না। [illegible] নিয়ম নাই। বন্ধুর অভাবে এ স্ত্রী স্বয়ংই নিযুক্তা হইতে পারে। এ দেবরে (বা সপিণ্ডে) নিযুক্তা।

(৩) বিবাহের পরে পতি অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, প্রব্রজ্যা লইলে, ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইলে এবং পতিত হইলে স্ত্রী স্বয়ংই অন্য পতিকে আশ্রয় করিতে পারে। প্রসূতা হইলেও পারে। এ স্ত্রী গমনেও নিয়ম নাই। এ স্ত্রী দেবর সপিণ্ড অথবা অন্যপুরুষকেও আশ্রয় করিতে পারে।

* অর্থাৎ দ্বিতীয় ভর্ত্তা গ্রহণে অভিলাষ এ স্বয়ংই ব্যক্ত করে।

তিন প্রকার স্ত্রীই পুনর্ভূ ও স্বৈরিণী হইতে উচ্চপদবীস্থ *। কেহই পরপূর্ব্বাপদবাচ্য নহে যেহেতু কেহই দ্বিতীয় পুরুষকে আজীবন ভজনা করেনা। প্রথমটী নিয়োগার্থ নিবৃত্ত হইলে পতিগুণ স্মরণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যায় কাল যাপন করে; দ্বিতীয়টী পুনবায় পাণিগ্রাহকের সেবায় নিযুক্তা হয়; এবং তৃতীয়টী পুত্রবতী হইলেই গৃহে প্রত্যাগমন করে. অথবা অন্যপুরুষ গমন ত্যাগ করে। তৃতীয়টী বন্ধুগণ দ্বারা নিয়োক্তব্যা নহে। সে বিবাহের পরে কিছুকাল পতিসংসর্গ করিয়াছে এবং সম্ভবতঃ পুত্র প্রসবও করিয়াছে, তাহাকে নিযোগ করা লজ্জার বিষয় সন্দেহ নাই। তবে এ কথা অবশ্যই বলিতে হইবে যে তাহার অবস্থা অনুপযুক্ত পাত্রে দত্তা কন্যাব ন্যায় শোচনীয়। এই জন্যই দুয়েরই প্রতি এক আকারেব বিধি। একটী স্বয়ম্বৃতা, আর একটী স্বযমাশ্রিতা।

(৩৮)। নারদ তিন স্থলে সম্পূর্ণ পৃথক প্রকার স্ত্রীর উল্লেখ করেন নাই। গুরুনিযুক্তা বিধবা, এবং স্বয়মাশ্রিতার মধ্যেও একটী মৃত পতিকা, আব অজ্ঞাতদোষের ভার্গব কৃত ব্যাখ্যা ধরিলে বন্ধু নিযুক্তার মধ্যে একটী ক্লীবপত্নী ও স্বয়মাশ্রিতার মধ্যেও একটী ক্লীবপত্নী। প্রায়তুল্য হইলেও স্ত্রীগণের মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহার সংশয় নাই। প্রভেদ এই; যে বিধবা গুরু দ্বাবা নিযুক্তা, সে হয অক্ষতা না হয রজোদর্শনের ৮ বৎসরের মধ্যে পতিকে হারাইযাছে (৮ বৎসর নিযম বন্ধ্যাত্বনিরূপণের নিমিত্ত), আব সে অনুৎপন্নসাহসা †, আর যে স্ত্রী বিধবা স্বয়মাশ্রিতা, সে নিশ্চিতই পতির সহিত সহবাস করিয়াছে এবং সম্ভবতঃ অপত্যও উৎপাদন করিয়াছে। যে কেবল পতি সংসর্গ করিয়া অনপত্যে স্বয়মাশ্রিতা সে অবশ্যই দোষযুক্তা অথবা তাহার গুরুগণ নিয়োগধর্ম্মবিরোধী।

বন্ধু নিযুক্তাব ক্লীবপতি বিবাহকালাবধি ক্ষমতাহীন আর স্বয়মাশ্রিতার

---

* প্রথম বিবাহকেরই স্ত্রীতে অধিকার ইহাই শাস্ত্রকারদিগের মত। সে পতি হইতে পৃথক পুরুষকে গমন [illegible]। যদি ইহাই হইল তবে যে যত অল্প দিন [illegible] সে ততই [illegible]ীয় কর্ম্ম করে। এইরূপ বিবেচনাতেই বোধ হয়, শাস্ত্রকারেরা পুনর্ভূ হইতে নিযুক্তার মর্য্যাদার আধিক্য বর্ণনা করিয়াছেন এবং স্ত্রীকে পুনর্ব্বিবাহে সাধারণতঃ বিধি না দিয়া, নিযুক্তা হইতে বিধি দিয়াছেন। ১০ বা ১২ বৎসরের অধিক হইবে না সুসভ্য আমেরিকা দেশে ইচ্ছাধীন প্রেমের (Doctrine of free love) প্রস্তাবনা হইয়াছিল!!

‡ উৎপন্ন সাহসাকে পুনর্ভূ করা হইত, 'দেশ ধর্ম্মানবেক্ষ্য ইত্যাদি" বচন তাহার প্রমাণ।

ক্লীবপতি কিম্বা সম্ভোগের পরে এবং সম্ভবতঃ পুত্রোৎপাদন করণানন্তর ক্লীবত্বপ্রাপ্ত *

৩৯। 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' নারদ বচনের সমালোচনার উপসংহার কালে বাক্তব্য এই যে ভার্গব সংহিতায় দৃষ্টি থাকিলে ইহাকে পুনর্ব্বিবাহ বিধায়ক শাস্ত্র বলিয়া গণ্য করিতে কেহই সাহসী হইতে পারেন না। ইহাতে 'বিধীয়তে' পদ প্রয়োগ দ্বারা অন্য পতি গ্রহণে বিধি দেওয়া হইয়াছে। এই অন্য পতি গ্রহণ যদি বিবাহ দ্বারা গ্রহণ হয় তাহা হইলে নারদ বচন বিবাহ বিধি হইয়া উঠে, অপিচ বিধবা বিবাহেরও বিধি হইয়া পড়ে, কেননা

* গুরুগণ ও বন্ধুগণ নিয়োগ করিবার কালে দুই প্রকার বিধবার ও দুই প্রকার ক্লীব পত্নীর প্রভেদ সূক্ষ্মরূপে দেখিতে বাধ্য হইলেও গুরুনিয়োগার্হা ও বন্ধুনিয়োগার্হা এই দুই প্রকার স্ত্রীই যে স্বয়মাশ্রয় করিতে পারিত তাহাতে সন্দেহ নাই, যেহেতু বিধবা ও ক্লীবপত্নী মাত্রকেই 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি" বচন দ্বারা সাধারণতঃই অন্যপতি গ্রহণ করিতে অনুজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে গুরুনিয়োগার্হা ও বন্ধুনিয়োগার্হা স্বয়মাশ্রয় করিলে তাহাদের মর্য্যাদার হানি হইত ও উৎপন্ন পুত্র ঋক্থভাগী হইত না।

অজ্ঞাতদোষেণোঢ়া যা নির্দ্দোষা নান্যমাশ্রিতা।
বন্ধুভিঃ সা নিয়োক্তব্যা নির্ব্বন্ধুঃস্বয়মাশ্রয়েৎ॥

বন্ধু নিয়োগের এই বচনে যে 'নান্যমাশ্রিতা" শব্দ আছে তাহার অর্থ পাঠক এখন সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি" বচনে যে সমাশ্রয়ের ব্যবস্থা আছে স্ত্রী যদি সেই সমাশ্রয় না করিয়া থাকে তবে সে বন্ধুদ্বারা নিয়োক্তব্যা। কেহ কেহ যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে পুনর্ভূ বা স্বৈরিণীরূপে স্ত্রী যদি দ্বিতীয়পতিকে আশ্রয় না করিয়া থাকে তবে সে নিয়োক্তব্যা, সে ব্যাখ্যা কোন রূপেই সঙ্গত হইতে পারে না। নারদের পুনর্ভূ দ্বিতীয় পতিকে আশ্রয়ই করে না এবং স্বৈরিণী যদিচ আশ্রয় করে তথাপি সে পুনর্ভূবন্যায় দ্বিতীয় পতির গৃহে চিরদিনের জন্যে চলিয়া যায়, সুতরাং পুনর্ভূ বা স্বৈরিণীকে নিয়োগ করিবার আবশ্যকতাই থাকে না, যে বিবাহ করিল তাহার আবার নিয়োগ কি? এখানে কেহ এরূপ বলিবেন না যে যে স্বয়ং নিযুক্তা হইল তাহার আবার নিয়োগ কি, স্বরং নিযুক্তাশব্দ নারদ ব্যবহার করেন নাই। তিনি সমাশ্রয় বা স্বয়মাশ্রয় শব্দই প্রয়োগ করিয়াছেন। যে অন্য পুরুষকে সমাশ্রয় না করিয়াছে সেই নিয়োক্তব্যা ইহাই নারদ বচনের অভিপ্রায়। চাপল্য বশতঃ অন্যপতিকে সমাশ্রয় করিয়া উৎপাদনীয় পুত্রের রিকথ প্রাপ্তির সম্ভবনা যে স্ত্রী নিরস্ত না করিয়াছে সেই রিকথ ভাগিপুত্রোৎপাদনার্থে নিয়োক্তব্যা। বন্ধুবর্ত্তমানে স্বয়মাশ্রয় না করিয়া বন্ধুনিয়োগের জন্য প্রতীক্ষা করাই প্রশস্ত। অপরন্তু নান্যমাশ্রিতা শব্দে ৯১ বৈধরূপে আশ্রিতা, দুষ্টা ব্যভিচারিনী নহে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। দুষ্টার ধর্ম্ম এখানে

পক্ষ আপনার মধ্যে একটী বিধবা। কিন্তু ভার্গব এ বচন নারদের নিকটে অধ্যয়ন করিয়াও লিখিয়াছেন

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহ বিধাযুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ * ॥

৯ অ ৬৫ শ্লোক

বিবাহ মন্ত্রে নিয়োগ কখন কথিত হয় নাই, এবং বিবাহ বিধিতে বিধবা বিবাহের উল্লেখ নাই

ভার্গব বচন দ্বারা জানা যাইতেছে যে অন্ততঃ তাঁহার পূর্ব্বে (অর্থাৎ বেদে, স্বায়ম্ভুবমনুস্মৃতিতে এবং নারদ স্মৃতিতে) বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে কোন বিধি দেওয়া হয় নাই। সুতরাং বলিতেই হইবে যে 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচনে অন্য পুরুষ গ্রহণে + যে বিধি দেওয়া হইয়াছে সে বিবাহ দ্বারা নহে। সে অন্য প্রকারে গ্রহণ। কিরূপে তাহা আমরা দেখিয়াছি §

৪০। ভার্গব নারদের গুরুনিযুক্তা, বন্ধু নিযুক্তা ও স্বয়মাশ্রিতা এই তিন প্রকার স্ত্রীকেই নিযুক্তা বলিয়াছেন, তবে প্রথম দুইটীকে সম্যগ্‌ নিযুক্তা, তন্নিযুক্তা অথবা স্বধর্ম্মেণ নিযুক্তা এবং শেষেরটীকে কেবল নিযুক্তা

কথিত হইতেছে না। পূর্ব্বেই যে স্ত্রী ব্যভিচার করিয়াছে, ব্যভিচারের প্রসঙ্গবশ বচনে তাহার কথা উপস্থিত হইতে পারে এমত সম্ভাবনা কি ছিল যে ঋষি তাহা নিরাকরণ করিতে বাধ্য হইলেন। যে সদোষ ব্যভিচার করিয়াছে তাহার জন্যে নির্দ্দোষ ব্যভিচারের বিধির লিখিত হইবার সম্ভাবনাই ছিল না।

* এই বচনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরে করা যাইবে, পাঠক সেখানে দেখিতে পাইবেন যে দ্বিতীয় বচনার্দ্ধ দ্বারা ভার্গব ইহাই জানাইয়াছেন যে বিধবাবিবাহের বিধি কুত্রাপি নাই।

+ বিধি বর্ত্তমানেও এই অন্য পুরুষ গ্রহণে অপ্রবৃত্তি ও দোষের আশঙ্কা

§ নারদ 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচন এবং ইহার আনুসঙ্গিক আমাদিগের উদ্ধৃত কয়েকটী বচনের পরেই যাহা লিখিয়াছেন তাহা দ্বারাও বোঝা যায় যে তিনি এখানে পুনর্ভূ হওনের কথা বলিতেছেন না। এ বচন গুলির পরে নারদ বক্ষ্যমাণ শ্লোক লিখিয়াছেন

আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম সবিধিঃস্মৃতঃ।
প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণ সংকরঃ ॥

আনুলোম্যে অন্য পতি গ্রহণ করিয়া স্ত্রী যে পুত্র উৎপাদন করে সে বিধিপূর্ব্বকই করে এ কথা বলা এখানে দেবর্ষির স্পষ্টই অভিমত। প্রাতিলোম্যে বিবাহ হয় না ইহা ঋষিগণ প্রায় সকলেই বলিয়াছেন। কিন্তু এখানে আনুলোম্যে প্রাতিলোম্যে জন্ম একই বিধি স্মরণ করিয়া লিখিত এবং সে বিধি 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচন

(অর্থাৎ বিশেষণশূন্য নিযুক্তা) বলিয়াছেন। ইহার সন্তোষ জনক প্রমাণ নিয়োগপ্রকরণ ও পুত্রপ্রকরণ এই দুই স্থানেই আছে। দুই স্থানের প্রমাণগুলি বিশিষ্টরূপে বুঝিতে পারিলে এ বিষয়ে আর কাহারও অনুমাত্র সন্দেহ থাকিবে না। কিন্তু দুই প্রকরণ একদা আলোচিত হইতে পারে না; এজন্য এখানে আমরা কেবল নিয়োগাধিকারে উক্ত প্রমাণের আলোচনা করিব। আমাদের পুত্র প্রকরণে অন্য সকল প্রমাণের আন্দোলন করা যাইবে। ভার্গব লিখিয়াছেন

জ্যেষ্ঠো যবীয়সো ভার্য্যাং যবীয়ান্বাগ্রজস্ত্রিয়ং।
পতিতৌ ভবতো গত্বা নিযুক্তাবপ্যনাপদি ॥

৯ অ ৫৮ শ্লোক।

নিযুক্ত হইয়াও যদি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের ভার্য্যায় অথবা কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের ভার্য্যায় অনাপদে গমন করে তবে পতিত হয়।

নিয়োগ আপদ্ধর্ম্ম। পুত্রাভাবেই নিয়োগের বিধি। পুত্র না থাকাই আপদ। অতএব অনাপদি বলাতে পুত্র বর্ত্তমানে* বলা হইয়াছে। আর পুরুষকে নিযুক্ত বলাতে স্ত্রীকেও নিযুক্তা বলা হইয়াছে কেননা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে নিযুক্ত না হইলে নিয়োগই হয় না। উপস্থিত শ্লোকের তাৎপর্য্যগ্রহে ব্যাঘাত নিবারণের জন্যেই এই কয়টী কথা। শ্লোকের তাৎপর্য্য এই, পুত্রসত্ত্বে স্ত্রী যদি দেবরকে নিযুক্ত করে (অর্থাৎ অন্যপতিত্বে বরণ করে) তবে দেবর তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে। না করিয়া সেই নিযুক্তাকে গমন করিলে পতিত হইবে। এখানে পুত্রবর্ত্তমানেও নিয়োগের সম্ভাবনা সূচিত হইতেছে। পুত্র বর্ত্তমানে গুরুনিয়োগের বা বন্ধুনিয়োগের অথবা বন্ধ্যা হীনা ব্যাধিত পত্নী ও ক্লীব পত্নীর স্বয়মাশ্রয়ের সম্ভাবনা হইতে পারে না। অতএব এ শ্লোক নিশ্চিত নারদের 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচনকে লক্ষ্য করিয়াই ভার্গব লিখিয়াছেন। নারদ 'স্ত্রিয়ং পুত্রবতীং' ইত্যাদি বচন দ্বারা সামান্যতঃ পুত্রবতী স্বয়মাশ্রিতা গমন নিষেধ করিয়াছেন, ভার্গব নিযুক্তা পুত্রবতী স্ত্রীকে গমন করিলে

* ইহা টীকাকারেরাও স্বীকার করিয়াছেন। স্বীকার না করিয়াই বা কি করেন। 'পতি প্রবাদ যদি ইত্যাদি", 'অজ্ঞাত দোষেণ ইত্যাদি' 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' ইত্যাদি শব্দ পুঞ্জ দ্বারা পতি গত যে সকল আপদের উল্লেখ আছে তাহাদের অভাব হইলে, অর্থাৎ অপত্যোৎপাদনে ক্ষমবান পতি বর্ত্তমান থাকিলে নিয়োগ অথবা প্রায় নিয়োগের সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু পুত্রাভাব বিনাও কখন কখন নিযুক্তাহওয়ার প্রথা ছিল। উপস্থিত শ্লোক সেই প্রথাকে উদ্দেশ করিয়াই লিখিত।

দেবর পতিত হইবে এই কথা বলিলেন। পুত্রবতীগমন প্রশস্ত নহে; দেবর সেরূপ আচরণ করিলে পতিত হইবে। নিয়োগে অন্যান্য স্থলে পতিত হওয়াও কেবল দেবরের পক্ষেই ব্যবস্থাপিত আছে।

উপস্থিত বচনে পুত্রবতীর নিযুক্তা হইবার সম্ভাবনা দেখিয়াও টীকাকারগণ নীরব আছেন। কিরূপে এবম্প্রকার নিযুক্তা * হওয়া ঘটিতে পারে তাহার কিছুই লিখেন নাই। কিছু বুঝিতে পারেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন পাঠক তাহা শীঘ্রই জানিতে পারিবেন।

স্বয়মাশ্রিতাকে নিযুক্তা বলা ভার্গবের পক্ষে বিচিত্র ব্যাপার নহে। নারদবচন-সমালোচনার সময়ে পাঠক দেখিয়াছেন যে স্বয়মাশ্রয় প্রায় নিয়োগ। তবে সাধারণতঃ নিয়োগের অন্য ব্যক্তি দ্বারা ঘটাই বিধেয়, ভার্গব সন্ত

---

* পাঠক জানেন যে যে সে সকামা স্ত্রী পতীতর পুরুষের নিকটে উপস্থিত হইয়া অভিলাষ পূরণের নিমিত্তে প্রার্থনা করিলেই যে নিযুক্তা হয় এমত নহে। এরূপ হইলে স্ত্রীর পক্ষে ব্যভিচারের সম্ভাবনাই থাকে না। ব্যভিচার করিয়া সে অনায়াসেই বলিতে পারে যে সে কেবল নিযুক্তা হইয়াছিল এবং যে পুরুষকে গমন করিয়াছিল তাহাকেও নিযুক্ত করিয়াছিল। নিযুক্তা ও নিযুক্ত শব্দ দ্বয়ের এরূপ অর্থ করা শাস্ত্রকারদিগের কখনই অভিপ্রেত নহে, ব্যভিচার প্রকরণে সকামা বা ইচ্ছন্তী স্ত্রীকে ভার্গব নিযুক্তা নাম দেন নাই ও সে যে পুরুষে সঙ্গত হয় তাহাকেও নিযুক্ত বলেন নাই। যে সকল কারণে স্ত্রীর ও পুরুষের নিযুক্ত হওয়ার বিধি আছে সে সকল কারণ না ঘটিলে তাহারা নিযুক্ত হইতে পারে না। নিযুক্ত হইয়া পরস্ত্রীগমন করিলে সাধারণতঃ দোষ হয় না এবং আপৎকালেই নিযুক্ত হওয়া সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে। ভার্গব এখানে অনাপদে নিযুক্ত হওয়ার ও নিযুক্ত ব্যক্তির পতনের কথা লিখিয়া জানাইয়াছেন যে কখন কখন অনাপদে নিযুক্ত হওয়ার প্রথা ছিল, কিন্তু সে প্রথাকে তিনি নিষিদ্ধ করেন নাই, অধিকন্তু সে প্রথাঅবলম্বনকারিণীকে গমন করিলে দেবর পতিত হইবে ইহাও বলিলেন। অনিযুক্তাগমন এখানে অভিপ্রেত নহে। পুত্রবতী ভ্রাতৃজায়াকে তাহার অনুরোধে গমন করিলে পতিত হইবে এই কথা বলিয়া ভার্গব কি এখানে জ্ঞাপন করিতেছেন যে পুত্রহীন ভ্রাতৃজায়াকে তাহার অনুরোধে গমন করিলে কোন অবস্থাতেই পতিত হইবে না? কখনই নহে। উপস্থিত শ্লোকের পূর্ব্ববচনেই তিনি ভ্রাতৃজায়াকে দেবরসম্বন্ধে স্নুষা বা গুরুপত্নী বলিয়াছেন, সুতরাং বিশিষ্ট শাস্ত্রানুমোদিত কারণ ব্যতীত তাহাকে গমন করিলে দেবর অবশ্যই পতিত হইবে। স্ত্রী সকামাই হউক আর অকামাই হউক দেবরের নিস্তার নাই। এমত অবস্থায় ভার্গব কেন সকামা স্ত্রীবিশেষকে লক্ষ করিয়া দেবরের পতন বিধান করিবেন? শ্লোকের এরূপ মর্ম্ম হইলে ইহা না লিখিলেও ত চলিত।

বতঃ ইহাই বিবেচনা করিয়া স্বয়মাশ্রয়কে নিয়োগ করা না বলিয়া নিযুক্তা হওয়া বলিয়াছেন। লোকেও বলিয়া থাকে রাম পাঠনায় নিযুক্ত আছেন, শ্যাম দীর্ঘিকা খননে নিযুক্ত আছেন ইত্যাদি। তাহাতে রাম শ্যাম ইত্যাদি আপন আপন ইচ্ছায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও নিযুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পাঠকবর্গের ইহাও মনে রাখা উচিত যে ভার্গব সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ লিখিতেছেন। ১২০০০ শ্লোকের মর্ম্ম ৪০০০ শ্লোকে ব্যক্ত করিতে হইয়াছে, এজন্যই গুরুনিযুক্তা, বন্ধুনিযুক্তা ও স্বয়মাশ্রিতা এই তিন প্রকার স্ত্রীকেই এক নিযুক্তা শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণ ধর্ম্ম লইয়াই নাম করণ, প্রভেদ বিশিষ্টরূপে বর্ণনা করিতে হইলে সংক্ষেপ করা হয় না। পূর্ব্বেও দেখা গিয়াছে যে নারদের তিন প্রকার পুনর্ভূ ও চারি প্রকার স্বৈরিণীকে এক পুনর্ভূ শব্দেই ভার্গব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে উচ্চ নীচ বিবেচনা করেন নাই। এখানেও সেই রূপ। আর যেমন পুনর্ভূ প্রকরণে কোন্ কোন্ স্ত্রী পুনর্ভূ হইতে পারে কেবল তাহাই লিখিয়াছেন, কি অনুষ্ঠান দ্বারা পুনর্ভূ হইবে তাহা স্পষ্ট লিখেন নাই, এ নিয়োগাধিকারেও সেই রূপ, কোন্ স্ত্রী নিযুক্তা হইতে পারে কেবল তাহাই লিখিয়াছেন, কি অনুষ্ঠান দ্বারা নিযুক্তা হইবে তাহা স্পষ্ট লিখেন নাই। কোন্ স্ত্রী নিযুক্তা হইতে পারে তাহার শাসন এই

এতদ্বঃ সারফল্গুত্বং বীজ যোন্যোঃ প্রকীর্ত্তিতং।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি যোষিতাদ্ধর্ম্মমাপদি॥

৯ অ ৫৬ শ্লোক

ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে আপদ ঘটিলেই অর্থাৎ পুত্ত্রাভাব হইলেই স্ত্রী নিযুক্তা হইতে পারে। পুত্ত্রভাব বলাতে পুত্ত্রাভাবের কারণকে লক্ষ করিতেছে, বিবাহের পরক্ষণ অবধিই স্ত্রী যে নিযুক্তা হইবার যোগ্যা তাহা বোঝাইতেছে না। বৈধব্য বিবাহের অনেক দিন পরে ঘটিতে পারে, ক্লীবত্বাদি নিরূপণ করিতে কাল বিলম্ব হয় এবং পতির নষ্টত্বাদি স্থির করিতে বহুকাল অতিবাহিত হইয়া যায়।

পুত্ত্রাভাবের কারণকে লক্ষ করিলেও কোন্ স্ত্রী কি কারণে নিযুক্তা হইবে তাহা ভার্গব বলেন নাই। তবে যেমন দুই প্রকার পুনর্ভূর পুনঃ সংস্কারের প্রস্তাব করিয়া তাহাদিগকে স্পষ্টতঃ পুনর্ভূ বলিয়া স্বীকার করিয়া-

ছেন সেইরূপ মৃতের,* ক্লীবের ও ব্যাধিতের * পত্নীতে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনের কথা লিখিয়া সেই তিন স্ত্রীকে স্পষ্টতঃ নিযুক্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। (অন্য প্রকার নিযুক্তা যে আছে তাহা কেবল ইঙ্গিত দ্বারা জানাইয়াছেন)

পুত্রাভাবে নিযুক্তা হইতে পারে বলিয়াও ভার্গব তাহার সঙ্কোচ করিয়াছেন, যথা

অপত্যলোভাদ্ যাতু স্ত্রী ভর্ত্তারমতিবর্ত্ততে।

সেহ নিন্দামবাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে॥

৫ অ ১৬১ শ্লোক।

অপত্যলোভে যে স্ত্রী ভর্ত্তাকে অতিক্রম করে সে ইহলোকে নিন্দাপ্রাপ্ত হয় ও মরণান্তে পতি লোক পায় না।

এ বচন দ্বারা দেখা যাইতেছে স্ত্রী ভর্ত্তার অনভিমতে নিযুক্তা হইতে পারিত না। সুতরাং পুত্রাভাব হইলেও পতি পরিত্যক্তার বা পতি পরিত্যাগিনীর নিযুক্তা হইবার উপায় ছিল না। আর ক্লীবের ব্যাধিতের ও পতিতের পত্নীরও নিযুক্তা হইবার কালে সম্ভবতঃ স্বামীর অনুমতি লইতে হইত। কিন্তু ইহাও বলিতে হইবে যে স্বামীর বশবর্ত্তিনী না থাকিলেও শেষোক্ত স্ত্রীগণকে ভার্গব অন্ততঃ ইহকালের জন্যে নিন্দনীয়া করেন নাই।

উন্মত্তম্পতিতং ক্লীবমবীজম্পাপরোগিণম।

ন ত্যাগোঽস্তি দ্বিষন্ত্যাশ্চ ন চ দায়াপবর্ত্তনম॥

৯ অ ৭৯ শ্লোক।

পতি যদি উন্মত্ত, পতিত, ক্লীব, অবীজ ও কুষ্ঠাদি রোগযুক্ত হয় তবে স্ত্রী শুশ্রূষাদি না করিলেও (সে পতি তাহাকে) ত্যাগ করিতে কিম্বা তাহার ধন গ্রহণ করিতে পারিবে না।

৪১। আপদে স্ত্রীগণ নিযুক্তা হইতে পারে ইহা ব্যবস্থা করিয়াও ভার্গব 'জ্যেষ্ঠো যবীয়সো' ইত্যাদি বচন দ্বারা অনাপদে নিয়োগের কথা উক্ত করিয়াছেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে পুত্রসত্ত্বেও নিযুক্ত হওয়া প্রথা ছিল কিন্তু ভার্গব

---

* ইহা পাঠক পরে দেখিতে পাইবেন

+ এইরূপ ইঙ্গিতে অনেক বিষয় ব্যক্ত করা সংগ্রহ গ্রন্থের নিয়ম। পাঠক যাজ্ঞবল্ক্যের পুনর্ভূ লক্ষণ স্মরণ করিবেন।

সে প্রথাকে ধর্ম্ম্য বলিতে চাহেন না *। নারদও স্ত্রিয়ং 'পুত্রবতীং ইত্যাদি' বচন দ্বারা পুত্রবতী স্বযমাশ্রিতাগমন নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

৪২। 'জ্যেষ্ঠো যবীয়সো ইত্যাদি' বচন যে কেবল স্বয়ংনিযুক্তাকে লক্ষ করিয়া ভার্গব লিখিয়াছেন; সম্যঙ্‌নিযুক্তাকে উদ্দেশ করিয়া নহে, তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ ঐ বচনেরই পরশ্লোক।

দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ্‌ নিযুক্তয়া।
প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে † ॥

৫ অ ৫৯ শ্লোক।

সন্তানের অভাব হইলে দেবর হইতে অথবা সপিণ্ড হইতেই বা সম্যঙ্‌ নিযুক্তা স্ত্রী দ্বারা ইপ্সিতা প্রজা উৎপাদয়িতব্যা।

এ বচনের মর্ম্মও টীকাকারেরা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই ‡ নিযুক্তা শব্দের কোন বিশেষণ দেখিলেই তাঁহারা 'ঘৃতাক্তাদিনিয়মবিশিষ্ট' এই অর্থ করিয়া বসেন ¶। এখানেও সম্যঙ্‌নিযুক্তা শব্দের 'ঘৃতাক্তাদি নিয়মবৎ পুরুষগমনেন' § এই অর্থ করিয়াছেন। এ অর্থ যে প্রকৃত নহে তাহা পর শ্লোকেই প্রকাশিত হইবে। বিধবা নিযুক্তা গমনেই নিয়ম। তাহা

* নারদের নষ্টে মৃতে ইত্যাদি বচন ও তৎপরে লিখিত দুই চারি বচনের সহিত তুলনীয়।

† 'আপদি" বলিয়া আবার 'সন্তানস্য পরিক্ষয়ে" বলিবার উদ্দেশ্য আছে। 'আপদি' শব্দে 'সন্তানস্য পরিক্ষয়ে" নহে। আপদি শব্দ পূর্ব্বে প্রযুক্ত। ইহার অর্থ অবশ্যই একটা আছে। ইহা বীজ গণিতের অনিশ্চিত অক্ষরের ন্যায় নহে যে ইহার মূল্য পরে বাহির করিতে হইবে (এবং মূল্য = সন্তানস্য পরিক্ষয়ে হইবে)। আপদি শব্দের অর্থ পুত্রাভাবে, ইহা সকল প্রকার নিযুক্তাকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিত। স্বয়ং বা অসমস্যও নিযুক্তা এবং অন্যের দ্বারা নিযুক্তা বা সম্যঙ্‌ নিযুক্তা পুত্রাভাব ব্যতীত নিযুক্তা হয় না, তবে সম্যঙ্‌নিযুক্তা কেবল পুত্রাভাবে নিযুক্তা নহে ইহার স্বামীর পুত্র, দুহিতা, দৌহিত্রের ইত্যাদি না থাকিলে তবে এ নিযুক্তা হয়। 'সন্তানস্য পরিক্ষয়ে" অংশটুকুর দ্বারা তাহা জ্ঞাপিত হইল।

‡ তাঁহারা মনে ধারণা করিয়াছেন যে নিযুক্তা মাত্রই ঘৃতাক্তাদি পুরুষ দ্বারা গন্তব্যা

¶ তন্নিযুক্তা ও স্বধর্ম্মেণ নিযুক্তা স্থলেও যে ঐরূপ করিয়াছেন তাহা পরে দেখান যাইবে।

§ ইহাতে বিবেচিত হইতে পারে যে টীকাকারেরা সম্যক শব্দ অধিগন্তব্যা শব্দের বিশেষণ করিয়াছেন এবং 'সম্যক্‌ অধিগন্তব্যা" অংশটুকুর 'ঠিক্ ঠিক্ উৎপাদয়িতব্যা" অর্থ করিয়াছেন; অর্থাৎ অধিগন্তব্যা পদের কর্ত্তা স্ত্রীকে নিয়মবৎপুরুষগমন দ্বারা পুত্রোৎ-

অনুধাবন না করিয়া বিধবা শব্দের অপূর্ব্ব অর্থ করিয়াছেন। সে বিষয় পাঠক পরে দেখিতে পাইবেন। এখানে কেবল উপস্থিত শ্লোকের তাৎপর্য্য বর্ণনা করা কর্ত্তব্য।

এ শ্লোকে ভার্গব নারদের শুদ্ধ ও বদ্ধ নিয়োগের কথা বলিতেছেন। দেখিতে দুইটী পক্ষ কিন্তু বা শব্দটী দুইবার প্রযুক্ত। ইহার অভিপ্রায় এই: দেবর হইতে, অথবা দেবর কিম্বা সপিণ্ড হইতে পুত্র উৎপাদনীয়। (বিধবা হইলে কেবল দেবরে ও ব্যাধিত পত্নী বা ক্লীবপত্নী হইলে দেবরে কিম্বা সপিণ্ডে নিযুক্তা)। সম্যক শব্দ সমাসভুক্ত এবং স্ত্রীশব্দের ক্রিয়া বাচক বিশেষণ নিযুক্তয়া শব্দের বিশেষণ, সুতরাং স্ত্রীরই নিয়োগসম্বন্ধে তারতম্য জ্ঞাপক। স্ত্রীর নিয়োগ সম্বন্ধে কোন নিয়ম বিধি কুত্রাপি নাই। তাহাকে ঘৃতলেপনাদি কখনই করিতে হইত না। পুরুষ ঘৃতাক্তাদিনিয়ম রক্ষা করিলে অথবা না করিলে স্ত্রীর নিয়োগ পক্ষে ক্ষতি বৃদ্ধি হইত না। সে উভয়তই সম্যঙ্‌ নিযুক্তা থাকিতে পারিত। তাহার পতিতত্বাদি নিয়োগ দ্বারা কখনই হইত না। অতএব স্ত্রীরপক্ষে সম্যগসম্যঙ্নিয়োগ এ রূপে ঘটীত না। সে অন্য

পাদন করিতে বলিয়াছেন। নিযুক্ত পুরুষ ঘৃতাক্তাদি না হইলে নিযুক্ত স্ত্রী তাহাকে গমন করিবে না এই কথা বলাই টীকাকারদিগের উদ্দেশ্য। এরূপ অর্থ করিলেও সম্যক্‌ শব্দ প্রকারান্তরে নিযুক্তা শব্দের বিশেষণ হয় কিনা, এবং সম্যঙ্‌ নিযুক্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় কিনা পাঠক বিবেচনা করিবেন। টীকাকারদিগের অর্থ গ্রহণ করিলে সকল নিযুক্তারই ঘৃতাক্ত পুরুষ গমন করিতে হয়; কিন্তু ইহাও সত্য নহে তাহা পাঠক শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন। আরও বক্তব্য যেখানে নিযুক্তা শব্দের যে বিশেষণ আছে সেখানেই কি সেই বিশেষণের অর্থ এই করিতে হইবে যে "ঘৃতাক্তাদি পুরুষে নিযুক্তা"। স্বধর্ম্মেণ, ধর্ম্মেণ তৎ ইত্যাদি শব্দ নিযুক্তার বিশেষণ রূপে অন্যত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহারা কি একই অর্থ জ্ঞাপক। ইহাদের ধাত্বর্থে বা যৌগিকাদি অর্থে ত "ঘৃতাক্তাদি পুরুষে" এই অর্থ কখনই উপলব্ধ হয় না। সম্যক্‌ শব্দের নিকটে (পরে॥) নিযুক্তাগামী পুরুষকে যে রূপ ঘৃতাক্তাদি হইতে আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে স্বধর্ম্মেণাদি শব্দের নিকটে সেরূপ ইঙ্গিত ত কিছুই নাই, তবে ইহাদিগের কিরূপে "ঘৃতাক্তাদি পুরুষে" অর্থ করা যাইবে? আর এক কথা, নিয়মবিধি কেনই বা পুনঃ পুনঃ উক্ত হইবে। নিযুক্তা ঘৃতাক্তাদি পুরুষকে গমন করিবে নিয়োগ প্রকরণে এই কথা লিখিয়া ঋষি আবার পুত্র প্রকরণে কখনই লিখিতেন না, ঘৃতাক্তাদি পুরুষে নিযুক্তার পুত্রই ক্ষেত্রজ। নিযুক্তার পুত্রই ক্ষেত্রজ, ইহার অতিরিক্ত লিখিবার প্রয়োজন ছিল না। স্বধর্ম্মেণাদি শব্দের এরূপ অর্থ নহে বলিয়া ও সকল নিযুক্তা ঘৃতাক্তাদি পুরুষে নিযুক্তা নহে বলিয়া ঋষি ঐ রূপ লিখিয়াছেন।

কর্ত্তৃক নিযোজিতা হইলেই সম্যঙ্ নিযুক্তা* ও স্বয়ং নিযুক্তা হইলেই অসম্যঙ্ নিযুক্তা হইত। অসম্যঙ্ নিযুক্তাকে ভার্গব কেবল নিযুক্তা অর্থাৎ বিশেষণ হীন নিযুক্তা বলিযাছেন। আরও বক্তব্য যে নিয়ম বিধিকে সম্যগ্ বিধান বলা রীতি নহে। যদি কোন অপূর্ব্বাদি বিধি অনুযায়ী নিয়ম বিধি থাকে তাহা হইলে অপূর্ব্বাদি বিধি সম্মত কার্য্য করিতে হইলে নিয়মবিধি প্রতি পালন করিতে হইবেই হইবে। না করে তবে অপূর্ব্বাদি বিধ্যনুযায়িক কার্য্য করাই হইল না বলিতে হইবে। 'সমে যজেত' সমান স্থানে যাগ করিবে এই নিয়ম আছে বলিয়া যেখানে যাগের ফল প্রভৃতি বর্ণনা করিবে সেই খানেই কি সমান স্থানে যাগ করিলে এই পুণ্য হয় এইরূপ লিখিবে? অথবা সম্যক্ যাগে এই পুণ্য হয় এইরূপ লিখিবে? বাস্তবিক এরূপ স্থলে সম্যক্ † বা অসম্যক্ শব্দ প্রযুক্তই হইতে পারে না। তবে নিযোগ স্থলেই বা কেন এরূপ প্রযোগ হইবে? নিযোগে যদি ঘৃতাক্তাদি নিয়ম অবশ্যম্ভাবী হইত তাহা হইলে নিযুক্তযা শব্দের বিশেষণের প্রযোজন ছিল না, সম্যঙ্ নিযুক্তয়া না বলিয়া কেবল নিযুক্তযা বলিলেই ঋষি কৃতকার্য্য বা কৃতার্থ হইতেন। সম্যঙ্ নিযুক্তযা শব্দে অসম্যঙ্ নিযুক্তযার সম্ভাবনা দ্যোতিত হইতেছে। নিয়োগ মাত্রেই নিয়ম বিধান থাকিলে সে সম্ভাবনার স্থানই থাকিত না। সম্যক্ শব্দ দ্বারা পূর্ব্ববচনোক্তা নিযুক্তা যে অসম্যঙ্ নিযুক্তা অর্থাৎ স্বয়ং নিযুক্তা তাহাই বলা হইয়াছে।

প্রজেপ্সিতা বলাতে প্রজোৎপাদনে অভিলাষ থাকা ব্যঞ্জিত হইযাছে ‡। টীকাকারেরা যে অর্থ করিযাছেন, যে অকর্ম্মণ্য পুত্র জন্মিলে বিধবাকেও

---

* নিযোক্তার অভাবে নিযুক্তা শব্দ সুন্দর রূপে প্রযুক্ত হইতে পারে না ইহা বিবেচনা করিযাই নারদ কেবল গুরু ও বন্ধু দ্বারা নিযোজিতা স্ত্রীদিগকে নিযুক্তা বলিয়াছেন, আর স্বয়ং যাহারা অন্য পুরুষের নিকটে উপস্থিত হয তাহাদিগকে নিযুক্তা না বলিয়া আশ্রিতা বলিয়াছেন। কোন স্ত্রী স্বযমাশ্রিতা, কোন স্ত্রী বা সমাশ্রিতা, কিন্তু ভার্গব নিয়োজিতা ও আশ্রিতা উভয প্রকার স্ত্রীকেই নিযুক্তা বলিযাছেন, এবং এই জন্যেই যাহারা অন্যের দ্বারা নিযুক্তা তাহাদিগকে সম্যঙ্ নিযুক্তা, ও যাহারা স্বযমাশ্রিতা (সমাশ্রিতাও স্বয়মাশ্রিতা) তাহাদিগকে কেবল নিযুক্তা বলিয়াছেন।

† যাহার ঘৃতাক্তাদি নিয়ম রক্ষা করিতে হয় তাহাকে অর্থাৎ নিযুক্ত পুরুষকে ভার্গব কথনই সম্যঙ্ নিযুক্ত তন্নিযুক্ত বা স্বধর্ম্মেণ নিযুক্ত ইত্যাদি বলেন নাই।

‡ অভিলাষ না থাকিলে ব্রহ্মচর্য্যাদি করিতে পারে। এখানে স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে পতীতর পুরুষ দ্বারা পুত্রোৎপাদন করিতে গেলেই স্ত্রী সাধ্বী থাকিত না।

প্রশস্ত পুত্রোৎপাদনের নিমিত্তে পুনর্বার গমন করিতে পারে *, সে ভ্রম, কেননা ভার্গবের মতে বিধবার দ্বিতীয় পুত্র জন্মাইবার উপায় নাই। পরোক্ত শ্লোকেই তাহা প্রকাশিত হইবে।

৪৩। বিধবায়াম্নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তোবাগ্যতো নিশি।
একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন॥

৯ অ ৬০ শোক

তবে বিধবাতে নিযুক্ত হইলে ঘৃতাক্ত (ও) বাগ্যত (হইয়া) রাত্রিযোগে (গমন করিবে ও) একটী (মাত্র) পুত্র উৎপাদন করিবে, কথনই দ্বিতীয় † (পুত্র উৎপাদন করিবে) না।

পাঠকবর্গ জানেন যে সম্যগ্‌ নিয়োগে বিধবায় দেবরই নিযুক্ত হইয়া থাকে, সপিণ্ডাদি নহে। ভার্গব পদবিন্যাস দ্বারা তাহাই জ্ঞাপন করিতেছেন। পূর্ব্ব বাক্যে প্রধানরূপে যে পদ উক্ত হয় পরবাক্যগত ব্যবস্থা সেই পদের অভিধেয়কেই বর্ত্তায় ঋষিদিগের এই রীতি এবং ইহার দৃষ্টান্ত পাঠকগণ ক্রমে আর ও দেখিতে পাইবেন। উপস্থিত বাক্যের পূর্ব্ববাক্য 'দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা ইত্যাদি'। সে বাক্যে দেবরই প্রধানরূপে উক্ত, অতএব উপস্থিত বাক্যে যে বিধান করা হইতেছে তাহা দেবরেরই

* টীকাকারদিগের ন্যায় ইপ্‌সিত শব্দে কেবল প্রশস্ত মানা যায় না। মানিলেও মনু বচন হইতে এ অর্থ পাওয়া যায় না যে যাবৎ অপ্রশস্ত পুত্র উৎপন্ন হইতে থাকিবে তাবৎ স্ত্রী গম্যাই থাকিবে, প্রত্যুত প্রশস্ত ভিন্ন অপ্রশস্ত পুত্র উৎপাদন করিতে পারিবে না মনু বচনের এইব্যাখ্যাই হইয়া পড়ে। এ ব্যাখ্যা প্রকৃত হইলে অপ্রশস্ত পুত্রোৎপাদনকালে স্নুষা বা গুরুতল্প গমন দোষে দূষিত হইয়া দেবর অবশ্যই পতিত হয়, এবং সুতরাং পরে প্রশস্ত পুত্র উৎপাদন করিতে পারে না॥ অপ্রশস্ত পুত্র জন্মিলে প্রশস্ত পুত্রোৎপাদনের জন্য পুনর্গমনে বিধি আছে মানিলে অন্য প্রকার দোষ ঘটিবারও সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। মন্দমতি নিযুক্তা প্রসবাগারেই প্রশস্ত পুত্রকে অপ্রশস্ত করিয়া ফেলিতে পারে।

† নিযুক্তা সধবা একাধিক পুত্র উৎপাদন করিলেও বিশেষ দোষ প্রাপ্ত হইত না, তবে সধবাতে নিযুক্ত পুরুষ দ্বিতীয় পুত্র উৎপাদন করিবারকালে পরস্ত্রীগমনের পাপে পতিত হইত। যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন এই তিন পুত্র উৎপাদন করিয়াও কুন্তী দুষ্টা হয় নাই। কুন্তী যে ঠিক শাস্ত্রসম্মতরূপে পুত্রোৎপাদন করিয়াছিল তাহা আমরা বলিতেছি না কিন্তু তিন পুত্র উৎপাদন করিলেও কেহ তাহাকে দোষেন নাই।

পাক্ষে*। সম্যঙ্ নিযুক্তা বিধবায় যে দেবর ব্যতীত সপিণ্ড নিযুক্ত হইতেই পারে না তাহার আভাস ভার্গবের নিয়োগপ্রকরণের অন্য শ্লোকেও পাওয়া যায়। পাঠক তাহা শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন (৪৬ পরিচ্ছেদ দেখ)

উপস্থিত শ্লোকস্থিত বিধবা শব্দের বিচিত্র অর্থ টীকা সকলে দেখা যায়। কুল্লূক ভট্ট লিখিয়াছেন, 'বিধবায়ামিত্যপত্যোৎপাদনযোগ্যপত্যভাব পরমিদং জীবত্যপি পত্যৌ'। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে তিনি বিধবা শব্দে মৃতপতিকা, ব্যাধিতপতিকা, ক্লীবপতিকা প্রভৃতিকে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এ অর্থ যে নিতান্ত ভ্রমাত্মক তাহাতে সন্দেহ নাই যেহেতু

(১) বিধবা যে সম্যঙ্ নিযুক্তার কিয়দংশ মাত্র তাহা 'তু' শব্দ প্রয়োগ দ্বারা ঋষি জানাইয়াছেন। তু শব্দ অনেক সময়ে একদেশ ব্যাপকত্ব বুঝায়। সম্যঙ্ নিযুক্তার মধ্যে যাহারা বিধবা তাহাদিগকে এবম্প্রকারে গমন করিবে তু শব্দ দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে।

(২) বিধবা শব্দে যদি সকল সম্যঙ্ নিয়োগার্হাকেই বুঝাইত তাহা হইলে উহার প্রয়োগের প্রয়োজনই ছিল না।

(৩) নিয়োগ প্রকরণে বিধবা শব্দ ৩ বার প্রয়োগ করিয়া ও তৎপরিবর্তে একবার প্রমীতপতিকা শব্দ ব্যবহার করিয়া জানান হইয়াছে যে বিধবা শব্দের চিরপ্রচলিত মৃতপতিকা অর্থই গ্রহণীয়

(৪) ক্ষেত্রজপ্রদ শব্দে প্রমীতপতিকাকে অর্থাৎ বিধবাকে ব্যাধিত পত্নী ও ক্লীবপত্নী হইতে পৃথক গণনা করা হইয়াছে। ইহা পাঠক ক্রমে দেখিতে পাইবেন

(৫) ভার্গব সংহিতায় অন্যান্য স্থলেও বিধবা শব্দে কেবল মৃতপতিকাকে বোঝায়।

---

* অতএব প্রথমার্দ্ধের স্পষ্ট অর্থ এই হইল যে সন্তানাভাবে সম্যঙ্ নিযুক্তা স্ত্রী দেবর দ্বারা পুত্র উৎপাদন করিতে পারে, সপিণ্ড দ্বারাও পারে। "বিধবায়াম্ ইত্যাদি" বচনের সহিত সপিণ্ড শব্দের কোন সম্বন্ধ নাই।

† সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে টীকাকারদিগের কৃত ব্যাখ্যা কোন প্রকারেই যুক্তিযুক্ত হয় না। কোন্ কোন্ স্ত্রী নিযুক্তা হওয়ার যোগ্যা ভার্গব কুত্রাপি তাহা বলেন নাই, সুতরাং মৃতপতিকা, ব্যাধিতপতিকা, ক্লীবপতিকা প্রভৃতি সহস্র প্রকার স্ত্রী সমষ্টিকে বিধবা শব্দে গ্রহণ করিলেও নিয়োগার্হার সংখ্যার তুল্য হইল, ন্যায় শাস্ত্র মতে এ কথা কখনই বলা যায় না। বিধবা ও নিয়োগার্হা এই দুই শব্দের অর্থের বিস্তারে ন্যূনাতিরেক হওয়ারই সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু টীকাকারদিগের ব্যাখ্যা মানিতে হইলে বিধবা শব্দে

(৬) নারদের সহিত একবাক্যতা করিলে দেখা যায় যে কেবল বিধবার অর্থাৎ মৃতপতিকার নিয়োগেই ঘৃতাক্তাদি নিয়ম

৪৪। ভার্গবের মতে বিধবাতে একটী মাত্র পুত্র উৎপাদন করিবে, কিন্তু

দ্বিতীয়মেকে প্রজনং মন্যন্তে স্ত্রীষু তদ্বিদঃ।
অনির্বৃত্তং নিয়োগার্থং পশ্যন্তো ধর্ম্মত স্তয়োঃ ॥

৯ অ ৬১ শ্লোক।

কেহ কেহ এক পুত্রে নিয়োগের প্রয়োজন নির্বৃত্ত হয় না মানিয়া দ্বিতীয় পুত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

ভার্গবের মত অবশ্যই বেদমূলক অপরের ব্যবস্থা প্রবাদমূলক। এই জন্যই এই দ্বিতীয় পুত্রকে ভার্গব ঋকৃথভাগী * করেন নাই। ইহার প্রমাণ ১৪৩ শ্লোকে 'পুত্রিণ্যাপ্তশ্চ দেবরাৎ ইত্যাদি' অংশটী।

৪৫ বিধবায়ান্নিয়োগার্থে নির্বৃত্তে তু যথাবিধি।
গুরুবচ্চ স্নুষাবচ্চ বর্ত্তেয়াতাম্পরস্পরম্ ॥

৯ অ ৬২ শ্লোক।

বিধবা বিষয়ে নিয়োগপ্রয়োজন নির্বৃত্ত হইলে (অর্থাৎ গর্ভসঞ্চার হইলে) গুরু এবং পুত্রবধূর ন্যায় পরস্পর ব্যবহার করিবে। গুরুবৎ স্নুষাবৎ বলাতে গুরু ও স্নুষার ব্যবহার অনুকরণ করিবে ইহাই বুঝাইতেছে। সপিণ্ডাদি একরূপ ব্যবহার করিতে বাধ্য নহে। তাহারা পুত্রোৎপাদনের পরেও স্ত্রীর সহিত কৌতুকরহস্যাদি' করিতে পারে।

'নিয়োগার্হা" এই অর্থই স্বীকার করিতে হয়। এ অর্থ করিতে কেহ সাহসী হইতে পারেন” এমত আমাদিগের বোধ হয় না। ঋষির মনে এ অর্থ থাকিলে তিনি সম্ভবতঃ 'বিধবায়াং নিযুক্তস্তু" না লিখিয়া 'নিযুক্তায়ান্নিযুক্তস্তু" লিখিতেন। কিন্তু একরূপ লিখিলে আবার অনিযুক্ত স্ত্রীতে পুরুষের নিযুক্ত হওনের সম্ভাবনা দ্যোতিত হইত, সুতরাং ঋষিকে উপস্থিতবাক্যগত 'নিযুক্তা' শব্দ ত্যাগ করিতেই হইত। তাহা যখন করেন নাই তখন বলিতেই হইবে বিধবা শব্দের টীকাকারদিগের সম্মত অর্থ করা ভার্গবের অভিপ্রেত নহে। আরও বিবেচিতব্য যে এ শ্লোকে নিযুক্ত পুরুষের কর্ত্তব্য বর্ণিত হইতেছে, নিযুক্তা স্ত্রীর নহে, সুতরাং কোন্ কোন্ স্ত্রী নিয়োগের যোগ্যা এ শ্লোকে তাহা কথিত হইতে পারে না। তাহা পূর্ব্ব বচনে উক্ত হইয়াছে, যাহার পতির সন্তানের পরিক্ষয় হইয়াছে সেই নিয়োক্তব্যা।

* নারদ ইহাকে বর্ণসঙ্কর বলিয়াছেন 'পুত্রে জাতে নিবর্ত্তেত সঙ্কর স্যাদতোঽন্যথা"।

৪৬ নিযুক্তৌ যৌ বিধিং হিত্বা বর্ত্তেয়াতান্তু কামতঃ।
তাবুভৌ পতিতৌ স্যাতাং স্নুষাগ গুরুতল্পগৌ॥

৯ অ ৬৩ শ্লোক।

নিযুক্ত হইয়া অবিধানতঃ গমন করিলে উভয়েই পতিত হইবে, একজন স্নুষাগামী অপরজন গুরুতল্পগামী হইবে।

এ শ্লোকে দ্বিবচনের এবং উভ শব্দের প্রয়োগ আছে। তাহাতেই দেখা যাইতেছে যে নিয়োগে নিয়মবিধি কেবল দুই জনের পক্ষেই ব্যবস্থিত। আর সেই দুই ব্যক্তি যে নিযুক্তা স্ত্রীর পতির জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহা স্নুষাগ ও গুরুতল্পগ শব্দদ্বয় দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে, কেননা নিয়োগ প্রকরণের উপক্রমে পতিভ্রাতৃসম্বন্ধেই অর্থাৎ দেবর সম্বন্ধেই স্ত্রীকে স্নুষা ও গুরুপত্নী বলা হইয়াছে, যথা

ভ্রাতুর্জ্জেষ্ঠস্য ভার্য্যা যা গুরুপত্ন্যনুজস্য সা।
যবীয়সস্তু যা ভার্য্যা স্নুষা জ্যেষ্ঠস্য সাস্মৃতা *॥

৯ অ ৫৭ শ্লোক।

সপিণ্ড বা অন্য ব্যক্তির সহিত এ সম্বন্ধ নহে ও পুরুষের পতিতত্বও ঘটীতে পারে না।†

৪৭। নান্যস্মিন্ বিধবা নারী নিযোক্তব্যা দ্বিজাতিভিঃ।
অন্যস্মিন্ হি নিযুঞ্জানা ধর্ম্মং হন্যুঃ সনাতনং॥

৯ অ ৬৪ শ্লোক।

দ্বিজাতিগণ দ্বারা (একের) বিধবা স্ত্রী অন্যে নিযোক্তব্যা নহে (কেননা) অন্যে নিয়োগকারীরা সনাতন ধর্ম্ম নষ্ট করেন

এই শ্লোক ও ইহার পরের কয়েকটী বচন দ্বারা বিধবানিয়োগের নিন্দা কীর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু ঋষি যে একবালে তাহার নিষেধ করিয়াছেন

---

* পাঠক দেখিবেন যে এখানে এককালে নির্দ্দেশ। স্নুষা ও গুরুপত্নীর তুল্য এরূপ বলা হয় নাই।

† 'নিয়মবৎপুরুষে গমন করিবে' টীকাকারেরা নিযুক্তা স্ত্রীর পক্ষে এই যে নিয়ম কল্পনা করিয়াছেন তাহাও ভ্রমাত্মক কেননা নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাহার দোষ হইবে এ কথা ভার্গব লিখেন নাই। সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে পুরুষ ঘৃতলেপনাদি করিল কি না তাহা নিযুক্তা স্ত্রীর জানিবার উপায় নাই। 'নিশি' অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে ঘৃতাক্ত

এমত নহে। উপস্থিত শ্লোকে এই মাত্র বলিতেছেন যে একজন দ্বিজ অপর একজন দ্বিজেতে বিধবা স্ত্রী নিযুক্তা করিবেন না *।

ইহাতে প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত গুরু দ্বারা স্ত্রীর দেবরে নিয়োগ নিষিদ্ধ হইল, কেননা সে প্রথাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক দোষ ঘটিতে পারে †। বুদ্ধিমান পাঠক বুঝিবেন যে দেবর আপনাতে স্ত্রীকে নিযুক্তা করিয়া পুত্রোৎপাদন করিতে পারে কিনা তদ্বিষয়ে এখানে কিছুই বলা হয় নাই। সে যে পারে তাহা শীঘ্রই দেখা যাইবে (৫১ পরিচ্ছেদ দেখ)

৪৮ নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবা বেদনং পুনঃ ॥

৯ অ ৬৫ শ্লোক

কোন বৈবাহিক মন্ত্রে নিয়োগ ‡ কথিত হয় নাই, এবং বিধবার বিবাহ ¶ কোন বিবাহবিধিতে উক্ত হয় নাই। ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে নিয়োগ বিষয়ে বিধি শাস্ত্রে আছে কিন্তু বিধবাবিবাহবিষয়ে নাই। 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচনে বিধি বোধক পদ থাকাতে উহা কখনই বিধবা বিবাহ বিষয়ক বচন নহে।

৪৯ অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেণে রাজ্যম্প্রশাসতি ॥

৯ অ ৬৬ শ্লোক।

হস্ত করিয়া যাহারাও ঘৃতপক্ক নিগত হইতে পারে। [illegible] 'বুঝি কি ঘৃতস্তু হইয়াছে' প্রশ্ন করিয়া হাঁ হইয়াছি, এ প্রত্যুত্তরও পাইবার আশা নাই কেননা 'বাধ্যত হওয়া তার একটী নিয়ম।

* এরূপ অর্থ না করিলে, 'অন্যস্মিন' শব্দই বৃথা প্রযুক্ত হইয়া পড়ে। বিধবার নিয়োগ একেকালে নিষেধ করিলে ঋষি কেবল 'বিধবা নিযোক্তব্যা নাহি' ইহাই বলিতেন।

† ইহাতে বর্ণ সঙ্করের উৎপত্তি হইতে পারে এবং অন্য দোষও আছে।

‡ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেন কোন বৈবাহিক মন্ত্রে নিয়োগ শব্দ নাই, এই কথা বলাতেই বুঝা যাইতেছে যে নিয়োগকেও এক প্রকার বিবাহ বলিলে বলা যায়। তবে তিনি নিযুক্ত পুরুষকে পতি বলিতে চাহেন না কেন?

¶ পাঠক দেখিবেন নিয়োগ প্রকরণে বিবাহের কথা উত্থাপিত হইলেও অসঙ্গতি হইতেছে না। ভার্গব পূর্ব্ব শ্লোকে বিধবার (সকল প্রকার স্ত্রীর নহে) অন্যেতে নিয়োগ নিষেধ করিয়াছেন, এবং উপস্থিত শ্লোকে তাহার কারণ দর্শাইতেছেন। কারণ এই যে

এই বচন দ্বারা দেখা যাইতেছে যে বেণ রাজার সময়ে মনুষ্যধর্ম্ম হই-

---

বিবাহের মন্ত্রের মধ্যে নিয়োগ শব্দ নাই, এবং বিবাহবিধিতে বিধবার বিবাহই নাই। বিবাহ মন্ত্রে নিয়োগার্থক শব্দ নাই, সুতরাং সে মন্ত্র নিয়োগকালে কিরূপে পঠিত হইতে পারে? আর নিয়োগার্থক শব্দের অভাবেও যদি কেহ (কেবল প্রথা অবলম্বন করিয়া) বৈবাহিক মন্ত্রের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থল পাঠ করাইয়া বিধবা স্ত্রীকে নিয়োজিত করিতে চাহেন তবে তিনি জানিবেন যে তাঁহার সে চেষ্টা অন্যায়, কেননা বিধবার বিবাহই বিধিবাক্য দ্বারা কোথাও উক্ত হয় নাই। যখন বিধবাবিবাহেরই বিধি নাই তখন বিধবাসম্বন্ধে বিবাহ মন্ত্র কিরূপে পঠিত হইতে পারে? বোধ হয় ভার্গবের সময়ে বিবাহ মন্ত্রের অঙ্গ বিশেষ নিয়োগে পঠিত হইত, বিধবা সে মন্ত্রের দ্বারা নিয়োজিত হইতেই পারে না উপস্থিত শ্লোক দ্বারা তাহাই কথিত হইল

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই শ্লোকে বিন্যস্ত 'বেদন" শব্দের অর্থ 'পুত্ত্রোৎপাদনার্থ গ্রহণ" করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় পংক্তির ব্যাখ্যা এই রূপ লিখিয়াছেন 'বিবাহ বিধি স্থলে বিধবার ক্ষেত্রজ পুত্ত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণও উক্ত হয় নাই"। এই ব্যাখ্যা স্বীকার করিবার পূর্ব্বে ইহা বিবেচনা করা উচিত যে 'বিবাহ" এবং 'ক্ষেত্রজপুত্ত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণ" এই দুইটী হয় একই বিষয় না হয় পৃথক বিষয়। যদি একই হয় তবে বিবাহ বিধি গুলি কেনই নিয়োগ বিধি বলিয়া পরিগণিত না হইবে? বিশেষতঃ যখন সে বিধি গুলিতে নিয়োগ স্পষ্টতঃ পরিত্যক্ত হয় নাই। আবার ক্ষেত্রজপুত্ত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণের অর্থাৎ নিয়োগের যে বিধি গুলি নারদে ভার্গবে এবং অবশ্যই বেদেও আছে, তাহাদেরই কেন বিবাহবিধি বলিয়া গণনা না করা যাইবে? উভয়থাই দেখা যাইতেছে যে 'বিবাহ বিধিতে বিধবার ক্ষেত্রজ পুত্ত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণ নাই" এরূপ বলা যায় না। যদি দুইটী পৃথক বিষয় হয় তাহা হইলে ক্ষেত্রজপুত্ত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণ কেনই বা বিবাহ বিধির মধ্যে থাকিবে? সন্ধ্যাবন্দনাদি ত বিবাহ বিধির মধ্যে নাই। বিবাহবিধির মধ্যে না থাকিলেই যে কর্ম্ম অননুষ্ঠেয় হয় তাহা নহে। যদি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এরূপ বলেন যে নিয়োগ প্রকৃত বিবাহ নহে, কেবল কষ্ট কল্পনা দ্বারা বিবাহ বলিয়া গণ্য হইতে পারে তাহা হইলেও তাঁহার বিবেচনা করা উচিত যে বিবাহবিধি দ্বারা নিয়োগ কথিত হইতে পারে না, যেহেতু পুত্ত্রোৎপাদন বিবাহের একটী উদ্দেশ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং বিবাহবিধিতে বিবাহের উদ্দেশ্যের কথা নাই। তবে পুত্ত্রোৎপাদন বিধিকে বিবাহবিধ্যন্তর্গত বলিয়া বিবাহবিধি জ্ঞান করিলে দেখা যায় যে তাহাতে ক্ষেত্রজপুত্ত্র বর্জ্জন করিয়া বিধি দেওয়া হয় নাই। যদি এমতই হইল তবে ইহা কিরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে যে ক্ষেত্রজ পুত্ত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণ বিবাহ বিধির মধ্যে নাই? এখানে আরও মনে করা কর্ত্তব্য যে বিধবার গ্রহণ পুত্ত্রার্থে ব্যতীত ধর্ম্মার্থে কখনই হয় না, এবং পুত্ত্রার্থে গ্রহণ কেবল দুই প্রকার পুত্ত্রের জন্যে হইতে পারে, (১) ক্ষেত্রজ (২) পৌনর্ভব। ক্ষেত্রজ হইতে পৌনর্ভবকে ঋষিরা অধম বলিয়াছেন, এবং বিধবার ক্ষেত্রজ পুত্ত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণ নাই বলিয়া কখনই এমত আপন

লেও নিয়োগঃ নিন্দিত পশু ধর্ম্ম * বলিয়া কথিত হয় (মনুষ্যানামপি অযং নিয়োগঃ ইত্যাদি)

৫০ স মহী মথিলাম্ভুঞ্জন্ রাজর্ষি প্রবরঃ পুরা।
বর্ণনাং সঙ্করঞ্চক্রে কামোপহতচেতনঃ॥

৯ অ ৬৭ শ্লোক।

করেন নাই যে বিধবার পৌনর্ভবপুত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণ আছে। এমত অবস্থায় শ্লোকার্দ্ধের কোন অর্থই উপলব্ধ হয় না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কৃত ব্যাখ্যার আদৃত না হইবার আরও কারণ আছে: (১) নিযোগ আপদ্ধর্ম, আপদ্ধর্ম কেন মূল বিধিতে কথিত হইবে? (২) ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনার্থ গ্রহণ শাস্ত্রে নাই ভাবিয়া পণ্ডিত প্রকারান্তরে তাহার নিষেধ ব্যবস্থা করিযাছেন কিন্তু পাঠক শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন যে ক্ষেত্রজপুত্রার্থ গ্রহণ ভার্গব নিষিদ্ধ করেন নাই তিনি কেবল একের দ্বারা অন্যে বিধবা স্ত্রীকে নিয়োজিত করা গর্হিত বলিয়াছেন। (৩) বিধবার ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণ বিবাহবিধিতে নাই এই ব্যাখ্যা করিয়া বিদ্যাসাগরের দেখান উচিত ছিল কোন্ স্ত্রীর ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণ বিবাহ বিধিতে আছে। আমরা বোধকরি ঔরস পুত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণও বিবাহ বিধিতে নাই। বিবাহের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিবার স্থলে ও পুত্র প্রশংসার স্থলে পুত্রোৎপাদনের বিধি আছে, কিন্তু সে বিধিও ঔরস ও ক্ষেত্রজ এই দুই প্রকারপুত্রোৎপাদনার্থেই বর্ত্তায়, এবং তজ্জন্যই ভার্গব 'নান্যোৎপন্না প্রজা ইত্যাদি" ইত্যাদি অনেক বচন লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন

বরং বিবাহবিধিতে বিধবার বিবাহই নাই (নিযোগ ত থাকিবেই না) এই ব্যাখ্যা স্বীকার করা যায় তথাপি বিদ্যাসাগরকৃত ব্যাখ্যা মানা যায় না

পাঠক দেখিবেন ভার্গব এ শ্লোকে বিধবা শব্দে কেবল মৃতপতিকাকেই ধরিয়াছেন, যেহেতু তাহারই বিবাহ বিধিবাক্য দ্বারা উক্ত হয় নাই। অযোগ্য বরে দত্তা সধবা অন্যপূর্ব্বার বিবাহ কাত্যায়নাদি স্পষ্টই ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং বৃহস্পতিও 'পুনঃ পরিণয়ো ভবেৎ" বলিয়া গতপ্রত্যাগতার পূর্ব্ব পতির সহিত পুনর্ব্বিবাহের বিধি দিয়াছেন।

বেদন শব্দের বিবাহ অর্থ শ্লোকে প্রযুক্ত পুনঃ শব্দ দ্বারাও কিঞ্চিৎ পরিমাণে সমর্থিত হয়

প্রকৃত নিযোগকে লক্ষ না করিলেও পাণিগ্রহণের শেষমন্ত্রে 'নিযুনক্তু" শব্দ আছে। নিয়োগে কি এই মন্ত্র পঠিত হইত? এবং কেবল একটী মন্ত্র পাঠ করিলে, অথবা মণ্ডল গুলি না আঁকিলে 'দার" হয় না ইহা জানাইবার জন্যেই কি মনু 'পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ' এই বহু বচন ও 'সপ্তমে পদে' এই মণ্ডল নির্দ্দেশক ব্যবহার করিলেন? নিয়োগ প্রায় .... বৎসর যাবৎ নিষিদ্ধ, তাহাতে কোন মন্ত্র পঠিত হইত ঠিক বলা যায় না।

* এই শ্লোকের টীকাকারদিগের সম্মত অর্থ কোন রূপেই সঙ্গত হয় না। 'বিদ্বান দ্বিজেরা ইহাকে পশু ধর্ম্ম বলেন এবং ইহা মনুষ্যগণের মধ্যে বেণ রাজার রাজ্যকালে প্রচ-

এই বচন দ্বারা স্বীকৃত হইতেছে যে কামে উপহতচেতন হইলে নিয়োগে বর্ণ সঙ্কর উৎপন্ন হয়; অর্থাৎ মত্ত হইয়া নিয়ম ত্যাগ করতঃ কেবল গুর্ব্বাজ্ঞাবলে ভ্রাতৃবধূগমন করিলে দেবর পতিত হয় এবং উৎপন্ন সন্তান বর্ণ সঙ্কর হয়। নিয়োগোৎপন্ন দ্বিতীয়াদি পুত্রও বর্ণ সঙ্কর

৫২ ততঃ প্রভৃতি যো মোহাৎ প্রমীতপতিকাং স্ত্রিয়ম্।
নিয়োজয়ত্য পত্যার্থং তং বিগর্হন্তি সাধবঃ॥

৯ অ ৬৮ শ্লোক।

সেই অবধি যে মৃতপতিকা স্ত্রীকে অপত্যার্থে নিয়োজিত করে তাহাকে সাধুরা নিন্দা করেন। এতক্ষণ যে বিধবা শব্দে কেবল মৃতপতিকাকে ধরিয়াছিলেন তাহা এই বচন দ্বারা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। যাহার নিয়োগের নিন্দা করিতেছিলেন তাহাকে প্রমীতপতিকা বলিলেন। প্রমীত পতিকা শব্দে * মৃত পতিকা ব্যতীত অন্য কোন অর্থ করিবার উপায় নাই। বুদ্ধিমান পাঠক আরও দেখিবেন যে যুজ্ ধাতুর প্রেরণার্থ পদ প্রয়োগ দ্বারা এখানেও একের দ্বারা অন্যে নিয়োগ নিষিদ্ধ হইয়াছে †। আপনা দ্বারা আপনাতে নিয়োগ নিষিদ্ধ হয় নাই, এবং তাহাই পরশ্লোকে বলিতেছেন

লিত হয়" টীকাকারেরা এ শ্লোকের এই ব্যাখ্যা করেন। তবে নিয়োগ কি অনাদিকালাবধি প্রচলিত (অর্থাৎ বৈদিক) ধর্ম্ম নহে? এবং মূর্খেরা কি নিয়োগকে প্রথম প্রচলিত করে? স্বায়ম্ভুব মনু অবশ্যই বেণের পূর্ব্বকালের লোক, তিনিও কি নিয়োগের বিধি দেন নাই? ভার্গবই বা কিরূপে কিরূপে স্বায়ম্ভুব মনুকে অতিক্রম করিয়া নিয়োগের বিধি লিখিলেন? তিনি স্বয়ংই অন্য স্থানে বলিয়াছেন যে বেদ মূলক ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম আপন সংহিতায় লিখেন নাই। আর মূর্খের উপদিষ্ট ধর্ম্মে ভার্গবের বিধি থাকিবার সম্ভাবনা নাই। বিধবা বিবাহের কথা বেদে থাকিলেও বিধি বাক্য দ্বারা তাহা উক্ত হয় নাই বলিয়া ভার্গব লিখিয়াছেন যে বিধবাবিবাহের বিধি কোথাও নাই। বুদ্ধিমান পাঠক আরও দেখিবেন 'বেণ রাজার সময়ে নিয়োগে বর্ণ সংকর উৎপন্ন হইয়াছিল" বলিয়া ভার্গব যে পর বচনে নিয়োগ নিষেধের কারণ দর্শাইয়াছেন তাহাও সকল প্রকার নিয়োগে বর্ত্তায় না কেননা ক্ষেত্রজ পুত্রকে ভার্গব কুত্রাপি বর্ণ সঙ্কর বলেন নাই। সুতরাং টীকাকারেরা যে সকল প্রকারনিয়োগকেই পশু ধর্ম্ম ইত্যাদি বলিয়াছেন সে সকল ভ্রমবশেই বলিয়াছেন।

* এ বি পূর্ব্ব ধব শব্দ নহে যে নানা অর্থ করিবেন। বি শব্দের 'বিকৃত' অর্থ করিয়া নৈপুণ্য দেখান যাইতে পারে, কিন্তু প্রমীত শব্দে মৃতকেই বোঝায়

† ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে বেণের সময় অবধিই একের দ্বারা অন্যে বিধবার

৫২ যস্যা ম্রিয়েত কন্যায়া বাচা সত্যে কৃতে পতিঃ।
তামনেন বিধানেন নিজো বিন্দেত দেবরঃ ॥

৯ অ ৬৯ শ্লোক।

বাক্‌দানের পরে কন্যার পতি মরিলে নিম্নোক্ত বিধান মতে দেবর তাহাকে গ্রহণ করিবে

নিয়োগ নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব টীকাকারেরা যে স্থির করিয়াছেন যে নিয়োগ কেবল কলিকালেই নিষিদ্ধ তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

টীকাকারেরা বিধবা ও মৃতপতিকা শব্দ দ্বয়ের অদ্ভুত অর্থ করিয়া নিশ্চিত করিয়াছেন যে ভার্গব নিয়োগাধিকারের প্রথম কয়েকটী শ্লোক দ্বারা নিয়োগের বিধি ও নিয়ম করিয়া শেষোক্ত কয়েকটী বচন দ্বারা সকল প্রকার নিয়োগের নিষেধ বিধান করিয়াছেন, এবং ভার্গবের এই স্ববচোবিরোধ ভঞ্জনের নিমিত্তে বৃহস্পতির ২। ৩ বচন সহায় করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন যে ভার্গবের নিয়োগ নিষেধ কলিযুগেই বাবস্থা। কিন্তু তাঁহারা অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই যে ভার্গব যে নিয়োগের নিন্দা করিয়াছেন সে নিয়োগ তাঁহার পূর্ব্বকাল হইতে (গুরু ও তত্ত্ব প্রভৃতি দ্বারা স্থাপিত) অপ্রচলিত হইয়াছে সুতরাং সকল প্রকার নিয়োগ অপ্রচলিত থাকিলে ভার্গব কখনই নিয়োগের বিধি ও নিয়ম লিখিতেন না। অতএব বলিতেই হইবে ভার্গব কোন বিশেষ প্রকার নিয়োগের নিষেধ করিতেছেন। সে কি প্রকার নিয়োগ তাহা পাঠক বুঝিয়াছেন। যে বিধবাকে অর্থাৎ মৃতপতিকাকে নিয়োজিত করে সে সনাতন ধর্ম্ম নষ্ট করে ও নিন্দনীয় হয় (অন্যস্মিন্ হি নিযুঞ্জানা ধর্ম্মং হন্যুঃ সনাতনম্" এবং "যো মোহাৎপ্রনীত পতিকাং স্ত্রীয়ম্ নিয়োজয়ত্যপত্যার্থে তং বিগর্হন্তি সাধবঃ) ইহা বলিয়া ভার্গব নারদের শুক্রনিয়োগের নিষেধ করিয়াছেন এবং নিষেধের কারণ এই দিয়াছেন যে এরূপ নিয়োগ দ্বারা বর্ণ সংকরোৎপত্ত্যাদি দোষ হয়। কিন্তু বুদ্ধিমান পাঠক বুঝিবেন কেবল নিয়োক্তাকেই নিষেধ করা হইয়াছে, সে যাহাকে নিয়োজিতা করিল ও যে পুরুষ নিযুক্ত হইল তাহাদের প্রতি কোন শাসন নাই, উৎপন্ন পুত্রেরও দোষ কীর্ত্তিত হয় নাই। সুতরাং বিধবারও নিযুক্ত হওনের বাধা থাকিল না। অন্যে নিয়োগ করে এমৎ ব্যক্তির অভাবে নিযুক্তার অভাব হইতে পারে না কেননা দেবর আপনাতে স্ত্রীকে নিযুক্তা করিতে পারে।

পাঠক আরও বুঝিবেন যে সধবার বন্ধু দ্বারা নিয়োগ এবং নির্বন্ধু ও আপন্না স্বয়মাশ্রিতার নিযুক্তা হওয়া নিষিদ্ধ হইল না। যে বচন গুলি নিষেধবাচক বলিয়া কথিত হয় সেগুলি কেবল বিধবা কিরূপে সম্যঙ্‌ নিযুক্তা হইবে তাহাই জ্ঞাপন করিতেছে। অতএব ইহা অবশ্যই বলা যায় যে ভার্গবের নিয়োগ প্রকরণে স্ববচোবিরোধ নাই। বাস্তবিক স্ববচোবিরোধ কোন প্রামাণিক গ্রন্থে থাকিতেই পারে না। মনুর সহিত বৃহস্পতি বচনের সঙ্গতি যথা স্থানে প্রদর্শিত হইবে।

এই বচনে দেবরকেই ভ্রাতৃজায়াগ্রহণবিষয়ে বিধি দেওয়া হইয়াছে। গুরুগণের প্রতি নিয়োগ করিতে বিধি দেওয়া হয নাই। ইহার কারণ ঋষি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। গুরু দ্বারা নিযুক্ত হইলে সূক্ষ্ম ধর্ম্মের অনুসন্ধান করা প্রায়ই হয় না। কি নিয়মে ভ্রাতৃজায়া গমন করিতে হয় তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞতা থাকিবারই সম্ভাবনা কেননা গুরু লজ্জা বশতঃ কখনই সে বিষয়ে উপদেশ দিতে পারেন না এবং দেবরও গুর্ব্বাজ্ঞা বলবান করিয়া গমন বিষয়ক শাস্ত্রাদি সূক্ষ্মরূপে অবগত হইবার যত্ন করেন না। আর দেবরের মূর্খ হইবারই বা বিচিত্রতা কি? সুতরাং অনবধানতঃ গমন করিয়া সুষাগ অথবা গুরুতল্পগ হইয়া পতিত হইবার সম্ভাবনা; এবং পতিতের পুত্র হইলেই বর্ণসঙ্কর। কিন্তু দেবর যদি নিয়োগশাস্ত্র সম্যক্ অবগত হইয়া আপনাতে ভ্রাতৃজায়াকে নিযুক্তা করেন তবে নিয়মপ্রতিপালন পূর্ব্বক গমন হেতু পতিত হয়েন না, এবং সন্তানও প্রশস্ত ক্ষেত্রজ হয। আরও এক কথা, প্রবৃত্তি না থাকিলে গমন করিতে হয না এবং গুর্ব্বনুজ্ঞা লঙ্ঘনেরও সম্ভাবনা থাকে না। ভার্গব আর একটী স্থলে বিধবা ভ্রাতৃজায়াতে পুত্রোৎপাদনের বিধি দিয়াছেন এবং সেখানেও দেবর অন্যের দ্বারা নিযুক্ত না হইয়া স্বয়ংই প্রবৃত্ত হইবে এবং স্ত্রীকে প্রবৃত্ত করিবে এই অনুজ্ঞা

ধনং যো বিভৃয়াদ্ভ্রাতুর্ম্মৃতস্য স্ত্রিয়মেবচ।
সোঽপত্যং ভ্রাতুরুৎপাদ্য দদ্যাত্তস্যৈব তদ্ধনম্॥

৯ অ ১৪৬ শ্লোক

৫৩ যথাবিধ্যধিগম্যৈনাং শুক্লবস্ত্রাং শুচিব্রতাম্।
মিথো ভজেতাপ্রসবাৎ সকৃৎ সকৃদৃতাবৃতৌ॥

৯ অ ৭০ শ্লোক

এ শ্লোকে 'যস্যাম্রিয়েত ইত্যাদি' বচনে ধৃত বিধবা বাগ্‌দত্তা কন্যার গ্রহণের নিয়ম বর্ণিত হইতেছে

ভর্গবের নিয়োগ প্রকরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইতেছে:—

আপদে অর্থাৎ পুত্রাভাবে স্ত্রী নিযুক্তা হইতে পারিত। নিযুক্তা দুই প্রকার (১) অসম্যঙ্ নিযুক্তা। ইহাতে স্ত্রী স্বয়ংই নিযুক্তা হইত। স্বয়ং নিযুক্তা স্ত্রী কখন কখন অনাপদেও অন্যপুরুষকে আশ্রয় করিত ('নারদের' নষ্টেমৃতে ইত্যাদি' বচনের সহিত তুলনীয়)

(২) সম্যঙনিযুক্তা। সম্যঙ্‌নিযুক্তা আবার দুইপ্রকার; (ক) বিধবা দেবরে নিযুক্তা (খ) সধবা অর্থাৎ ক্লীবপত্নী বা ব্যাধিতপত্নী দেবরে অথবা সপিণ্ডে নিযুক্তা (নারদের গুরুনিযুক্তা ও বন্ধুনিযুক্তার সহিত তুলনীয়)

৫৪। 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' নারদবচনে উক্ত স্বয়মাশ্রিতাকে ভার্গব যে নিযুক্তা বলিয়াছেন তাহার প্রমাণ তাঁহার পুত্র প্রকরণেও পাওয়া যায়, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে এখানেও টীকাকারেরা বুঝিতে না পারিয়া কেবল গোলযোগই করিয়াছেন। অতএব এখানেও আমরা শ্লোক সকলের তাৎপর্য্যাদি সবিস্তার বর্ণনা করিব এবং ভরসা করি মনু গ্রন্থের গূঢ়ার্থ প্রকাশ করিয়া পাঠক বর্গকে বোঝাইতে পারিব যে নারদের স্বয়মাশ্রিতাকে ভার্গব নিযুক্তার মধ্যেই পরিগণিত করিয়াছেন।

অনিযুক্তাসুতশ্চৈব পুত্রিণ্যাপ্তশ্চ দেবরাৎ।
উভৌ তৌ নার্হতো ভাগং জারজাতককামজৌ॥

৯ অ। ১৪৩ শ্লোক

অনিযুক্তাতে জাত ও নিযুক্তা পুত্রিনী দ্বারা দেবর হইতে লব্ধ এই দুইটী সুত রিকৃথ ভাগী হয় না যেহেতু প্রথমটী জারজ এবং দ্বিতীয়টী কামজ

দুইটী সুতেরই দায় গ্রহণের সম্ভাবনা পূর্ব্বে সূচিত হইয়াছিল; প্রথমটীর

ওঘ বাতাহৃতং বীজং যস্য ক্ষেত্রে প্ররোহতি।
ক্ষৈত্রিকস্যৈব তদ্বীজম্নবপ্তা লভতে ফলম্॥

এই বচন দ্বারা; এবং দ্বিতীয়টীর

দ্বিতীয় মেকে প্রজনং মন্যন্তে স্ত্রীষু তদ্বিদঃ।
অনির্বৃত্তন্নিয়োগার্থং পশ্যন্তোধর্ম্মত স্তয়োঃ॥

এই বচন দ্বারা। 'অনিযুক্তাসুতশ্চৈব ইত্যাদি' শ্লোক দ্বারা সে সম্ভাবনা নিরস্ত হইল। বুদ্ধিমান পাঠক আরও দেখিবেন যে দ্বিতীয় সুতটীকে কেবল কামজ বলা হইয়াছে; পতিতোৎপাদিত বলা হয় নাই। সে অবশ্যই নিযুক্তাতে জাত (কেননা তাহা না হইলে তাহার পৃথক্ গণনার প্রয়োজনই ছিল না অর্থাৎ সে অনিযুক্তাসুতের মধ্যেই থাকিত) এবং নিযুক্তা পুত্র

বতীতে দেবর দ্বারা জাত। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে পুত্রবতী নিযুক্তাতে দেবর গমন করিলে পতিত হয়; তবে পুত্রিণ্যাপ্তকে পতিতোৎপাদিত বলা হইল না কেন? ইহার কারণ আর কিছুই নহে কেবল এই মাত্র যে পুত্র-বতী নিযুক্তা অর্থাৎ অনাপদে নিযুক্তা পাণিগ্রাহকের উৎপাদিত পুত্র বিশিষ্টা; আর নিযুক্তা পুত্রবতী (যাহাতে পুত্রিণ্যাপ্ত জন্মে) নিয়োগ দ্বারা এক পুত্র লাভ করিয়া তৎকর্তৃক নিয়োগার্থ নিবৃত্ত না হওয়ায় পুনরায় নিযুক্তা। এরূপ নিয়োগের বিধি কেহ কেহ দিয়াছেন বলিয়া উৎপন্ন সন্তান * পতিতোৎপাদিত হইল না। পতিতোৎপাদিতের বিষয় পরশ্লোকে বর্ণিত হইতেছে।

---

* নারদ ইহাকে [illegible]। তাহা না জানিয়া টীকাকারেরা ইহাকে প্রশস্ত ক্ষেত্রজ ভাবিয়াছেন, এবং পুত্রিণ্যাপ্ত শব্দে স্বকীয় ঔরস পুত্র, বর্ত্তমানে দেবরাদি হইতে লব্ধ পুত্র এই অর্থ করিয়াছেন। টীকাকারেরা পুত্রিণ্যাপ্ত শব্দের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "সপুত্রায়াং নিয়োগ[illegible] দেবরাদেঃ কামাদুৎপাদিতঃ"। ইহা দ্বারাই দেখা যাইতেছে যে মনু পুত্রিণ্যাপ্ত শব্দ দ্বারা কোন্ পুত্রকে লক্ষ করিতেছেন তাহা তাঁহারা কিছুই বুঝেন নাই। স্ত্রী কেবল 'সন্তানস্য পরিক্ষয়ে' নিযুক্তা হইয়া থাকে ইহা মানিয়া সপুত্রার নিয়োগের সম্ভব কিরূপে হইতে পারে তাহা তাঁহারা বলেন নাই। 'জ্যেষ্ঠো যবীয়সো, ইত্যাদি' বচন দ্বারা স্বামীর ঔরসপুত্রবিশিষ্টার ভ্রাতৃজায়াগামী দেবরকে ভার্গব ত পূর্ব্বেই পতিত বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা উৎপন্ন পুত্রকে উপস্থিত শ্লোক দ্বারা লক্ষ করিলে ভার্গব এখানে কামজ শব্দ প্রয়োগ না করিয়া পতিতোৎপাদিত শব্দই ব্যবহার করিতেন।

'দেবরাৎ' শব্দে 'দেবরাদেঃ' অর্থাৎ 'দেবরাৎ সপিণ্ডাদ্বা' হইতে পারে না; দেবরাদেঃ অর্থ করিয়া তাঁহারা স্পষ্টই জানাইতেছেন যে ভার্গব কোন্ স্ত্রীকে লক্ষ করিতেছেন তাহা তাঁহারা বুঝেন নাই। যে বিধবা নিয়োগ দ্বারা এক পুত্র লাভ করিয়াছে এবং দ্বিতীয় পুত্র লাভে উদ্যতা হইয়াছে ভার্গব তাহাকেই লক্ষ করিতেছেন, এবং বিধবা কেবল দেবরে নিযুক্ত হইতে পারে এই জন্যই দেবরাৎ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

টীকাকারেরা ভাবিয়াছেন যে 'কামাদুৎপাদিত' [illegible]ই সকল আপত্তি মিটিয়া যাইবে কিন্তু বিবেচনা করেন নাই যে যে নিয়োগের বিধি একেবারেই নাই সে নিয়োগে প্রবৃত্ত দেবর হয় সুরাগ না হয় গুরুতল্পগ হইয়া অবশ্যই পতিত হইবে এবং উৎপন্ন সন্তান কেবল কামজ না হইয়া পতিতোৎপাদিতই হইবে। বস্তুতস্তু কামপ্রকাশ হেতু জন্মিয়াছে বলিয়া ভার্গব এখানে উৎপন্ন সন্তানকে কামজ বলেন নাই, পুত্রিণ্যাপ্ত হইলেই তিনি তাহাকে কামজ বলিতেছেন। কামোদ্রেক ব্যতীত পুত্রোৎপাদনই হয় না তাহা ভার্গব অবশ্যই জানিতেন; তবে পুত্রিণ্যাপ্তের জন্ম বেদমূলকশাস্ত্রসম্মত নহে এই জন্যই তাঁহাকে কামজ বলিয়াছেন। বাস্তবিক পুত্রিণ্যাপ্ত ঘৃতাভ্যক্তাদিনিয়মবৎপুরুষদ্বারা উৎপাদিত (৪৩ ও ৪৪ পরিচ্ছেদ

৫৫ নিযুক্তায়ামপি পুমান্নার্য্যাং জাতোঽবিধানতঃ।
নৈবার্হঃ পৈতৃকং ঋক্থম্পতিতোৎপাদিতো হি সঃ॥

৯ অ ১৪৪ শ্লোক

নিযুক্তা স্ত্রীতেও যদি অবিধানতঃ পুমান্ জন্মে তবে সে পৈতৃক ধন পাইবে না, কেননা সে পতিত দ্বারা উৎপাদিত

এখানে দেখিতে হইবে যে নিয়োগে গমনের বিধান কোন্ কোন্ স্থলে আছে, এবং কোথায় বা নিযুক্ত পুরুষকে পতিত বলা হইয়াছে। পাঠক দেখিয়াছেন যে কেবল দুইটী স্থলে গমনের বিধান ও পতনের ব্যবস্থা আছে: একটী বিধবাগমনে ঘৃতাক্তাদি নিয়ম ও তাহা লঙ্ঘনে পতিতত্ব, অপরটী নিযুক্তার পতির ঔরস পুত্র বর্ত্তমানে গমননিষেধ ও গমনে পতিতত্ব। এই দুই স্থলে পুত্র অবিধানতঃ জন্মে এবং পতিতোৎপাদিত হয়

৫৬ হরেত্তত্র নিযুক্তায়াং জাতঃপুত্রো যথৌরসঃ।
ক্ষেত্রিকস্য তু তদ্বীজং ধর্ম্মতঃ প্রসবশ্চ সঃ॥

৯ অ ১৪৫ শ্লোক

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকারেরা যৎপরোনাস্তি গোলযোগ করিয়াছেন। তত্র শব্দের অর্থ করেন নাই এবং কিজন্য পুত্র ক্ষেত্রিকের ও ধর্ম্মতঃ প্রসূত তাহা ভাল করিয়া * বলিতে পারেন নাই। অতএব বিশদরূপে শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে হইল।

পাঠকবর্গ অবশ্যই জানেন যে 'যদ্' শব্দের সহিত সম্বন্ধ না হইলে 'তদ্' শব্দে অনেক স্থানে 'প্রসিদ্ধ' অথবা 'খ্যাতাপন্ন' বোঝায় †। এখানেও যদ্

এবং ৭০ পরিচ্ছেদ দেখ।) তদ্রূপ নিযুক্তানিযুক্ত সকল পত্নীতর পুরুষই জার পদবাচ্য হইলেও ভার্গব এই শ্লোকেই কেবল অনিযুক্তের পুত্রকেই জারজাতক বলিয়াছেন, এবং বেদমূলকশাস্ত্রসম্মতনিযুক্তপুরুষের জার নামের অপহ্নব করিয়াছেন।

* 'কেবল মাত্র লিখিয়াছেন' তৎকার্য্যকরণত্বাৎ'। টীকাকার এখানে বিবেচনা করেন নাই যে একের স্ত্রীতে অন্য ব্যক্তি অনিয়োগে গমন করিলেও তাহারই কার্য্য করে।

† এই নিমিত্তই আমরা কাব্যাদি হইতে তাহার উদাহরণ তুলিলাম না। এই প্রবন্ধেই পরাশরের 'তে ব্রহ্মচারিণঃ' শ্লোকাংশের ব্যাখ্যার সময়ে দেখা যাইবে যে তৎ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ চির প্রচলিত। তত্র শব্দকে যদি অনর্থক প্রযুক্ত বলা যায় তাহা হইলে নিযুক্তায়াং শব্দ বিশেষণ বিহীন হয়। যেখানে দায় গ্রহণের কথা উক্ত হইতেছে সেখানে যদি নিযুক্তায়াং শব্দ অবিশিষ্ট থাকিলে ক্ষতি না হয় তবে ক্ষেত্রজ পুত্রের লক্ষণে এবং অন্যান্য স্থলের অধর্ম্মেণ, ধর্ম্মেণ ইত্যাদি বিশেষণ নিযুক্তায়াং শব্দের সহিত যুক্ত হইয়াছে?

শব্দের প্রয়োগ নাই সুতরাং তদ্ শব্দের প্রসিদ্ধার্থই গ্রহণীয়। অতএব শ্লোকের তাৎপর্য্য এইরূপে লেখা যাইতে পারে যে প্রসিদ্ধা নিযুক্তাতে জাত পুত্র ঔরসের ন্যায (ধন) হরণ করিবে (কেননা) সে পুত্র ক্ষেত্রিকের এবং সে ধর্ম্মতঃ প্রসূত।

প্রসিদ্ধা নিযুক্তা বলাতেই জানা যাইতেছে যে অপ্রসিদ্ধা * নিযুক্তাও আছে। অপ্রসিদ্ধা নিযুক্তা যে অসম্যঙ্ নিযুক্ত তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

'যথৌরসঃ' বলাতে ঔরসের সমান অংশ পাইবে এমত বোঝাইতেছে না! ঔরস পুত্র যেমন ঔরসত্বের বলে ধনাধিকারী তদ্রূপ ক্ষেত্রজ পুত্র ক্ষেত্রজত্বের বলে দায়ের ভাগ পাইবে এই কথা বলাই ঐ অংশ টুকুর উদ্দেশ্য। ঔরসের সত্বেও ক্ষেত্রজের দায়ভাগিত্ব আছে ইহা ভার্গব পরেও লিখিয়াছেন †

বীজ অর্থাৎ পুত্র যে ক্ষেত্রিকেরই তাহা 'ওবংতাবশতং বীজং ইত্যাদি' বচন দ্বারা ভার্গব পূর্ব্বেই বিধান করিয়াছেন। পাঠক তাহা ক্রমে দেখিতে পাইবেন। আর প্রসিদ্ধ অর্থাৎ সম্যঙ্ নিযুক্তাতে জাত পুত্র যে ধর্ম্মতঃ প্রসূত তাহা 'যস্তল্পজ প্রমীতস্য ইত্যাদি' এই ক্ষেত্রজ পুত্র লক্ষণে পাঠক পরে দেখিতে পাইবেন। স বচনের 'ধর্ম্মান' শব্দের অর্থ সময়ে সবিস্তার বর্ণনা করিব। এখানে এই জানলেই হইল যে ক্ষেত্রজপুত্রউৎপাদনে বিধি আছে এবং বিধি পর্য্যালোচনা করিয়া ক্ষেত্রজ পুত্র জাত বলিয়াই সে ধর্ম্মতঃ প্রসূত। (স্বয়ং নিযুক্তা হওনের বিধি উনি স্পষ্টতঃ দেন নাই।)

৫৭ যা নিযুক্তান্যতঃ পুত্রং দেবরাদ্বাপ্যবাপ্নুয়াৎ ॥
তং কামজমরিকৃথীয়ং বৃথোৎপন্নংপ্রচক্ষতে ॥

৯ অ ১৪৭ শ্লোক

যে নিযুক্তা অন্য হইতে অথবা দেবর হইতেই পুত্র অবাপ্তি করে তাহার সে কামজ অরিকৃথীয় সন্তানকে বৃথোৎপন্ন বলে

টীকাকারেরা এই শ্লোকের অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গুর্ব্বাদি দ্বারা নিযুক্তা হইয়া স্ত্রী, দেবর হইতে বা অন্য হইতে অর্থাৎ সপিণ্ড হইতে পুত্রো-

---

* 'নষ্টেমৃতে ইত্যাদি' শ্লোকে ধৃত আপন্না স্বয়মাশ্রিতারা যে প্রসিদ্ধা বা অপ্রসিদ্ধা নিযুক্তা তাহা পাঠক নিঃসন্দেহ বুঝিয়াছেন। নির্ব্বন্ধু স্বয়মাশ্রিতাও অপ্রসিদ্ধা নিযুক্তা।

† ক্ষেত্রজ পঞ্চম বা ষষ্ঠভাগ পাইবে। অন্যান্য পুত্রেরা কিছুই পাইবে না।

ৎপাদন করিতে গিয়া, যদি কাম প্রকাশ করে তবে সে সন্তান ধনভাগ পাইবে না, কুল্লুকভট্টের এই ব্যাখ্যা; (যা স্ত্রী গুর্ব্বাদিভিরনুজ্ঞাতা দেবরাদ্বান্যতোবা সপিণ্ডাৎ পুত্রমুৎপাদয়েৎ স যদি কামজো ভবতি তদা তমরিক্থভাজং মন্বাদয়ো বদন্তি)। এই ব্যাখ্যা স্বীকার করিবার পূর্ব্বে পাঠক মনে করিবেন যে ভার্গব নিয়োগপ্রকরণে স্ত্রীর পক্ষে কোন নিয়ম বিধান করেন নাই। সে নিযুক্ত পুরুষ গমনে যথেষ্ঠ কাম* প্রকাশ করিতে পারে; তাহাতে সন্তানের ক্ষতি হয় না, তবে সমাগু নিযুক্তা বিধবার কাম প্রকাশ করা কিঞ্চিৎ কষ্টসাধ্য বটে, কেননা তাহাতে নিযুক্ত পুরুষ ঘৃতাক্তাদি নিয়মে বদ্ধ। অন্যান্য নিযুক্তাতে গমনকারী পুরুষই (শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও) নিয়মের বশবর্ত্তী নহে, মন্ত্রহীন স্ত্রীলোকের ত কথাই নাই। এ সকল বিষয় বিশেষ অনুধাবন না করিয়া, এবং নিযুক্তা স্ত্রীর কাম প্রকাশ করিবার অনুজ্ঞা † নাই ইহা স্থির করিয়া কুল্লূকভট্ট এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় নারদের বচন বলিয়া নিম্নলিখিত চারি চরণ কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন

মুখাৎমুখম্পরিহরন্ গাত্রৈর্গাত্রাণ্যসংস্পৃশন্।
কুলে তদবশেষেচ সন্তানার্থং ন কামতঃ॥

এবং সম্ভবতঃ কুল শব্দে দেবরে ও তদবশেষে শব্দে সপিণ্ড বুঝিয়া সেই দুই ব্যক্তিতেই নিযুক্তা স্ত্রীর পক্ষে কাম প্রকাশ করা অননুমত বোধে নিয়োগ ও নিয়োগোৎপন্ন সন্তান সম্বন্ধে ভার্গব যাহা লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে এক কালে অসমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা নারদ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে দেবর্ষি ঐ চারি চরণে কোন একটী শ্লোক গঠন করেন নাই। কল্লূক ভট্ট বোধ হয় নারদ গ্রন্থ

---

* টীকাকারেরা নিয়োগ প্রকরণে সম্যক্ শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা স্বীকার করিলেও দেখা যায় যে স্ত্রী ঘৃতাক্তাদি পুরুষে নিযুক্তা হইলেই তাহার নিয়োগোক্ত নিয়ম প্রতিপালন করা হইল। তবে সে কাম প্রকাশ করিলে তাহাতে উৎপন্ন সন্তান কেন দুষ্ট হইবে? নিযুক্তা হইয়া স্ত্রী কি নিয়োগপ্রকরণোক্ত নিয়মের অতিরিক্ত নিয়ম রক্ষা করিবে? আর যে স্ত্রী কাম প্রকাশ করে, তাহার প্রতি কোন শাসন নাই কেন? তাহাতে উৎপাদিত পুত্র ধন ভাগ পাইবে না, কিন্তু অপরাধিনী ধন গ্রহণ করিবে এই বিচিত্র

† আমরা একথা বলিতেছিনা যে নিযুক্তা স্ত্রী অবশ্যই কাম প্রকাশ করিবে। কাম প্রকাশ না করাই ভাল কিন্তু করিলেও স্ত্রী স্বয়ং বা তাহাতে উৎপন্ন সন্তান দূষিত হইবে না। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে কেবল রিপু চরিতার্থ করা নিয়োগের উদ্দেশ্য নহে

সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। অন্য কোন স্থানে নারদের শ্লোক সকল বিকৃত ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছিল, তাহাই দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত চারি চরণ কবিতাকে নারদের একটী শ্লোক বলিয়াছেন। কিন্তু সে যে তাঁহার ভ্রম তাহাতে সংশয় নাই। নারদ যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। নারদ গ্রন্থ যাঁহার আছে মিলাইয়া দেখিবেন

ঘৃতেনাভ্যক্তো গাত্রাণি তৈলেনাবিকৃতেন বা।
মুখাৎমুখম্পরিহরন্ গাত্রৈর্গাত্রাণ্যসংস্পৃশন্ ॥ (১)
স্ত্রিয়ং পুত্রবতীং বন্ধ্যাং নীরজস্কামনিচ্ছতীম্।
নগচ্ছেদ্গর্ব্ভিনীং নিন্দ্যামনিযুক্তোঞ্চ বন্ধুভিঃ ॥ (২)
অনিযুক্তাতু যা নারী দেবরাৎ জনয়েৎ সুতং।
জারজাতমরিক্থীয়ং তমাহু ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ (৩)
তথানিযুক্তো যো ভার্য্যাং যবীয়ান্ জ্যায়সোব্রজেৎ।
যবীয়সোবা যো জ্যায়ান্ উভৌ তৌ গুরুতল্পগৌ ॥ (৪)
কুলে তদবশিষ্টে তু সন্তানার্থং ন কামতঃ।
নিযুক্তো গুরুভির্গচ্ছেদনুশিষ্যাৎ স্ত্রিয়ঞ্চ সঃ ॥ (৫)

পাঠক দেখিবেন যে প্রথম শ্লোকের তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ এবং পঞ্চম শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ লইয়া কুল্লূক কল্পনা দ্বারা নারদগ্রন্থের একটী শ্লোক বলিয়া বচন লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও প্রমাদ। কুল্লূক স্বকপোল কল্পিত নারদবচনের তৃতীয়চরণ 'কুলে তদবশেষেচ' লিখিয়াছেন কিন্তু প্রকৃত নারদবচনে 'কুলে তদবশিষ্টে তু' ইহাই আছে। এ পার্থক্য সামান্য শব্দগত প্রভেদ নহে, ইহাতে অর্থেরও যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য হইয়া পড়িয়াছে; কুল্লূক 'চ' শব্দের প্রয়োগদ্বারা 'কুলে' এবং 'তদবশেষে' এই দুই শব্দকে দুই অর্থ জ্ঞাপক করিয়াছেন; এবং সম্ভবতঃ কুলে শব্দে দেবরে ও তদবশেষে শব্দে সপিণ্ডে ধরিয়া সকল সমাজে নিয়োগে নিয়ম বিধি আছে ভাবিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। নারদ 'কুলে তদবশিষ্টে তু' লিখিয়া জানাইয়াছেন যে কুলে যদি সেই অর্থাৎ দেবরই বর্ত্ত-

* (১) শ্লোকের পাঠান্তরও আছে

মান থাকে * তবে সে নিয়োক্তব্য। ইহার দ্বারা কেবল দেবরের পক্ষেই যে গুরুনিয়োগ ও নিয়ম প্রতিপালনবিধি তাহা জ্ঞাপিত হইল। তু দ্বারা এক ব্যক্তিই লক্ষিত হইল †।

অপরন্তু' ন কামতঃ' এই বিধি যে পুরুষের পক্ষে তাহাও নারদবচনে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। 'সন্তানার্থং ন কামতঃ স নিযুক্তঃ স্ত্রিয়ং গচ্ছেৎ অনুশিষ্যাৎ চ' এ পুরুষকেই অনুজ্ঞা দেওয়া; তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে 'অনুশিষ্যাৎ স্ত্রিয়ং' স্ত্রীকে শিক্ষা দিবে, বলাতে স্ত্রীকে কাম প্রকাশ না করিতে উপদেশ দিবে এই কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু সে কেবল বিধবায় নিযুক্ত দেবরের ‡ পক্ষেই অনুজ্ঞা। সে উপদেশ আপনার পতিতত্ত্বনিবারণের নিমিত্তেও হইতে পারে §। আরও বিবেচিতব্য যে দেবর্ষি স্ত্রীকে কোন বিধি দেন নাই, পুরুষকে বরাত দিয়াছেন সে যেন স্ত্রীকে শিক্ষা দেয়। ইহাতে স্ত্রী যে কাম প্রকাশ করিলে দুষ্টা হইবে না ও তাহাতে উৎপন্ন সন্তান ও যে অবশ্য ক্ষেত্রজ হইবে তাহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে। এই জন্য দেবর্ষি ভার্গব স্ত্রীর সম্বন্ধে কোন নিয়ম করেন নাই। করিলে তিনি পূর্ব্বের নিয়োগ প্রকরণে তাহা লিখিতেন, এবং যখন নিযুক্তার অবিধানতঃ জাত হলেই কুণ্ডকে পতিতোৎপাদিত বলিয়াছেন তখন যাহার উৎপত্তিতে স্ত্রী কাম প্রকাশ করে তাহাকেও পতিতোৎপাদিত (পতিতা উৎপাদিত) বলিতেন, কেবল বৃথোৎপন্ন বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না। স্ত্রীর কাম প্রকাশ করা যদি নিষিদ্ধ হয় তাহা হইলে স্ত্রী কাম প্রকাশ করিলে

---

* ভার্গবের 'সন্তানা পরীক্ষয়ে' এই অংশ টুকুর অর্থ ধরিলেও বংশে কেবল দেবরেরই থাকা অনুমিত হইতে পারে

† অন্য প্রকার নিয়োগে যে নিয়ম নাই তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। অন্য প্রকার নিয়োগ নারদ ব্যভিচার প্রকরণে লিখিয়াছেন ও 'মুখাৎ মুখং ইত্যাদি' নিয়ম বিধি যে দেবরেরই পক্ষে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। সমস্ত গ্রন্থ উদ্ধৃত করিতে হইলে বাহুল্য হইয়া পড়ে। পাঠকগণ নারদ গ্রন্থ আপনারা পড়িয়া দেখিবেন।

‡ কেননা সে গুরু নিযুক্ত পুরুষকেই উপদেশ এবং নারদের গুরু নিযুক্ত বিধবাতেই নিযুক্ত

§ পুরুষ কাম প্রকাশ না করিলে স্ত্রীর কাম প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃই অনুরক্ত

উৎপন্ন সন্তান কি অবিধানতঃ জন্মে না * ?

এখানে আরও বলা কর্ত্তব্য যে ভার্গব উপস্থিত শ্লোকে উৎপন্ন সন্তানকে কামজ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব এখানে 'যদি' শব্দ উহ্য করিয়া ব্যাখ্যা করা অতিশয় অন্যায। তাৎপর্য্যের অবগতি না হইলে নীরব থাকা ভাল, অসংলগ্ন অর্থ প্রকাশ করা আপনার বুদ্ধি লোপের পরিচয় দেওয়া মাত্র। আমরা টীকাকারদিগের কৃত ব্যাখ্যা দেখিয়া অবাক্ ও বিস্মিত হইয়াছি। তাঁহাদের কৃত অর্থে কামজ শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তি কথনই লাগিতে পারে না। 'স যদি কামজো ভবতি' এরূপ বলিলে কামজ শব্দ প্রথমান্তই হয়, দ্বিকর্ম্মক প্রচক্ষতে ক্রিয়ার গৌণ কর্ম্ম কথনই হইতে পারে না, আর তং যদি কামজং তদা অরিক্থীয়ং বৃথোৎপন্নং প্রচক্ষতে এরূপ বাক্য হইতেই পারে না। বল পূর্ব্বক গঠিলেও কামজ পদ প্রচক্ষতে ক্রিয়ার সহিত অন্বিতই হয না। ফলতঃ অন্য ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হয় এবং কর্ম্মত্ব ত্যাগ করিয়া উহ্য ভবতি বা স্যাৎ ক্রিয়ার কর্ত্তাই হয়। আর অরিক্থীয় শব্দই বা কাহার সহিত যুক্ত হইবে। 'সে যদি কামজ হয তবে তাহাকে অরিক্থীয় বৃথোৎপন্ন বলে' এরূপ ব্যাখ্যা করিলে অরিক্থীয শব্দহয় পৃথক প্রযুক্ত না হয় বৃথোৎপন্ন শব্দের বিশেষণ। পৃথক প্রযুক্ত হইলে একই পুত্রের দুইটী নাম দেওয়া হয়, সেটি অসম্ভব এবং অরিক্থীয় অন্য প্রকার সন্তানও আছে। আর অরিক্থীয় যদি বিশেষণ হয় তাহা হইলে টিকাকারদিগের দেখান উচিত ছিল যে রিক্থভাগী বৃথোৎপন্ন কাহাকে বলে। কামজ পুত্রকে বৃথোৎপন্ন অরিক্থীয় বলে এ ব্যাখ্যা করিলেও ঐরূপ অসঙ্গতি হইয়া পড়ে। কিন্তু স্ত্রী দ্বারা অবাপ্ত সন্তান মাত্রই যদি কামজ ও অরিক্থীয় হয় তাহা হইলে ইহা নিশ্চিতই বলা যায় যে সেই কামজ ও অরিক্থীয় সন্তানকে বৃথোৎপন্ন বলে। এখানে আরও ব্যক্তব্য যে বিশেষণ কয়টীকে যথাক্রমে হেতুগর্ভ বিশেষণ বলা যায় না, কেননা অন্ততঃ এক স্থলে ব্যভিচার

* টীকাকার 'স যদি কামজো ভবতি' এই মাত্র লিখিয়াছেন দেখিয়া যদি কেহ বলেন যে তিনি নিযুক্ত পুরুষের কামকে লক্ষ করিয়াই ঐরূপ লিখিয়াছেন তাহা হইলে তাঁহার বিবেচনা করা উচিত যে নিযুক্ত পুরুষের কামোদ্রেক ব্যতীত সন্তানোৎপাদনই হইতে পারে না; সুতরাং ক্ষেত্রজ মাত্রই কামজ হইয়া পড়ে এবং 'কামজ' শব্দই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। আবার এই আপত্তি নিরাকরণের জন্যে যদি কেহ বলেন যে নিযুক্ত পুরুষ বিশিষ্টরূপে কাম প্রকাশ না করিলে সন্তান কামজ হয় না তাহা হইলেও দেখা যায় যে কামজ পুত্র সর্ব্বদাই কেবল বৃথোৎপন্ন হয় না, বস্তুতঃ কথন কথন পতিতোৎপন্ন প্রভৃতি নাম পায়

হইয়া পড়ে। অরিক্থভাগী হইলেই যে বৃথোৎপন্ন হইল এমত নহে। অরিক্থভাগী শ্রাদ্ধাদি করিতে পারে।

অন্যতঃ শব্দে যদি কেবল সপিণ্ডাৎ হইত তবে শ্লোকে অন্যতঃ এবং দেবরাৎ শব্দদ্বয়ের প্রয়োগের প্রয়োজনই ছিল না, কেননা ভার্গব পূর্ব্বেই লিখিয়াছেন যে (সস্যঙ্) নিয়োগে স্ত্রী দেবর এবং সপিণ্ড ভিন্ন অন্য * ব্যক্তিতে নিযুক্তা হয় না। নিয়োগে স্ত্রী কাম প্রকাশ করিলে উৎপন্ন সন্তান ধনভাগী হয় না এই কথা বলিলেই ঋষি চরিতার্থ হইতেন। অধিক বলা ঋষিদিগের ত প্রথা নহে। (অন্যতঃ শব্দের অর্থ পরে দেখা যাইবে)।

শ্লোকে ন্যস্ত অপি শব্দের অর্থই কুল্লূক করেন নাই। তাঁহার কৃত ব্যাখ্যায় অপি শব্দ অনর্থক প্রযুক্ত হইয়া পড়ে। আর এক কথা; তিনি তৃতীয় চরণের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন তাহাতে অপি শব্দ যদি দেবরের সহিত যুক্ত হয় তবে দেবরে নিযুক্তা স্ত্রী কামপ্রকাশ করিলে তত দুষ্টা হয় না যত সপিণ্ডে নিযুক্তা স্ত্রী হয়। এটী পূর্ব্ব কথিত ভার্গব শাস্ত্রের এবং নারদ স্মৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। এরূপ অর্থ দ্যোতিত হয় বলিয়াই কুল্লূক অপিশব্দের অর্থ করেন নাই †।

---

* এ পুত্রপ্রকরণ নিয়োগপ্রকরণ নহে, এখানে কে কাহাতে কিরূপে নিযুক্ত হইবে তাহার উক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকগুলিতে সেই জন্যে সে বিষয়ের উল্লেখ নাই, নিয়োগ প্রকরণে যে সকল নিয়োগের স্পষ্ট বিধি দেওয়া বা স্পষ্ট নিষেধ করা হইয়াছে সেই সকল নিয়োগে উৎপাদিত সন্তানের মধ্যে কে কিরূপ পদ পাইবে তাহাই এখানে কথিত হইয়াছে। তথাচ কে কিরূপে উৎপন্ন তাহা সবিস্তার বর্ণিত হয় নাই কেবল ইঙ্গিত দ্বারাই জ্ঞাপিত হইয়াছে :এবং সেই জন্যই পুত্রিণ্যাপ্ত ও পতিতোৎপাদিত পুত্র স্থলে অর্থাবগতি শীঘ্র হয় না। কিন্তু উপস্থিত শ্লোকে পুত্র কোন্ পুরুষ হইতে লব্ধ তাহা স্পষ্ট ব্যঞ্জিত। ভার্গবের নিয়োগ প্রকরণে এরূপ নিযুক্তা হওনের বিধি নিষেধ নাই বলিয়াই এখানে এবম্প্রকার প্রপঞ্চ। ভার্গবের সময়ে এরূপ নিযুক্ত হওনের প্রথা ছিল। কিন্তু তিনি তাহতে প্রবর্ত্তনা দেন নাই এবং লব্ধ পুত্রকে অকর্ম্মণ্য বলিয়াছেন।

† এই কারণেই বোধ হয় টীকাকার 'যা নিযুক্তা' অংশ টুকুর অর্থ 'যা স্ত্রী গুর্ব্বাদিভিরনুজ্ঞাতা' এইরূপ করিয়াছেন। 'যা নিযুক্তা' বলিলে নিযুক্তা শব্দেরই সঙ্কোচ করা হয় এবং 'নিযুক্তার মধ্যে যে' ইহাই বোঝায়, কিন্তু 'যা স্ত্রী গুর্ব্বাদিভিরনুজ্ঞাতা' বলিলে স্ত্রী শব্দেরই সঙ্কোচ করা হয় এবং 'স্ত্রীগণের মধ্যে যে' 'এই অর্থই বোঝায়। এখানে ভার্গবের যে নিযুক্তা শব্দেরই সঙ্কোচ করিবার অভিপ্রায় স্ত্রী শব্দের নহে তাহা পূর্ব্ব কথিত শাস্ত্র দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে অনুমান করা যায়। তিনি পূর্ব্বে কতকগুলি নিযুক্তাকে প্রসিদ্ধ নিযুক্তা বলিয়াছেন, এবং প্রসিদ্ধ নিযুক্তাতে উৎপন্ন পুত্রকে ধনভাগী করিয়াছেন। এখানেও যদি প্রসিদ্ধ

এই সকল কারণে টীকাকারদিগের কৃত ব্যাখ্যা আদরনীয় হইতে পারে না। শ্লোকের ব্যাখ্যা আমরা করিতেছি। দেখিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে যথার্থ তাৎপর্য্য বর্ণিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে কোন কোন স্থলে নারদ স্ত্রীদিগকে অন্যপতি গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। সে অন্যপতি যে কেবল দেবর অথবা সপিণ্ড নহে তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল দেবর ও সপিণ্ড হইলে স্পষ্টতঃ তাহা লেখা হইত; অন্যপতি গ্রহণ করিবে বলিয়া অবলম্বিত অনুজ্ঞা (আম হুকুম) স্ত্রীকে দেওয়া হইত না। আরও স্ত্রীদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিকার না থাকায় তাহারা এ বিধি কেবল পুরুষপরম্পরাগত প্রবাদবাক্য দ্বারা অবগমন করিত। সুতরাং সূক্ষ্মদৃষ্টি অভাবে গম্যাগম্য বিবেচনা শূন্য হইয়া আপন্না হইলে অন্য অর্থাৎ নূতন পতি গ্রহণ করিতে পারে এই মাত্র জ্ঞানে স্ত্রীগণ আপন আপন অভিলষিত পুরুষের নিকটে গমন করিত; তাহাতে সে পুরুষ অনেক সময়ে দেবরাদি হইতে ভিন্ন হইত তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ স্বয়ংনিযুক্তা স্ত্রী দেবর, সপিণ্ড অথবা অন্য পুরুষকেও গমন করিতে পারিত। নিয়োগে পুত্রোৎপাদনবিষয়ে গৌতম লিখিয়াছেন 'পিণ্ডগোত্র ঋষিসম্বন্ধিভ্যো যোনিমাত্রাদ্বা'; স্বয়ং নিযুক্তার পক্ষেই এই বৈকল্পিক ব্যবস্থা।

নিযুক্তাকে উদ্দেশ করিয়া লিখিতেন তাহা হইলে, হয়, 'প্রসিদ্ধ নিযুক্তাতেও কামজ পুত্র উৎপন্ন হইলে' না হয় 'কিন্তু প্রসিদ্ধ নিযুক্তাতে কামজ পুত্র উৎপন্ন হইলে' এইরূপ লিখিতেন, 'যে নিযুক্তা কামজপুত্র লাভ করে' এরূপ কখনই লিখিতেন না। অতএব ইহা বিবেচিত হইতে পারে যে উপস্থিত বচন কেবল অপ্রসিদ্ধা নিযুক্তাকেই লক্ষ করিয়া লিখিত। এবং নিয়োগ প্রকরণে অপ্রসিদ্ধ (অসম্যক্) নিযুক্তা কোন্ কোন্ পুরুষে কিরূপে নিযুক্তা হয় তাহা উক্ত হয় নাই এজন্য এখানে (এই পুত্রপ্রকরণে) তাহা বিশিষ্টরূপে কথিত হইল, (পৌনর্ভব পুত্রলক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে পুনর্ভূ হওনের কথা ভার্গবগ্রন্থে আছে)। স্ত্রী (কর্ত্তাকারক) আপন ইচ্ছায় দেবর অথবা অন্য যে কোন পুরুষে নিযুক্তা হইয়া পুত্র লাভ করিত। কিন্তু স্বয়ং নিযুক্তার পুত্র রিক্থভাগী হইত না। টীকাকারেরা কষ্টকল্পনা করিয়া যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা কোন রূপেই সঙ্গত নহে। 'যে স্ত্রী নিযুক্তা হইয়া অন্য (সপিণ্ড) হইতে অথবা দেবর হইতে পুত্র উৎপাদন করে তাহার সেই পুত্র যদি কামজ হয় তবে সে ধনভাগী হইবে না' এ বাক্য হইতে 'নিযুক্তা স্ত্রীর কামজপুত্র ধনভাগী হয় না' এই বাক্য প্রশংসনীয়। টীকাকারেরা অতি ব্যাপ্তি অব্যাপ্তি ইত্যাদি দোষ ও করিয়াছেন।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন 'ক্ষেত্রজ ক্ষৈত্রজাতস্ত্ব সগোত্রেণেতরেণ বা', এই ইতরেণ শব্দে অবশ্যই দেবরাদি হইতে পৃথক পুরুষকে বোঝাইতেছে। ক্ষেত্রজ পুত্রপ্রকরণে আমরা যাজ্ঞবল্ক্যাদির বচন বিশিষ্ট রূপে পর্য্যালোচনা করিব। এখানে এইমাত্র জানিলেই হইল যে স্বয়ং নিযুক্তা দেবরাদি হইতে ইতর ব্যক্তিকে গ্রহণ করিতে পারিত

উপস্থিত বচনে অন্যতঃ শব্দ প্রয়োগ করিয়া ভার্গব জানাইয়াছেন-যে স্বয়ং নিযুক্তা সম্বন্ধেই ব্যবস্থা। অন্যতঃ শব্দে সপিণ্ডাৎ অর্থ হইতে পারে না তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। আর অবাপ্নুয়াৎ শব্দ দ্বারা বোঝা যাইতেছে যে বচনোক্ত নিযুক্তার পুত্রোৎপাদনে নিজের চেষ্টা ও উদ্যম আছে, কেননা যত্ন করিয়া লাভ না করিলে অবাপ্তি *শব্দই ব্যবহৃত হইতে পারে না। পাঠক আরও দেখিবেন যে নিন্দা স্থলেই স্ত্রীর পুত্রলাভ বিষয়ে আপ্ ধাতুর প্রয়োগ। পুত্রিণ্যাপ্তশ্চ পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। তথাচ বুদ্ধিমান পাঠক বিবেচনা করিবেন যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বচনে ভার্গব এমন কিছুই বলেন নাই যাহাতে জানা যায় যে প্রসিদ্ধনিযুক্তার পুত্রলাভ কার্য্যে কিঞ্চিন্মাত্র কর্তৃত্ব আছে। সে সকল স্থানে নিযুক্তা শব্দে সপ্তমী বিভক্তি আছে, তাহাতে বোধ হয় যে বন্ধুগণে (তাহার পতির অনপত্যতা দোষনিবারণের জন্যে) তাহাকে অনুরোধ করাতে সে অগত্যা স্বীকৃত হইয়াছে। উৎপন্ন পুত্রকেও নিযুক্তাতে জাত এই মাত্র বলা হইয়াছে †। কিন্তু এখানে নিযুক্তার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব; তাহাতেই নিশ্চিত হইতেছে যে সে স্বয়ং যত্ন করিয়া পুত্রলাভ করিয়াছে। আরও বিবেচিতব্য এই যে ভার্গব যেখানে যে প্রকার নিযুক্তাকে লক্ষ করিয়া বচন লিখিয়াছেন সেইখানেই তাহা কোন না কোনরূপে জানাইয়াছেন। তিনি গুরু ও বন্ধু নিযুক্তাকে বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট করিয়াছেন, ‡ এবং যেখানে তাহা করেন নাই সেখানে পূর্ব্ববচনের বিশিষ্ট নিযুক্তার সহিত

---

* পাঠক দেখিবেন এখানে স্ত্রীই সন্তান লাভ করিতেছে, তাহার পতি করিতেছে না। তন্নিয়োগে পতিরই পুত্র উৎপন্ন হয় এবং স্ত্রী কেবল উৎপাদন করে। এই জন্য অন্যান্য প্রায় সকল স্থলেই স্ত্রীরপক্ষে উৎপাদন অথবা তদর্থক শব্দ ব্যবহৃত আছে। কুল্লুক অবাপ্তি শব্দের ও উৎপাদন অর্থ করিবার যত্ন করিয়াছেন

† ক্ষেত্রজ পুত্র লক্ষণেও নিযুক্তায়াম্ এই শব্দ প্রযুক্ত আছে। ইহা পরে দেখা যাইবে।

‡ সম্যক্ ও তত্র শব্দের বিশেষণ রূপে প্রয়োগ আমরা দেখিয়াছি, এবং স্বধর্ম্মেণ শব্দের প্রয়োগ পরে দেখিতে পাইব

তাহার অন্বয় রাখিয়াছেন। আর যেখানে স্বয়ং নিযুক্তাকে লক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন সেখানে বিশেষণ প্রয়োগ করেন নাই এবং বিশিষ্টনিযুক্তার সহিত অন্বয় করিবার উপায়ও রাখেন নাই। এই জন্যই প্রথম স্বয়ং নিযুক্তাবিষয়ক বচন 'জ্যেষ্ঠো যবীয়সো ইত্যাদি' নিয়োগ প্রকরণের উপক্রমেই * লিখিত; এবং উপস্থিত 'যা নিযুক্তান্যতঃ ইত্যাদি' শ্লোক হরেস্তত্র নিযুক্তায়াং ইত্যাদি বচনের অব্যবহিত পরেই বিন্যস্ত নহে †

আমরা বিশ্বাস করি পাঠক উপস্থিত বচনের অর্থ অবগমন করিয়াছেন; তথাপি ইহার তাৎপর্য্য আমরা লিখিতেছিঃ—নিযুক্তা স্ত্রী যদি অন্য পুরুষ হইতে (এমন কি) দেবর হইতেও (যদি চেষ্টা করিয়া) পুত্র লাভ করে, তবে সে কামজ ‡ অরিক্থীয় সন্তানকে বৃথোৎপন্ন বলে; অর্থাৎ স্ত্রীর নিজচেষ্টায় লব্ধ পুত্র কামজ ও অরিক্থীয় হয় এবং বৃথোৎপন্ন সংজ্ঞাপায়। এবচন যে স্বয়ং নিযুক্তাকে লক্ষ করিয়া ভার্গব লিখিয়াছেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিল না, বচনমধ্যগত অপি শব্দেরও সুন্দর অর্থ হইল, আর অন্য শব্দ দেবর শব্দের পূর্ব্বেই বা কেন বসিল তাহাও বুঝা গেল ¶। অন্য গমনে §

---

* ইহার পূর্ব্বে আর নিয়োগের বচন নাই।

† উভয়ের মধ্যে 'ধনং যো বিভৃয়াৎ ইত্যাদি' বচন আছে।

‡ পাঠক এখানেও কামজ শব্দকে লক্ষ করিবেন। স্ত্রী কাম প্রকাশ করে বলিয়াই যে পুত্রকে কামজ বলা হইয়াছে তাহা নহে। স্বয়ং নিযুক্তা স্ত্রীর সম্ভবতঃ পুত্রোৎপাদন করিবার বিধি বেদে স্পষ্টতঃ নাই এই জন্যই উৎপন্ন পুত্রকে কামজ বলা হইয়াছে (৫৪ পরিচ্ছেদ দেখ।)

আমরা পরেও (৬২ পরিচ্ছেদ দেখ) দেখিতে পাইব যে পরাশরও স্বয়ং নিযুক্ত স্ত্রীকে পুত্রোৎপাদন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বেদে বিধি থাকিলে তিনি সম্ভবতঃ সে নিষেধবাক্য লিখিতে পারিতেন না।

¶ দেবরের নিয়োগই শ্রেষ্ঠ; এই জন্যই দেবর শব্দ অগ্রেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু এখানে অর্থগতিতে সে ক্রমের বিপর্য্যয় হইয়াছে। অন্যোৎপন্ন দূষণীয় হইতেই পারে, এখানে দেবরোৎপন্নও দূষণীয়।

§ ভার্গব রচনা কৌশল দ্বারা এক শ্লোকেই নারদের নির্ব্বন্ধু স্বয়মাশ্রিতার ও আপন্না সমাশ্রিতার পুত্রকে 'বৃথোৎপন্ন' বলিলেন। নারদ সমাশ্রয় স্থলে অন্যপতিকে গ্রহণ করিতে অথবা কেবল অন্যগমন করিতে বলিয়াছেন; ভার্গবও উপস্থিত শ্লোকে অন্য শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। তবে নারদের অন্যপতি হইতে ভার্গবের 'অন্যের' প্রভেদ থাকিতে পারে। নারদের অন্যপতি—পতি অর্থাৎ পাণিগ্রাহক হইতে অন্য; ভার্গবের অন্য দেবর হইতে অ[illegible] এক ঋষি দেবরকে অন্যের মধ্যে ধরিয়াছেন আর এক জন ধরেন নাই। কিন্তু না[illegible]ও দেবরকে ত্যাগ করেন নাই, কেননা দেবর শব্দের পৃথক প্রয়োগ করিয়াছেন।

নারদের নির্ব্বন্ধু স্বয়মাশ্রিতা দেবরে এবং সম্ভবতঃ সপিণ্ডে নিযুক্তা; আর আপন্না সমাশ্রিতা দেবরে বা সপিণ্ডে অথবা অন্য যে কোন পুরুষে উপগতা দুই প্রকার স্ত্রীরই পুত্রকে

(অর্থাৎ দেবরেতর পুরুষগমনে) পুত্রলাভ করিলে সে পুত্রের ধনভাগ না পাওয়ারই সম্ভাবনা কিন্তু স্বয়ং নিযুক্তাতে উৎপাদকের শ্রেষ্ঠ দেবর হইতে পুত্র উৎপাদিত হইলেও ধনাধিকারী হইবে না।

৫৮। ভার্গবের নিযুক্তার বিবরণ সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। নিযুক্তা দুই প্রকার।*

(১) কেবল নিযুক্তা অথবা অসম্যঙনিযুক্তা কিম্বা অপ্রসিদ্ধ নিযুক্তা (বা অস্বধর্ম্মেণ নিযুক্তা); পুত্রবতী হইলেও এ নিযুক্তা হইতে পারিত, কিন্তু পুত্রবতীতে দেবর গমন করিলে পতিত হইত। বলা কর্ত্তব্য যে সপুত্রা অন্যের নিকটেও প্রত্যাখ্যেয়া ছিল সুতরাং কেবল অপুত্রাই নিযুক্তা হইত। এ স্ত্রী দেবর সপিণ্ড অথবা অন্য ব্যক্তিতেও নিযুক্তা হইতে পারিত। এ স্বয়ংই নিযুক্তা হইত।

বৃথোৎপন্ন বলিতে হইলে, 'দেবর বা দেবর হইতে ভিন্ন যে কোন পুরুষ হইতে উৎপন্ন পুত্র বৃথোৎপন্ন' এই বাক্য দ্বারাই বলা যাইতে পারে। শ্লোকে ন্যস্ত অন্য শব্দ দ্বারাই দেখা যাইতেছে যে শ্লোকটী স্বয়ংনিযুক্তাকে লক্ষ করিয়াই লিখিত। 'পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা' এই অংশ টুকু দ্বারাই জানা গিয়াছিল যে 'সা চেদক্ষত ইত্যাদি' শ্লোকে ধৃত গতপ্রত্যাগতা পুনর্ভূ।

ভার্গবের 'অন্য' শব্দে নারদের 'অন্যপতি' ধরিলে 'যে নিযুক্তা ইত্যাদি' শ্লোকের ব্যাখ্যা এইরূপ হয় 'যে নিযুক্তা অন্যপতি (অর্থাৎ অসদৃশ, অসমান বা নিম্নশ্রেণীর পতি) হইতে অথবা দেবর হইতেই পুত্র লাভ করে তাহার সেই কামজ অরিক্থীয় পুত্রকে বৃথোৎপন্ন বলে'। ইহাতেও ব্যাখ্যার হানি হয় না। নারদ আশ্রয়স্থ নে "অন্যপতি" গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন, ভার্গব নিযুক্তা সম্বন্ধেই 'অন্যপতি' নাম দিলেন। নিযুক্ত পুরুষকে ভার্গব অন্যত্রও পতি বলিয়াছেন, 'ভ্রাতুর্মৃতস্য ভার্য্যায়াং যোঽনুরজ্যেত কামতঃ ধর্ম্মেণাপি নিযুক্তায়াং স জ্ঞেয়ো দিধিষূপতিঃ'। দেবর যখন অন্যপতি নাম ধরিল তখন সে অবশ্যই, দেবর 'হইতেও আত্মীয় হইল এবং দেবর নাম ত্যাগ করিল (দিধিষূপতিকেও 'ভ্রাতুর্মৃতস্য ইত্যাদি' শ্লোকে স্পষ্টতঃ দেবর বলা হয় নাই)। এমত স্থলে নারদের দুই প্রকার স্বয়মাশ্রিতাকে লক্ষ করিয়া ইহা অনায়াসেই বলা যায় যে 'যে নিযুক্তা অন্যপতি হইতে অথবা নিযুক্ত শ্রেষ্ঠ দেবর হইতে পুত্রলাভ করে ইত্যাদি'। এখানে ইহা বিবেচিতব্য যে দেবর অভাবেই নির্ব্বন্ধু স্বয়ং নিযুক্তা সপিণ্ডে নিযুক্তা হয় এজন্য সপিণ্ড শব্দের পৃথক প্রয়োগ অনাবশ্যক হইয়াছে। সপিণ্ড দেবরের প্রতিনিধি মাত্র, সুতরাং দেবর বলিলেই তাহাকে পাওয়া যাইতে পারে এবং ভার্গবের 'অন্যতঃ' শব্দে 'দেবর সপিণ্ডেতর পুরুষ হইতে' হইতে পারে।

স্থূলতঃ অন্য শব্দে অসম্বন্ধ পুরুষ। ইহাও জ্ঞাতব্য যে দেবরাদি নিবন্ধভয়ে অন্যপতি হইত না। বিষ্ণ্বাদিও দেবরাদিকে অন্যপতির মধ্যে ধরেন নাই, (৭৩ ও ৭৪ পরিচ্ছেদ দেখ)।

(২) সম্যঙ্ নিযুক্তা অথবা তন্নিযুক্তা (প্রসিদ্ধ নিযুক্তা) (কিম্বা স্বধর্ম্মেণ নিযুক্তা)। এ নিযুক্তা আবার দুইপ্রকার (ক) বিধবা কেবল দেবরে নিযুক্তা (খ) সধবা ক্লীবপত্নী বা ব্যাধিতপত্নী দেবরে বা সপিণ্ডে নিযুক্তা। বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে দেবর আপনাতে নিযুক্তা করিত, সধবাকে বন্ধুগণ নিয়োগ করিতেন।

৫৯। এতদূরে আসিয়া আমরা পরাশরের 'নষ্টেমৃতে ইত্যাদি' বচনের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি। কিন্তু তৎপূর্ব্বে দুই চারিটী কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক।

প্রথমতঃ পরাশর কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন।

কৃতেতু মানবো ধর্ম্ম স্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দাপরে শাঙ্খলিখিতঃ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ॥

সত্যযুগে মনুক্ত ধর্ম্মই ধর্ম্ম; ত্রেতাযুগে গৌতমোক্ত ধর্ম্ম সমধিক আদরণীয়; দাপরে শঙ্খ ও লিখিতোক্ত ধর্ম্ম (এবং) কলিতে পরাশরোক্ত ধর্ম্ম বিশিষ্ট রূপে গ্রাহ্য।

পাঠক এখানে ইহা ভাবিবেননা যে ত্রেতাদি যুগে গৌতমাদি মনু হইতেও মাননীয়। মনু ধর্ম্মশাস্ত্রের সুমেরু স্বরূপ; তাঁহাকে লঙ্ঘণ করিবার শক্তি কাহারও নাই। বৃহস্পতি স্বযংই লিখিয়াছেন,যে 'বেদার্থো পনিবন্ধৃ ত্বাৎ প্রাধান্যংহি মনো স্মৃতম্; মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে'। অতএব মনুর অনুগত হইয়াই অন্যান্য ঋষিগণকে চলিতে হইয়াছে। পরাশরও যে এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছেন তাহা আমরা পরে দেখাইব *

---

* তবে একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে অন্যান্য ঋষিগণ আয়ুর্হ্রাস হেতু যে মনু হইতে ক্ষুদ্র প্রায়শ্চিত্তাদির বিধি দিয়াছেন তাহাও মান্য করিতে হইবে। সেখানে এই বুঝিতে হইবে যে অপেক্ষাকৃত ন্যূন প্রায়শ্চিত্ত করিলেও পাপমোচন হইবে॥

দ্বিতীয়তঃ পরাশরসংহিতা ক্ষুদ্রগ্রন্থ বটে, কিন্তু ইহার দ্বারা কৌশল ক্রমে সমস্ত কলি ধর্ম্মই ব্যক্ত হইয়াছে। কিরূপে ব্যক্ত হইয়াছে তাহা আমরা এখানে উল্লেখ মাত্র করিব। তাহার প্রমাণ 'নষ্টেমৃতে ইত্যাদি' 'বচনের ব্যাখ্যায় পরে দেওয়া যাইবে। পরাশর যে যে বিষয়ে শাসন লিখিয়াছেন, সেই সেই বিষয়ে কলিযুগের অনুষ্ঠেয় সমুদায় ধর্ম্মই লিখিয়াছেন। আর যে যে বিষয়ে কিছুই বলেন নাই, সেই সেই বিষয়ে কিছুই বলিবার প্রয়োজন হয় নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। সেই সকল স্থলে অন্যান্য ঋষিদিগের উপর বরাত রাখিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহাই কলিযুগে অনুষ্ঠেয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন! ঋষিদিগের প্রথাই এই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিদিগের আদিষ্ট শাস্ত্রের অভাব পূরণ জন্যই পর পর ঋষিদিগের যত্ন। এইরূপ করিয়াছেন বলিয়াই পরাশর লিখিতে সাহসী হইয়াছেন যে ঋষিরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'ধর্ম্মস্য নির্ণয়ং প্রাহ সূক্ষ্মং স্থূলঞ্চ বিস্তরাৎ'।

তৃতীয়তঃ পরাশর কেবল কলিযুগের ধর্ম্মই লিখিয়াছেন। গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজন বর্ণনা করিবার সময়ে অন্যান্য যুগের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মের সহিত কলিযুগের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের তুলনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেখানে অন্যান্য যুগের নাম করিয়া অনুষ্ঠেয়াদির উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে কলিধর্ম্ম যে সত্যাদি ধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন এবং পৃথক রূপে ব্যক্তব্য তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন। আর কলিযুগেই যে সংহিতা লিখিত হয় তাহার প্রমাণ উহাতেই আছে। ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ঋষিগণ 'বর্ত্তমানে কলৌযুগে' প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সুতরাং পরাশরের অন্যযুগধর্ম্ম বলিবার প্রয়োজন ছিল না এবং গ্রন্থের উদ্দেশ্য বর্ণনার পরে যে যে ধর্ম্ম লিখিত আছে, সে সকলই কলিধর্ম্ম। অন্ততঃ যেখানে যুগ নির্দ্দেশ নাই সেখানে পরাশরোক্ত ধর্ম্ম কেবল কলি যুগেরই ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কলিধর্ম্ম জানিবার জন্যই ঋষিরা পরাশরকে প্রশ্ন করেন এবং কলি ধর্ম্ম বলিব বলিয়াই পরাশর প্রতিশ্রুত হয়েন।

চতুর্থতঃ অন্যান্য ঋষিদিগের উপর ধর্ম্ম কথনের বরাত রাখিয়াও পরাশর কখন কখন পরবচন অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং কখন বা কিঞ্চিন্মাত্র বিকৃত করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে কেবল এইমাত্র যে যেখানে অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন সেখানে সেবচন সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মন্তব্য কিছু আছে এবং সেই মন্তব্য স্বয়ংরচিত অন্যশ্লোক

দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন, আর যেখানে কিঞ্চিৎ অঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন সেখানে পুরাতন ঋষিবাক্য পরিবর্ত্তিত আকারে যে অর্থ প্রকাশ করে সেই অর্থই গ্রহনীয় ইহাই জানাইয়াছেন

পঞ্চমতঃ ঋষিদিগের বচন সকলে প্রযুক্ত অব্যয় শব্দগুলি উপেক্ষণীয় নহে; আকারে ক্ষুদ্র ও মানে লঘু হইলেও অব্যয় শব্দ অনেক সময়ে বাক্যের তাৎপর্য্য স্ফুটরূপে ব্যক্ত করে।

৬০ পরাশর নারদের 'নষ্টেমৃতে ইত্যাদি' বচন অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি চতুর্থাধ্যায়ে লিখিয়াছেন

নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চ স্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

নারদগ্রন্থে যে পাঠাংশের আগ প্রয়োগ ছিল পরাশর তাহারও পরিবর্ত্তন করেন নাই। অতএব অর্থতও পরাশরবচন যে নারদ শ্লোকের সমান তাহাতে সন্দেহ নাই। কতকালে নষ্ট হওয়া স্থির করা যাইবে পরাশর তাহা বলেন নাই। আমাদের বিবেচনায় বলিবার প্রয়োজনও ছিল না। যে স্থান হইতে বচন উদ্ধৃত সেখানকার কাল নিয়মই নিয়ম। আর মনুতে পাইলে অন্য স্থানে বর্ণিতের আবশ্যকতা নাই;

পরাশর শ্লোকের তাৎপর্য্য পাঠক অবগত আছেন। তথাপি ব্যাখ্যা এখানেও লেখা কর্ত্তব্য বিবেচনায় আমরা তাহা পুনরায় + লিখিতেছি:— পতি অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিলে, ক্লীব হইলে ও পতিত হইলে (এই) পঞ্চ আপদে স্ত্রীগণ অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে। এই অন্য পতি গ্রহণে গুরু বা বন্ধু কেহই সাহায্য করিবেন না। স্ত্রী স্বয়ংই অন্য পুরুষ গ্রহণ করিবে। এই বিধিকে অনেকে ‡ যুগান্তরীয় ধর্ম্ম মনে করেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কলিযুগপ্রবর্ত্তক শাস্ত্র লিখিতে বসিয়া

* ঋষিদিগের এই রীতি। যেখানে পরবচন অবিকল উদ্ধৃত, সেখানে স্ববাক্য দ্বারা তাহার বিস্তার বা সংক্ষেপ। আর যেখানে অঙ্গ পরিবর্ত্তন সেখানে তদনুযায়ী ভাবেরও পরিবর্ত্তন। একের বচন অন্যব্যক্তি অনর্থক উদ্ধৃত করেন না।

+ নারদ বচন সমালোচনার কালে পাঠক শ্লোকার্থ প্রথম বার অবগত হইয়াছেন।

‡ আক্ষেপের বিষয় যে পণ্ডিতাগ্রগণ্য মাধবাচার্য্যেরও এই মত। কিন্তু মাধব নারদাদি-গ্রন্থের টীকা পূর্ব্বে করিয়া পরে পরাশর গ্রন্থের টীকা করিলে এমত করিতেন না, ইহা আমাদের বিশ্বাস।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ধর্ম্ম লিখিবার ফল কি? সে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবার লোক তখন কোথায়? আর কলিধর্ম্ম বলিব প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই ধর্ম্ম বলিতে বলিতে কেনই বা যুগনির্দ্দেশ না করিয়া অন্য যুগের ধর্ম্ম বলিবেন। কোন্ যুগের ধর্ম্ম কেহ বুঝিতে না পারে এমন উদ্দেশ্য স্মৃতিকার দিগের কখনই ছিল না। আবার এ কথাও বলা যায় না যে 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচন পূর্ব্ব যুগের ধর্ম্মের অনুস্মরণ মাত্র, কেবল বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মের সহিত তারতম্যজ্ঞাপনের জন্যে উদ্ধৃত। এরূপ হইলে পরাশর যে যে স্থানে নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন বা পুরাতন ব্যবস্থা রহিত করিয়াছেন সেই সেই স্থানেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া তারতম্য দেখাইতেন। তাহা হইলে গ্রন্থবাহুল্যই হইয়া পড়িত এবং যে যে বিষয়ে পূর্ব্ব ঋষিদিগের উপর বরাত রাখিয়া নিঃশব্দ আছেন সে সে বিষয়েও স্পষ্ট করিয়া কলিধর্ম্ম লিখিতে বাধ্য হইতেন। আরও বক্তব্য যে পাঠক শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন যে অনুস্মরণের দৃষ্টান্ত স্বরূপ অন্য যে সকল বচন উদ্ধৃত হইয়াছে সে সকলও অনুস্মরণের স্থল নহে। পরাশর সেই সকল বচনের তাৎপর্য্যের কিঞ্চিৎ ন্যূনাতিরেক করিবার জন্যেই শ্লোকগুলি অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব পরাশরোক্ত 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচন কলিযুগেরই বিধি।

কিন্তু তাহা হইলেও পুনর্ব্বিবাহবিধি নহে। নারদবচন সমালোচনার কালে আমরা এ বিষয়ে কতকগুলি প্রমাণ দেখাইয়াছি। তন্মধ্যে প্রধান দুই চারিটী পাঠকের স্মরণার্থে এখানে পুনরায় লিখিত হইতেছে

(১) এ বচনে নারদ স্ত্রীকেই পরপুরুষ আশ্রয় করিতে অনুজ্ঞা দিয়াছেন এবং পুনঃ সংস্কারের কথা কিছুই বলেন নাই। সুতরাং ইহা পুনর্ভূ হইবার বিধি নহে। নারদের পুনর্ভূবা হয়ত্তক্ষ্মা হয় বন্ধু দ্বারা 'প্রদীয়তে,' আর যে ওরূপ নহে, সে সংস্কারার্হা।

(২) ইহা স্বৈরিণী হইবার ব্যবস্থাও নহে, কেননা স্বৈরিণীরা স্বেচ্ছাচারিণী, উপযুক্ত পতিকেও ত্যাগ করিয়া যায় সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে পতিগত আপদের উল্লেখ করিবার প্রয়োজনই হয় না। উপস্থিত বচন যে স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত সে স্ত্রী আপদ ব্যতীত অন্যকে আশ্রয় করিতেই পারেনা।

(৩) পুনর্ভূ বা স্বৈরিণী পুত্র প্রসব করিলেও দ্বিতীয় পতি দ্বারা গম্যা, এ বচনোক্ত স্ত্রী পুত্রলাভ করিলেই অগম্যা। পুনর্ভূ বা স্বৈরিণী আজীবন

দ্বিতীয় পুরুষের সেবা করে, এবচনোক্ত স্ত্রী গর্ভসঞ্চার হইলেই অথবা ব্রহ্মচর্য্যাদিতে মতি হইলেই দ্বিতীয় পুরুষকে ত্যাগ করে

(৪) এ বচনে বিধিবোধক পদ আছে; সুতরাং এটী 'মৃতের' স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহের বিধি হইতে পারে না, যেহেতু ভার্গব বলিয়াছেন যে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিধি বাক্য দ্বারা কোথাও উপদিষ্ট হয় নাই।

পরাশর ধর্ম্মশাস্ত্র হইতেও দেখান যাইতে পারে যে 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচন পুনর্ব্বিবাহ বিধি নহে। ব্রাহ্মণী পঞ্চ আপদে পরপুরুষকে আশ্রয় করিলে তাঁহার প্রতি বন্ধুগণ কিরূপ আচরণ করিবে তাহা জানাইবার জন্য পরাশর লিখিয়াছেন।

ব্রাহ্মণী তু যদা গচ্ছেৎ পরপুংসা সমন্বিতা।
সা তু নষ্টা বিনির্দ্দিষ্টা ন তস্যা গমনংপুনঃ॥

কিন্তু যদি ব্রাহ্মণী পর পুরুষ আশ্রয়েতে যায়, তবে সে নষ্টা হইবে, (গৃহে) তাহার পুনরাগমন হইবে না।

ইহা দ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণীতরা স্ত্রী 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচনের বলে অন্য পুরুষকে আশ্রয় করিলে পুনর্ব্বার গৃহে আসিত; পরপুরুষকে আজীবন আশ্রয় করিয়া তাহার গৃহে চিরকাল বাস করিত না। পতি পুত্র এবং বন্ধু বর্ত্তমানে পঞ্চ আপদে ব্রাহ্মণীতরা স্ত্রীও দ্বিতীয় পুরুষকে আশ্রয় করিলে ঐরূপ নষ্টা হইত।

কামান্মোহাদ্‌যদা গচ্ছেৎত্যক্ত্বাবন্ধূন্ সুতান্‌পতিং।
সাতুনষ্টাপরে লোকে মানুষেষু বিশেষতঃ* ॥

আরও বক্তব্য যে 'নষ্টেমৃতে ইত্যাদি' বচনের তাৎপর্য্য যদি পুনর্ভূ হওয়া হইত তাহা হইলে পুত্রগণনায় পরাশর অবশ্যই পৌনর্ভব পুত্রের উল্লেখ করিতেন। তাহা না করিয়া তিনি অপ্রশস্ত ক্ষেত্রজ পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা যাহা প্রমাণ করা যায় তাহা পাঠক পরে দেখিতে পাইবেন।

'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচন যদি পুনর্ব্বিবাহবিধায়ক না হইল তবে আর কোন্ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক হইতে পারে? এ বচনে স্বয়মাশ্রয় ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম বোঝাইতে পারে না। স্বয়মাশ্রয়কে ভার্গব এক প্রকার নিযুক্তহওয়া বলিয়াছেন। ইহাতে স্ত্রী বান্ধবাদি দ্বারা প্রেরিত না হইয়া স্বয়ংই বিবাহিত

---

* 'পরনারীষু' ও 'পরস্ত্রিয়া পুন' দ্বারা যাহা প্রমাণ করা যায়, তাহা পরে দেখান যাইবে।

পতীতর পুরুষের নিকটে উপস্থিত হয়। এক্ষনে দেখা যাইতেছে যে আয়ুঃ ও শক্তি হ্রাস হেতু পূর্ব্ব প্রচলিত ধর্ম্ম প্রতিপালনে কলিযুগের মনুষ্যগণ অক্ষম স্থির করিয়া পরাশর সুকর ধর্ম্ম বলিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা সার্থক হইল। নতুবা অন্য অন্য স্থলে অল্পায়াসসাধ্য ধর্ম্ম বলিয়া কেবল স্ত্রীর পক্ষেই কঠোর ধর্ম্ম বলিবেন কেন। যে স্ত্রী কষ্টসাধ্য ধর্ম্মের অনুশীলনে অক্ষম তাহার কি উপায়ান্তর নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে স্ত্রীগণ পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারিত। সে প্রথা কলিযুগে অন্যান্য ঋষি দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহাদের সহিত ঐকমত্য রাখিয়া স্ত্রীদিগের দুঃখমোচন করিতে গেলে এই রূপ ব্যবস্থা প্রচলিত করাই যুক্তি যুক্ত। ইহার বলে আপন্না স্ত্রী যৌবন কালের শেষ পর্য্যন্ত অন্য পুরুষের সহিত সহবাস করিতে পারে, তাহাতে (লোকতঃ নিন্দা হইলেও) ধর্ম্মতঃ ক্ষতি হইবে না। বিধবা স্ত্রীর এ ধর্ম্মে অপ্রবৃত্তি হইলে সে ব্রহ্মচর্য্য অথবা সহমরণ অবলম্বন করিতে পারে। আর এক কথা, স্বয়ংনিযুক্তা স্ত্রী চিরকাল অন্য পতি সেবা করিবে বলিয়া আশ্রয় কালে প্রতিজ্ঞা করে নাই। তাহার যখন বিরাগ বা ঘৃণা জন্মিবে সে তখনই দ্বিতীয় পতি ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরে (অথবা পূর্ব্ব পতি থাকিলে তাহার সেবায়) মনোনিবেশ করিবে। আর এরূপ বিরাগেরও শীঘ্রই ঘটিবার সম্ভাবনা, দ্বিতীয় পতির ধর্ম্ম পত্নীর সহিত আশ্রিতস্ত্রীর সমান সম্মান পাওয়া অসম্ভব এবং সর্ব্বদাই বিবাদও ঘটিতে পারে।

কেহ কেহ আপত্তি করেন যে 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচন পুনর্ব্বিবাহের শাস্ত্র ব্যতীত নিয়োগের বিধিই নহে, তাঁহারা বলেন ইহা না স্বীকার করিলে নারদও ভার্গব গ্রন্থে বিবাদ উপস্থিত হয়, কেননা নারদ নষ্টপতি স্ত্রী প্রসূতা হইলেও অন্যপতি গ্রহণ করিতে পারে এ কথা বলিলেও ভার্গব লিখিয়াছেন যে পুত্রবতী (অর্থাৎ পাণিগ্রাহকের ঔরসপুত্র বিশিষ্টা) স্ত্রী ক্ষেত্রজাদি পুত্র উৎপাদন করিতে পারে না। ভার্গবের এই মত ইহা প্রমাণ করিবার জন্যে তাঁহারা দুইটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(১) ক্ষেত্রজাদীন্ সুতানেতা নেকাদশ যথোদিতান্।
পুত্রপ্রতিনিধীনাহুঃ ক্রিয়ালোপান্মনীষিণঃ॥

৯ অ ১৮০ শ্লোক

(২) য এতে ভিহিতাঃ পুত্রাঃ প্রসঙ্গাদন্যবীজজাঃ।
যস্যাতে বীজতো জাতা স্তস্যতে নেতরস্যতু॥

৯ অ ১৮১ শ্লোক

এই দুই শ্লোকের তাৎপর্য্য আমরা পুত্রপ্রকরণে লিখিব; তখন পাঠক দেখিতে পাইবেন যে ঐ আপত্তি অতি অকিঞ্চিৎকর। এখানে আমরা কেবল এই মাত্র বলিব যে আরোপিত অর্থ স্বীকার করিলে পুত্রবতীর ঔরসেতর একাদশ প্রকার পুত্রই উৎপাদন করিবার ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং সে পুনর্ভূ হইয়াও পুত্র প্রসব করিতে পারে না।

কেহ কেহ নারদের 'নষ্টেমৃতে ইত্যাদি' বচনকে পুনর্ভূ বিষয়ে পরিণত করিবার নিমিত্তে ব্যস্ত হইয়া এরূপ অসংলগ্ন অর্থের অবতারণা করিয়াছেন যে তাহাতে হাস্য সংবরণ করিয়া থাকা যায় না। তাঁহারা বিধীয়তে শব্দের বিধি আছে ও 'স্বয়মাশ্রয়েৎ' অংশের 'পুনর্ভূ* হইবে' অর্থ স্থির করিয়া নারদের 'নষ্টেমৃতে ইত্যাদি' শ্লোককে তৎপূর্ব্বস্থিত 'অজ্ঞাতদোষেণোঢা ইত্যাদি' শ্লোকের কারণত্বে সংস্থাপন করেন; এবং লিখেন যে অজ্ঞাতদোষের পত্নী অর্থাৎ ক্লীবপত্নী ও ব্যাধিতপত্নী নির্ব্বন্ধ হইলে পুনর্ভূ হইবে, কেননা এরূপ বিধি আছে যে, নষ্ট, মৃত, প্রব্রজিত, ক্লীব ও পতিত ব্যক্তির স্ত্রী অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে। এ অর্থ যদি প্রকৃত হয় তাহা হইলে বলিতেই হইবে যে নারদ এই দুই বচন লিখিবার কালে অবসন্ন হইয়াছিলেন কেননা 'ক্লীবপত্নী ও ব্যাধিতপত্নী পুনর্ভূ হইতে পারে' ইহার শাস্ত্র দেখাইতে গিয়া কেবল ক্লীবপত্নীর পক্ষে শাস্ত্র দেখাইতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ব্যাধিতপত্নীর পক্ষে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এত সামান্য বিষয়ে ঋষিরা যে অবসাদ প্রাপ্ত হয়েন ইহা আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে লয় না। আমরা বোধ করি যে আরোপিত অর্থ প্রকৃত নহে, ইহা দেখাইবার জন্যে আমাদের প্রয়াস করিতে হইবে না, অজ্ঞাতদোষ যে বিবাহকালাবধি দোষযুক্ত, আর যে 'নষ্ট মৃত ইত্যাদি' সে কিছুকাল উপভোগের পরে যে নষ্ট মৃত ইত্যাদি তাহা পাঠক জানেন।

এখানে আর একটী আপত্তির উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। কেহ কেহ বলেন স্ত্রীদিগের আত্মনিয়োগ অথবা আপনা হইতে দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা নাই। আপনা হইতে দত্তক গ্রহণ করিবার ক্ষমতা না থাকার শাস্ত্র থাকিতে পারে, কিন্তু স্ত্রী যে স্বয়ংনিযুক্তা হইতে পারে না

---

* তাঁহারা পুনর্ভূ হওয়া ভিন্ন স্বয়মাশ্রয় অন্য রূপে হইতে পারে, তাহা জানেন না। তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে ভার্গবের পুনর্ভূতে ও নারদের পুনর্ভূতে প্রভেদ আছে।

ইহার শাস্ত্র আপত্তিকারীরা দেন নাই এবং দেখাইতেও পারিবেন না। নারদ নিজেই বলিয়াছেন 'নির্ব্বন্ধুঃ স্বয়মাশ্রয়েৎ'। ইহার অর্থ কি এই যে পুনর্ভূ হইতে পারে? যদি তাহাই হইল তবে স্ত্রী ইচ্ছা করিলেই * পুনর্ভূ হইয়া আপনশরীর দ্বারা পুত্র উৎপাদন করিতে পারিল এবং যাবজ্জীবন অন্য পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিল, তবে কিয়ৎদিনের জন্যে নিযুক্তা হইয়া আশ্রয় লইবার ব্যাঘাত কি? আরও বক্তব্য যে নিয়োজক বন্ধুগণের অভাবেই নিয়োগার্হা স্ত্রীকে স্বয়মাশ্রয় করিতে বলা হইয়াছে। যে বিধির পরিবর্ত্তে যে ব্যবস্থা করা যায় সে ব্যবস্থা সে বিধির যতদূর পারে অনুকরণই করিয়া থাকে। সর্ব্বতোভাবে নিয়োগের যোগ্যা স্ত্রী কেবল বন্ধুর অভাবে কেন পুনর্ভূ হইতে বাধ্য হইবে? পুনর্ভূ না হওয়াই ঋষিগণের ইচ্ছা, কেহই সে বিষয়ে প্রবর্ত্তনা বিধি দেন নাই, কেবল স্ত্রী ইচ্ছা করিয়া পুনর্ভূ হইলে তাহাকে স্বীকার (Recognize) করিয়াছেন মাত্র। তবে এখানেও পুনর্ভূ হইতে বিধি দেওয়া অসঙ্গত। অতএব বলিতেই হইবে যে স্বয়মাশ্রয় শব্দে নিয়োগের অনুরূপ প্রক্রিয়াই বোঝায়। এবং 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচনে ধৃত আপন্না স্ত্রীকে নারদ যে 'সমাশ্রয়েৎ' বলিয়াছেন সেও নিয়োগানুরূপ আশ্রয়কেই লক্ষ করিয়া বলিয়াছেন। সমাশ্রিতার স্বয়মাশ্রিতার ন্যায় পতিগত আপদ। তবে সমাশ্রিতা কিছু দিন পতির সহিত সহবাস করিয়া এবং সম্ভবতঃ পুত্র প্রসব করিয়াও আপন্না, এজন্য সে বন্ধুগণ দ্বারা নিযোক্তব্যা নহে। সে স্বয়ংই অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে এবং বিরাগ জন্মিলেই প্রত্যাগত হয়। সে স্বৈরিণীর ন্যায় নির্দোষ পতিকে ত্যাগ করিয়া যায় না। সে তত দূষণীয়া নহে। এই জন্যই তাহার প্রতি অন্যপতিগ্রহণে বিধি। পঞ্চ আপন্নার মধ্যে একটী বিধবা, তাহার প্রতি পুনর্ভূ হইবার বিধি কুত্রাপি নাই। সুতরাং 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচন দ্বারা স্ত্রীকে পুনর্ভূ হইতে প্রবর্ত্তনা করা হয় নাই। ইহাতে ধৃত স্ত্রীরা কেবল কিছুদিনের জন্যে অন্যকে আশ্রয় করে অর্থাৎ নিযুক্তা হয়।

৬১ ভার্গবের ক্ষেত্রজ পুত্রের লক্ষণ † ধরিয়া যে কেহ কেহ বলিয়াছেন

---

* ভার্গবের মতে যাহা। ইচ্ছাতেই স্ত্রী পুনর্ভূ হয়।

† মৃতস্য প্রসূতো যঃ ক্লীবস্য ব্যাধিতস্য বা।
অন্যেনানুমতেন যঃ স্বধর্ম্মেণ নিযুক্তায়াং স পুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্মৃতঃ॥

যে প্রণীত ক্লীব এবং ব্যাধিত ব্যক্তির স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রী নিযুক্তা হইতেই পারে না তাহার খণ্ডন পাঠক ক্ষেত্রজ পুত্র প্রকরণে দেখিতে পাইবেন। এখানে আমরা তাঁহাকে এই মাত্র স্মরণ করিতে বলিতেছি যে ভার্গব দুই প্রকার নিয়োগের কথা লিখিয়াছেন, সম্যক্ ও অসম্যক্ নিয়োগ। পাঠক জানিবেন যে ক্ষেত্রজপুত্রলক্ষণে কেবল সম্যঙ্ নিযুক্তার গর্ভজাতকেই গ্রহণ করা হইয়াছে এবং সম্যঙ্ নিযুক্তার সন্তানের মধ্যেও এক প্রকার সন্তানকে ত্যাগ করা হইয়াছে। ইহা যথা স্থানে দেখান যাইবে।

৬১ আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে পরাশরের 'নষ্টেমৃতে ইত্যাদি' বচন অবিকল নারদ বচন। কিন্তু এত প্রাচীন হইলেও ইহা কখন অন্য কোন ঋষির বাক্য দ্বারা রহিত হয় নাই। ইহা ক্রমাগত চলিয়া আসিতেছিল। তবে কেন পরাশর ইহাকে আপন সংহিতায় ধরিলেন? যে সকল প্রচলিত ধর্ম্ম অপরিবর্ত্তিত আকারে চলিত রাখিবারই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল তিনি ত সে সকল ধর্ম্মের * উল্লেখ করেন নাই। তবে অবশ্যই তাঁহার অন্য অভিপ্রায় ছিল। এ বচনকে ঠিক নারদসম্মত অর্থে প্রচলিত করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তাহার প্রমাণ দশমাধ্যায় হইতে উদ্ধৃত হইতেছে।

(১) জারেণ জনয়েদ্গর্ভং গতে ত্যক্তে মৃতে পতৌ।
তাং ত্যজেদপরে রাষ্ট্রে পতিতাং পাপকারিণীং ॥
(২) ব্রাহ্মণীতু যদা গচ্ছেৎ পরপুংসা সমন্বিতা।
সাতু নষ্টা বিনির্দ্দিষ্টা ন তস্যাগমনং পুনঃ ॥
(৩) কামান্মোহাদ্যদা গচ্ছেত্ত্যক্ত্বা বন্ধূন্ সুতান্ পতিং
সাতু নষ্টাপরে লোকে মানুষেষু বিশেষতঃ ॥

(১) পতি অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে অথবা ত্যক্ত হইলে অর্থাৎ প্রব্রজ্যা লইলে, ক্লীব হইলে কিম্বা পতিত হইলে যদি জারের দ্বারা গর্ভোৎপাদন করে তবে সে পতিতা পাপকারিণী স্ত্রীকে অন্য রাজ্যে দূর করিয়া দিবে।

(২) ব্রাহ্মণী কিন্তু পরপুরুষের সহিত গমন করিলেই নিশ্চিত নষ্টা হইবে এবং গৃহে পুনরাগমন করিতে পারিবে না।

---

* সমগ্র কলিধর্ম্ম প্রচার করিতে বসিয়া তিনি অনেক স্থলে নীরব থাকিয়া জানাইয়াছেন, যে পূর্ব্ব প্রচলিত ধর্ম্মই সেই সেই স্থলে আচরণীয় থাকিল।

(৩) কামে মোহিত হইয়া যে স্ত্রী বন্ধু, পুত্র এবং পতিকে ত্যাগ করিয়া যায় সে পরলোকে নষ্টা এবং ইহলোকেও নষ্টা (অর্থাৎ পরলোকে তাহার গতি নাই, এবং ইহলোকে তাহাকে ত্যাগ করিবে।

এখানে বলিবার উপায় নাই যে ব্যভিচারিণী মাত্রকেই লক্ষ করিয়া এই কয়টী বচন লিখিত হইয়াছে, কেননা কেবল পাঁচ প্রকার স্ত্রীর নাম করিয়া তাহাদিগের প্রতি শাসন উক্ত হইয়াছে। আর সেই পাঁচ প্রকার স্ত্রী 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচনে ধৃত পঞ্চ আপদ্গ্রস্তা। সুতরাং দশমাধ্যায়ের এ শাসন চতুর্থাধ্যায়ে উক্ত 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' শ্লোকে উক্ত স্ত্রীগণকেই লক্ষ করিয়া লিখিত *। যদি তাহাই হইল তবে ইহাও নিশ্চিত হইতেছে যে পরাশরের মতে 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচনোক্ত স্ত্রীগণ স্বয়ং নিযুক্তা হইয়া গর্ভোৎপাদন করিতে পারিবে না; যদি করে তবে নির্ব্বাসিত হইবে। এখানে পাঠকবর্গ আপত্তি করিতে পারেন যে 'পতিরন্যো বিধীয়তে' ইহার অর্থ পুনর্ভূ হওয়া না হইলেও স্বয়ং নিযুক্তা হওয়া হইতেই পারে না, স্ত্রী যে পুরুষে নিযুক্তা তাহাকে জার বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা গর্ভ সঞ্চারিত হইলে স্ত্রীকে দূর করিয়া দেওয়া নিয়োগের রীতি নহে। ইহার সদুত্তর এই যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ধর্ম্মের সহিত এইরূপ প্রভেদ বলিবার জন্যেই পরাশর 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচন নারদ মনু হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। নারদের সময়ে স্বয়মাশ্রিতার পুত্র রিক্থভাগী হইত না এবং তাহার মাতা পাণি-গ্রাহকের কোন উপকারেই লাগিত না। ভার্গবও স্বয়ং নিযুক্তার সুতকে বৃথোৎপন্ন † বলিয়াছেন। পরাশর এরূপ সন্তান উৎপাদন করিতে এককালে

---

* যদি তাহাই হইল তবে 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচনে যে অন্যপতি গ্রহণের বিধি আছে তাহা যে পুনর্ব্বিবাহ পূর্ব্বক নহে, তাহা এই তিনটী শ্লোক দ্বারাও ব্যক্ত হইতেছে। প্রথমটীতে জার শব্দ আছে যাহা পুনর্ভূপতিকে বলা যায় না, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টী দ্বারা স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছে যে সেই অন্যপতি গ্রহণানন্তর গৃহে (অর্থাৎ পতিগৃহে) প্রত্যাগমন করা রীতি ছিল। ইহা বলা বাহুল্য মাত্র যে পুনর্ভূরা কখন পূর্ব্বপতির গৃহে ফিরিয়া আসিতে পারিত না, তাহারা এককালে সে পতিকে উৎসর্জন করিয়া যাইত।

এখানে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে দ্বিতীয় শ্লোকটী দ্বারা একটী নূতন বৃত্তান্ত পাওয়া যাইতেছে। 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচনে উক্ত স্ত্রীগণ যদিচ স্বয়ংই নিযুক্তা হইত, তথাপি তাহারা যে পুরুষকে আশ্রয় করিত সে অনেক সময়ে তাহাদিগকে পাণিগ্রাহকের গৃহ হইতে সঙ্গে লইয়া আপন গৃহে লইয়া যাইত।

†ভার্গব বৃথোৎপন্ন মাত্রকেই কামজ বলিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা জানাইয়াছেন যে বৃথোৎপন্ন পুত্র উৎপাদন করিবার বিধি শাস্ত্রে নাই।

নিষেধ করিয়াছেন। যে ঐহিক বা পারত্রিক কোন উপকারেই আইসে না তাহাকে উৎপাদন করিয়া ফল কি? কলিযুগে প্রজাসংখ্যা অল্প নহে যে বাড়াইতেই হইবে। পরাশর চিরপ্রচলিত স্বয়ংনিযুক্তাকে সাবধান করিয়াছেন সে যেন গর্ভ গ্রহণ না করে। তিনি স্ত্রীকে বলিতেছেন যে আপন্না হইলে সে যদি দ্বিতীয় পতি না গ্রহণ করিয়া না থাকিতে পারে তবে তাহার সহিত ঋতুকালে ব্যবহার করিবে না। ঋতুভিন্নকালে * গমন করিতে পারে। পরাশর আরও বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণী আপন্না হইলেও অন্যপতি গ্রহণ করিতে পারিবে না, এবং পতি, পুত্র ও বন্ধু বর্ত্তমানে অন্য পুরুষের নিকটে ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা (কিম্বা শূদ্রা?) যাইবে না। (স্বয়ংনিযুক্তা যদি সন্তানোৎপাদন করে তবে সে সন্তান ক্ষেত্রজই হইবে ইহা পরাশর সুতপ্রকরণে বলিয়াছেন। পাঠক দেখিবেন দশম অধ্যায়ের সহিত চতুর্থ অধ্যায়ের কিঞ্চিন্মাত্র বিরোধ হইল কি না। এই দুই স্থলের বিরোধভঞ্জন করিবার উপায় নাই, ইহা জ্ঞান করিয়াই বিধবাবিবাহবিচারে প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণ মহা গণ্ডগোল করিয়াছেন।

পাঠক বিস্মিত হইবেন না যে পরাশর কেবল ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার নিমিত্তেই বিধি দিয়াছেন। কলিকালের মনুষ্য স্বভাবদোষে নানা কদাচরণের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গম বিষয়ে অতিশয় অত্যাচার না করে এই জন্যেই তিনি (পূর্ব্বপ্রচলিত বিধির সঙ্কোচ করিয়া) বৈধরূপে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার অনুজ্ঞা দিয়াছেন। বৈধরূপে জীবহিংসা করিবার শাস্ত্রের অভাব নাই, বৈধরূপে মদ্যাদিপানের ব্যবস্থাও দেখা যায়। তাই বলিয়া কি ইহাই স্থির করিতে হইবে যে, শাস্ত্রকারেরা জীবহিংসাদি ব্যাপারে আদরে অনুমোদন করিয়াছেন। জীবহিংসাদি একেবারে নিবারণ করিতে পারিবেন না, করিলেও অনাস্থাবশতঃ দুষ্ট লোকে শুনিবে না, ইহাই বিবেচনা করিয়া ঋষিরা স্থল বিশেষে ঐ সকল কার্য্যে অনুমতি দিয়াছেন। তদ্রূপ পরাশর কলিকালের নিমিত্তে স্বয়মাশ্রয়ের সঙ্কোচিত ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখানে ইহাও বক্তব্য যে নারদাদি এরূপ বলেন নাই যে স্বয়মাশ্রয়ের কেবল পুত্রোৎপাদনই উদ্দেশ্য, নারদের মতে পুত্র বর্ত্তমানে স্ত্রী স্বয়মাশ্রয় করিতে পারিত, সুতরাং (যদিচ তিনি পুরুষকে এমন স্ত্রী গমনে নিষেধ করিয়াছেন) পুত্রলাভের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করাও স্বয়মাশ্রিতার অভিপ্রেত ছিল। ভার্গবও পুত্রবতীর

* ঋতুভিন্ন কালে গর্ভসঞ্চার হয় না, তখন এ বিশ্বাস সকলেই করিত।

নিযুক্তহওনের কথা বলিয়াছেন। আরও দেখিতে হইবে স্বয়ং নিযুক্তাতে উৎপন্ন পুত্র পারশবের ন্যায় অকর্ম্মণ্য। তাহার জন্মে ক্ষেত্রিবের ইচ্ছাও থাকে না। পাঠক আরও জানিবেন যে কোন কোন ঋষির মতে ক্ষেত্রজাদি পুত্র কলিকালে অপ্রসিদ্ধ। তাঁহাদের সহিত ঐকমত্য রাখিতে গেলে স্বয়ং নিযুক্তাকে পুত্রোৎপাদনে অনুজ্ঞা দেওয়া হয় না *। পরাশর গ্রন্থ লিখিতে বসিয়া কোন ঋষির সহিত বিরোধ করিতে যে ইচ্ছা করেন নাই, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। এক ঋষিকে অবমাননা করিয়া অপর ঋষি মান্য হইতে পারেন না। একটী ঋষির বাক্য অগ্রাহ্য হইলেই সকল ঋষির বাক্যের উপর সংশয় জন্মে। এই জন্যেই ঋষিদিগের মুখ্য বিরোধ আছে ইহা আমরা সহসা স্বীকার করিতে চাহি না, এবং আমাদিগের মীমাংসায় বিরোধ কেহ কুত্রাপি দেখিতে পাইবেন না।

যদি কেহ কুতর্ক অবলম্বন করিয়া এরূপ বলেন যে 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচন দ্বারা আপন্না স্ত্রীর পুনর্বিবাহের বিধি দিয়া পরাশর 'জারেণ জনয়েদ্গর্ভং ইত্যাদি' বচন দ্বারা জানাইতেছেন যে ঐ সকল আপদে স্ত্রীগণের বিবাহ করা অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহা না করিয়া যদি পরপুরুষ দ্বারা সন্তানোৎপাদন করে তবে দণ্ডনীয়া হইবে, তবে তাহার প্রত্যুত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে পরাশর যখন উপরোক্ত পতি বর্ত্তমানে ব্যভিচার করিলে এরূপ কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করেন নাই, (এমন কি চণ্ডালের সহিত † সম্পর্ক করিলেও অপেক্ষাকৃত লঘুদণ্ডের বিধান করিয়াছেন) তখন পতিগত আপদে ব্যভিচার করিলে যে এত গুরু দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন এমন বোধ হয় না। আর প্রথম বিবাহই যে করিতেই হইবে এমত নহে পুনর্ব্বিবাহের ত কথাই নাই। আপত্তিকারী-দিগের ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে তাঁহাদিগের মতে আপন্না স্ত্রী পুনর্ভূ হইয়া (অর্থাৎ পতিরূপ একটী কাচ খাড়া করিয়া) ব্যভিচার করিলে দূষণীয়া হইবে না। পুনর্ভূ হওনানন্তর স্ত্রীর পূর্ব্বপতিগৃহে প্রত্যাগমনের কথাই

---

* পাঠক দেখিবেন যে বৈধরূপে আশ্রয় দান করিলে পুরুষ পতিপদবাচ্য, আর সেই পুরুষ দ্বারা অবৈধ রূপে গর্ভোৎপাদিত হইলেই সে জার।

† চণ্ডালৈঃ সহ সম্পর্কং যা নারী কুরুতে ততঃ।
বিপ্রান্ দশবরান্ গত্বা স্বকং দোষং প্রকাশয়েৎ॥ ইত্যাদি

আরও নারী সহজে দুষ্টা হয় না বলিয়া তিনি তাহাকে ভূমির সহিত তুলনা করিয়াছেন যথা ভূমিঃ তথা নারী ইত্যাদি।

বা কিরূপে সূচিত হইতে পারে? পৌনর্ভব পুত্রেরই বা ঋষি উল্লেখ করিলেন না কেন? আপন্না স্ত্রীগণের মধ্যে যাহারা 'প্রসূতা' তাহারাও কি অক্ষতা যে তাহাদিগের পুনর্ব্বিবাহকালে তাহাদিগের পুনঃসংস্কার করিতে হইবে, এবং সেই পুনঃসংস্কারের বলে সেই সকল স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র কি পৌনর্ভব না হইয়া ঔরস নামধেয় হইবে? পুনঃসংস্কৃতাস্ত্রীর গর্ভজাত হইলেও পুরাকালে পুত্র পৌনর্ভব বলিয়াই খ্যাত হইত।

৬৩। পাঠক দেখিবেন যে আমাদের মীমাংসায় নষ্টপতির আপন স্ত্রীতে অধিকার এককালে উৎসন্ন হইল না। সে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে নিজ পত্নীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইতেই পারিবে। আর যাঁহারা এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে পরাশরের 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বিধান পূর্ব্বকালেও কখন চলে নাই এবং অদ্যাপিও চলিতেছে না, তাঁহারাও বুঝিবেন যে তাঁহাদের সে কথা বলা অন্যায়। পরাশর মতের রহিত হওয়া দূরে থাকুক উহা বর্ত্তমান কালে বিলক্ষণ চলিতেছে, এমন কি উহা যে কেবল ভারতবর্ষে মান্য তাহা নহে, উহা সমগ্র পৃথিবীতে আদরণীয় হইয়াছে। পতির মরণাদি ঘটিলে স্ত্রীর অন্য পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকা কোথাও বিচিত্র ব্যাপার নহে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি প্রধান প্রধান সভ্যস্থানে, পুনর্ব্বিবাহ বিধি প্রচলিত থাকিলেও রমণীগণ এ প্রথা অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। অপিচ সে সকল দেশে বিধবা পরপুরুষ গমন করিলে অধিক দূষণীয়া হয় না, এবং সেই জন্যই ইংরাজাদি দ্বারা প্রস্তুত আইনে স্বামী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি ধর্ম্মনষ্টকরণের (এডল্‌টারির) অভিযোগ আদালতে করিতে পারে না। তবে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে অন্য পুরুষ হইতে গর্ভ উৎপাদিত হইলে স্ত্রী কথঞ্চিৎ নিন্দনীয়া হয়, কিন্তু সেস্থলেও তাহার লজ্জা নিবারণের অনেক উপায় আছে। যাঁহারা ভদ্রলোক বলিয়া কথিত তাঁহারাই এমন সকল স্থান করিয়া রাখিয়াছেন যে, সে সকল স্থানে শত শত গর্ভবতী স্ত্রী ছদ্ম বেশে যাইয়া শিক্ষিত ধাত্রী ও চিকিৎসকের সাহায্যে প্রসবাদি করিয়া আপন আপন আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে। আর উৎপন্ন সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে

---

* পরাশর পুত্রগণের লক্ষণ বলেন নাই, সুতরাং বলিতেই হইবে যে পূর্ব্ব প্রচলিত পুত্র লক্ষণ সকল পরিবর্ত্তন করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। ইহা না বুঝিয়া তাঁহার পুত্রপ্রকরণের তাৎপর্য্যাবধারণে অনেকেই অসমর্থ হইয়াছেন। এমন কি কোন্ পুত্র কোন্ পতির সম্বন্ধে পুত্র তাহাও স্থির করিতে পারেন নাই। পাঠক তাহা ক্রমে দেখিতে পাইবেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি অনেকে পরাশরের পৌনর্ভবকে ঔরস বলিয়াছেন।

ত্যক্তশিশুপোষণাগার (Foundling Hospital) ও শিশু ভারগ্রহণ (Baby Farming) আছে। সেই সকল স্থানাদিতে প্রসূতা আপন নাম গোপন করিয়া অলীক নাম ধারণ করতঃ মধ্যে মধ্যে টাকা কাপড় ইত্যাদি পাঠান! জারের দ্বারা গর্ভোৎপাদন অতি বিরল হইলে এ সকল ব্যবসায়ে লাভ হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। ফ্রান্স দেশে যত সন্তান প্রসূত হয় তাহার অষ্ট অংশের এক অংশ জারজ। আমাদের দেশেও আপন্না স্ত্রী (বিশেষতঃ সে যদি পতি, পুত্র ও বন্ধুহীনা হয়, তবে) কখন কখন অন্য পুরুষের আশ্রয়ে যায়; তাহাতে আপন জাতির মধ্যে সে পতিতা হয় না, কিন্তু গর্ভগ্রহণ করিলে অবশ্যই ত্যাজ্যা হয়। পরাশর এরূপ বলেন নাই যে আপন্না স্ত্রীর অন্য পুরুষ গ্রহণ করিতেই হইবে। করা না করা তাহার ইচ্ছা, তবে বিধিদ্বারা এই জানা যাইতেছে যে, করিলে সে ধ[illegible]হইবে না, এবং তাহার অনুষ্ঠিত অন্যান্য ধর্ম্মকর্ম্মও নিষ্ফল হইবে না। যে স্ত্রী সহমরণে ও ব্রহ্মচর্য্যে অশক্ত তাহারই পক্ষে অন্য পুরুষগ্রহণ ব্যবস্থা।

৬৪। অন্যান্য ঋষিবচন অবিকল উদ্ধৃত করিলে তাহার তাৎপর্য্যের ন্যূনাতিরেক বর্ণনা করাই যে পরাশরের অভিপ্রেত তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) পরিবিত্তিঃ পরীবেত্তা যয়া চ পরিবিদ্যতে।
সর্ব্বেতে নরকং যান্তি দাতৃযাজকপঞ্চমাঃ ॥

পরিবিত্তি, পরীবেত্তা, যে স্ত্রী লইয়া পরিবেদন করা যায়, দাতা এবং যাজক এই পাঁচ ব্যক্তিই নরকে যায় (পরিবেদন, জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে দারপরিগ্রহ)। পরাশরের এই বচন অবিকল ভার্গব বচন (৩ অ, ১৭২ শ্লোক)। পাঁচ ব্যক্তির পৃথক পৃথক প্রায়শ্চিত্ত বলিবার জন্যেই এই শ্লোক উদ্ধৃত। ভার্গব পাঁচ ব্যক্তির পক্ষেই চান্দ্রায়ণ ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু পরাশর লিখিয়াছেন।

দ্বৌকৃচ্ছ্রৌ পরিবিত্তেস্তু কন্যায়াঃ কৃচ্ছ্র এবচ।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রৌ দাতুশ্চ হোতা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥

(২) কুব্জ বামন ষণ্ডেষু গদ্গদেষু জড়েষু চ।
জাতান্ধে বধিরে মূকে ন দোষঃ পরিবেদনে ॥

এ শ্লোকটী লিখিত সংহিতা হইতে অবিকল উদ্ধৃত। ইহার পর শ্লোক উভয় ঋষির এক নহে। লিখিতশ্লোক এই

ক্লীবে দেশান্তরস্থেচ পতিতে ব্রজিতে পিবা।
যোগশাস্ত্রাভিযুক্তেচ ন দোষ পরিবেদনে॥

পরাশব বচন এই

পিতৃব্যপুত্রঃ সাপত্ন্যঃ পরনারীসুত*স্তথা।
দারাগ্নিহোত্র সংযোগে ন দোষঃপরিবেদনে॥

লিখিত দুই শ্লোকেই প্রায় বিবাহাযোগ্য জ্যেষ্ঠেব কথা বলিয়াছেন; পবাশর দ্বিতীয় শ্লোকে নির্দোষ জ্যেষ্ঠ কোন্ কোন্ স্থলে পরিবেদনীয তাহাই বলিয়াছেন

এখানে পাঠক দেখিবেন যে যে অধিকারের ধর্ম্ম স্পষ্টতঃ বলিবেন সে অধিকারের সকল ধর্ম্মই বলিবেন এই অভিপ্রায়েই পবাশর 'কুব্জ বামন ইত্যাদি' শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা না করিয়া লিখিত সংহিতায় শেষ শ্লোকেব বরাত বাখিলে লোকে মনে করিতে পারিত যে কেবল 'পিতৃব্যপুত্র ইত্যাদি' স্থলেই পরিবেদন কবা পবাশবের মত, কুব্জ বামনাদি স্থলে নহে। পরিবেদন স্থল সকল এই দুই শ্লোকেও নিঃশেষিত হয নাই এই জন্য অত্রি সংহিতাব অনুকবণ করিয়া পরাশর আর এক শ্লোক লিখিয়াছেন, যথা

জ্যেষ্ঠভ্রাতা যদা তিষ্ঠেদাধানং নৈর্বচিন্তয়েৎ।
অনুজ্ঞাতস্তু কুর্ব্বীত শংখস্য বচনং যথা॥

অত্রি বচন এই

জ্যেষ্ঠভ্রাতা যদানষ্টো নিত্যং রোগসমন্বিতঃ।
অনুজ্ঞাতস্তু কুর্ব্বীত শংখস্য বচনং যথা॥

৬৪। পবাশর পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিদিগের বচন কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া যখন নিজ সংহিতায় নিবেশিত কবিযাছেন, তখন সেই পরিবর্ত্তিত অংশটুকু দ্বারা

* পাঠক 'সাপত্ন্য' ও পবনারীসুত' এই দুই শব্দের অর্থ মনোযোগ পূর্ব্বক বুঝিবার চেষ্টা করিবেন। এক পুরুষের অনেক বিবাহিত পত্নীগণেব মধ্যে পৃথক পৃথক পত্নীতে জাত পুত্রের নাম সাপত্ন্য, কিন্তু পবনারীসুত শব্দে কখন বিবাহিত পত্নীতে জাত বোঝায় না, পবনারী বৈধরূপে গন্তব্যা হইলে তাহাতে যে সুত জন্মে তাহার নাম পরনারীসুত, অর্থাৎ 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি বচনে ধৃত আপন্নাতে জাতকেই পবনারীসুত বলা হইয়াছে। অবৈধগমনে অর্থাৎ কেবল দুষ্টব্যভিচারে পূর্ব্বে জন্মিলেও জ্যেষ্ঠ হয় না এবং পরিবেদন দোষেরও সম্ভাবনা থাকে না। গর্ভিণী পরস্ত্রী নির্ব্বাসিত হইলেও তৎসুত জ্যেষ্ঠ হইতে পারে ইহা পাঠক অনায়াসেই বুঝিবেন। আরও বিবেচ্য যে নির্ব্বাসিত করিবার আজ্ঞা পাতিজ্ঞাতিগণকেই দেওয়া হইয়াছে, আশ্রয়দাতা গর্ভিণীকে স্বীয় গৃহে রাখিলে কুণ্ডাখ্য বা গোলকাখ্য সুত লাভ করিতে পারে (৭৬ পরিচ্ছেদ দেখ)

জানাইয়াছেন যে মূল শ্লোকের তাৎপর্য্য কিরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। ইহারও উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) মৃতেভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যেব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ॥

ইতি মনুঃ (৫।১৬০)

পতি মরিলে সাধ্বস্ত্রী যদি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে তবে অপুত্রা হইলেও সে ঐ সকল ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গে গমন করে (অনেক সহস্র ব্রহ্মচারীগণ পুত্রোৎপাদন না করিয়াও যে স্বর্গে গিয়াছেন তাহা মনু ইহার পূর্ব্বে বলিয়াছেন)

পরাশর এই শ্লোক নিম্নলিখিত রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন।

মৃতে ভর্ত্তরি যানারী ব্রহ্মচর্য্যেব্যবস্থিতা।
সামৃতা লভতে স্বর্গং যথাতেব্রহ্মচারিণঃ॥

দেখা যাইতেছে যে 'সাধ্বী স্ত্রী'র স্থানে 'যা নারী' ও 'স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি'র স্থানে 'সা মৃতা লভতে স্বর্গং' লিখিত হইয়াছে। তাহাতে অর্থের পরিবর্ত্তন কি হইল দেখান যাইতেছে।

মনু সাধ্বীস্ত্রীর (অর্থাৎ যে কখন দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করে না, তাহার) পক্ষে বিধি দিতেছেন যে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে অন্তে স্বর্গলাভ করিবে। সাধ্বী ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য সম্ভবতঃ হইবে না, ইহা মনে করিয়াই তিনি এই কথা লিখিলেন এবং সাধ্বী স্ত্রীর অপুত্রা থাকিলেও পুন্নাম নরক দর্শনের ভয় নাই, এই জন্য বলিলেন যে পুত্রপ্রসব না করিয়া থাকে তাহাতেও ক্ষতি নাই*। পরাশর কেবল সাধ্বীস্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য লইলে স্বর্গ পাইবে একথা বলিলেন না। যে বিধবা ব্রহ্মচর্য্য করিবে সেই স্বর্গলাভ করিবে ইহাই বলিলেন। তাহাতেই বোঝা যাইতেছে যে পতিবর্ত্তমানে বৈধরূপে অন্যপতি গ্রহণ করিয়াও যদি পতি মরিলেই ব্রহ্মচর্য্য লয় তাহা হইলেও স্বর্গ পাইবে এই কথা বলাই তাঁহার অভিপ্রায়। অর্থাৎ পতি নষ্ট হইলে, প্রব্রজ্যা লইলে, ক্লীব হইলে এবং পতিত হইলে স্ত্রী যদি অন্যপতি করিয়া থাকে তথাপি স্বামীর মরণ হইলে যদি ব্রহ্মচর্য্য লয় তবে স্বর্গে যাইবে। অপুত্রা হইলেও হানি নাই,

* মনু যেখানে উপস্থিত শ্লোক লিখিয়াছেন সেখানে বিধবার সমস্ত কর্ত্তব্য বর্ণন করেন নাই। একপত্নীত্বই স্ত্রীদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম তাহাই এখানে কথিত হইয়াছে। সাধ্বীরা অপুত্রা হইলেও স্বর্গ পাইবে তাহাই বলা উদ্দেশ্য।

একথা বলিবার আর প্রয়োজন থাকিতেছে না, কেননা যে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিবে সেই স্বর্গে যাইবে একপ বলিলেই যাহার স্বর্গগমনে যে প্রতিবন্ধক ছিল তাহার সে প্রতিবন্ধক থাকিল না ইহাই বুঝা যায়।

পাঠক দেখিবেন যে পরাশর এই শ্লোকে 'তে' শব্দ কিরূপ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি ইহার পূর্ব্বে কোন ব্রহ্মচারীর বিষয়ে কিছুই বলেন নাই, সুতরাং এই 'তে' সর্ব্বনাম কাহারও পরিবর্ত্তে বসে নাই। তদ্ শব্দ কোন শব্দের স্থলে না বলিলে 'প্রসিদ্ধ' অর্থ জ্ঞাপনকই হইয়া থাকে, অতএব এখানেও সেই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। নিরপেক্ষ তদ্ শব্দের এই অর্থ নূতন নহে, ইহা চিরপ্রচলিত। পাঠক আরও জানিবেন যে 'তে ব্রহ্মচারিণঃ' অংশের 'প্রসিদ্ধাব্রহ্মচারিণঃ' এই অর্থে প্রয়োগ অন্যান্য (বিষ্ণাদি) সংহিতাতেও আছে।

(২) সহমরণ প্রশংসায় অঙ্গিরা দক্ষ ও পরাশর প্রায় একরূপ শ্লোকই লিখিয়াছেন, যথা

ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ।
তদ্বদ্ভর্ত্তারমাদায় তেনৈব সহ মোদতে॥

ইতি অঙ্গিরা।

ব্যালগ্রাহী যদা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ।
তথা সা পতিমুদ্ধৃত্য তেনৈব সহ মোদতে॥

ইতি দক্ষঃ।

ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ।
এবমুদ্ধৃত্যভর্ত্তারং তেনৈব সহ মোদতে॥

ইতি পরাশরঃ।

পাঠক এখানে দেখিবেন যে পরাশর অন্য দুই ঋষি অপেক্ষা তেজঃ করিয়া বলিলেন যে সহমৃতা স্ত্রী পতিত, সুতরাং নরকগামী পতিকেও স্বীয় পুণ্য বলে উদ্ধার করিবে। পরাশর 'বিল' শব্দ অপেক্ষা 'বল' শব্দের উপর অধিকতর বল দিয়াছেন।

বচনের মিল দেখাইতে গিয়া আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম তাহা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতেছে যে বিধবার স্বয়ং নিযুক্তহওয়া ব্রহ্মচর্য্য হওয়া ও সহমৃতহওয়া এই তিন প্রকার ধর্ম্ম দেখাইয়া পরাশর শেষের দুই প্রকারের

যথেষ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন। তাহাতেই দেখা যাইতেছে যে শেষের দুই কল্প অবলম্বনে অশক্তা স্ত্রীর পক্ষেই স্বয়ং নিযুক্ত হইবার বিধি দেওয়া হইয়াছে।

(৩) অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষাতু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অতঊর্দ্ধং রজস্বলা॥

ইতি অঙ্গিরা।

অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষাতু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎকন্যা অতঊর্দ্ধং রজস্বলা॥

ইতি পরাশরঃ।

এই দুই শ্লোকে যে কিঞ্চিন্মাত্র পার্থক্য আছে তাহা দ্বারা বোঝা যাইতেছে যে আট, নয় ও দশ বৎসর অতিক্রম করে নাই এমন বালিকাকে লক্ষ করিয়া অঙ্গিরা, এবং আট, নয় ও দশ বৎসর পূর্ণ করিয়াছে এমন বালিকাকে উদ্দেশ করিয়া পরাশর, বচন লিখিয়াছেন। এক জন দেশী হিসাবে ও অপর ব্যক্তি ইংরেজী হিসাবে বয়স গণনা করিয়াছেন। এই জন্যই কন্যা যে বয়সে অবশ্যদেয়া তদ্বিষয়ে দুই ঋষির মতের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। যথা

তস্মাৎ সম্বৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ।
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কালদোষতঃ॥

ইতি অঙ্গিরা।

প্রাপ্তেতু দ্বাদশেবর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যা পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্॥

ইতি পরাশরঃ।

(৪) অজ্ঞানাৎপ্রাশ্য বিণ্মূত্রং সুরাসংস্পৃষ্ট মেবচ।
পুনঃসংস্কারমর্হন্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ॥

ইতি মনুঃ (১১ অ ১৫০ শ্লোকে)

অজ্ঞানাৎপ্রাশ্য বিণ্মূত্রং সুরাং বা পিবতে যদি।
পুনঃ সংস্কারমর্হন্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ॥

ইতি পরাশরঃ।

এই দুই শ্লোকে যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে তাহা পাঠ করিলেই উপলব্ধ হয়, এজন্য বিশিষ্ট করিয়া লেখা গেল না।

মানবীয় শ্লোকের অনুকরণে লিখিবার পরাশরের আরও উদ্দেশ্য আছে। পুনঃসংস্কার কালে কোন্ কোন্ কর্ম্ম নিবর্ত্তিত হইবে তাহার গণনায় মনুর 'বপনং' শব্দস্থলে পরাশুর 'অজিনং' লিখিয়াছেন। আর মনু, স্ত্রী ও শূদ্র-জাতি বিড়াদি ভক্ষণ করিলে কি প্রায়শ্চিত্ত করিবে তাহা বলেন নাই। পরাশর সে বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, যথা

স্ত্রী শূদ্রস্য তু শুদ্ধ্যর্থং প্রাজাপত্যং বিধীয়তে।
পঞ্চগব্যং ততঃ কৃত্বা স্নাত্বা পীত্বা বিশুদ্ধ্যতি ॥

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে শ্লোক প্রায় অবিকল উদ্ধৃত হইলেও মন্তব্য লিখিবার প্রথা আছে।)

৬৮। আমাদের প্রবন্ধ এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে আমরা ঋষিদিগের সংহিতা লিখিবার অন্যান্য রীতির কথা, যাহা উল্লেখ করিয়াছিলাম তাহা সপ্রমাণ করিতে বিরত হইলাম। পাঠক দুই তিনখানি সংহিতা অভিনিবেশ-পূর্ব্বক পাঠ করিলেই সকলই জানিতে পারিবেন। এক্ষণে আমরা পুত্র বিষয়ে দুই চারি কথা বলিয়াই নিরস্ত হইব। আর পাঠক জানিবেন যে পুত্র প্রকরণে পূর্ব্বকথিত বিষয়সকলের প্রমাণ স্বরূপ যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাই লিখিব, তদতিরিক্ত কিছুই লিখিব না।

মনু ঔরস পুত্রের এই লক্ষণ করিয়াছেন:—

স্বে ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়াস্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধিযম্।
ত মৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিতম্ ॥

৯ অ ১৬৬ শ্লোক

আপনার বিবাহিতা ও সংস্কৃতা স্ত্রীতে আপনাদ্বারা উৎপাদিত পুত্রকে ঔরস বলিয়া জানিবে (এবং) এই পুত্রই শ্রেষ্ঠ।

এই লক্ষণ দ্বারা অন্য সকল প্রকার পুত্র হইতে ঔরসকে বিভিন্ন করা হইয়াছে। সুতরাং বলিতেই হইবে অন্য কোন পুত্রেতে এ লক্ষণ বর্ত্তে না। অক্ষতা পুনঃসংস্কৃতা পুনর্ভূতে দ্বিতীয় পতিদ্বারা উৎপাদিত পুত্র ঔরস নামধেয় হয় না কেন? সে সস্কৃতাতে জাত এবং যাহার দ্বারা সংস্কৃতা সেই গর্ভোৎপাদক; লক্ষণে আর একটা শব্দ আছে 'স্বক্ষেত্র'; পৌনর্ভব যদি দ্বিতীয় পতির স্বক্ষেত্রে জাত না হয় তাহা হইলেই ঔরস পুত্রের সহিত তাহার প্রভেদ উপস্থিত লক্ষণ দ্বারাই পাওয়া যায়। আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব যে এ অনুমান ভ্রান্তিমূলক নহে।

স্বক্ষেত্রে স্বয়মুৎপাদিত কিন্তু সংস্কারাতে উৎপন্ন নহে এমন পুত্র হয় সহোঢ নাহয় কানীন।

স্বক্ষেত্রে সংস্কৃতাতে জাত কিন্তু স্বয়মুৎপাদিত না হইলে পুত্র ক্ষেত্রজাদি* নানা সংজ্ঞা পায়।

যাজ্ঞবল্ক্য 'ঔরসো ধর্ম্মপত্নীজঃ' এই লক্ষণ করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা জানা ইয়াছেন যে পুনর্ভূ প্রভৃতি কখন ধর্ম্মপত্নী হইতে পারে না।

৬৭। পুনর্ভূর পুত্রের নাম পৌনর্ভব পুত্র। এই পৌনর্ভব যে কোন্ পিতার সম্বন্ধে পুত্র (অর্থাৎ তাহার জননীর কোন্ পতির পুত্র) তাহা নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। যদি ইহাই নিশ্চিত হয় যে পৌনর্ভবকে উৎপাদকের পুত্র না বলিয়া ঋষিগণ তাহাকে তাহার জননীর প্রথম বিবাহকের সন্তান বুঝিয়াছেন তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে পুনর্ভূগণের মধ্যে কাহারও কাহারও পুনঃ সংস্কারের কথা যে লিখিত আছে, সে কেবল তাহাদের পরস্পরের সংজ্ঞা নিরূপণ করিবার জন্যে, পুনর্ভূকে দ্বিতীয় পতির স্বক্ষেত্র করিবার নিমিত্ত নহে।

নারদ পুনর্ভূ ও স্বৈরিণীদিগের পুত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—

অপত্যমুৎপাদয়িতুস্তাসাং যাঃ শুল্কতো হৃতাঃ।
অশুল্কোপহৃতা যা তু ক্ষেত্রিকস্যৈব তৎফলম্॥

যে স্ত্রীরা শুল্কদ্বারা সংগৃহীতা তাহাদের অপত্য উৎপাদকের, আর যাহারা শুল্কদ্বারা আহৃতা নহে তাহাদের অপত্য ক্ষেত্রিকেরই; অর্থাৎ দ্বিতীয় পতি যদি স্ত্রীকে অর্থ দ্বারা ক্রয় করে তবে সেই স্ত্রীতে উৎপন্ন অপত্য তাহারই হইবে, আর যদি অর্থ দ্বারা স্ত্রীকে ক্রয় না করে তবে উৎপন্ন সন্তান পূর্ব্ব স্বামীর† হইবে। পাঠক এখানে 'ক্ষেত্রিকস্য' পদের ব্যবহার দেখিবেন। ইহা দ্বারাই জানা যাইতেছে যে সাত প্রকার পরপূর্ব্বা স্ত্রীর মধ্যে কোনটীই দ্বিতীয় পতির ক্ষেত্র অর্থাৎ স্বক্ষেত্র নহে। সুতরাং পুনঃসংস্কারাদি কেবল আড়ম্বর মাত্র। সে সংস্কার পাণিগ্রহণমন্ত্রবর্জিত। তাহাতে অগ্নির নিকট হইতে স্ত্রীকে যাচ্ঞা করিয়া লইয়া 'স্বক্ষেত্র করা হয় না‡।

---

* ক্ষেত্রজ, পৌনর্ভব, জারজ ইত্যাদি।

† নারদের চতুর্থ স্বৈরিণীতে জাত পুত্র দ্বিতীয় পতির পুত্র। আর ছয় প্রকার পরপূর্ব্বাতে উৎপন্ন পুত্র প্রায়ই ক্ষেত্রিকের অর্থাৎ পূর্ব্বস্বামীর। ঋষিবাক্যে এরূপ স্পষ্ট বিধান থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি কেন পৌনর্ভব পুত্রকে দ্বিতীয় পতিরই পুত্র বলিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

‡ আর দানদ্বারা বা প্রথম অধিকারদ্বারা স্ত্রীকে যে স্বক্ষেত্র করা হয়, তাহাও পরপূর্ব্বা পতি করিতে পারে না। কেননা স্ত্রী দ্বিতীয়বার দত্তা হয় না ও দ্বিতীয় পতির পূর্ব্বে অবশ্যই একজন স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়াছিল।

যাঁহারা মানেন যে অর্জ্জুন বিধবা নাগরাজসুতা উলুপীকে পুনর্ব্বিবাহ করিয়া তাহাতে পুত্রোৎপাদন করেন তাঁহারা এক্ষণে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে মহাভারতে ঐপুত্র কিনিমিত্তে পরক্ষেত্রোৎপন্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে, এবং উহাকে কিনিমিত্ত ঔরসপুত্র (পুত্রমৌরসম্)বলা হইযাছে। সে অর্জ্জুনের পৌনর্ভবপুত্র বা অন্য কোন প্রকার শাস্ত্রীয় পুত্র নহে। অর্জ্জুন তাহার সম্বন্ধে কেবল উৎপাদক। অর্জ্জুনের পুত্র বলিতে হইলে তাঁহার বীর্জ্যে উৎপন্ন বলিয়া ঔরস (অর্থাৎ গৌণ ঔরসই) বলিতে হয়। অর্জ্জুনের সম্বন্ধে ইরাবান্‌কে পুত্র বলিবার উপায় নাই বলিয়াই ঋষি ঔরস শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, নতুবা কেবল পুত্র লিখিয়াই চুপ করিতেন কেননা এ স্মৃতির পুত্রপ্রকরণের স্থল নহে। অর্জ্জুনের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল এবং মরিলে অর্জ্জুন শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন এই জন্যেই ইরাবান্‌কে অর্জ্জুনের পুত্র বলা হইয়াছে। কিন্তু এই দৃষ্টান্ত থাকাতে কেহ মনে করিবেন না যে কলিকালে পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্রসম্মত, কেননা

প্রথমতঃ মহাভারতে অনেক অশাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান দেখা যায; এক স্ত্রীর একদা বহুপতিগ্রহণ, বৃহস্পতি কর্তৃক দ্বাপরে ও কলিযুগে নিয়োগ নিষিদ্ধ হইলেও নিয়োগ দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রাদির উৎপত্তি ইত্যাদি ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ অর্জ্জুন দ্বাপর ও কলি এই দুই যুগের সন্ধিতে ঐ বিবাহ করিযাছিলেন, সুতরাং সেই সময়ে দ্বাপর যুগের ব্যবহারের প্রচলিত থাকিবার সম্ভাবনা ছিল।

তৃতীয়তঃ পৃথিবীতে তখন শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া কলি সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হয়েন নাই।

চতুর্থতঃ অর্জ্জুন তেজোবিশেষবিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহার ব্যবহার অনুকরণ করা অন্য লোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে। আমরা একটীমাত্র উদ্ধৃত করিলাম।

দৃষ্টো ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাং।
তেষাং তেজোবিশেষেণ প্রত্যব্যয়ো ন বিদ্যতে ॥

ইতি আপস্তম্বঃ।

পঞ্চমতঃ নাগ কন্যার পুনর্ভূ হওনের দৃষ্টান্ত হইলেও এটী আর্য্যার পুনর্ব্বিবাহের উদাহরণ নহে।

পুনর্ভূপুত্র কোন্ পিতার পুত্র ভার্গব তাহা বলেন নাই। স্ত্রী আপন ইচ্ছায় পুনর্ভূ হইয়া যে পুত্র উৎপন্ন করে তাহার নাম পৌনর্ভব কেবল এই লিখিয়াছেন। তবে ঔরস ও পৌনর্ভব পুত্রের মাতৃহস্তগত ধন লইয়া বিবাদের কথা বলিয়াছেন

দ্বৌতু যৌ বিবদেয়াতাং দ্বাভ্যাংজাতৌ স্ত্রিয়াধনে।
তয়োর্যদ্যস্য পিত্র্যং স্যাত্তৎস গৃহ্লীত নেতরঃ॥

৯ অ ১৯১ শ্লোক।

ইহা দ্বারা কথঞ্চিৎ অনুমিত হইতে পারে যে পৌনর্ভব প্রথম পতির পুত্র, কেননা তাহা না হইলে তাহার জননীর প্রথম পতির ধনে তাহার অধিকার সম্ভবিতেই পারিত না, এবং সে সম্ভাবনার নিরাকরণেরও প্রয়োজন হইত না*।

কোন্ পিতার সম্বন্ধে পুত্র, বিষ্ণু নয়টী পুত্রস্থলে তাহা স্পষ্টাভিধানে বলিয়া কেবল ঔরস ক্ষেত্রজ ও পৌনর্ভবস্থলে তাহা বলেন নাই। ইহাতে কি বোঝা যাইতেছে না যে, পৌনর্ভব ঔরস ও ক্ষেত্রজের ন্যায় পাণিগ্রাহকেরই পুত্র। বিষ্ণুর 'অনৌরসেষু পুত্রেষু জাতেষুচ মৃতেষুচ। পরপূর্ব্বাসু ভার্য্যাসু প্রসূতাসু মৃতাসুচ॥' বচন দ্বারাও ব্যক্ত হইতেছে যে পৌনর্ভব প্রথম ভর্ত্তারই পুত্র যেহেতু তাহা না মানিলে ঋষি বাক্যে দ্বিরুক্তি হইয়া পড়ে। পৌনর্ভব অবশ্যই ঔরসেতর পুত্র। সে যদি দ্বিতীয় ভর্ত্তার পুত্র হইত তাহা হইলে তাহার জন্মে ৩ দিন অশৌচ হইবে একথা বলিয়া ঋষি আবার কখনই বলিতেন না যে পরপূর্ব্বাভার্য্যা প্রসব করিলেও ঐরূপই অশৌচ। পৌনর্ভবের জন্মে তাহার জননীর দুই ভর্ত্তারই তিন দিন অশৌচ হয় বিষ্ণু ইহাই বলিলেন।

---

* ভার্য্যাও যে স্বরূপতঃ প্রথম বিবাহকের ভিন্ন অন্যের হইতে পারে না তাহা মনু লিখিয়াছেন

পৃথোরপীমাং পৃথিবীং ভার্য্যাং পূর্ব্ববিদো বিদুঃ।
স্থানুচ্ছেদস্য কেদারমাহুঃ শল্যবতো মৃগম্॥

তবে 'দ্বৌতু যৌইত্যাদি' শ্লোক দ্বারা পুনর্ভূপতিকে যে পৌনর্ভব পুত্রের পিতা বলা হইয়াছে সে কেবল উৎপাদক অর্থেই বলা হইয়াছে। ক্ষেত্রজেরও উৎপাদককে মনু ক্ষেত্রজের পিতা বলিয়াছেন

যদ্যেকরিক্থিনৌ স্যাতা মৌরসক্ষেত্রজৌ সুতৌ।
যস্য যৎপৈতৃকং ঋক্থং স তদ্গৃহ্লীত নেতরঃ॥

৯ অ ১৬২ শ্লোক।

৬৮। সংস্কৃতা পুনর্ভূর পুত্রকে আধুনিকের মধ্যে কেহ কেহ ঔরসপুত্র বলিয়াছেন। সে মত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, কেননা

প্রথমতঃ পুনর্ভূ ধর্ম্মপত্নীই হইতে পারে না এবং ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত ব্যতীত ঔরস পুত্র হয় না তাহা যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ পুনঃসংস্কৃতাপুনর্ভূপুত্রকে যাজ্ঞবল্ক্য ঔরস হইতে পৃথক করিয়া স্পষ্টতঃ পৌনর্ভব বলিয়াছেন, যথা

অক্ষতায়াংক্ষতায়াম্বা জাতঃ পৌনর্ভব স্তথা।

এখানে ইহা মনে করা কর্ত্তব্য যে যাজ্ঞবল্ক্য পুনঃসংস্কৃতা ব্যতীত অন্যকে পুনর্ভূ বলিয়া স্বীকার করেন নাই 'অক্ষতা বা ক্ষতাচৈব পুনর্ভূ সংস্কৃতা পুনঃ,' সুতরাং তাঁহার মতে পৌনর্ভব পুত্র কেবল পুনঃসংস্কৃতাতেই জাত।

তৃতীয়তঃ পুনঃসংস্কৃতার পুত্রকে পৌনর্ভব না বলিতে পারিলে তাহার পুনর্ভূ সংজ্ঞা করাই মিথ্যা। নারদাদি যে পুনর্ভূর পরিভাষা করিয়াছেন, সে কি অনর্থক করিয়াছেন? অযোগ্য পাত্রে দত্তা কন্যা যোগ্যপতি লাভ করিলে কেনই বা পুনর্ভূ হয় না ?

চতুর্থতঃ পৌনর্ভব পুত্রের জননীর পুনঃসংস্কারের ইঙ্গিত করিয়াও মনু পৌনর্ভবকে অতি অপকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহাকে দশম স্থান হইতে প্রথম স্থানে সন্নিবেশিত করিলে মন্বর্থবিপরীত কার্য্য করা হয়, যেহেতু ইহা দ্বারা কেবল সংজ্ঞা পরিবর্ত্তন করা হয় এমত নহে, পৌনর্ভবের ক্ষেত্রজাদির পূর্ব্বে ধন গ্রহণ করিবার অধিকার জন্মে।

পঞ্চমতঃ পুনর্ভূ সংস্পর্শে তাহার পতিই পৌনর্ভব ভর্ত্তা নাম পাইয়াছে; পুত্র যে পৌনর্ভব হইবে তাহাতে বিচিত্রতা কি? পুনর্ভূ হেয়া, তাহাকে পরপূর্ব্বা কহে; তাহার পতি হেয়, সে পরপূর্ব্বাপতি এবং হব্যকব্যে বঞ্চিত। তবে এতদুভয়ের উৎপাদিত কিরূপে সহসা মাননীয় হইবে।

ষষ্ঠতঃ পুনর্ভূ কখন দ্বিতীয় পতির স্বক্ষেত্র হয় না, কিন্তু স্বক্ষেত্রে জাত না হইলে পুত্র কখনই ঔরস নামধেয় হইতে পারে না; অতএব বলিতেই হইবে পুনর্ভূপুত্র কখন ঔরস সংজ্ঞা পায় না।

সপ্তমতঃ উৎপাদকের অর্থাৎ দ্বিতীয় পতির সম্বন্ধে পৌনর্ভব পুত্র নামই অপ্রসিদ্ধ। সে তাহার জননীর প্রথম ভর্ত্তারই পুত্র; কিন্তু প্রথম ভর্ত্তার স্বয়মুৎপাদিত নহে। সুতরাং সে কখনই ঔরস পুত্র হইতে পারে না।

অবশেষে ইহা বাক্তব্য যে যদি কোন ঋষি পৌনর্ভব পুত্রকে ঔরসের মধ্যে পরিগণিত করিয়া থাকেন তবে তাঁহার সে অভিপ্রায়ে পরিভাষারও বর্ত্তমান থাকা নিতান্ত সম্ভবপর, কেননা পূর্ব্বপ্রচলিত শব্দের পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কোন্ শব্দ কোন্ নূতন অর্থে ব্যবহৃত হইল তাহা জানাইবার জন্যে পরিভাষা করা কর্ত্তব্য এবং রীতি। কিন্তু যাঁহারা একূপ বিশ্বাস করেন যে পৌনর্ভব একপ্রকার ঔরসপুত্র তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই সে পরিভাষা দর্শাইতে পারেন নাই। সুতরাং অগত্যা স্বীকার করিতেই হইবে যে উক্ত দুই প্রকার পুত্রের মধ্যে পার্থক্য আছে। পরাশরগ্রন্থে পৌনর্ভব পুত্রের উল্লেখ নাই কেন তাহা আমরা পরে দেখাইব।

৬৯। অতঃপর ক্ষেত্রজ পুত্র। কিন্তু ক্ষেত্রজসম্বন্ধে যে সকল শাস্ত্রাদি আছে তৎসমুদায়ের পর্য্যালোচনার পূর্ব্বে ক্ষেত্রগত ও বীজগত ধর্ম্মের মীমাংসা করা আবশ্যক। যদি একের বিবাহিত স্ত্রীতে অন্যের দ্বারা পুত্র উৎপাদিত হয় তাহা হইলে সে পুত্র কাহার হইবে? ক্ষেত্রস্বামীর কিম্বা উৎপাদকের? এ বিষয়ে শ্রুতিতেও মতভেদ আছে। মনু স্বয়ংই বলিয়াছেন

ভর্ত্তুঃ পুত্রং বিজানন্তি শ্রুতি দ্বৈধন্তু ভর্ত্তরি।
আহুরুৎপাদকঙ্কে চিদপরে ক্ষেত্রিণং বিদঃ * ॥

৯ অ ৩২ শ্লোক।

যেখানে শ্রুতিদ্বৈধ সেখানে দুইই ধর্ম্ম এবং দুই ধর্ম্মকেই মনু সমান আদর করিবেন ইহা তিনি পূর্ব্বে লিখিয়াছেন।

শ্রুতিদ্বৈধন্তু যত্রস্যাৎ তত্র ধর্ম্মাবুভৌ স্মৃতৌ
উভাবপিহি তৌ ধর্ম্মৌ সম্যগুক্তৌ মনীষিভিঃ ॥

২ অ ১৪ শ্লোক।

এই জন্যই মনু পুত্র প্রকরণের উপক্রমে পরপুরুষজাত পুত্রকে ক্ষেত্রিকের ও উপসংহারে ঐরূপ সন্তানকে উৎপাদকের বলিয়াছেন। উপক্রমে বীজের উৎকর্ষ বিধান করিয়াও উৎপন্ন সন্তানে যে ক্ষেত্রিকেরই অধিকার তাহা জানাইবার জন্যে বহুসংখ্যক শ্লোক লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে তিনটীমাত্র উদ্ধৃত হইতেছে:—

---

* এ শ্লোক পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাতেও প্রথম পতিকে ক্ষেত্রিক ও অন্য পুরুষকে উৎপাদক মাত্র বলা হইয়াছে।

যথা গোশ্বোষ্ট্রদাসীষু মহিষ্য জাবিকাসু চ।
নোৎপাদকঃ প্রজাভাগী তথৈবান্যাঙ্গনাস্বপি ॥

৯ অ ৪৮ শ্লোক।

ফলন্ত্বনভিসন্ধায় ক্ষেত্রিণাং বীজিনান্তথা।
প্রত্যক্ষং ক্ষেত্রিণামর্থো বীজাদ্যো নির্গরীয়সী ॥

৯ অ ৫২ শ্লোক।

ওঘবাতাহৃতং বীজং যস্য ক্ষেত্রে প্ররোহতি।
ক্ষেত্রিকস্যৈব তদ্বীজন্ন বপ্তা লভতে ফলম্ ॥

৯ অ ৫৪ শ্লোক।

যেমন গাভী প্রভৃতি স্ত্রীপশুতে অন্যের পুংপশু দ্বারা উৎপন্ন বৎসাদি গাভীস্বামীরই হয় তদ্রূপ পরস্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান উৎপাদকের না হইয়া ক্ষেত্রিকেরই হয়।

'উৎপন্ন সন্তান উভয়েরই হইবে' এরূপ চুক্তি না থাকিলে পরস্ত্রীতে জাত সন্তান ক্ষেত্রিকেরই হইবে কেননা বীজ অপেক্ষা ক্ষেত্র গৌরবান্বিত।

জলবেগ ও বায়ুদ্বারা তাড়িত বীজ যাহার ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয় সেই (ক্ষেত্রস্বামীই) সে ফল লাভ করে, বপনকারী পায় না।

এই সকল শাস্ত্র দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে যে পরস্ত্রীতে* জাত সন্তান ক্ষেত্রিকের। কিন্তু পুত্র প্রকরণের উপসংহারকালে শ্রুতির গৌরব রক্ষার্থে মনুই লিখিয়াছেন।

যএতেঽভিহিতাঃপুত্রাঃ প্রসঙ্গাদন্যবীজজাঃ।
যস্যতে বীজতোজাতাস্তস্য তে নেতরস্য তু ॥

৯ অ ১৮১ শ্লোক।

---

* অর্থাৎ নিযুক্তাতে, অনিযুক্তাতে, ব্যভিচারিণীতে ও পুনর্ভূতে জাত পুত্র ক্ষেত্রীর পুত্র। অর্থাৎ ক্ষেত্রজ গূঢ়োৎপন্ন জারজ পৌনর্ভব প্রভৃতি পুত্র পাণিগ্রাহকের পুত্র উৎপাদকের নহে

প্রসঙ্গক্রমে যে সকল অন্যবীজজ পুত্রের* উল্লেখ করা গেল তাহারা যাহার বীজেতে জাত তাহারই পুত্র ইতরের নহে (অর্থাৎ তাহারা উৎপাদকের পুত্র ক্ষেত্রিকের নহে)

এখানে 'অন্য বীজজ' এই শব্দ আছে বলিয়া আমাদিগের বিবেচনা হইতেছে যে পতি ভিন্নপুরুষদ্বারা উৎপাদিত পুত্রগণকে মনু উৎপাদকের পুত্র বলিতেছেন। এই অর্থই অন্যান্য ঋষিসম্মত। একপ অর্থ না করিলে অর্থাৎ কুল্লুকভট্টের ন্যায় এ শ্লোককে ক্ষেত্রজ বৃথোৎপন্নাদি কেবল অন্যবীজজপুত্রবিষয়ক না করিয়া ঔরসেতর যথোদিত একাদশ প্রতিনিধিপুত্রবিষয়ক করিলে অর্থ সঙ্গতি হয় না, + কেননা এই একাদশ পুত্রের মধ্যে ক্ষেত্রজাদি অন্য বীজজের সঙ্গে স্ববীজজ শৌদ্রাদিও আছে এবং শৌদ্রাদির দুই পিতা অসম্ভব। আপনার কৃত ব্যাখ্যা সকলপ্রকার প্রতিনিধি পুত্রের পক্ষে পরিণত করিতে না পারিয়া কুল্লুক 'নেতরস্য তু' এই শ্লোকাংশটুকুর ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হইয়া উপস্থিত বচনকে 'ঔরস সত্ত্বে প্রতিনিধি পুত্র করিবে না' এইরূপ তাৎপর্য্যবোধক নিষেধ বিধি বলিয়াছেন। এবং তাহার পোষক প্রমাণের জন্যে নিম্নলিখিত বৃদ্ধবৃহস্পতি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন

আজ্যং বিনা যথা তৈলং সদ্ভিঃ প্রতিনিধিং কৃতং।
তথৈকাদশ পুত্রাস্তু পুত্রিকৌরসয়োর্ব্বিনা॥

কিন্তু বিবেচনা করেন নাই যে ইহাতে নিষেধবোধক কোন শব্দ নাই, বরং সদ্ভিঃশব্দ দ্বারা একপ প্রতিনিধি করা যে শিষ্টব্যবহার তাহা জ্ঞাপিত হইয়াছে। বস্তুতস্তু বৃদ্ধবৃহস্পতি বচন নিম্ন লিখিত মানব শ্লোকের অনুবাদ মাত্র।

ক্ষেত্রজাদীন্ সুতানেতানেকাদশ যথোদিতান্।
পুত্রপ্রতিনিধীনাহুঃ ক্রিয়ালোপান্মনীষিণঃ॥

৯ অ ১৮০ শ্লোক।

---

* শ্লোকের 'অভিহিত' শব্দের স্থানে কেহ কেহ 'অবিহিত' পাঠ স্থির করিয়া ব্যাখ্যা করেন যে 'ঔরস বর্ত্তমানে অন্য পুত্র গ্রহণ অবিহিত অর্থাৎ অশাস্ত্রীয়'। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে 'অবিহিত' পাঠ অশ্রদ্ধেয় হয়, কারণ মনু এখানে পূর্ব্ব বিধির স্মরণ করিয়া বলিতেছেন কিন্তু কোন পূর্ব্ব বিধিতে তিনি ক্ষেত্রজাদিকে অবিহিত পুত্র বলেন নাই।

+ শ্লোকে ন্যস্ত প্রসঙ্গাৎ শব্দের বলে বরং এই ব্যাখ্যা করা যায় যে যথোদিত একাদশ পুত্রের অতিরিক্ত যে সকল অন্যবীজজ পুত্র উক্ত হইয়াছে (অর্থাৎ নিযুক্তায় জাত দ্বিতীয়াদি পুত্র, বৃথোৎপন্ন এবং অন্যান্য জারজ ও কামজ পুত্র) তাহারা উৎপাদকের।

পাঠকগণ আরও দেখিবেন যে দত্ত, স্বয়ংদত্ত প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মদাতার স্বক্ষেত্রেই উৎপন্ন হয়, এবং দানাদির বলে দ্বিতীয় ব্যক্তির পুত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে বীজ এবং ক্ষেত্রের পরস্পর বলবত্তার নির্ণয় করার প্রয়োজন ছিল না।

পরস্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান বীজীর কি ক্ষেত্রীর, বশিষ্ঠ তাহা মীমাংসা করেন নাই। প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া উভয় পক্ষই সমর্থন করে, এইরূপ প্রমাণই দর্শাইয়াছেন। তিনি প্রশ্ন এইরূপে লিখিয়াছেন 'ক্ষেত্রিণঃ পুত্রো জনয়িতুঃ পুত্র ইতি বিবদন্তে' এবং তাহার উত্তরে 'তত্রোভয়থাপ্যুদাহরন্তি' এই কথা বলিয়া দুই প্রকার প্রমাণেরই উল্লেখ করিয়াছেন। না করিয়াই বা কি করেন? বেদে যাহা লিখিত আছে তাহার অন্যথা কে করিতে পারে?

এ বিষয় লইয়া আমাদের সবিস্তার আন্দোলন করিবার অভিপ্রায় এই যে, ইহা দ্বারা পাঠক জানুন যে, যখন মনু স্বয়ংই পরক্ষেত্রোৎপন্ন সন্তানের পিতৃত্বসম্বন্ধে অব্যবস্থিতচিত্ত, এবং শ্রুতিতেও যখন এ বিষয়ে দুই মত আছে, তখন পুত্রপ্রকরণে অন্যান্য ঋষিদিগের মতের অনৈক্য থাকিবার বিচিত্রতা নাই। আমরা ইচ্ছা করিলেই দেখাইতে পারি যে, মনুর মতের সঙ্গেও এ স্থলে কোন কোন ঋষির মতের কিঞ্চিৎ অনৈক্য আছে। কিন্তু আমাদিগের তাহাতে আস্থা নাই। তবে যেখানে আমাদিগের কৃত মীমাংসার সমর্থনের জন্যে অনৈক্য দেখাইবার প্রয়োজন হইবে, সেখানে অবশ্যই দেখাইতে হইবে। পাঠক সে সামান্য অনৈক্য দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। অনৈক্যের অবশ্যম্ভাবিত্ব মনুদ্বারাই সূচিত হইয়াছে।

৭০। মনু ক্ষেত্রজ পুত্রের এই লক্ষণ করিয়াছেন।

> যস্তল্পজঃ প্রমীতস্য ক্লীবস্য ব্যাধিতস্য বা।
> স্বধর্ম্মেণ নিযুক্তায়াং স পুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্মৃতঃ॥
>
> ৯অ ১৬৭ শ্লোক।

যে স্বধর্ম্মে নিযুক্তা মৃতপত্নী, ক্লীবপত্নী বা ব্যাধিতপত্নীতে জাত, তাহাকে ক্ষেত্রজ পুত্র বলি।

আমরা বোধ করি, পাঠকবর্গকে জানাইতে হইবে না যে, টীকাকারেরা 'স্বধর্ম্মেণ' শব্দের অর্থ 'ঘৃতাভ্যক্তত্বাদি-নিয়োগ-ধর্ম্মেণ' * এইরূপ করিয়া-

* টীকাকারেরা মনুর নিয়োগপ্রকরণোক্ত শ্লোক ও পর যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এখানেও

ছেন। তাঁহারা নিশ্চিত করিয়াছেন যে, শাস্ত্রে কেবল এক প্রকার নিযুক্তার কথাই আছে এবং তাহাতে গমন করিতে হইলে পুরুষের ঘৃতাক্তাদি নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়। কিন্তু তাঁহাদিগের বুদ্ধিতে ইহা আইসে নাই যে, তাহা হইলে কেবল নিয়োগাধিকারে ঘৃতাক্তাদি নিয়মবিধি * উক্ত হইত; যেখানে নিযুক্তার কথা সেইখানেই বিশেষণদ্বারা কিরূপে নিযুক্তা বলিবার আবশ্যকতা থাকিত না। বিশেষণ প্রয়োগ করিলেই অবিশিষ্ট নিযুক্তার সম্ভাবনা সূচিত হয়। স্বধর্ম্মেণ নিযুক্তা ও অস্বধর্ম্মেণ নিযুক্তা কাহাকে বলে তাহা আমরা প্রকাশ করিতেছি। পাঠক মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

স্বধর্ম্ম শব্দের যৌগিক অর্থ স্বীয় বা আপন ধর্ম্ম। সাধারণতঃ আর্য্যজাতির পক্ষে ইহা বেদ সম্বন্ধীয় ধর্ম্মকে বুঝায়; বেদ সম্যক অধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্মনিরূপণ করতঃ তদ্ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়। ইহা আমাদের স্বকপোলকল্পিত কথা নহে। মনুগ্রন্থেই ইহার প্রমাণ আছে।

(১) সর্ব্বন্তু সমবেক্ষ্যেদমিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা।
শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ॥

২অ, ৮ শ্লোক।

সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞানচক্ষু দ্বারা পর্য্যালোচনা করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি শ্রুতিপ্রমাণকে প্রধান মানিয়া স্বধর্ম্মে নিবেশ করিবে।

(২) ব্রাহ্মস্য জন্মনঃ কর্ত্তা স্বধর্ম্মস্য চ শাসিতা।
বালোপি বিপ্রো বৃদ্ধস্য পিতা ভবতি ধর্ম্মতঃ॥

২অ ১৫০ শ্লোক।

তাহার সহিত মিল রাখিয়া 'ঘৃতাভ্যক্তত্বাদিনিয়োগধর্ম্ম' শব্দের ঘৃতাক্তাদিনিয়োগধর্ম্মবিশিষ্ট' এই অর্থ, এবং 'ঘৃতাভ্যক্তাদিনিয়োগধর্ম্মেণ নিযুক্তা' এই অংশটুকুর 'ঘৃতাক্তাদিনিয়োগধর্ম্ম বিশিষ্ট পুরুষের সহিত নিযুক্তা' এই ব্যাখ্যা করিতে চাহেন, ইহা আমরা অনুমান করিয়া লইলাম। এ অর্থ যে অসঙ্গত তাহা আমরা পরে দেখাইব।

* যে নিয়মবিধি অবশ্য প্রতিপাল্য, তাহা পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করিতে হয় না। অপূর্ব্ব পরিসংখ্যাদি বিধিজ্ঞাপক কোন শব্দ বা বাক্য প্রয়োগ করিলেই নিয়মবিধি স্বতঃই উপস্থিত হয়।

কেননা সে আর্য্যমাত্রেরই নিজধর্ম্ম।

যে বিপ্র ব্রাহ্মজন্মের কর্ত্তা, এবং বেদবিহিত ধর্ম্মের উপদেষ্টা, তিনি অল্প বয়স্ক হইলেও ধর্ম্মতঃ বৃদ্ধের (যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে উপদেশ দেন তাহার) পিতা হয়েন। টীকাকারেরাও এখানে 'স্বধর্ম্ম' শব্দের 'বেদমূলক ধর্ম্ম' অর্থ করিয়াছেন। বাস্তবিক এখানে স্বধর্ম্ম শব্দে যৌগিক অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না, কেননা (সে অর্থ ধরিলে) অন্যের স্বধর্ম্ম বিষয়ে কোন ব্যক্তিই উপদেশ দিতে সক্ষম হয়েন না। একমাত্র স্বধর্ম্ম যে সকলেরই মান্য তাহারই আভাষ এখানে দেওয়া হইয়াছে। ব্যক্তিবিশেষে পৃথক স্বধর্ম্মের উল্লেখ করা হয় নাই।

(৩) তম্প্রতীতং স্বধর্ম্মেণ ব্রহ্মদায়হরম্পিতুঃ।
স্রগ্বিণন্তল্প আসীন মর্হয়েৎ প্রথমঙ্গবা॥

৩অ, ৩ শ্লোক।

স্বধর্ম্মে খ্যাত পিতা হইতে ব্রহ্মরূপদায়গ্রহণকারী সেই ব্রহ্মচারীকে মালায় বিভূষিত করিয়া ও শয্যায় উপবেশন করাইয়া গোসাধন মধুপর্ক দ্বারা পূজা করিবে।

এই শ্লোকের 'তং' শব্দ ইহার পূর্ব্ববচনে লিখিত 'অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্য' শব্দের স্থলে বসিয়াছে, সুতরাং 'স্বধর্ম্মেণ প্রতীত' এই অংশটুকুর অর্থ 'ব্রহ্মচারিধর্ম্মানুষ্ঠানেন খ্যাত' হইতে পারে না। যে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে খ্যাত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অন্য কোন্ গুণ থাকিলে তাহার প্রতি কি ব্যবহার করিতে হইবে, এ শ্লোকে তাহাই কথিত হইতেছে। তবে আবার তাহাকে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে খ্যাত বলিবার প্রয়োজন কি? অতএব বলিতেই হইবে যে, 'স্বধর্ম্মেণ প্রতীত' এই শ্লোকাংশের "ব্রহ্মচর্য্যে খ্যাত' এ অর্থ নহে। ইহা দ্বারা 'বেদের মর্ম্ম অবগত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ খ্যাত' * এই অর্থই বুঝাইতেছে।

স্বধর্ম্মেণ শব্দের অর্থ ধর্ম্মেণ শব্দের অর্থের সহিত তুলনা করিলে আরও

---

* কেবল ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিলে শ্লোকোক্তরূপে পূজার্হ হইতে পারে না এবং বিবাহও করিতে পারে না। এ কারণেও এখানে স্বধর্ম্ম শব্দের অর্থ ব্রহ্মচর্য্য হইতে পারে না। এবং 'ব্রাহ্মস্য জন্মনঃ কর্ত্তা ইত্যাদি' শ্লোকেও ব্রাহ্মজন্মের কর্ত্তাকে স্বধর্ম্মের শাসিতা হইতে স্পষ্টতঃ ভিন্ন করা হইয়াছে। উপস্থিত শ্লোকে বিবাহযোগ্য পুরুষের প্রতি কিরূপ সৎকার করিবে তাহাই কথিত হইয়াছে। অন্ততঃ এক বেদ অধ্যয়ন না করিলে বিবাহার্হ হয় না, ইহা মনু পূর্ব্বে বলিয়াছেন।

সুস্পষ্ট হইয়া আইসে। ভার্গব বক্ষ্যমাণ শ্লোকে 'ধর্ম্মেণ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

ভ্রাতুর্ম্মৃতস্য ভার্য্যায়াং যোঽনুরজ্যেত কামতঃ।
ধর্ম্মেণাপি নিযুক্তায়াং স জ্ঞেয়ো দিধিষূপতিঃ॥

৩ অ ১৭৩ শ্লোক।

ধর্ম্মেণ নিযুক্তা বিধবাতেও দেবর যদি কামান্ধ হইয়া উপগমন করে তবে তাহাকে দিধিষূপতি কহে।

পাঠকবর্গকে আর বলিতে হইবে না যে, এখানেও টীকাকারেরা 'ধর্ম্মেণ' শব্দের অর্থ নিয়োগধর্ম্মেণ' করিয়াছেন, কিন্তু অনবধান বশতঃ ব্যাখ্যায় যে দোষ পড়িয়াছে তাহা দেখেন নাই। 'নিয়োগধর্ম্মোপি নিযুক্তায়ং' ইহা বলিলে যে নিয়োগে নিয়ম বিধি প্রতিপালনকারিণী স্ত্রীকেই বুঝায়, ঘৃতাক্তাদি পুরুষকে বুঝায় না, তাহা অনুধাবন করেন নাই। ঋষিরা কেবল পুরুষের পক্ষেই নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন; স্ত্রীর পক্ষে কোন নিয়মের উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং টীকাকারদিগের ব্যাখ্যা আদরণীয় নহে। আর এক কথা, 'নিয়োগ ধর্ম্মেণ নিযুক্তা' বলিলেই যে নিয়োগ ধর্ম্মেণ নিযুক্তা নহে (অর্থাৎ যে অন্য প্রকারে নিযুক্তা) তাহার অস্তিত্বের আভাষ পাওয়া যায়, টীকাকারেরা ইহা বিবেচনা করেন নাই। করিলে 'বক্ষ্যমাণ নিয়োগধর্ম্মোপি নিযুক্তায়াং' লিখিয়া কখনই চুপ করিতেন না, কোন্ স্ত্রী 'নিয়োগধর্ম্মেণ' নিযুক্তা নহে তাহা অবশ্যই ব্যক্ত করিতেন। ইহাও বক্তব্য যে, টীকাকারদিগের ব্যাখ্যায় 'অপি' শব্দ এককালে নিরর্থক হইয়া পড়ে; কিন্তু বুদ্ধিমান পাঠকবর্গ দেখিবেন যে, এই 'অপি' শব্দের উপর অর্থ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে, বিশেষতঃ ইহা যখন 'ধর্ম্মেণ' শব্দের সহিতই যুক্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, 'ধর্ম্মেণ নিযুক্তা' ব্যতীত অন্য প্রকার নিযুক্তাও আছে।* আমরা আর বৃথা বাগাড়ম্বর

† অন্য প্রকার নিযুক্তা না থাকিলে মনু 'ধর্ম্মেণাপি নিযুক্তায়াং' না লিখিয়া অবশ্যই 'ধর্ম্মেণ নিযুক্তায়ামপি' অথবা কেবল 'নিযুক্তায়ামপি' লিখিতেন। আর ধর্ম্মেণ নিযুক্তা বলিলে যদি নিয়মবৎ পুরুষ নিযুক্তা বুঝা হত তাহা হইলে শ্লোক যেরূপে গঠিত হইয়াছে সেরূপে গঠিত কখনই হইত না। স্ত্রীর ধর্ম্মতঃ নিযুক্ত হওয়া যদি দেবরের ঘৃতালেপনাদির উপরই নির্ভর করিত তাহা হইলে দেবরের প্রতি শাসন লিখিতে গিয়া ঋষি কেন এরূপ লিখিবেন যে, ঘৃতলেপনাদি নিয়ম-বদ্ধ দেবরে নিযুক্তা বিধবাকে গমন করিবার কালে কাম প্রকাশ করিলে দেবর দিধিষূপতি নাম পাইবে? টীকাকারদিগের মতে নিযুক্ত দেবরমাত্রই

না করিয়া বলিতেছি যে, এখানে 'অপি' শব্দ স্বধর্ম্মেণ নিযুক্তা বিধবাকে লক্ষ করিয়াই লিখিত হইয়াছে। বাস্তবিক বিধবা দেবরে তিন প্রকারে নিযুক্তা হইতে পারে—•

নিয়ম প্রতিপালনে বাধ্য, না করে তবে পতিত হইবে ; এমত অবস্থায় 'নিযুক্ত দেবর কাম প্রকাশ করিলে দিধিষূপতি নাম পায়' ইহা বলিয়াই ত ঋষি চরিতার্থ হইতে পারিলেন। ধর্ম্মেণ নিযুক্তা স্ত্রীর কথা এ স্থলে কেন আসিল ? দেবর ঘৃতলেপনাদি করিয়াছে নিশ্চয় করিয়া যে নিযুক্তা তাহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছে এমত স্ত্রীকে গমন করিবার কালে কাম প্রকাশ করিলে দিধিষূপতি নাম পায় 'ধর্ম্মেণ নিযুক্তা' অংশটুকুদ্বারা এই কথা বলিয়া ভার্গব কি ইহাই জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, যে নিযুক্তা দেবরের ঘৃতলেপনাদিবিষয়ে ঔদাস্য প্রকাশ করে তাহাকে গমন করিবার কালে ঘৃতাক্ত দেবর অযথা কাম প্রকাশ করিতে পারে ? এরূপ পারিলে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, নিয়ম করিয়া মনু কেবল পণ্ডশ্রম করিয়াছেন, কামচারী স্ত্রীপুরুষের শাসন করিতে পারেন নাই। যদি ইচ্ছা করিলেই স্ত্রী ও পুরুষ কাম প্রকাশ করিতে পারিল, তবে নিয়মের আবশ্যকতা কি ? ঘৃতলেপনাদি কি কেবল ভণ্ডামি ? কখনই নহে। ঘৃতলেপনাদির উদ্দেশ্য কামাচার নিবারণ করা। স্ত্রী ও পুরুষ এই দুইএর মধ্যে এক ব্যক্তিকে ঘৃতাক্ত হইতে বলিয়া ঋষি প্রকারান্তরে যদৃচ্ছাগমন নিষেধ করিয়াছেন। দুইএর অন্যতর কামান্ধ হইলেই ঘৃত স্ত্রীশরীরে লিপ্ত হইয়া যাইবে এবং তদ্দ্বারা অপরাপর লোকে জানিতে পারিবে যে, উহারা অন্যায্য ব্যবহার করিয়াছে ঘৃতলেপনের এই উদ্দেশ্য। নারদ 'মুখান্ মুখম্ পরিহরন্ ইত্যাদি' স্পষ্টতঃ লিখিয়াছেন, ভার্গব একপ লেখা আবশ্যক বোধ করেন নাই, ঘৃত লেপনের উদ্দেশ্য কি ইহা বিবেচনা করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন এইরূপ ভাবিয়াই আর অধিক বলেন নাই। ভার্গব 'স্বধর্ম্মেণ (অর্থাৎ বেদবিধানেন) নিযুক্তায়াং' উৎপন্ন পুত্রকেই ক্ষেত্রজ বলিয়াছেন, নারদের 'মুখান্ মুখমিত্যাদি' বিধি অবশ্যই বেদ হইতে প্রাপ্ত, সুতরাং সে বিধিকেও ভার্গব ক্ষেত্রজ লক্ষণে লক্ষ করিয়াছেন, এবং পুরুষকে ঘৃতাক্ত হইতে বলিয়াই সে বিধির ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। সে বিধিকে লক্ষ করিতে পারে এমত বাক্য তাঁহার স্মৃতিতে আর নাই। যদি কামাচার নিবারণ করাই ঘৃতাক্তাদি নিয়মের উদ্দেশ্য হইল, তবে দেবর কাম প্রকাশ করিলেই দূষণীয় হয় ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ঘৃতাক্ত হইলে সে দোষের বিশেষ লাঘব হয় না।

ধর্ম্মেণ (নিয়মবৎপুরুষে) নিযুক্তা বিধবা ভ্রাতৃজায়াতে কাম প্রকাশ করিলে দিধিষূপতি হয় এই কথা বলিয়া ভার্গব কি ইহাই জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, যে ভ্রাতৃজায়া নিযুক্তা নহে তাহাকে যদৃচ্ছাগমন করিতে পারে ? কখনই নহে। এরূপ করিলে দেবর স্নুষাগ বা গুরুতল্পগ হইয়া পতিত হয়, ইহা ভার্গব অন্য স্থানে বলিয়াছেন।

'ধর্ম্মেণ নিযুক্তায়াং' অংশটুকুর 'নিয়মবৎপুরুষে নিযুক্তায়াং' ধরিলে কখন কখন বিধবা নিযুক্তাতে ও সর্ব্বদাই অনিযুক্তাতে যদৃচ্ছাগমন শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া বোধ হয় ইহা দেখা গেল, সুতরাং ঐ শ্লোকাংশের ঐ অর্থ কখনই হইতে পারে না। উহার অন্যরূপ অর্থ (আমাদের কৃত) হইলে আর কোন আপত্তিই থাকে না।

(ক) স্বধর্ম্মেণ ঃ—ইহাতে দেবর বেদার্থ অবগত হইয়া সূক্ষ্ম ধর্ম্ম নির্ণয় করতঃ আপনাতে ভ্রাতৃজায়াকে নিযুক্তা করিয়া একটী মাত্র পুত্র উৎপাদন করেন। এ নিয়োগে দেবর নিয়মবিধি প্রতিপালনে বাধ্য। না প্রতিপালন করিলে পতিত হয়েন।

(খ) ধর্ম্মেণ ঃ—ইহাতে দেবর নিয়োগধর্ম্মবিৎ কতকগুলি পণ্ডিতের মত মান্য করিয়া নিযুক্তা বিধবা ভ্রাতৃজায়াতে দ্বিতীয় পুত্র উৎপাদনে যত্নশীল হয়েন। এটী বেদমূলক ধর্ম্ম নহে এবং মন্বাদিসম্মতও নহে। তবে পণ্ডিতদিগের মানরক্ষার্থে মনু এই নিয়োগকে আপন গ্রন্থে ধরিয়াছেন। ঋষিসম্মত বলিয়া ইহাকে স্মৃতিমূলক * বলা যাইতে পারে। এ নিযুক্তাতেও কামতঃ গমন করিবে না, করিলে দিধিষূপতি বলা যাইবে, মনু উপস্থিত

টীকাকারেরা 'নিযুক্তৌ যৌ ইত্যাদি' বচনের সহিত তুলনা করিয়া সম্ভবতঃ উপস্থিত শ্লোকের এই তাৎপর্য্য নিরূপণ করিয়াছেন যে, 'নিযুক্ত দেবর ঘৃতাক্তাদি হইয়া কাম প্রকাশ করিলে দিধিষূপতি হয়'। এ অর্থ লিখিত শ্লোক হইতে কোন রূপেই আসিতে পারে না, এবং মনুর এরূপ অভিপ্রায় হইলে তিনি কখনই এই শ্লোকে 'নিযুক্তা' শব্দ ব্যবহার করিতেন না। সে যাহা হউক, যদি বল প্রকাশ করিয়া এই অর্থই করা যায় তাহা হইলেও অন্য দিকে দোষ পড়িয়া যায়। ঘৃতলেপনাদি কেবল কামাচারনিবারণের নিমিত্তে। যেখানে কামপ্রকাশের সম্ভাবনা নাই, সেখানে ঘৃতলেপনাদি না করিলেও ক্ষতি নাই, বেদব্যাস নিযুক্ত হইয়া ঘৃতলেপনাদি করেন নাই এবং 'নিযুক্তৌ যৌ ইত্যাদি' শ্লোকে কেবল বিধিত্যাগ করিলে দোষ হইবে ইহা বলা হয় নাই, বিধি ত্যাগ করিয়া কামতঃ প্রবৃত্ত হইলে দোষ হইবে ইহাই কথিত হইয়াছে; এরূপ স্থলে ঘৃতলেপনাদি দ্বারা কামাচার দোষের বিশেষ খর্ব্বতা হয় এমত বোধ হয় না। (যে দেবর ঘৃতাক্ত হইবে সে কামাচার করিবে না ইহা জানিয়াই ভার্গব ঘৃতাক্তের কামাচারের দণ্ড লিখেন নাই)।

পাঠক শ্লোকে নাস্ত 'মৃতস্য' শব্দের প্রয়োগের কারণ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিবেন। নিযুক্তার মধ্যে কেবল মৃতপতিকা ভ্রাতৃজায়াগমনেই ঘৃতলেপনাদিনিয়ম প্রতিপালন করিতে হয় এই জন্যেই এখানে 'মৃতস্য' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বাস্তবিক ভার্গব কোন স্থানেই সপিণ্ডকে বা সধবানিযুক্তাগামী দেবরকে নিয়ম প্রতিপালন করিতে আজ্ঞা দেন নাই এবং সেই জন্যই ঘৃতাক্তাদি না হইলে শাস্তি বিধান করেন নাই। সপিণ্ড বা সধবার নিযুক্ত দেবর কামাচার করিলে যখন কুসংজ্ঞাও পাইবে না, তখন তাহাদিগের নিয়মপ্রতিপালনের বিধি অবশ্যই নাই।

* স্মৃত্যুদিত বলিয়াই মনু এই নিয়োগে প্রবৃত্তা স্ত্রীকে 'ধর্ম্মেণ নিযুক্তা', বলিয়াছেন, কেননা

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখম্॥

—২ অ, ৯ শ্লোক।

শ্লোকে ইহাই বলিতেছেন।॥ 'ধর্ম্মেণ নিযুক্তা' এই অংশটুকুর 'নিয়মবদ্ধ দেবরে নিযুক্তা' এই অর্থ স্বীকার করিতে গেলে দেবর কর্তৃক কামপ্রকাশ কিরূপে ঘটিতে পারে তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না; বিশেষতঃ যখন দেবর 'মুখাদ্ মুখম্পবিহবনিত্যাদি' নারদবচনের শাসনে কঠিন নিয়ম সকল প্রতিপালন করিতে বাধ্য।

(গ) স্ত্রীবুদ্ধ্যা অর্থাৎ স্বেচ্ছয়া :—ইহাতে স্ত্রী স্বয়ং দেবরের নিকটে উপস্থিত হয়। স্ত্রীলোকের বেদে বা স্মৃতিতে কিম্বা অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিকার নাই, এজন্য এ স্ত্রী স্বধর্ম্মেণ বা ধর্ম্মেণ নিযুক্তা নহে। স্বয়ং নিযুক্তাতে যথেচ্ছা গমন করিতে পারে।

পাঠক এখন বুঝিতে পারিবেন, কোন্ ব্যাখ্যা সমধিক আদরণীয়।

স্বধর্ম্ম শব্দের অর্থ অবগত হইবার জন্যে আমাদিগের এত যত্নের কারণ এই যে, ইহার অর্থ নির্ণীত হইলেই মনুর ক্ষেত্রজ পুত্রের পরিভাষা সম্পূর্ণ-রূপে বুঝিতে পারা যাইবে। 'যস্তল্পজঃ ইত্যাদি' শ্লোকের তাৎপর্য্য এই :—বেদাধ্যয়ন-নিরূপিত-নিয়োগধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মৃত ক্লীব বা ব্যাধিত ব্যক্তির বিবাহিত স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তানকে ক্ষেত্রজ সংজ্ঞা দেওয়া গেল। বুদ্ধিমান্ পাঠক এখানে বুঝিতে পারিবেন, কোন্ কোন্ নিযুক্তার পুত্রকে ত্যাগ করিবার জন্যে এই শ্লোক গঠিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকের বেদে অধিকার নাই সুতরাং স্ত্রী স্বয়ং নিযুক্তা হইয়া যে পুত্র প্রসব করে, সে বেদাধ্যয়ন-নিরূপিত-নিয়োগধর্ম্মে নিযুক্তাতে জাত নহে এবং ভার্গবসম্মত ক্ষেত্রজও নহে। অতএব 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচনে ধৃত আপন্না নিযুক্তাতে জাত এবং ক্লীব বা ব্যাধিত ব্যক্তির বন্ধুহীনা স্ত্রীতে * জাত, এই দুই প্রকার পুত্রই ক্ষেত্রজপদবাচ্য হইল না। ইহাদিগকে ভার্গব বৃথোৎপন্ন বলিয়াছেন। আর স্ত্রী স্বয়ং নিযুক্তা না হইয়া যদি পুরুষ কর্তৃক নিযুক্তাই হয়, কিন্তু বেদবিহিত প্রকারে নহে, তবে তাহাতে উৎপন্ন সন্তানও ক্ষেত্রজ নাম পাইবে না। বুদ্ধিমান্ পাঠক অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে "পুত্রিণ্যাপ্ত" পুত্রকে (অর্থাৎ নিয়োগোৎপন্ন দ্বিতীয় পুত্রকে) লক্ষ করিয়াই আমরা এ কথা বলিলাম। ইহাকে পুত্রপ্রকরণে ভার্গব কামজ বলিয়াছেন। নিয়োগে দ্বিতীয় পুত্র উৎপাদন করিবার ধর্ম্ম প্রবাদমূলক, বেদমূলক নহে। এক স্বধর্ম্ম † শব্দ প্রয়োগে কি চমৎকার কৌশলই লক্ষিত হইল।

* যাহাকে নারদ 'নিরন্বয়ঃ স্বতন্ত্রাশ্রয়েৎ' বলিয়া প্রবর্ত্তনা দিয়াছেন।

† স্বধর্ম্ম শব্দের যৌগিক অর্থ ধরিলে এখানে কোন উপকার হয় না। নিযুক্ত হওয়া

৭১। উপস্থিত বচনে ভার্গব 'স্মৃত' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা দ্বারা তিনি জ্ঞাপন করিতেছেন যে, এ লক্ষণের অতিচারও কখন কখন দেখা যায়, কেননা যেখানে নিশ্চিত নির্দ্দেশ সেখানে 'স্মৃত' শব্দ ব্যবহৃত হয় না, এবং যেখানে অনেক সম্ভাবিত ধর্ম্মের মধ্যে কেবল একটীকে (বা একটী পুঞ্জকে) নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা হয় সেইখানেই 'স্মৃত' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় *।

স্ত্রীলোকের কি স্বাভাবিক ধর্ম্ম? কখনই নহে। তাহা হইলে যে সে স্ত্রী যে সে অবস্থায় নিযুক্তা হইতে পারিত। আর গোলাপীর এই স্বধর্ম্ম, কুসুমীর এই স্বধর্ম্ম, কুমুদীর এই স্বধর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীর ভিন্ন ভিন্ন স্বধর্ম্মও লিখিত হয় নাই। 'স্বধর্ম্মেণ' শব্দের টীকাকারকৃত 'ঘৃতাভ্যক্তত্বাদিনিয়োগধর্ম্মেণ' এই অর্থই বা কিরূপে পাওয়া যায়। 'ধর্ম্মেণ' শব্দের 'নিয়োগধর্ম্মেণ' অর্থ করিয়া টীকাকার 'স্বধর্ম্মেণ' শব্দের 'ঘৃতাভ্যক্তত্বাদিনিয়োগধর্ম্মেণ' অর্থ লিখিয়াছেন; তবে কি 'স্ব' শব্দের অর্থ 'ঘৃতাভ্যক্তত্বাদি' হইল? উপস্থিত শ্লোকের ঠিক পূর্ব্বে বা পরে ঘৃতাভ্যক্ত হওয়ার ত কোন কথাই নাই যে সমঙ্গ নিযুক্ত শব্দের অর্থ করার ন্যায় এখানে অর্থ করিবেন। আর টীকাকারের মতে যখন সকল নিযুক্তাই 'ঘৃতাভ্যক্তত্বাদি-ধর্ম্মেণ নিযুক্তা' তখন 'ধর্ম্মেণ নিযুক্তা'ও 'স্বধর্ম্মেণ নিযুক্তা' এই দুইয়ের প্রভেদ একরূপেই বা তিনি কেন ব্যক্ত করিলেন? আর এক কথা, টীকাকার ধর্ম্মেণ বা স্বধর্ম্মেণ শব্দের যেরূপ অর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে সহসা বোধ হয় যে নিযুক্তা স্ত্রীকে ঘৃতাভ্যক্তাদি বলিয়াছেন। এটী শাস্ত্রসম্মত নহে এবং এই জন্যেই আমরা 'ঘৃতাভ্যক্তত্বাদিনিয়োগধর্ম্ম' এই শব্দের অর্থ পুরুষ-পক্ষে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। টীকাকারকৃত ব্যাখ্যায় অন্য দোষও আছে; নিযুক্তা বলিলে কি নিয়োগধর্ম্মেণ নিযুক্তা না বুঝাইয়া শ্রাদ্ধধর্ম্মেণ নিযুক্তা বা যজ্ঞধর্ম্মেণ নিযুক্তা ইত্যাদি বুঝায় যে ঋষি পুনঃ পুনঃ নিয়োগধর্ম্মেণ নিযুক্তা বলিতে বাধ্য হইলেন? আর নিয়োগধর্ম্মেণ নিযুক্তা বলিলে নিয়োগপ্রকরণোক্ত সকল বিধিগুলি না লক্ষ করিয়া কেন কেবল ঘৃতাক্তগাত্র ইত্যাদি বিধিকেই লক্ষ করিবে? কোন্ স্ত্রী কোন্ অবস্থায় কাহাতে নিযুক্তা হইবে যে বিধিতে আছে সে কি নিয়োগবিধি নহে? অগ্রে নিযুক্ত হওনের বিধি পশ্চাৎ সংসর্গের নিয়ম। তবে নিয়োগধর্ম্ম বলিলে কেন কেবল ঘৃতাক্তাদি নিয়মই বুঝিতে হইবে। নিয়োগধর্ম্ম বলিলে সকল নিয়োগবিধিগুলিকে বুঝায় সন্দেহ নাই। বিধিগুলি বেদ হইতে প্রাপ্ত এজন্য স্বধর্ম্মেণ শব্দের প্রয়োগ, আর বেদে না থাকিলেও বিধবায় দ্বিতীয় পুত্রের উৎপাদন কোন কোন স্মৃতিতে আছে এবং স্মৃত্যুক্ত বিধিও ধর্ম্ম এজন্য ধর্ম্মেণ শব্দের প্রয়োগ।

* তাহাতে বুঝা যায় যে, অন্যসম্ভাবিত বিকল্পকে ত্যাগ করিয়া স্মৃত-শব্দ-প্রযোক্তা কেবল কথিত ধর্ম্মই গ্রহণ করিলেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, অন্যে যে যাহা বলে বলুক আমি অমুক ঋষি কিন্তু এইরূপ বলিতেছি। বেদে যে স্থলে কোন ধর্ম্ম সুস্পষ্ট কথিত নাই স্মৃতিতে সেই স্থলে 'স্মৃত' শব্দ প্রয়োগের সম্ভাবনা। তবে স্বয়ং মনু দ্বারা যাহা 'স্মৃত' তাহা সাধারণ স্মৃত অবশ্যই মান্য।

৭২। কোন্ কোন্ পুরুষে নিযুক্তা হইয়া স্ত্রী পুত্রোৎপাদন করিতে পারে তদ্বিষয়ে গৌতম লিখিয়াছেন 'পিণ্ডগোত্রঋষিসম্বন্ধিভ্যো যোনিমাত্রাদ্বা নাদেবরাদিত্যেকে'।

সপিণ্ড, সগোত্র সমানপ্রবর হইতে অথবা পুরুষমাত্র হইতে। কেহ কেহ বলেন দেবর ভিন্ন অন্য হইতে নহে।

ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, স্ত্রী যে সে পুরুষে নিযুক্তা হইয়া পুত্রোৎপাদন করিতে পারিত। দেবর, সপিণ্ড, সগোত্র ও সমানার্ষ ব্যতীত অন্যান্য পুরুষগুলি যে স্বয়ংনিযুক্তার আশ্রয়দাতা তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব গৌতমও স্বয়ংনিযুক্তাকে স্বীকার করিয়াছেন।

৭৩। বিষ্ণু ক্ষেত্রজ পুত্রের বক্ষ্যমাণ লক্ষণ করিয়াছেনঃ—

নিযুক্তায়াং সপিণ্ডেনোত্তমবর্ণেন বোৎপাদিতঃ ক্ষেত্রজো দ্বিতীয়ঃ।

এখানে সপিণ্ড * শব্দে দেবরকেও পাওয়া যাইতেছে; কেননা দেবর সপিণ্ড বটে, তবে কেবল সপিণ্ড অপেক্ষা নিকটস্থ এইমাত্র। আর অপেক্ষাকৃত উত্তম বর্ণ (অথবা ব্রাহ্মণ) দ্বারা নিযুক্তাতে উৎপাদিত সন্তানকেও ক্ষেত্রজ বলা হইয়াছে। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, স্বয়মাশ্রিতাকেও লক্ষ করিয়া এ বচন লিখিত হইয়াছে, এবং সেই স্বয়মাশ্রিতাকে নিযুক্তা বলা হইয়াছে; কেননা, উত্তমবর্ণে বন্ধুগণ নিয়োগ করিতে পারে, এ কথা বিষ্ণুসংহিতায় বা অন্য কোন শাস্ত্রে নাই, স্ত্রী স্বয়ং নিযুক্তা হইতে পারে, এরূপ শাস্ত্র আছে। স্ত্রী স্বয়ংনিযুক্তা হইয়া উত্তমবর্ণ পুরুষ দ্বারা সন্তানোৎপাদন করিলে বিষ্ণু সে সন্তানকেও ক্ষেত্রজ বলিলেন, কিন্তু স্বয়ং নিযুক্তা হইয়া উত্তমবর্ণ ব্যতীত অন্য পুরুষ দ্বারা সন্তানোৎপাদন করিলে সে সন্তান ক্ষেত্রজ হইবে না, বৃথোৎপন্নই হইবে।

মনুর সহিত বিষ্ণুর মতের কিঞ্চিৎ প্রভেদ হইল, কিন্তু কেবল সংজ্ঞারই প্রভেদ † হইল। মন্বর্থবিপরীত কোন কথাই বলা হইল না, যেহেতু বিষ্ণুও স্বয়ং নিযুক্তার পুত্রকে অবিকৃথীয় করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ঋষিদিগের সংহিতা লিখিবার রীতি এই যে, পূর্ব্ববাক্যে প্রধানরূপে উক্ত পদের উপরই পরবাক্যগত ব্যবস্থা বর্ত্তায়, অপ্রধানরূপে উক্ত পদের উপর বর্ত্তে না। উপস্থিত বিষ্ণুবচন ইহার আর একটী দৃষ্টান্ত মাত্র।

---

* গৌতমও 'পিণ্ডগোত্রর্ষিসম্বন্ধিভ্যো ইত্যাদি" লিখিয়া পিণ্ডসম্বন্ধী (অর্থাৎ সপিণ্ড) শব্দ দ্বারা দেবরকেও লক্ষ করিয়াছেন।

† পাঠক মনে করিবেন যে, ভার্গবই নারদের সংজ্ঞা অনেক স্থলে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

ইহাতে সপিণ্ডেন শব্দ প্রধানরূপে উক্ত আর ইহার সহিত অন্বিত হইতে পারে এমত পরবচন এই:—'এতেষাং পূর্ব্বঃ পূর্ব্বঃ শ্রেয়ান্ স এব দায়হরঃ' ইহাদিগের মধ্যে পূর্ব্ব ক্রমে প্রশংসনীয় ও ঋক্‌থভাগী। সুতরাং দায়হর পদ 'সপিণ্ডেন উৎপাদিত' এই অংশটুকুর সহিতই সম্বদ্ধ। আর 'বা' শব্দ থাকাতে 'উত্তমবর্ণেন উৎপাদিত' অপ্রধানরূপে উক্ত, ইহার সহিত দায়হর পদের কোন সম্বন্ধ নাই। অতএব বিষ্ণুর দুই বচনের তাৎপর্য্য এই হইল যে, নিযুক্তাতে সপিণ্ড দ্বারা উৎপাদিত পুত্রকে ক্ষেত্রজ বলা যায় এবং সে ঋক্‌থভাগিগণের মধ্যে দ্বিতীয়, আর নিযুক্তাতে উত্তম বর্ণ দ্বারা উৎপাদিত পুত্রকে ক্ষেত্রজ বলা যায় কিন্তু সে ধনাধিকারী নহে।

৭৪। যাজ্ঞবল্ক্যের ক্ষেত্রজ পুত্রের লক্ষণ এই:—

ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রজাতস্তু সগোত্রেণেতরেণ বা।

সগোত্র অথবা অন্যের দ্বারা ক্ষেত্রেতে জাত পুত্রের নাম ক্ষেত্রজ পুত্র।

এখানে সগোত্র দ্বারা দেবর ও সপিণ্ডকেও পাওয়া যাইতেছে, কারণ ইহারাও সগোত্র বটে, তবে কেবল সগোত্র হইতে নিকটসম্বন্ধ। আর ইতরেণ শব্দে অন্য পুরুষ দ্বারা বুঝাইতেছে। অতএব যাজ্ঞবল্ক্যও স্বয়ং নিযুক্তার সন্তানকে ক্ষেত্রজ সংজ্ঞা দিয়াছেন। কিন্তু তাহাকে ঋক্‌থভাগী করেন নাই। তিনিও 'বা' শব্দ প্রযোগ দ্বারা জানাইয়াছেন যে, উপস্থিত বাক্যগত ইতরেণ শব্দের সহিত সম্ভাবিতসম্বন্ধ 'পিণ্ডদোংশহরশ্চৈষাং পূর্ব্বাভাবে পরঃ পরঃ' এই পরবাক্যের কোন সম্বন্ধ নাই; সগোত্রেণ শব্দের সহিত আছে *। যাজ্ঞবল্ক্যের দুই বাক্যের একীকরণ করিলে তাৎপর্য্য এই হয় যে, সগোত্র দ্বারা উৎপাদিত পুত্র ক্ষেত্রজ হয় এবং ঔরস ও পুত্রিকা-পুত্রের পরে ধন গ্রহণ করে, আর অন্য দ্বারা উৎপাদিত পুত্রও ক্ষেত্রজ নাম পায় কিন্তু দায় গ্রহণ করে না †। এরূপ অভিপ্রায় যোগিবরের মনে না

---

* যেখানে সকল পদ প্রধান সেখানে ঋষিরা প্রায়ই 'চ' শব্দ প্রয়োগ করেন 'অত্রির্বাচা চ দত্তায়াং' ইত্যাদি।

† গৌতমও "বা" শব্দ প্রয়োগ দ্বারা এইরূপ অর্থের কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অপুত্রাকে 'পিণ্ডগোত্রর্ষিসম্বন্ধিভ্যো যোনিমাত্রাদ্বা' পুত্র উৎপাদন করিতে বলিয়া ঋক্‌থ-ভাগিপুত্রগণনায় ক্ষেত্রজের নাম করিয়াছেন, কিন্তু যোনিমাত্রাদুৎপন্নকে ক্ষেত্রজ হইতে বাদ দেন নাই। এরূপ লিখন দ্বারা অসম্বন্ধপুরুষোৎপন্নকে ঋক্‌থভাগী করা হয় নাই। যে সে পুরুষ হইতে উৎপন্ন পুত্র যদি ঋক্‌থভাগী হইত তাহা হইলে 'পিণ্ডগোত্রর্ষিসম্বন্ধিভ্যো' এই অংশটুকু লিখিবার আবশ্যকতা থাকিত না; অপুত্রা 'যোনিমাত্রাৎ' অথবা 'অন্যতঃ' পুত্র লাভ

থাকিলে তিনি অনায়াসেই 'সগোত্রেণেতরেণবা' অংশটুকু উঠাইয়া দিয়া 'ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রজাতস্তু' এই মাত্র লিখিয়া চরিতার্থ হইতে পারিতেন।

এখানে বলা কর্ত্তব্য যে, টীকাকারেরা (শূলপাণি প্রভৃতি) ইতরেণ শব্দের অর্থ দেবরেণ ধরিয়াছেন। ইহা অন্যায়, কেননা ইহাতে প্রধানের অবমাননা হয় ও ক্রমভঙ্গ হয় ও যাজ্ঞবল্ক্যের অভিপ্রেত সকল ব্যক্তিকে পাওয়া যায় না। দেবরের নিয়োগই প্রশস্ত, তাহার অপহ্নব করিয়া সগোত্রের স্থাপনা অসম্ভব। যদি ইতরেণ * শব্দে দেবরেণ ধরাই যায় তাহা হইলেও সপিণ্ড এড়াইয়া যায়; কিন্তু সপিণ্ড হইতে উৎপন্ন পুত্রকেও ক্ষেত্রজের মধ্যে গ্রহণ করা যে যাজ্ঞবল্ক্যের ইচ্ছা তাহা তিনি ব্যবহার-প্রকরণে জানাইয়াছেনঃ—

অপুত্রাং গুর্ব্বনুজ্ঞাতো দেবরঃ পুত্রকাম্যযা।
সপিণ্ডো বা সগোত্রো বা ঘৃতাভ্যক্ত ঋতাবিয়াৎ॥
আগর্ভসম্ভবাৎ গচ্ছেৎ পতিতস্ত্বন্যথা ভবেৎ।
অনেন বিধিনা জাতঃ ক্ষেত্রজঃ স ভবেৎ সুতঃ॥

এমন স্পষ্ট বিধান করিয়া পুত্রপ্রকরণে কেন সপিণ্ড হইতে উৎপন্ন পুত্রকে ক্ষেত্রজের মধ্যে ধরিলেন না? আর এক কথা, যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবহার প্রকরণে লিখিত ক্ষেত্রজ পুত্রের ব্যাখ্যা, ও পুত্রপ্রকরণে লিখিত ক্ষেত্রজ পুত্রের লক্ষণ যদি একার্থক হইত তাহা হইলে পুত্রপ্রকরণের লক্ষণ কথনই লিখিত হইত না; যেহেতু ঋষিরা এক কথা একাধিকবার কথনই বলেন না। সুতরাং বলিতেই হইবে দুই স্থানে লিখিত দুই শ্লোকের প্রভেদ † আছে।

করিতে পারে ইহা লিখিলেই গৌতম চরিতার্থ হইতেন। ঋষি যেরূপে লিখিয়াছেন তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, সম্বদ্ধপুরুষজাত পুত্র ক্ষেত্রজ এবং ঋকথভাগী, কিন্তু অসম্বদ্ধপুরুষজাত ক্ষেত্রজ বটে কিন্তু ঋকথভাগী নহে।

* স্বরূপ কথা বলিতে গেলে ইতরেণ শব্দ দ্বারা দেবরেণ বুঝাইতে পারে না। ইতর শব্দ দ্বারা এখানে সগোত্র হইতে ইতর অর্থাৎ ভিন্ন বুঝাইতেছে, দেবর সগোত্র হইতে পৃথক্ নহে, সুতরাং ইতর শব্দ দ্বারা লক্ষিত হইতে পারে না। আর ইহাও নিশ্চিত যে, যে যাহা হইতে ইতর সে তাহা হইতে নিকৃষ্ট; কিন্তু নিয়োগবিষয়ে দেবর কথনই সগোত্র হইতে নিকৃষ্ট হইতে পারে না।

† প্রভেদ না থাকিলে ঋষি পুত্রপ্রকরণে 'নিযুক্তায়াং জাতঃ ক্ষেত্রজঃ' অথবা কেবল 'ক্ষেত্রজো দ্বিতীয়ঃ' লিখিয়াই কৃতার্থ হইতেন।

প্রভেদ এই:—ব্যবহারপ্রকরণে "অনেন বিধিনা ইত্যাদি" শ্লোকার্দ্ধ দ্বারা ক্ষেত্রজ পুত্রের লক্ষণ করা হয় নাই; ইহা দ্বারা কেবল এইমাত্র বলা হইয়াছে যে, কথিত বিধান দ্বারা ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন হয়, অন্য কোনরূপে হয় না, তাহা বলা হয় নাই; আর পুত্রপ্রকরণে ক্ষেত্রজ পুত্রের লক্ষণ করা হইয়াছে, এবং দেবর সপিণ্ড ও সগোত্রের * অতিরিক্ত (ইতরেণ) পুরুষ দ্বারাও ক্ষেত্রজ † পুত্র উৎপাদিত হয় তাহা বলা হইয়াছে। এই ইতর পুরুষ যে নারদের অন্য পতি তাহাতে সন্দেহ নাই। পাঠক এখানে এরূপ বুঝিবেন না যে, দুই প্রকার ক্ষেত্রজকে সমান বলা হইল। যে বিধিনা জাত, ক্ষেত্রজ বলিলে প্রধানতঃ তাহাকেই বুঝায়, আর যাহার উৎপাদনে যোগিবর স্পষ্টতঃ বিধি দেন নাই, সে কেবল নামতঃ ক্ষেত্রজ।

এখানে প্রসঙ্গতঃ আর একটী কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। মনুর নিয়োগবিধায়ক বচনগুলির সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের 'অপুত্রাং গুর্ব্বনুজ্ঞাতো দেবরঃ ইত্যাদি' বচনের অনৈক্য স্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে। মনু সপিণ্ডকে নিযুক্তাগমনে গুর্ব্বনুজ্ঞা ‡ লইতে বলেন নাই, এবং ঘৃতাভ্যক্ত হইয়া প্রতি ঋতুতে একবার গমন করিতেও বলেন নাই। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য সপিণ্ডকে § এই সকল শাসনের অধীন করিয়াছেন। বোধ হয় যাজ্ঞবল্ক্যের এই শ্লোক দেখিয়াই কুল্লূকভট্ট প্রভৃতি মনুগ্রন্থের টীকাকারগণ

---

* বিষ্ণুর সপিণ্ডেন শব্দ দ্বারা যেমন দেবর ও সপিণ্ড পাওয়া হইয়াছিল, তদ্রূপ যাজ্ঞবল্ক্যের সগোত্র শব্দ দ্বারা দেবর, সপিণ্ড ও সগোত্রকে পাওয়া যাইতেছে।

† পাঠককে বলিতে হইবে না যে, যাজ্ঞবল্ক্য যে ক্ষেত্রজের উৎপাদনে বিধি দিয়াছেন তাহাকে প্রশস্ত ক্ষেত্রজ স্বীকার করিয়াছেন, আর যাহার উৎপাদনে বিধি লিখেন নাই সে ক্ষেত্রজকে অপ্রশস্ত করিয়াছেন। সুতরাং কেবল ক্ষেত্রজ বলিলে সাধারণতঃ প্রশস্ত ক্ষেত্রজকেই বুঝায়।

‡ সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের বিশেষ অনৈক্য নাই। মনু কেবল বিধবা-নিয়োগে দেবরকে প্রকারান্তরে গুর্ব্বাজ্ঞা লইতে বারণ করিয়াছেন, গুর্ব্বনুজ্ঞা লইতে নিষেধ বা বিধি কিছুই দেন নাই। মনু কেবল বিধবা স্ত্রীকে নিয়োগ করিতে গুরুকে নিষেধ করিয়াছেন। দেবর আপনাতে নিয়োগ করিবে, কিন্তু গুরুর অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিবে কি না মনু তাহা বলেন নাই। আর নিযুক্ত সপিণ্ড গুর্ব্বনুজ্ঞা লইবে কি না তাহা লেখা নাই।

§ যাজ্ঞবল্ক্য 'বা' শব্দ প্রয়োগের কৌশল দ্বারা জানাইয়াছেন যে 'আগর্ভসম্ভবাদ্ গচ্ছেৎ ইত্যাদি' পরবচনে ন্যস্ত 'পতিত' শব্দের সহিত পূর্ব্ববচনের সপিণ্ডের (ও সগোত্রের) অন্বয় নাই। যুক্তিতঃও সপিণ্ড (ও সগোত্র) এত আত্মীয় নহে যে স্ত্রীর মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্তে আপনারা পতিত হইতে পারে এমত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

মনুব সকল প্রকার নিয়োজিত পুরুষকেই নিয়মের বশবর্ত্তী করিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাঁহারা জানিতে পারিতেন যে যাজ্ঞবল্ক্য মনুকে অনুবর্ত্তন করিয়া নিয়োগবিধি লিখেন নাই। তিনি গৌতমের ন্যায় দেবর ও সপিণ্ডের অতিরিক্ত সগোত্রকে সম্যঙ্‌নিয়োগেব যোগ্য কবিযাছেন, এবং তাহা দ্বারা উৎপাদিত পুত্রকে বিশিষ্ট ক্ষেত্রজ বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার নিয়োগের নিয়ম যে মনুর নিযম হইতে বিভিন্ন হইবে তাহাতে বিচিত্রতা* কি ?

৭৫। ক্ষেত্রজ পুত্র দ্বাপরে ও কলিতে উৎপাদনীয় নহে এই অভিপ্রাযে বৃহস্পতি লিখিয়াছেন ;—

উক্তো নিয়োগো মনুনা নিষিদ্ধঃ স্বয়মেব তু।
যুগহ্রাসাদ শক্যোয়ং কর্ত্তুমন্যৈর্ব্বিধানতঃ॥
তপোজ্ঞানসমাযুক্তঃ কৃতত্রেতাদিকে নরাঃ।
দ্বাপরে চ কলৌ নৃণাং শক্তিহানি র্হি নির্ম্মিতা॥
অনেকধা কৃতাঃ পুত্রাঃ ঋষিভি র্যৈ পুরাতনৈঃ।
ন শক্যন্তে ধুনা কর্ত্তুং শক্তিহীনৈ রিদন্তনৈঃ॥

কথিত নিযোগ স্বয়ং মনু দ্বাবাই নিষিদ্ধ হইযাছে, যুগহ্রাস বশতঃ অন্যে ইহা যথাবিধি কবিতে অক্ষম। মনুষ্যগণ সত্য ও ত্রেতাযুগে † তপঃ ও জ্ঞানযুক্ত ছিলেন ; কিন্তু দ্বাপবে ও কলিতে মনুষ্যের শক্তির হানি হইয়াছে, (সুতরাং) পূর্ব্বতন ঋষিরা যে অনেক প্রকার পুত্রের বিধান করিয়াছিলেন তাহা এক্ষণকাব শক্তিহীন মনুষ্যেরা করিতে পারে না।

---

* প্রভেদ থাকিলেও যাজ্ঞবল্ক্যের বিধি মন্বর্থবিরোধী নহে, কেননা মনু এমন লিখেন নাই যে সগোত্র নিযোজিত হইতেই পারিবে না অথবা সপিণ্ড বা সগোত্র ঘৃতাক্তাদিনিয়মে গমন করিতেই পারিবে না।

বোধ হয় যাজ্ঞবল্ক্যের সময়ে কেবল ঋতুকালে গমন করিবে ইত্যাদি নিয়মও রক্ষা করিতে লোকে অশক্ত হইয়াছিল এই জন্যই তিনি সকল প্রকার সম্যঙ্‌নিয়োগেই পুরুষকে ঘৃতাভ্যক্ত হইতে বলিয়া যদৃচ্ছাগমন নিবারিত করিয়াছেন। ঠিক বৈদিক না হইলেও ব্যবস্থা শিথিল নহে।

† 'আদিকে' শব্দে ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিকেও পাওয়া যায়।

কেহ কেহ 'দ্বাপরে চ' এই অংশটুকুর 'কৃত ত্রেতাদিকে'র সহিত অন্বয় করিয়া ব্যাখ্যা করেন যে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে মনুষ্যগণ সমধিক শক্তি বিশিষ্ট থাকিয়া নিয়োগ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিত, কেবল কলিযুগের শক্তিহীন মনুষ্যগণ ঐ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না। কিন্তু এ ব্যাখ্যা অসঙ্গত, যেহেতু সম্ভাবিত সকল বস্তুর নাম উল্লেখ করিলে আর 'আদি' শব্দ প্রযুক্ত হয় না, এবং শেষোল্লিখিত পদের সহিতই 'আদি' পদ যুক্ত হয়, মধ্যবর্ত্তী পদের সহিত হয় না।

কেহ কেহ 'কৃত ত্রেতাযুগে' এই পাঠ ধরিয়া বলেন যে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে নিয়োগ প্রচলিত ছিল, কেবল কলিতেই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

উপস্থিত বচন তিনটী পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, মনু নিয়োগের অতিশয় নিন্দা করিয়াছেন বলিয়াই বৃহস্পতি তাহার নিষেধ* বিধান করিলেন। অতিশয় নিন্দা একপ্রকার নিষেধই বটে। আর এক কথা, এখানে নিয়োগেরই নিষেধ হইতেছে; স্বয়ংনিযুক্তহওয়া† নিষিদ্ধ হইতেছে না। এজন্য বৃহস্পতির নিষেধ প্রশস্ত ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন পক্ষেই বর্ত্তিতেছে‡।

* মনু যে নিয়োগের নিষেধ করিয়াছেন কেবল তাহাই ধরিলে বৃহস্পতি বচন দ্বারা কেবল গুরুজন কর্ত্তৃক বিধবায় দেবরের নিয়োগ নিষিদ্ধ হয়।

† পাঠকের মনে থাকিতে পারে যে স্বয়ংনিযুক্তাকে মনু কখনই নিয়োজিতা অর্থাৎ নিয়োগদ্বারা 'অন্যের' নিকটে উপস্থিতা বলেন নাই। বাস্তবিক 'নিয়োগ' শব্দে নিযুক্ত ব্যক্তি হইতে পৃথক ব্যক্তিদ্বারা নিয়োজিত হওয়াই বোঝায়।

‡ মনু যেমন বিধবার গুরুদ্বারা নিয়োগ নিষেধ করিবার কালে বিবাহমন্ত্রে নিয়োগের কথা নাই ইত্যাদি লিখিয়াছেন তদ্রূপ বৃহস্পতি একের দ্বারা অন্যে নিয়োগ নিষেধ করিবার সময়ে মনুর নাম করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি স্বয়ংই নিয়োগ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। মনু একপ্রকার নিয়োগের নিষেধ করিলেই ইহা বলা যায় যে মনু স্বয়ংই নিয়োগ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। বৃহস্পতি নিয়োগনিষেধের সমর্থনার জন্যেই মনুর নাম লইয়াছেন। বৃহস্পতি টীকাকার নহেন যে মনুর নিয়োগপ্রকরণোক্ত বিধি ও নিষেধের সামঞ্জস্য করিতেছেন। তিনি 'অন্যৈঃ' ও 'বিধানতঃ' এই দুই শব্দ প্রয়োগ করিয়া জানাইয়াছেন যে, যে নিয়োগে নিযুক্ত ব্যক্তি হইতে পৃথক ব্যক্তি দ্বারা নিয়োগ সংসাধিত হইত এবং যাহাতে বেদ বিধি অনুসারে নিয়োক্তার আপনা হইতে ভিন্ন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে হইত, সেই নিয়োগ নিষিদ্ধ হইল। ভার্গব বিধবাকে নিয়োজিত করিতে নিষেধ করিয়াছেন, বৃহস্পতি সধবা ও বিধবা উভয়েরই অন্যেতে নিয়োগ নিষিদ্ধ করিলেন। যুগহ্রাস বশতঃ বেদে নিয়োক্তারে অল্পমাত্র জ্ঞান থাকাতে

৭৬। অতঃপর আমরা পরাশরের পুত্রপ্রকরণ সমালোচনা করিব। তিনি ইহার উপক্রমে লিখিয়াছেন ;—

(১) ওঘ বাতাহৃতং বীজং যথা ক্ষেত্রে প্ররোহতি।
ক্ষেত্রী তল্লভতে বীজং ন বীজী ভাগ মর্হতি॥
(২) তদ্বৎ পরস্ত্রিয়াঃ পুত্রৌ দ্বৌ সুতৌ কুণ্ডগোলকৌ।
পত্যৌ জীবতি কুণ্ডঃস্যান্মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ॥

(১) যেমন জলবেগ ও বায়ু দ্বারা চালিত বীজ (অপরের) ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইলে ক্ষেত্রস্বামী ফললাভ করে, বীজস্বামী করে না ; (২) তদ্রূপ পরস্ত্রীর দুই পুত্র কুণ্ড ও গোলক নামে দুইটী সুত (অর্থাৎ স্ত্রীর পাণিগ্রাহক সে ফল পায় উৎপাদক পায় না)। পতি জীবিত থাকিতে যে জন্মে তাহাকে কুণ্ড, ও মরিলে যে জন্মে তাহাকে গোলক কহে।

এবং সম্ভবতঃ নিযুক্ত ব্যক্তি নিয়োক্তার সকল প্রকার আজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হওয়াতে বৃহস্পতি এরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন। বৃহস্পতির ব্যবস্থায় স্বয়ংনিযুক্তহওয়া নিষিদ্ধ হইল না।

মনু দ্বারা যদি সকল প্রকার সুয়াঙ্নিয়োগ নিষিদ্ধ হইত, তাহা হইলে সে নিষেধ অবশ্যই বেদমূলক হইত (কেননা তিনি স্বয়ংই লিখিয়াছেন যে, 'যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ স সর্ব্বোঽভিহিত বেদে ইত্যাদি) এবং মনু নিয়োগনিষেধবিধি লিখিবার পূর্ব্বে অবশ্যই বলিতেন যে নিয়োগ বিষয়ে শ্রুতিদ্বৈধ আছে। তিনি কথনই 'নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু ইত্যাদি' ইত্যাদি অকিঞ্চিৎকর কারণ সকল দেখাইতেন না। ক্ষেত্রজাদি কোন্ পিতার পুত্র এ বিষয়ে দুই মত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছেন যে ভর্তৃসম্বন্ধে শ্রুতিদ্বৈধ আছে। নিয়োগনিষেধ বেদমূলক হইলে বৃহস্পতিই বা কেন কেবল মনুর নাম লইয়া নিষেধ ব্যবস্থা করিলেন এবং বিধিলিঙাদি প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হইলেন? আর এক কথা ; মনুগ্রন্থে যদি নিয়োগের বিধি ও নিষেধ দুইই থাকিল তবে মনু কোন্ যুগ অভিপ্রায়ে বিধি দিয়াছেন আর কোন্ যুগ অভিপ্রায়ে নিষেধ করিয়াছেন তাহা সত্য ত্রেতা (ও দ্বাপর) যুগের মনুষ্যগণ জানিতে পারিল না কেন? তাহারাও কি নিয়োগে বিরত হইতে বাধ্য হইয়াছিল। বৃহস্পতি যে কলিযুগেই এই কয়েকটী বচন লিখিয়াছেন তাহা তিনি অধুনা ইদন্তন ও পুরাতন শব্দদ্বারা জানাইয়াছেন। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া পাঠক বুঝিবেন যে মনু নিযুক্তহওয়ার নিষেধ করেন নাই। বেদে নিয়োগের প্রস্তাবনা থাকাতে নারদাদি গুরু ও বন্ধুগণকে নিয়োগ করিতে বলিয়াছেন ; ভার্গব গুরুনিয়োগে দোষ দর্শন করিয়া স্বয়ং দেবরকে নিয়োক্তা করিয়াছেন। বৃহস্পতি কলিকালে (?) দোষ অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া

এই দুই শ্লোকের আদর্শ মনুগ্রন্থে আছে। মনুবচনের তাৎপর্য্য না বুঝিলে পরাশরশ্লোকের অর্থাবগতি ভালরূপ হইবে না, এই জন্যে আমরা প্রথমে মনূক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা সবিস্তার করিব। মনুও পুত্র প্রকরণের উপক্রমে লিখিয়াছেন

ওঘ বাতাহৃতং বীজং যস্য ক্ষেত্রে প্ররোহতি।
ক্ষেত্রিকস্যৈব তদ্বীজম্ন বপ্তা লভতে ফলম্॥

৯ অ, ৫৪ শ্লোক।

জলবেগ ও বায়ু দ্বারা চালিত বীজ যাহার ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয় তাহারই ফল হয়, বপনকারী ফললাভ করে না।

নিয়োগ অর্থাৎ অন্য নিয়োগ একবারেই উঠাইয়া দিলেন। কিন্তু নিয়োগ করিবে না ইহা না বলিয়া নিয়োগ করিতে পারিবে না (নিয়োগে অশক্ত হইবে) ইহাই বলিলেন। বেদ বিধির বিপরীত বিধি মন্বাদি কেহই স্পষ্টতঃ লিখিতে সাহসী হয়েন নাই।

অন্য কর্ত্তৃক নিয়োগ নিষিদ্ধ করিয়া বৃহস্পতি আবার কেন 'অনেকধা কৃতাঃ ইত্যাদি' শ্লোক লিখিয়া ক্ষেত্রজাদি পুত্র উৎপাদন করিতে নিষেধ করিলেন? ইহার কারণ আর কিছুই নহে কেবল এই মাত্র যে, যে নিয়োগদ্বারা মনু আপনাতে স্ত্রীকে নিযুক্ত করিতে পুরুষের প্রতি আজ্ঞা করিয়াছিলেন সে নিয়োগও বৃহস্পতি নিষিদ্ধ করিলেন। সুতরাং বৃহস্পতি দ্বারা সকল প্রকার সমাঙ্নিয়োগই নিষিদ্ধ হইল।

আমরা এখানে পাঠককে স্মরণ করিয়া দিতে বাধ্য হইলাম যে মনু (৪৮ পরিচ্ছেদ দেখ) বিধবা স্ত্রীর সমাঙ্ নিযুক্তহওনের নিষেধ করেন নাই; তিনি কেবল গুরুজনকে সে নিয়োগে সাহায্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন। নিয়োক্ত্য পুরুষ নিয়োগকালে উদ্বাহিক মন্ত্রের যে অঙ্গ পাঠ করে তাহা নিয়োগার্থক নহে, এবং বিধবার বিবাহের বিধি নাই সুতরাং বৈবাহিক মন্ত্র বিধবা সম্বন্ধে পঠিত হইতে পারে না ইত্যাদি বলিলে ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি মাত্রই বিধবাকে নিয়োজিত করিতে অগ্রসর হয়েন না সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে নিযুক্তহওনের নিষেধ হইতে পারে না। দেবর আপনাতে স্ত্রীকে নিযুক্ত করিতে পারে। সে নিযুক্ত হইবার কালে মন্ত্রও পাঠ করিত বটে, এবং আপন ইচ্ছায় বেদবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে দোষ নাই। স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত পুনর্ভূ বেদবিহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলেও স্মৃতিকারগণ দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে।

নিয়োজয়িতা কোন মন্ত্র পাঠ করিত কিনা তাহা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। সে স্ত্রী ও পুরুষকে ভিন্ন স্থানে নিয়োগে অনুজ্ঞা করিত (কারণ নারদ উভয়কেই পৃথকরূপে গুর্ব্বাজ্ঞা লইতে বলিয়াছেন) এবং স্ত্রীকে নিয়োগ করিবার কালে যদি কোন মন্ত্র পাঠ করিত তবে সম্ভবতঃ মনোদানের মন্ত্র পাঠ করিত। কাশ্যপোক্ত মনোদানের মন্ত্র ছিল সন্দেহ নাই।

মনু এখানে বীজ ও ক্ষেত্রের উৎকর্ষাপকর্ষ বর্ণনা করিতেছেন। এ বচনে কোন উপমার সূচনা নাই। ইহার পূর্ব্বদশে হব্যকব্যগ্রহণে অনুপযুক্ত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কুণ্ড গোলকের নাম করিয়া, কুণ্ড গোলক কাহাদিগকে বলিলেন তাহা জানাইবার জন্যে মনু বক্ষ্যমাণ লক্ষণ করিয়াছেন

পরদারেষু জায়েতে দ্বৌ সুতৌ কুণ্ডগোলকৌ।
পত্যৌ জীবতি কুণ্ডঃস্যান্মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ॥

৩অ, ১৭৪ শ্লোক।

পরদারেতে কুণ্ড ও গোলক নামে দুইটী সুত জন্মে। পতি বর্ত্তমানে যে জন্মে তাহাকে কুণ্ড ও পতি মরিলে যে জন্মে তাহাকে গোলক কহে।

এবং কুণ্ড ও গোলককে দত্ত হব্যকব্য ইহকালে ও পরকালে নষ্ট হয় তাহাও বলিয়াছেন—

তৌ তু জাতৌ পরক্ষেত্রে প্রাণিনৌ প্রেত্যচেহ চ।
দত্তানি হব্যকব্যানি নাশয়েতে প্রদায়িনাম্॥

পরক্ষেত্রে জাত সেই দুই প্রাণী ইহকালে ও পরকালে দাতার হব্যকব্য নষ্ট করে অর্থাৎ কুণ্ড গোলককে হব্যকব্য দান করিলে ইহলোকে বা পরলোকে ফল পায় না।

দেখা যাইতেছে যে কুণ্ড ও গোলক যাহাতে জন্মে সে আপন পতির দার অর্থাৎ ধর্ম্মপত্নী থাকে, সুতরাং বেশ্যাপুত্র কুণ্ড বা গোলক হইতে পারে না; এবং ক্ষেত্রজ গূঢ়োৎপন্ন ও জারজাতক এই তিনের* অন্যতমকেই মনু কুণ্ড ও গোলক সংজ্ঞা দিয়াছেন। টীকাকারেরা শেষ-পক্ষই অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু জারজাতককে কুণ্ড বা গোলক বলিতে হইলে অনেক দোষ পড়িয়া যায়।

প্রথমতঃ। অনায়াসে যাহার অর্থ উপলব্ধ হয় এমত শব্দ ত্যাগ করিয়া দুর্ব্বোদ্ধব্য শব্দ ব্যবহার করা রীতি নহে। মনু অভিধান লিখিতে বসেন নাই যে হব্যকব্যগ্রহণে অনুপযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে জারজ বা জারজাতক

---

* গূঢ়োৎপন্ন যে নিশ্চিতই পরদারজাত তাহা বলা যায় না। কেন পাঠক তাহা শীঘ্রই বুঝিতে পারিবেন।

শব্দের পরিবর্ত্তে কুণ্ডগোলক সুতের নাম করিতে বাধ্য হইলেন, এবং পাঠকবর্গের বোধসৌকর্য্যার্থে কুণ্ড গোলকের লক্ষণাদি করিলেন। জারজ ও কুণ্ডগোলক যদি একার্থকই হয় তাহা হইলে বলিতেই হইবে যে মনু দুইটী শ্লোক অপব্যয় করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ। জারজ হইলেই যে কুণ্ডাদি সংজ্ঞা পাইবে এমত নহে। পতি বর্ত্তমানে জার হইতে লব্ধ সন্তানও পতিরই বলিয়া অভিহিত হয়। পতি যাহাকে গমন করে এমত স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র সুতরাং পতি দ্বারাই উৎপাদিত বলিয়া স্বরূপতঃ জারজ হইলেও কুণ্ডাখ্য না হইয়া গূঢ়োৎপন্ন সংজ্ঞা পায়। আবার পতিপরিত্যক্তাতে বা পতিপরিত্যাগিনীতে উৎপন্ন জারজ সন্তানও কুণ্ডাদি নাম পাইবার যোগ্য নহে; কেননা এই দুই প্রকার স্ত্রীই পতির দার থাকে না এবং 'পরদারে* জাত' না হইলে পুত্র কুণ্ডাদি আখ্যা পায় না। বাস্তবিক পতি বর্ত্তমানে ব্যভিচারদুষ্টা স্ত্রীর সন্তান কোন্ সময়ে কুণ্ডাখ্যা পাইবে তাহা নিশ্চিত করা কঠিন। সম্যঙ্‌নিয়োগার্হা স্ত্রী (অর্থাৎ ক্লীবপত্নী বা ব্যাধিত পত্নী) পতি-দোষ-প্রকাশানন্তর † যদি নিযোজিতা না হইয়া ব্যভিচার করে তবে উৎপন্ন সন্তান কুণ্ড নাম পাইবে কি না সন্দেহ হইতে পারে বটে; কিন্তু দেখিতে হইবে যে কেবল এইরূপ সন্তানকে লক্ষ করিলে মনু তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেন; সকল প্রকার জারজকে সহসা পাওয়া যায় এমত লক্ষণ লিখিতেন না।

তৃতীয়তঃ। মনুর মতে জারজ সন্তান বর্ণসঙ্কর;—

ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥

১০ অ, ২৪ শ্লোক।

---

* পাঠক জানেন যে পতিপরিত্যাগিনী বা পতিপরিত্যক্তা পতির দার থাকিত না। গত প্রত্যাগতা কখনই পূর্ব্বপদ পাইত না; এবং অক্ষতা পুনর্ভূর পুত্র সাধারনতঃ পূর্ব্বপতির পুত্র বলিয়া গণ্য হইলেও ধর্ম্মপত্নীর হইত না। বাস্তবিক কন্যা যেমন পিতৃগৃহ ত্যাগ করিলে আর কন্যা থাকিত না তদ্রূপ দারও পতিগৃহ ত্যাগ করিয়া যাইলে আর দার থাকিত না।

† পতির দোষ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে জারজ পুত্র উৎপাদন করিলে সে পুত্র গূঢ়োৎপন্নই হইবে। দুষ্টা স্ত্রী এমত ঋক্‌থভাগী পুত্র প্রাপ্তির সম্ভাবনায় কেন পতি দোষ ব্যক্ত করিবে?

ব্যভিচার দ্বারা, অবিবাহ্যা (সগোত্রাদি) বিবাহ দ্বারা এবং স্বকর্ম্ম ত্যাগ দ্বারা বর্ণসঙ্কর জন্মে।

সুতরাং নামে মাত্র ব্রাহ্মণ হইলেও জারজের উপনয়নাদি সংস্কার নাই এবং সে প্রকৃত ব্রাহ্মণও হইতে পারে না; কিন্তু হব্যকব্য গ্রহণে অনুপযুক্ত (উপনীত) ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই মনু কুণ্ডগোলককে ধরিয়াছেন; অতএব বলিতেই হইবে যে কুণ্ড গোলক দুষ্ট ব্যভিচার জাত সন্তান নহে।

কুণ্ডগোলক যদি জারজ অর্থাৎ দুষ্ট ব্যভিচার জাত না হইল তবে অবশ্যই ক্ষেত্রজ ও বৃথোৎপন্ন * এই দুইয়ের অন্যতর হইবে। এখানে বিবেচিতব্য যে কুণ্ডগোলককে মনু পরদারজাত বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, পরক্ষেত্র জাতও বলিযাছেন। ইহাতেই অনুমিত হইতেছে যে ক্ষেত্রজকে কুণ্ড গোলক বলা হয় নাই, কেননা স্বরূপতঃ পরদারজাত হইলেও ক্ষেত্রজকে ক্ষেত্রস্বামীরই পুত্র বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। অবজ্ঞাসূচক 'প্রাণিনৌ' শব্দ প্রযোগ করিযাও মনু জানাইযাছেন যে উপস্থিত দুই শ্লোক দ্বারা তিনি ক্ষেত্রজকে লক্ষ করেন নাই। সুতরাং (ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণী দ্বারা লব্ধ) বৃথোৎপন্নই যে কুণ্ডগোলক বলিয়া মনু দ্বারা ধৃত তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। বৃথোৎপন্নকে মনু স্পষ্টতঃ ক্ষেত্রস্বামীর পুত্র বলেন নাই (৫৭ ও ৬৯ পরিচ্ছেদ দেখ)। বস্তুতঃ স্ত্রী দ্বারা অবাপ্ত এবং স্ত্রীরই পুত্র এইরূপই লিখিয়াছেন। বৃথোৎপন্ন আপন জননীর পাণিগ্রাহকের কোন উপকারেই আইসে না। পাঠক দেখিবেন যে মনু যেমন স্বযংনিযুক্তা হওনের বিষয় অস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন সেইরূপ স্বয়ংনিযুক্তার পুত্রের বিষয়ও অস্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন; কিন্তু তাহা হইলেও কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিলে অর্থাবগতির ব্যাঘাত হয় না।

পাঠক এখন পরাশরের শ্লোক দুইটী বিশদরূপে বুঝিতে পারিবেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এক ঋষির বচন অন্য ঋষি দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইলে পরিবর্ত্তিত অংশটুকু দ্বারাই অর্থের পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করা যায়। পরাশর প্রথম শ্লোকে 'যথা' শব্দ বিন্যস্ত করিয়া তুলনার সূচনা করিয়াছেন, এবং দ্বিতীয় শ্লোকে উপমেয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন বীজী ও ক্ষেত্রীর মধ্যে ক্ষেত্রীই

* পৌনর্ভব কাহারও দারেতে জন্মে না, এবং পৌনর্ভবপুত্র হব্যকব্যগ্রহণাযোগ্যব্যক্তিগণের মধ্যেই কুণ্ডগোলক হইতে পৃথকরূপে উক্ত হইয়াছে।

ফললাভ করে তদ্রূপ উৎপাদক ও পাণিগ্রাহকের মধ্যে পাণিগ্রাহকই পুত্র লাভ করে, দুইটী শ্লোকের এই তাৎপর্য্য। পরাশর কুণ্ড এবং গোলক * দুই শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু হব্যকব্য গ্রহণের কথা কিছুই বলেন নাই। তবে ইহারা কাহার সম্বন্ধে সুত, তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি পুত্র শব্দ ও সুত শব্দ একই শ্লোকে প্রয়োগ করিয়া জানাইয়াছেন যে পরস্ত্রীর পুত্র উৎপাদকের কুণ্ডাখ্য ও গোলকাখ্য সুত †, কিন্তু কেবল নামে মাত্র সুত কেননা উহাদিগকে ক্ষেত্রস্বামীই প্রাপ্ত হইবে, এবং তাহারই সুত গণনায় উহারা গণিত হইবে। কুণ্ডগোলক কাহার সম্বন্ধে পুত্র মনু তাহা স্পষ্ট বলেন নাই। তাঁহার ‡ সময়ে স্ত্রীগণ পতির ঔরস পুত্রাভাবে অনেক প্রকার উপায় দ্বারা পুত্রলাভ করিত। সেই সকল পুত্রগণের মধ্যে কেবল স্বয়ংনিযুক্তার পুত্রকে লক্ষ করিবার জন্যে তিনি 'পরদারে জাত' 'পরক্ষেত্রে জাত' ইত্যাদি লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন। পরাশরের সময়ে একমাত্র স্বয়ং নিযুক্তা ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রী পাণিগ্রাহকেতর পুরুষে উপগত হইতে পারে না। সুতরাং পরস্ত্রীপুত্র বলিলে কেবল স্বয়ংনিযুক্তার পুত্রকেই লক্ষ করে। এখন দেখা যাইতেছে যে মনু যাহাকে পরদারজাত ও পর-

* তিনি কেবল ব্রাহ্মণ কুণ্ডগোলকের কথা বলিতেছেন না, তিনি ক্ষত্রিয়াদি কুণ্ডগোলকের বিষয়ও বলিতেছেন।

† ক্ষেত্রিকের সম্বন্ধে সে পুত্রের কি নাম তাহা শীঘ্রই দেখা যাইবে। ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, যে স্ত্রী পুত্রপ্রাপ্ত সে নিজে আপনসম্বন্ধে অথবা তাহার বিবাহকপতিসম্বন্ধে পরস্ত্রী হইতে পারে না। সুতরাং 'পরস্ত্রীপুত্র সুত হয়' বলিলে অন্য কোন প্রকার ব্যাখ্যা করিবার উপায় নাই।

‡ সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে মনুশ্লোক হইতেও পাওয়া যায় যে কুণ্ড ও গোলক উৎপাদক সম্বন্ধেই সুত। মনু কুণ্ডগোলককে পরদারজাত ও পরক্ষেত্রজাত সুত বলিয়াছেন; ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে কুণ্ডগোলকের জননী যাহার সম্বন্ধে পরদার ও পরক্ষেত্র কুণ্ডগোলক তাহারই সম্বন্ধে সুত। পরদার ও পরক্ষেত্র এই দুই শব্দ যে, যে সে পুরুষ সম্বন্ধে ব্যবহৃত না হইয়া কেবল উৎপাদক সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রই বুঝিবেন আর সুত বলিলেই অবশ্যই কোন ব্যক্তি বিশেষের সুতকেই বোঝায়। কুণ্ডগোলক যে পুরুষের সুত কুণ্ডগোলকের জননী সেই পুরুষের দার বা ক্ষেত্র না হইয়া তাহার পরদার বা পর ক্ষেত্র। এরূপ ভাবার্থ না হইলে পর শব্দ প্রয়োগ করাই মিথ্যা। আর জারজ বা উপপতীজ শব্দ থাকিতে কুণ্ড বা গোলক এই নূতন সংজ্ঞারও প্রয়োজনই ছিল না।

ক্ষেত্রজাত বলিয়াছেন পরাশর তাহাকেই পরনারীসুত ও পরস্ত্রীপুত্র বলিয়াছেন।

১৭। পরাশর পুত্রগণনায় চারি প্রকার সুতের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা

ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুতঃ।
দদ্যান্মাতা পিতা বাপি স পুত্রো দত্তকো ভবেৎ॥

ঔরস এবং ক্ষেত্রজই (ও) দত্ত (ও) কৃত্রিম (এই কয় প্রকার) সুত। মাতা অথবা পিতা যাহাকে দান করে সে দত্তক পুত্র।

(পরাশরগ্রন্থে নিযুক্তহওনের বিধি নাই বিবেচনা করিয়া কেহ কেহ বলেন যে এখানে ক্ষেত্রজ শব্দ ঔরস শব্দের বিশেষণ মাত্র এবং পরাশর কেবল তিন প্রকার পুত্রের বিধান করিয়াছেন। কিন্তু তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। ক্ষেত্রজ পদকে ঔরসের বিশেষণ করিলে 'চ' শব্দকে বৃথাপ্রযুক্ত জ্ঞান করিতে হয় এবং 'এব' শব্দের অর্থই বা কিরূপে করা যাইতে পারে? এটীও কি 'চ' শব্দের ন্যায় অনর্থক প্রযুক্ত? ক্ষেত্রজ শব্দকে বিশেষণ করিয়াই বা লাভ কি? যে কোন পুত্র হউক না কেন কোন না কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সে অবশ্যই জন্মিয়াছে। সুতরাং ক্ষেত্রজ শব্দও নিরর্থক হইয়া পড়ে। তবে যদি বল প্রকাশ পূর্ব্বক ক্ষেত্রজ পদের অর্থ স্বক্ষেত্রজ ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে ব্যাখার কিঞ্চিৎ পুষ্টি হয় বটে, কিন্তু 'ক্ষেত্রজ ঔরস' এরূপ প্রয়োগ করিলে অক্ষেত্রজ ঔরস পুত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, কেননা বিশেষণের ধর্ম্মই এই যে তদ্গুণ বিশিষ্ট বস্তুর অতিরিক্ত বস্তুর সম্ভাবনা সূচিত করে। অতএব যত দিন পর্য্যন্ত অক্ষেত্রজ অর্থাৎ অস্য ক্ষেত্রজ ঔরস পুত্র কে তাহা স্থিরীকৃত না হইবে তত দিন পর্য্যন্ত এব্যাখ্যা আদরণীয় নহে। আমরা পরাশরবচনের যথার্থ তাৎপর্য্য লিখিতেছি পাঠকবর্গ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

পরাশর নারদের ন্যায় আপন্না স্ত্রীদিগকে স্বয়ংনিযুক্তা* হইতে বলিয়াছেন। কিন্তু গর্ভগ্রহণ না করে এজন্য সাবধান করিয়াছেন। তথাপি যদি সে পুত্রোৎপাদন করে তবে সে পুত্রের কি নাম হইবে তাহাতেই বলিতেছেন যে সে ক্ষেত্রজৈব হবে। 'চ' দ্বারা ক্ষেত্রজ যে ঔরস হইতে

---

* স্বয়ং নিযুক্তহওয়া যে কোন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয় নাই তাহা আমরা দেখিয়াছি।

পৃথক তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। আর মনু স্বয়ংনিযুক্তার পুত্রকে ক্ষেত্রজ বলেন নাই (বৃথোৎপন্ন বলিয়াছেন) এবং বৃহস্পতিও কলিতে ক্ষেত্রজ পুত্র জন্মাইতে নিষেধ করিয়াছেন, এজন্যে (অর্থাৎ ইঁহাদিগের সহিত এক বাক্য রাখিবার নিমিত্তে) সেই স্বয়ং নিযুক্তাতে উৎপন্ন পুত্রকে পরাশর ক্ষেত্রজেব বলিলেন। ইহাতে তাহাকে ক্ষেত্রজের তুল্য অর্থাৎ প্রায়ক্ষেত্রজ বলা হইল। 'এব' শব্দ অযোগব্যবচ্ছেদ বুঝাইলেও কিঞ্চিদূন অর্থ প্রকাশ করে ইহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। পরাশর যেরূপ মনুর মান রক্ষা করিলেন বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সেরূপ করেন নাই। ইঁহারা 'এই পুত্রকে ক্ষেত্রজ* নামই দিয়াছেন। পরাশরের মতে গর্ভাবস্থায় ইহার জননী নির্ব্বাসিত হয়, সুতরাং এ জননীর লোকান্তে তাহার ত্যক্তধনে অধিকারী হয়। এই জন্যেই বোধ হয় পূর্ব্ব শ্লোকে ইহাকে পরস্ত্রীপুত্র বলা হইযাছে, পরস্ত্রীসুত বলা হয় নাই। উৎপাদক সম্বন্ধে ইহার নাম কখন কুণ্ড ও কখন গোলক। কিন্তু উৎপাদক অধিকারী নহে বলিয়া ক্ষেত্রিকের পুত্রগণের মধ্যে ইহার নাম নিবেশিত হইয়াছে। আমরা বিবেচনা করি যে ঔরস, দত্তক ও কৃত্রিম সুতের বিষযে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে ইহা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না যে চারি প্রকার সন্তানের মধ্যে ক্ষেত্রজেব ও কৃত্রিম ধনাধিকারী নহে, ইহা জানাইবার জন্যেই বোধ হয় পরাশর চারিটীকে সাধারণতঃ পুত্র না বলিযা কেবল সুত বলিয়াছেন।

কৃত্রিমসুত পশ্চিমবেহারঅঞ্চলে প্রচলিত আছে এবং এ প্রদেশেও কেহ কেহ গুণবান বালক পাইলে পুত্রত্বে স্থাপনা করেন, আর ক্ষেত্রজেবকে সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায, তবে ইহার সংখ্যা অবশ্যই অধিক নহে।

---

* পরাশরের পুত্র গণনার শ্লোকার্দ্ধ মনু হইতে প্রায় অবিকল উদ্ধৃত। মনু পুত্রগণনার কালে লিখিয়াছেন 'ঔরস ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এবচ ইত্যাদি'। মনুর ক্ষেত্রজ শব্দের সহিত এব শব্দ যোগ করিবার অভিপ্রায় এই যে তিনি যাহাকে ক্ষেত্রজ বলিয়াছেন তাহাকেই পুত্রগণনায় গ্রহণ করিলেন; তিনি স্বধর্ম্মেন নিযুক্তাতে জাত ব্যতীত পুত্রকে ক্ষেত্রজ বলেন নাই। পরাশর এব শব্দ অবধারণার্থে প্রয়োগ না করিয়া তুল্যার্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। পরাশরের এব শব্দকে অবধারণার্থক জ্ঞান করিলেও তিনি বিষ্ণুযাজ্ঞবল্ক্যের শ্রেণীভুক্ত হয়েন মাত্র।

পাঠক দেখিবেন আমরা যে রূপ ব্যাখ্যা করিলাম তাহাতে পরাশর সংহিতার কোন স্থানেই স্ববচোবিরোধ * ঘটিল না এবং কলিধর্ম্মপ্রযোজক পরাশরের কোন মতই অপ্রচলিত রহিল না। এরূপ অর্থসঙ্গতি করিবার উপায় থাকিতে বল প্রকাশ পূর্ব্বক অন্যরূপ ব্যাখ্যা করা অনুচিত। অতএব পরাশর যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার বিধি দেন নাই তাহা নিঃসন্দেহ রূপে প্রতিপাদিত হইল।

৭৮। আমরা প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়া অবধি যাহা কিছু লিখিয়াছি তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতেছিঃ—

প্রথম যাহার দ্বারা গৃহীত হইবে স্ত্রীর পাণিগ্রহণ কার্য্য তাহার দ্বারাই সম্পাদিত হইবে। কিন্তু বিবাহেচ্ছুক পুরুষ বিবাহকরণের অযোগ্য হইলে (অর্থাৎ অন্যজাতীয়, পতিত, ক্লীব, দীর্ঘাময় ইত্যাদি হইলে) কাত্যায়নাদির মতে তাহাকে পাণিগ্রহণাদি কার্য্য সম্পাদন করিতে দিবে না; প্রত্যুত স্ত্রীকে অনুমতি দিবে যে সে স্বয়ংবরা হইয়া উপযুক্ত পুরুষকে বরণ করে। সেই উপযুক্ত পুরুষই তাহার পাণিগ্রহণ করিবে। কিন্তু স্ত্রীর পাণিগ্রহণ কার্য্য একবার সম্পাদিত হইলে আর কখনই সম্পাদিত হইবে না। যদি প্রমাদবশতঃ অযোগ্য ব্যক্তিকেই পাণিগ্রহণ করিতে দেওয়া হয় তাহা হইলেও সে স্ত্রীর পাণিগ্রহণ পুনরায় হইবে না। পাণিগ্রাহক মুখ্যপতি।

পাণিগ্রাহক ব্যতীত অন্য পুরুষের সহিতও স্ত্রীলোকের সংসর্গ ঘটিত। পুনর্ভূ ও নিযুক্তা এই দুই প্রকার স্ত্রীই পাণিগ্রাহকেতরপুরুষগামিনী। পতিকুল ত্যাগ করিয়া আজীবন অন্য পুরুষকে আশ্রয় করিলে পুনর্ভূ; এবং পতিকুলের অনুগত থাকিয়া কিয়ৎ কালের নিমিত্তে অন্য পুরুষকে ভজনা করিলে নিযুক্তা। উভয় প্রকার স্ত্রীকেই মনু যৎপরোনাস্তি নিন্দা

* বৃহৎপরাশর সংহিতায় পুনর্বিবাহের ও পুনর্ভূর নিন্দা কীর্ত্তিত আছে দেখিয়া ও প্রচলিত পরাশরসংহিতার 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচনকে পুনর্বিবাহবিধায়ক জ্ঞান করিয়া কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন যে বৃহৎ পরাশরসংহিতার সহিত প্রচলিত পরাশরসংহিতার বিরোধ আছে; অর্থাৎ পরাশর স্বয়ংই স্ববচোবিরোধ অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের মীমাংসা যিনি দেখিবেন তিনি কখনই পরাশরকে স্ববচোবিরোধী করিবেন না। ভিন্ন ভিন্ন ঋষির মতেই যখন বিরোধ প্রায় নাই তখন একই ঋষির বাক্যে বিরোধদর্শনের সম্ভাবনা কোথায়?

করিয়াছেন। উভয়েই সাধ্বীপদবাচ্য হয় না; অধিকন্তু পুনর্ভূর পতি এবং পুত্র এবং কোন কোন নিযুক্তার পুত্র (ও কখন কখন উৎপাদক) হব্যকব্য পাইবার যোগ্য নহে। নিন্দাচ্ছলে তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, যে কারণ ঘটিলে পুনর্ভূ হওয়ার অধিক সম্ভাবনা সে কারণ উপস্থিত হইলেও অর্থাৎ বিধবা হইলেও পুনর্ব্বিবাহ করিবার বিধি কোন শাস্ত্রে নাই। এবং নিযুক্তা হওযার বিধি থাকিলেও নিযুক্তহওনের মন্ত্র বৈবাহিক মন্ত্রের মধ্যে নাই*।

৭১। মনু দ্বারা যে প্রথার নিন্দা কীর্ত্তিত হইয়াছে অন্যান্য ঋষিরা প্রায়ই সে প্রথার নিষেধ ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিয়োগ যে নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি †। আর পুনর্ব্বিবাহের নিষেধক বহুসংখ্যক বচন দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে অন্ততঃ দুই চারিটী এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করা কর্ত্তব্য বিবেচনা হইতেছে; কেননা যদিচ কলিধর্ম্ম ব্যবস্থাপক পরাশর

(১) নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতেপতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

(২) মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

(৩) তিস্র কোট্যর্দ্ধ কোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥

---

* অর্থাৎ নিয়োগের বিধি আছে মন্ত্র নাই আর পুনর্ব্বিবাহের মন্ত্র থাকিতে পারে কিন্তু বিধি নাই। এখানে বলা কর্ত্তব্য যে উভয়েই নিন্দনীয়া হইলেও পুনর্ভূ স্বয়ং নিযুক্তা অপেক্ষাও হেয়া (২৬ ও ৬৭ পরিচ্ছেদে দেখ) এবং সেই জন্যই বরং স্বয়ং নিযুক্তহওনেরও ব্যবস্থা আছে, তথাপি পুনর্ভূ হওনের বিধি নাই। স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ কেবল নামে মাত্র বিবাহ পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে।

† তবে স্বয়ং নিযুক্ত হওয়া স্পষ্টতঃ নিষিদ্ধ হয় নাই এই জন্যেই পরাশর অবকাশ পাইয়া তাহার বিধান কলিতেও করিয়াছেন।

এই তিন বচন দ্বারা কলিকালের বিধবাগণের পক্ষে স্বয়ং নিযুক্ত হওয়া, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা ও সহগমন করা এই তিনটী মাত্র ধর্ম্মের উপদেশ দিয়া জানাইয়াছেন যে এই তিনের অতিরিক্ত অন্য কোন ধর্ম্ম কলির বিধবার অনুষ্ঠেয় নহে, তথাপি স্পষ্ট নিষেধবাচক বচন না থাকিলে পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে মন্বাদি কাল অবধি প্রচলিত প্রথা অদ্য পর্য্যন্তও চলিত থাকিতে পারে, এই জন্যে নিষেধবাচক বচন দুই চারিটী লিখিত হইতেছে। নিষেধবাচক বচনের সঙ্গে নিন্দাবাচক বচনও একটী উদ্ধৃত করিলাম। ইহার কারণ এই যে নিম্নলিখিত নিন্দা বাচক বচন লইয়া অনেকে অনেক প্রকার গণ্ডগোল করিয়াছেন

(১) সপ্তপৌনর্ভবাঃ কন্যা বর্জ্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ।
বাচাদত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা॥
উদকস্পর্শিতা যা তু যাতু প্নানিগৃহীতিকা।
অগ্নিং পরিগতা যাতু পুনর্ভূপ্রভবাচ যা॥
ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তা দহন্তি কুলমগ্নিবৎ॥

ইতি কাশ্যপঃ

যাহাকে বাক্য দ্বারা দান করা হইয়াছে, যাহাকে মনে মনে দান করা হইয়াছে; যাহার হস্তে মঙ্গল সূত্র বন্ধন করা হইয়াছে; যাহাকে জলস্পর্শ দ্বারা যথাবিধি দান করা হইয়াছে; যাহার পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হইয়াছে; যাহার কুশণ্ডিকা যথাবিধি নিষ্পন্ন হইয়াছে; যাহার পুনর্ভূর গর্ভে জন্ম হইয়াছে; এই সাত কুলের অধম পৌনর্ভব কন্যাকে বর্জ্জন করিবে। ইহারা বিবাহিত হইলে অগ্নিবৎ কুলকে দগ্ধ করে।

পাঠক দেখিবেন এ বচনের সহিত পরাশরের 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' শ্লোকের বিরোধ কিছুই হইতেছে না এবং কোনটীই অপরটীর প্রতিপ্রসব নহে। যাঁহারা বিরোধ ঘটাইয়াছেন তাঁহারা উভয় বচনের তাৎপর্য্যগ্রহই করিতে পারেন নাই। কাশ্যপ মন্বাদিনিন্দিতা পুনর্ভূকে * ত্যাগ করিতে কহিয়াছেন; পরাশর আপনাকে স্বয়ংনিযুক্তা হইতে বলিয়াছেন। কাশ্য-

* পুনর্ভূকেই পৌনর্ভব বলিয়াছেন, স্বার্থে ষণ্।

পোক্ত পৌনর্ভব কন্যারা অক্ষতা; 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচনে ধৃতারা প্রসূতাও হইতে পারে। আর পূর্ব্বে সমালোচিত কাত্যায়নাদির বচনের সহিতও কাশ্যপবচনের বিরোধ নাই; কেননা কাত্যায়নাদি অনুপযুক্ত পাত্রে * দত্তা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ ব্যবস্থা করিয়াছেন, কাশ্যপ উপযুক্ত পাত্রে দত্তা কন্যার কথা বলিতেছেন। সামান্য বিশেষ ধরিলেও বিরোধাভাব হয়;—কাশ্যপের বিধিকে (?) সামান্য ও কাত্যায়নাদির বিধিকে বিশেষ জ্ঞান করিলেই হইল। সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে কাশ্যপবচন কেবল নিন্দা-জ্ঞাপক, নিষেধবাচক নহে, সুতরাং কাত্যায়নাদির সহিত ইহার বিরোধই ঘটে না।

(২) মৃতে জীবতি বা পত্যৌ ন সুতঃ দেবরাদিতঃ।
ক্রান্ত সপ্তপদাং কন্যাং নোদ্বহেচ্চ কলৌ দ্বিজঃ॥

সধবাই হউক অথবা বিধবাই হউক কলিযুগে দেবরাদি হইতে (দেবর সপিণ্ড বা সগোত্র (?) হইতে) পুত্র উৎপাদন করিবে না; এবং যে কন্যা সপ্তমপদ গমন করিয়াছে তাহাকে দ্বিজগণ বিবাহ করিবে না। এটী বায়-বীয় সংহিতার বচন। ইহা দ্বারা সম্যঙ্‌নিযোগ এবং পাণিগৃহীতার পুন-র্ব্বিবাহ নিষিদ্ধ হইতেছে। যে কন্যা কেবল দত্তা হইয়াছে পাণিগৃহীতা হয় নাই তাহার সম্বন্ধে এখানে কিছুই বলা হইল না। তাহার বিবাহ নিম্ন-লিখিত বচনে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

(৩) দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তি র্দত্তা কন্যা ন দীয়তে।
ন যজ্ঞে গোবধঃ কার্য্যঃ কলৌ ন চ কমণ্ডলুঃ॥

ইতি ক্রতুঃ

---

* অনুপযুক্ত ব্যক্তি কেবল প্রবঞ্চনা দ্বারা কন্যালাভ করিতে পারে। সুতরাং তাহাকে দান করিয়া ফিরাইয়া লইলে পাপ হয় না। কাশ্যপ মনুমত অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন; কাত্যায়নাদি ধূর্ত্তের উপর বিরক্ত হইয়া (এবং মনুগ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট স্থলে অস্পষ্ট এই সুযোগ পাইয়া) লিখিয়াছেন।

কলিযুগে দেবর হইতে সুতোৎপত্তি, দত্তাকন্যার পুনর্দ্দান * যজ্ঞে গোবধ এবং কমণ্ডলু ধারণ করিবে না।

বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী মাধবরাও ক্রতুবচনের অনুরূপ পাঠ ধরেন। তিনি পরিবর্ত্তিত বচনেব সহিত আর ৫টী শ্লোক যোগ করিয়া ক্রতু সংহিতা ধৃত শাস্ত্র বলিয়া নিম্নলিখিত বচনগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন

ঊঢ়ায়াঃ পুনুরুদ্বাহঃ দত্তা কন্যা নদীয়তে।
ন যজ্ঞে গোবধঃ কার্য্যঃকলৌঃ ন চ কমণ্ডলুঃ॥
বিধবায়াং প্রজোৎ পত্তিঃ দেবরস্য নিয়োজনং।
বালিকাক্ষতযোন্যাশ্চ বরেণান্যেন সংস্কৃতিঃ॥
দত্তৌরসেতরেষাঞ্চ পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ।
অস্থি সঞ্চয়না দূর্দ্ধং অঙ্গংস্পর্শন মেবচ॥
শিষ্যস্য গুরুদারেষু গুরুবৎ বৃত্তিরীরিতা।
সবর্ণানাং তথাদুষ্টৈঃ সংসর্গঃ শোধিতৈরপি॥
বলাৎকারাদিদুষ্ট স্ত্রীসংগ্রহো বিধিচোদিতঃ।
নবোদকে দশাহঞ্চ দক্ষিণা গুরু চোদিতা॥
এতানি লোক গুপ্তর্থ্যং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থা পূর্ব্বকং বুধৈঃ॥

পাঠক দেখিবেন যে নূতন পাঠ ধরিলে ও পরিবর্দ্ধন স্বীকার করিলে কলিতে বিধবা বিবাহাদি দেওয়া অতিশয় কঠিন হইয়া পড়ে। মাধবরাও পরাশরের 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচনকে পুনর্ব্বিবাহবিধায়ক জ্ঞান করিয়া কলিতে পরাশরশাস্ত্রের বলবত্তা স্বীকার করতঃ এরূপ আপন মত বিরোধী শাস্ত্র উদ্ধৃত করিতে সাহসী হইয়াছেন। তিনি ক্রতুকে নিম্ন শ্রেণীস্থ ঋষি মনে করিয়া তাঁহার লিখিত শাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে ক্রতু কর্ত্তৃক পুনর্ব্বিবাহ নিষেধ বলবত্তর পরাশর শাস্ত্র দ্বারা রহিত হই-

* কলিতে দান ব্যতীত বিবাহই দেখা যায় না।

য়াছে। পরাশরশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত হইলে তিনি কখনই এরূপ লিখিতেন না। আমরা দেখিয়াছি পরাশরবচন বিধবাবিবাহবিধায়ক নহে। সুতরাং ক্রতুবচন নিবারিত হইতেছে না। ইহা বলবানই থাকিতেছে। আর ক্রতু সামান্য ব্যক্তি নহেন। মনু স্বয়ং ইঁহাকে প্রজাপতির মধ্যে গণনা করিয়াছেন; ইনি ৩৬ জন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের মধ্যে একজন। ইঁহার দ্বারা যে যে কর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে সে সে কর্ম্ম ব্যবহারে অপ্রচলিতই আছে। (পাঠক ভাবিবেন না যে ক্রতু কেবল দুই প্রকার পুত্রের উল্লেখ করিয়া পরাশরের সহিত বিরোধ করিয়াছেন, পরাশর কৃত্রিম ও ক্ষেত্রজৈর সুতের পুত্রত্ব স্বীকার করেন নাই)।

(৮) দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তি র্দত্তা কন্যা প্রদীয়তে ॥
কন্যা নামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
আততায়ি দ্বিজ প্রাণং ধর্ম্ম্যযুদ্ধেন হিংসনং ॥
বানপ্রস্থাশ্রমস্যাপি প্রবেশো বিধিদেশিতঃ।
বৃত্তস্বাধ্যায় সাপেক্ষ মঘসঙ্কোচনং তথা ॥
প্রায়শ্চিত্ত বিধানঞ্চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকং।
সংসর্গদোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোর্বধঃ ॥
দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ।
শূদ্রেষু দাসগোপাল কুলমিত্রার্দ্ধ সীরিণাং ॥
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতি দূরতঃ।
ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্কতাদি ক্রিয়াপিচ ॥
ভৃগ্বগ্নিপতনঞ্চৈব বৃদ্ধাদিমরণং তথা।
এতানি লোক গুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ ॥
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ।
সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমানং বেদবদ্ভবেৎ ॥

ইতি আদিত্য পুরাণং

পাঠক ক্রতুর দীয়তে ও আদিত্যপুরাণের প্রদীয়তে পদের সহিত নারদের পুনর্ভূ প্রকরণের প্রদীয়তে পদের তুলনা করিবেন। নারদ গ্রন্থের ন্যায় এই দুই স্থলেও মন্ত্রবর্জ্জিত দানই বুঝাইতেছে। বিবাহিতা স্ত্রী গুরুর বা বন্ধুর অনুজ্ঞা লইয়া যে পুনর্ভূ হইত (এবং সম্ভবতঃ অযোগ্য পাত্রে দত্তা কন্যা যে দাতার অনুমতি লইয়া স্বয়ং বৃতা হইত) তাহা ক্রতু ও আদিত্য পুরাণ দ্বারা রহিত হইল। কি প্রকার দান ছিল তাহা বর্ণনা করা ক্রতু বচনের ও আদিত্য পুরাণের উদ্দেশ্য নহে। যে দান ছিল তাহাই নিষিদ্ধ হইতেছে।

(৫) সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলু বিধারণং।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা॥
দেবরেণ সুতোৎপত্তিঃ মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
মাংসাদনং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা॥
দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং বরস্য চ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ॥
মহাপ্রস্থান গমনং গোমেধঞ্চ তথা মখে।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্ম্মনীষিণঃ॥

ইতি বৃহন্নারদীয পুরাণং।

এখানে দ্বিতীয় পতিকেও বর বলা হইয়াছে। সুতরাং এখানে যে দত্তার কথা হইতেছে সে কেবল দত্তা পাণিগৃহীতা নহে। আমরা দেখিয়াছি অযোগ্য পাত্রে দত্তা কন্যা পিত্রাদির অনুজ্ঞা লইয়া স্বয়ম্বৃতা হইতে পারিত। সে প্রথা * বৃহন্নারদীয় পুরাণ দ্বারা রহিত হইল। পাঠক এই পুনর্দ্দান শব্দের সহিত কাত্যায়নের দেয়া † শব্দের তুলনা করিবেন।

---

* সাধারণতঃ দত্তা কন্যার পুনর্দ্দান ভার্গবের দ্বারাই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

† আমরা দেখিয়াছি কাত্যায়ন দেয়া শব্দের দ্বারা অমন্ত্র দানকে লক্ষ করিয়া স্বয়ম্বরে অনুমত স্ত্রীকেই ধরিয়াছেন। মনুদ্বারা সমস্ত পুনর্দ্দানের পথ রুদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া কাত্যায়ন ব্যবস্থা করিয়াছেন যে ভ্রমবশতঃ অযোগ্য বরে কন্যাদান করিলে নূতন বর উপস্থিত করিয়াও কন্যাকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিবে।

(৬) ঊঢায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা।
কলৌ পঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুং॥

ইতি আদিপুরাণং

বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিশেষ অংশ গ্রহণ, গোমেধ যজ্ঞ, ভ্রাতৃজায়াতে অপত্যোৎপাদন এবং দীর্ঘকাল কমণ্ডলু ধারণ এই পঞ্চ বিধ কার্য্য কলিযুগে করিবে না।

এবচন দ্বারা ঊঢা মাত্রেরই পুনর্ব্বিবাহ রহিত হইল। ইহাতে কেবল দত্তা ও পাণিগৃহীতার বিশেষ করা হইল না।

এই বচন আদিপুরাণে আছে বলিলে ইহা নিম্ন শ্রেণীর ঋষি দ্বারা লিখিত না হইয়া সমগ্র পুরাণের রচয়িতা সাক্ষাৎ বেদব্যাসের লেখনীনিঃসৃত হইয়া পড়ে এবং তজ্জন্য ইহার খাটিবার স্থল দর্শাইবার প্রয়োজন হয় এই আশঙ্কায় বিধবাবিবাহ পক্ষপাতী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন যে ইহা আদিপুরাণে নাই। কিন্তু আদিপুরাণের বচন বলিয়া ইহা বহুকাল প্রসিদ্ধ আছে এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ দ্বারা অনেক স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ পণ্ডিতের শিরোমণি মাধবাচার্য্য ইহাকে আদিপুরাণান্তর্গত বলিয়াছেন। অতএব ইহাকে অপ্রামাণিক বলিবার উপায় নাই। যদি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিজ সংগৃহীত পুস্তকে না থাকে তবে তিনি অন্য একখানি আদিপুরাণ সংগ্রহ করিবেন। তাহা করিলেই এই বচন দেখিতে পাইবেন। আরও ব্যক্তব্য যে বচন আদিপুরাণে নাই বলিলেও

---

* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভ্রমবশে 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচনকে পুনর্ব্বিবাহ বিধায়ক জ্ঞান করিয়া বলেন যে পুরাণাদি হইতে উদ্ধৃত বচন গুলি সাধারণ নিষেধবিধি ও 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচন বিশেষবিধি, ইহার বলে পাঁচটী স্থলে স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তিনি বিবেচনা করেন নাই যে যে অবস্থাকে প্রধানরূপে লক্ষ করিয়া সাধারণ বিধি লিখিত হয়, সে অবস্থাকে বিশেষ বিধি দ্বারা ত্যাগ করা যায় না। যদি পুনর্ব্বিবাহ কোন স্ত্রীর করা আবশ্যক হয় তবে বিধবারই করা আবশ্যক সুতরাং বিধবাকে প্রধানরূপে লক্ষ করিয়াই সাধারণ নিষেধ বিধিগুলি লিখিত হইয়াছে, এমত অবস্থায় কিরূপে বিশেষ বিধি দ্বারা বলা যাইতে পারে যে পতি মৃত হইলেই স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে? 'চণ্ডালান্ন ভোজন করিবেনা' এই বিধির বিশেষ কি এই হইতে পারে যে 'ক্ষুধার উদ্রেক হইলেই ভক্ষণ করিতে পারে'?

স্বপক্ষ সমর্থন বিষয়ে উপকারের সম্ভাবনা নাই, কেননা পরাশরসংহিতার বিশিষ্টরূপে বল বিধান করিলেও তাহা দ্বারা বিধবাবিবাহ সংস্থাপিত হইবে না। পরাশর পুনর্ব্বিবাহ ভিন্ন অন্য তিন প্রকার ধর্ম্ম বিধবার পক্ষে বিধান করিয়া প্রকারান্তরে কলিকালে বিধবাবিবাহ নিষেধ করিয়াছেন। অতএব ঋষিগণের মধ্যে তারতম্য করিবার প্রয়োজন নাই। বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে প্রায় সকল ঋষিরই একমত। ইহার বিধান কোন কালেই ছিল না। ইহা চিরনিন্দিত প্রথা। কলিকালে ইহা রহিত* হইল।

৮০। এই স্থানেই প্রবন্ধ সমাপন করা যাইতে পারিত, কিন্তু বিধবা-বিবাহ বিচারে অনেকেই বৈদিক প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন দেখিয়া সেই প্রমাণের সহিত আমাদিগের কৃত মীমাংসার ঐকমত্য স্থাপনা করা কর্ত্তব্য বোধে আরও কিঞ্চিৎ লিখিতে বাধ্য হইলাম।

তৈত্তিরীয় উপনিষদান্তর্গত সাগ্নিকের দাহমন্ত্রে বিবাহিতার পুনর্ব্বিবাহের প্রস্তাব আছে। সে মন্ত্র এই,—

উদীর্ষ্ব-নার্য্যভিজীবলোক মিতাসু মেত মুপশেষ এহি হস্তগ্রাভস্য দিধিষো স্তবেদং পত্যুর্জ্জনিত্ব মভিসম্বভূব।

ইহার ভাষ্যব্যাখ্যা এই,—

হে নারি ত্বং ইতাসুং গতপ্রাণং এতং পতিং উপশেষে উপেত্য শয়নং করোষি উদীর্ষ্ব অস্মাৎ পতিসমীপাৎ উত্তিষ্ঠ জীবলোকমভিজীবন্তং প্রাণি-সমূহং অভিলক্ষ্য এহি আগচ্ছ ত্বং হস্তগ্রাভস্য পাণিগ্রাহবতঃ দিধিষোঃ পুন-র্ব্বিবাহেচ্ছোঃ পত্যুঃ এতজ্জনিত্বং জায়াত্বং অভিসম্বভূব আভিমুখ্যেন সম্যক প্রাপ্নুহি।

হে নারি তুমি মৃত পতির নিকটে শয়ন করিয়া আছ, এখান হইতে জীবিত লোকের নিকটে গমন কর, যিনি তোমার হস্ত ধরিয়াছেন তিনি তোমাকে পুনর্ব্বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, তুমি তাঁহার জায়া হও।

এখানে কাতরা সদ্যমৃতপতিকাকে শোকাপনোদনজন্য এবং মৃতপতি

---

* তারতম্য মানিলেও নিম্নশ্রেণীস্থ ঋষিগণ দ্বারা অথবা নিম্নশ্রেণীর গ্রন্থে নিষিদ্ধ হইল বলিয়া পুনর্ব্বিবাহ নিষেধ যে আমাদের মাননীয় নহে তাহা বলা যায় না, যেহেতু উচ্চ শ্রেণীস্থ ঋষিগণের বা গ্রন্থের ভিন্নমত না থাকিলে নিম্নশ্রেণীস্থ ঋষিগণের বা গ্রন্থের বাক্য অলঙ্ঘনীয়।

পার্শ্ব হইতে উঠাইবার নিমিত্ত সান্ত্ব বাক্য দ্বারা প্রবোধ দেওয়া হইতেছে যে সে যদি ইচ্ছা করে তবে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিয়া পুনর্ভূ* হইতে পারে। তাহাকে পুনর্ব্বিবাহ করিতে বিধি দেওয়া হইল না। ইহাতে আমাদের কৃত মীমাংসার সহিত বিরোধ হওয়া দূরে থাকুক ঐকমত্যই হইল।

এই মন্ত্রের গৃহ্যসূত্র এবং তাহার বৃত্তি দেখিলে নিরূপিত হয় যে ইহা কেবল গর্ভবতী বিধবার পুংসবনাদি সম্পাদনার্থে দেবরাদির পতিস্থানীয়ত্ব বিধায়ক। গৃহ্যসূত্রের মত হেলন করা সামান্য সাহসের কর্ম্ম নহে। সে দুঃসাহস দেখান আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। গৃহ্যাদিসূত্রে যে মত প্রকাশ করে তাহা না ধরিয়া সহজ বুদ্ধিতে মন্ত্রের যে রূপ অর্থ করা যায়, সে রূপ অর্থ করিলেও কোন গ্রন্থের সহিত বিরোধ হয় না ইহা দেখাইবার জন্যেই আমরা প্রযাস করিয়াছি।

৮১। পণ্ডিতগণ কর্তৃক বিধবাবিবাহবিচারে অপর দুইটী শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। সে দুইটী আমরা এককালে সমালোচনা করিব। সে দুইটি বাক্য এই:—

(১) নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দেত

(২) নৈকস্যৈ (নৈকস্যাঃ) বহবঃ সহপতয়ঃ

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠও এই দুইটী শ্রুতির সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি † দ্রৌপদীপরিণয়প্রস্তাবে দুইটী শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে প্রথমটী দ্বারা স্ত্রীলোকের দুই পতি গ্রহণ সামান্যতঃ নিষিদ্ধ হইয়াছে, এবং দ্বিতীয়টী দ্বারা সেই নিষেধ বিশিষ্ট হইয়া

---

* এটী মন্ত্র, বিধি নহে সুতরাং স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বিবাহ নিষেধক বিধি সকল থাকিলেও বিরোধের আশঙ্কা নাই। পুনর্ব্বিবাহ যে যুগে প্রথম প্রচলিত হয় সেই যুগেই এই মন্ত্র পাঠ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং যতকাল পুনর্ব্বিবাহ প্রচলিত ছিল ততকাল ইহা পঠিত হইত।

† নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা আমাদিগের মীমাংসার বিরোধী নহে, তিনি লিখিয়াছেন যে সময়ভেদে বহুপতি করা নিষিদ্ধ নহে এমত নহে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শেষের অংশ টুকু ত্যাগ করিয়া নীলকণ্ঠের বলিয়া যে ব্যাখ্যা প্রচার করিয়াছেন তাহাই এখানে আলোচিত হইতেছে এবং নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা বলিয়া কথিত হইতেছে।

একদা বহুপতিগ্রহণ নিবারিত হইয়াছে ও সময়ভেদে বহুপতিগ্রহণ সমর্থিত হইয়াছে। নীলকণ্ঠ আরও বলিয়াছেন, যে দ্বিতীয়শ্রুতিটীর তাৎপর্য্য অতি সূক্ষ্ম, ইহার বলে স্ত্রীদিগের অসংখ্য ব্যক্তির সহিত বিবাহ সিদ্ধ হইতে পারে; এমন কি দান মন্ত্র পাঠ করিতে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু কাল ব্যবধানে নূতন নূতন পাত্রে কন্যা দান করা যায়। ফলতঃ তাঁহার মতে দ্বিতীয় শ্রুতিটী দ্বারা এই ব্যক্ত হইতেছে যে যতবার মন্ত্র পাঠ করিবে ততবার পৃথক বরে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিবে। এই অদ্ভুত ব্যাখ্যা যে প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে তাহা ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন ছিল না তথাপি যদি কেহ নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যাকে আদর করেন এই আশঙ্কায় লিখিত হইতেছে যে—

প্রথমতঃ। নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা আদরণীয় হইলে তিনি বেদব্যাস হইতেও মহত্তর হইয়া পড়েন, কেননা বেদব্যাস দ্রৌপদীর বিবাহের সভায় উপস্থিত থাকিয়া স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত এই পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া উপস্থিত শ্রুতিবচনের ওরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ। কন্যাকে একাধিকবার সমন্ত্র দান করিতে পারে স্বীকার করিলে মনুর সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় যেহেতু মনু দত্তাকন্যার পুনর্দ্দান নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু মনূক্ত ধর্ম্ম সকলই বেদসম্মত। মনু নিজেই লিখিয়াছেন—

যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
সসর্ব্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্বজ্ঞানময়ো হি সঃ॥

২অ, ৭ শ্লোক।

সুতরাং মনূক্ত ধর্ম্মের সহিত বিরোধ ঘটিলে বেদোক্ত ধর্ম্মের সহিতও বিরোধ ঘটে, অতএব বলিতেই হইবে যে নীলকণ্ঠ কৃত ব্যাখ্যা শ্রদ্ধেয় নহে*।

তৃতীয়তঃ। সধবা দুহিতাকে পুনর্দ্দান করিতে পারে একথা বলিলে দান শব্দই ব্যর্থ হয় যেহেতু তাহাতে স্বত্ব লোপ হয় না।

চতুর্থতঃ। একবার মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক একাধিক কন্যাকে এক বরে সম্প্রদান কেবল এক পিতার অনেক দুহিতাগণের পক্ষেই সম্ভবিতে পারে, কিন্তু এক পাত্রে একাধিক দুহিতার দান শাস্ত্রনিষিদ্ধ, সুতরাং পুরুষেরও

* শ্রুতির সহিত শ্রুতির বিরোধ আছে ইহাও সহসা স্বীকার করা উচিত নহে।

বহুবিবাহ করিতে গেলে প্রতি কন্যা লাভে এক একবার মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, এবং পুরুষেরও যতগুলি পত্নী সম্ভবিতে পারে নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা দ্বারা স্ত্রীরও ততগুলি পতি প্রাপ্তির সম্ভাবনা হয়। সুতরাং বেদে ওরূপ ভঙ্গিক্রমে পতি এবং পত্নীসংখ্যা নিরূপণ করা অনাবশ্যক হইয়া উঠে।

পঞ্চমতঃ। মাধবাচার্য্য 'নৈকস্যৈ বহবঃ সহ পতয়ঃ' স্থানে 'নৈকস্যা বহবঃ স্যুঃ পতয়ঃ' এই পাঠ ধরিয়াছেন। এই পাঠ প্রকৃত স্বীকার করিলে তাৎপর্য্য বর্ণনা সহজ হইয়া আইসে এবং প্রায় কোন প্রকার আপত্তিই স্থান পায় না।

যদি 'নৈকস্যৈ বহবঃ সহ পতয়ঃ' এই পাঠ স্বীকার করিয়া অর্থ এইরূপ করা যায় যে পতি বর্ত্তমান থাকিতে স্ত্রী বহুপতি করিতে পারিবে না তাহা হইলে আমাদিগের কৃত মীমাংসার সহিত বিরোধ হয় না এবং আমাদিগেরও ব্যাখ্যায় আপত্তি করিবার আবশ্যকতা থাকে না; কেন না আমরা পুনর্ভ্বাদির নূতন পতিগ্রহণের ক্ষমতা স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু এ ব্যাখ্যা* মানিলে বেদবাক্যদ্বয়ের পরস্পর এবং স্মৃত্যাদি বচনের সামঞ্জস্য স্থাপনা কষ্টসাধ্য হয়, কেননা—

প্রথমতঃ দুইটী শ্রুতির পরস্পর অনৈক্য উপস্থিত হয়। 'নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দেত' বলিলে ইহাই বোঝায় যে এক স্ত্রী যুগপৎ বা সময়ভেদে দুই-পতি গ্রহণ করিতে পারে না। তবে আবার 'নৈকস্যৈ বহবঃ সহপতয়ঃ' এই শ্রুতি দ্বারা কি রূপে বলা যাইতে পারে যে এক স্ত্রী সময়ভেদে পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে। যদি প্রথম শ্রুতিটীকে কেবল সাধারণ্যে নিষেধবাচক জ্ঞান করিয়া দ্বিতীয়টীকে তাহার বিশেষবাচক স্থির করা যায়, তাহা হইলেও বিরোধ মিটে না, কারণ দ্বিতীয়বচনটীতে বহবঃ শব্দ প্রযুক্ত থাকায় যুগপৎ বহুপতির বর্ত্তমানত্ব নিষিদ্ধ হইতেছে মাত্র, যুগপৎ দুই পতির বর্ত্তমানত্ব নিষিদ্ধ হইতেছে না।†। এখানে ইহা বলিবার উপায় নাই যে 'বহু' শব্দ দ্বারা 'একাধিক' বা 'অনেক' বুঝিতে হইবে; যেহেতু 'বহু' শব্দের

---

* অর্থাৎ 'সহ' শব্দের 'যুগপৎ' অর্থ গ্রহণ করিলে।

† বিরোধ থাকিলে শ্রুতিদ্বয়ের মধ্যে কার্য্য প্রতিপাদক অথবা বিধিবোধক শ্রুতিই বলবান্ হয়, সুতরাং 'নৈকা দ্বৌপতিবিন্দেত' এইটীকে বলবান করিয়া 'নৈকস্যৈ বহবঃ সহ পতয়ঃ এটীকে ত্যাগ করিতে হয়।

'অনেক' বুঝাইবার শক্তি নাই এবং মূলবচনে' 'দ্বি' শব্দ প্রয়োগ করিয়া প্রতিপ্রসবে 'দ্বি' শব্দ ব্যবহার করিতে ব্রহ্মা বাধ্য ছিলেন। আরও ব্যক্তব্য যে দুই পতি যুগপৎ করিতে পারে না এই কথা বলিলেই, বহুপতি যে যুগপৎ করিতে পারে না তাহাতে সংশয় থাকে না কেননা অগ্রে দুই পতি গ্রহণ না করিলে বহুপতি গ্রহণ সম্ভবে না।

দ্বিতীয়তঃ। প্রথম পতি জীবিত থাকুক অথবা মৃতই হউক তাহার পতিত্বের লোপ কোন সময়ে হয় না; সুতরাং দ্বিতীয়াদি পতি গ্রহণ করিতে হইলেই প্রথম পতির পতিত্ব বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতেই গ্রহণ করিতেই হয় এবং তাহা হইলেই 'সহ' শব্দের 'যুগপৎ' অর্থ করা বৃথা হয়।

তৃতীয়তঃ। এককালে এক স্ত্রীর একাধিক পতির বর্ত্তমান থাকা বিচিত্র ছিল না। মনু লিখিয়াছেন পতিপরিত্যক্তা পুনর্ভূ হইতে পারে। এবং তিনিই বলিয়াছেন যে ত্যাগাদি দ্বারা ভর্ত্তৃভার্য্যা সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না *। মনু কখনই বেদ বিরুদ্ধ কথা লিখেন নাই। সুতরাং 'সহ' শব্দের 'যুগপৎ' অর্থ করিয়া উপকার হয় না। এই জন্যেই বোধ হয় মাধবাচার্য্য দ্বিতীয় শ্রুতিটীর সঙ্কোচিত অর্থ এই করিয়াছেন যে এক স্ত্রীর বহুপতি ঐকমত্যের সহিত বর্ত্তমান থাকে না। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াই বা ফল কি? এ অভিপ্রায়ে শ্রুতিটী না লেখাই উচিত ছিল। এক পুরুষের বহুপত্নী থাকিলে তাহারা কি ঐকমত্যে বর্ত্তমান থাকে? অথবা প্রথমা ভার্য্যা কি ইচ্ছা করিয়া পতির দ্বিতীয়াদি ভার্য্যার সহিত বিবাহ দেয়?

পতি শব্দে পাণিগ্রাহক অর্থ ধরিলে 'নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দেত' এই শ্রুতি-টীর অর্থ যথেষ্ট বিশদ হয় বটে কিন্তু 'নৈকস্যৈ বহবঃ সহপতয়ঃ' এই শ্রুতি বাক্যের ব্যাখ্যা বিষয়ে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। প্রত্যুত গোলযোগে-রই বৃদ্ধি হয়। পাণিগৃহীতার পুনরায় পাণিগ্রহণের সম্ভাবনাই নাই।

আমরা দেখিলাম যে দুইটী শ্রুতি বচনের নির্দ্দোষ ব্যাখ্যা করা কঠিন; কিন্তু যদিচ অন্যান্য বচনের সহিত ইহাদিগের সামঞ্জস্য করা সহজ ব্যাপার

---

* ন নিষ্ক্রয় বিসর্গাভ্যাম্ভর্ত্তৃভার্য্যা বিমুচ্যতে।
এবং ধর্ম্মং বিজানীমঃ প্রাক্‌প্রজাপতি নির্ম্মিতং॥

৯ অ ৪৬ শ্লোক

নহে তথাপি ইহারা আমাদিগের কৃত মীমাংসার বিরোধী নহে। সুতরাং ইহাদিগের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য অবধারণ করা আমাদের কর্ত্তব্যের বহির্ভূত। তথাপি পাঠকবর্গের তৃপ্ত্যর্থে অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত একবাক্য * করিয়া আমরা শ্রুতিদ্বয়ের নূতন এক প্রকার ব্যাখ্যা করিতেছি। গ্রহণীয় বোধ হয় পাঠক গ্রহণ করিবেন, না হয় ত্যাগ করিবেন।

'সহ' শব্দের নানা অর্থ আছে। তন্মধ্যে 'সাদৃশ্য' একটী। সাদৃশ্য রূপগত না হইয়া যদি গুণভূত বা গুণগত হয় তাহা হইলেও 'সহ' শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে। ভট্টোজিদীক্ষিত অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ দেখাইবার কালে লিখিয়াছেন

সদৃশঃ সখ্যা সসখি। যথার্থত্বেনৈব সিদ্ধে পুনঃ সাদৃশ্য গ্রহণং গুণভূতেঽপি সাদৃশ্যে যথাস্যাদিত্যেবমর্থম্।

সখি সদৃশ সসখি। যথার্থত্ব দ্বারা সিদ্ধ হইলেও আবার সাদৃশ্য বলিবার তাৎপর্য্য এই যে গুণগত সাদৃশ্য হইলেও হইবে। যথার্থত্ব এবং সাদৃশ্য বুঝাইলে অব্যয়ীভাব সমাস হয় পাণিনিতে এই অর্থে সূত্র থাকাতে দুই শব্দের পার্থক্য জানাইবার জন্যে দীক্ষিত ঐরূপ লিখিলেন।

গুণভূত বা গুণগত সাদৃশ্য থাকিলেই গৌণ শব্দ ব্যবহৃত হয়। সুতরাং 'সহ' শব্দের অর্থ 'গৌণ' হইতে পারে; এবং সহপতি ও গৌণপতি একই অর্থবাচক হয় †। এরূপ অর্থ করিলে শ্রুতিবচন দ্বয়ের সুন্দর ব্যাখ্যা হয়। 'নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দেত' এই বাক্যে পতি শব্দের বিশেষণ না থাকায় উহার অর্থ মুখ্যপতি অর্থাৎ পাণিগ্রাহক। পাণিগ্রাহক একাধিক হইতে পারে না তাহা আমরা দেখিয়াছি। আর দ্বিতীয় বচনে পতিশব্দ বিশেষণ বিহীন নহে। ইহা সমাসভুক্ত। শব্দটী পতি নহে। 'সহপতি'ই শব্দ। অতএব দ্বিতীয় শ্রুতিটীর তাৎপর্য্য এই হইতেছে যে এক স্ত্রীর সহপতি অর্থাৎ

---

* শাস্ত্র সকলের ঐকমত্য স্থাপন করাই আমাদিগের ভর

† 'তুল্যাথ্য শব্দের সহিত কেবল অজাতিবাচকের সমাস হয়, জাতিবাচকের হয় না এ আপত্তি এখানে অসঙ্গত, কেননা 'সহ' শব্দ কেবল তুল্যার্থ বাচক না হইয়া গৌণার্থ বাচক হইতেছে, এবং 'গৌণপতি' শব্দ নির্দ্দোষ হইলেই 'সহপতি' শব্দও নির্দ্দোষ। আরও বক্তব্য ব্যাকরণের সাধারণ সূত্র মাত্রই বেদে বৈকল্পিক বিধি।

গৌণপতি দুইটীর অধিক হইবে না। সহপতি দুইটী হইতে পারে। বিধবাদি নিয়োগধর্ম্মাবলম্বন দ্বারা একটী সহপতি গ্রহণানন্তর পুনর্ভূ হইয়া দ্বিতীয় সহপতি গ্রহণ করিতে পারিত। এখানে ইহাও বিবেচিতব্য যে 'নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দেত' এই শ্রুতিটীর ক্রিয়ার্থত্ব আছে বলিয়া (অর্থাৎ এটী বিধি বাক্য বলিয়া) ইহা চারি যুগেই সমান মাননীয়; স্মৃত্যাদি দ্বারা ইহার সঙ্কোচ করিবার উপায় নাই। আর 'নৈকস্যৈ বহবঃ সহপতয়ঃ' এই শ্রুতিটীর ক্রিয়ার্থত্ব নাই বলিয়া (অর্থাৎ এটী বিধি-বোধক নহে বলিয়া) স্মৃত্যাদির বিধিবাক্য হইতে ইহা অধিক মাননীয় নহে; সুতরাং স্মৃত্যাদির বিধিবাক্য দ্বারা ইহার সঙ্কোচ করা যাইতে পারে। অতএব স্মৃত্যাদি দ্বারা কলিযুগে যে বিধবাদির পুনর্ব্বিবাহের নিষেধ উক্ত হইয়াছে তাহা বলবান ও মান্য।

৮২। এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। আমরা দেখিলাম যে কলিকালে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্রসম্মত নহে। সিদ্ধান্ত করিতে গিয়া আমরা আরও দেখিয়াছি যে শাস্ত্র সকলের মধ্যে কোন স্থানেই বিরোধ নাই। যদিচ কোন কোন স্থলে প্রথম পাঠে বিরোধ আছে এমন প্রতীয়মান হয় তথাপি সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে সে সকল স্থলেই বিরোধভঞ্জন সহজ ব্যাপার হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ ঐকমত্য স্থাপনা করিতে গিয়া কোন স্থানেই শব্দাদির অলীক, অনুচিত, অসম্বদ্ধ, অপ্রকৃত বা অপ্রচলিত অর্থাদির অবতারণা করিতে হয় না। যেরূপ ঐক্য দেখা গেল, তাহাতে এই ভ্রম স্বতঃই উপস্থিত হইতে পারে যে সকল প্রকার শাস্ত্রই একই ব্যক্তি দ্বারা রচিত। যে সিদ্ধান্তে এরূপ ঐক্যের উপলব্ধি হয় সে সিদ্ধান্ত যে প্রকৃত তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অতঃপরও যদি কেহ ব্যক্তিবিশেষের গৌরব রক্ষার্থে বিধবা-বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন, তাঁহাকে আমরা এই বলিয়া প্রবোধ দিতে পারি যে শাস্ত্রমীমাংসায় সময়ে সময়ে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণও ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা ধর্ম্ম নিরূপণ করিতে গিয়া ভুলিয়াছেন বটে, কিন্তু বড় বড় বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণও ধর্ম্মোপদেশে সর্ব্বদা যশঃলাভ করিতে পারেন নাই। আমরা দেখিয়াছি যে মাধবাচার্য্য, শূলপাণি, মেধাতিথি, গোবিন্দরাজ, কুল্লূক ভট্ট, শ্রীকৃষ্ণ, রঘুনন্দন প্রভৃতি সুরগুরুতুল্য পণ্ডিতগণও ভ্রমশূন্য

নহেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে ভ্রমে পড়িবেন, তাহাতে বিচিত্রতা কি? মনের উচ্ছ্বাস বশতঃ চিরনিবর্ত্তিত ধর্ম্ম পুনঃ প্রচলিত করিতে গেলে প্রমাদ ঘটিবারই সম্ভাবনা। ইহাতে আত্মমত স্থাপনা পক্ষেই বিশেষ যত্ন হয়; প্রতিবাদীর পক্ষে যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হয় না। এই জন্যই পুনঃসংস্কৃতাকে পুনঃপাণিগৃহীতা জ্ঞান করা, বিধবাকে কন্যা বলিয়া পরিগণিত করা; সাধ্বী স্ত্রীর দ্বিতীয়পুরুষগ্রহণের ব্যবস্থা দেওয়া; 'সতু যদ্যন্যজাতীয় ইত্যাদি' বচনকে সমস্ত পুনর্দ্দানের বিধি বলিয়া গণ্য করা, 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' পরাশর বচনকে পুনর্ব্বিবাহ-বিধি মনে করা, পরাশর গ্রন্থে পৌনর্ভব পুত্রের উল্লেখ না থাকায় পৌনর্ভবকে ঔরস পুত্র বলিয়া স্বীকার করা; পরাশর সংহিতায় পুত্র প্রকরণে ক্ষেত্রজসুত উক্ত হইয়াছে দেখিয়া, ক্ষেত্রজপদকে ঔরস পদের বিশেষণ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা প্রভৃতি স্থূল স্থূল ভুল। কলির আরম্ভ অবধি প্রায় ৫০০০ বৎসর গত হইয়াছে, কোন্ বিধির বলে এই কাল ব্যাপিয়া বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত রহিয়াছে তাহা স্থিরচিত্তে অনুসন্ধান করিলে, এবং এই কাল মধ্যে যে সকল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ যশোলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র শ্রদ্ধা থাকিলে, বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনের চেষ্টা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কখনই করিতেন না। আপনার পাণ্ডিত্যে ধ্রুববিশ্বাস না করিয়া সত্যাদিযুগ প্রচলিত প্রথা কলির আরম্ভেই কেন হঠাৎ রহিত হইল, তাহার কারণ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা তাঁহার অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল। সে সময়ে কি কেহ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় বিদ্বান্ ছিলেন না যে শাস্ত্র দেখাইয়া লোকদিগকে পুনরায় বিধবাবিবাহে প্রবর্ত্তিত করেন? তখন ত বিধবাবিবাহের উদাহরণের অপ্রতুল ছিল না এবং সুতরাং শাস্ত্রপ্রমাণের বল অল্প হইলেও উদাহরণ দর্শাইয়া বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী ব্যক্তি আপন মতের পরিপোষণ করিতে পারিতেন। সে যাহাই হউক বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন নাই এবং কাহাকেও কুবাক্য বলেন নাই এজন্যে তাঁহাকে প্রশংসা করা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার মতাবলম্বী, 'উপযুক্ত ভাইপো' বলিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদানকারী এক ব্যক্তি যেরূপ সগর্ব্ববচনে পণ্ডিতগণের গ্লানিসূচক একখানি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছে তাহাতে তাহার নিন্দা না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। এ ব্যক্তি

কাহার ভাইপো তাহা বলা যায় না (যেহেতু এ অনেকেরই ভাইপো হইতে ইচ্ছা করে) কিন্তু আমরা বোধ করি এ ব্যক্তি নিয়োগোৎপন্ন হইবে। নচেৎ পরিচয় দিতে ভীত কেন? আপন বিদ্যাবত্তার পরিচয়ে এই মাত্র লিখিয়াছে যে পূর্ব্বে কোন দেশবিখ্যাত পণ্ডিতের রচনায় ব্যাকরণ দুষ্ট পদ বাহির করিয়াছিল এবং সেই উৎসাহে অপার স্মৃতিশাস্ত্রসমুদ্রে সন্তরণ দিতে উদ্যম করিয়াছে। ভাবিয়াছে এ ব্যাকরণের ভুল ধরার ন্যায় অতি সহজ ব্যাপার এবং সেই জন্যে দুই চারিটী স্মৃতিবচন উদ্ধৃত করিয়া তাহাদিগের আপাততঃ প্রতীয়মান অর্থকে বুদ্ধিদোষে স্বকপোল নিশ্চিত করতঃ স্বকৃত মীমাংসা অকাট্য বোধ করিয়া বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, প্রতিষ্ঠালব্ধ অধ্যাপকগণকে অযথা নিন্দা করিয়াছে ও গালি দিয়াছে। মূর্খ বুঝে নাই যে তাহার ন্যায় তৃণ হইতেও লঘুতর ব্যক্তির নিন্দাতে বা গ্লানিতে পণ্ডিত-প্রবর অধ্যাপকগণের হানি হইতে পারে না। অধ্যাপকগণকে গালি দেওয়াতে আপনারই নীচত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে যে ব্যক্তি স্বীয় নাম প্রকাশ করিতে ভীত হয়, তাহার কৃত শাস্ত্র ব্যাখ্যা অশ্রদ্ধেয়) পাঠকবর্গের ঔৎসুক্য থাকে এ ব্যক্তির প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেখিবেন যে ইহার দ্বারা উদ্ভাবিত সকল আপত্তিই আমরা খণ্ডন করিয়াছি।

পরিশিষ্ট।

আমাদের প্রবন্ধ লেখা সমাপ্ত হইলে 'উপযুক্ত ভাইপোস্য' সোদর প্রতিম উপযুক্ত ভাইপো সহচর দ্বারা প্রণীত বিধবাবিবাহ বিধায়ক নূতন একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক আমরা প্রাপ্ত হইলাম। বলা বাহুল্য যে ইহাতেও সদ্যুক্তির অত্যন্তাভাব এবং প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদিগের প্রতি ভূরি কটূক্তি প্রয়োগ করাও হইয়াছে। এরূপ পুস্তক নরদমায় নিক্ষিপ্ত হইবার উপযুক্ত। বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া গালি দেওয়া ভদ্রলোকের কাজ নহে অথবা স্বপক্ষ স্থাপনে অশক্ত ব্যক্তিই ঐরূপ কুব্যবহার করে। উভযথাই পুস্তক আলোচনীয় নহে। ভাইপো এবং তৎসহচর কৃত পুস্তক স্পর্শ করিলে শরীর অপবিত্র হয়। এরূপ অবস্কর পুস্তকের মত খণ্ডন করিতে কোন ভদ্রলোকেরই প্রবৃত্তি হয় না, তবে ঈদৃশ কদর্য্য ও ঘৃণার্হ পুস্তক আর কখন প্রকাশিত না হয় তদ্বিষযে সকলেরই যত্ন করা কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্তে আমরা অনিচ্ছাতেও নির্ব্বোধ ভাইপো সহচর প্রদর্শিত প্রমাণ গুলির উচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইলাম।

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনার্থে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র হইতে কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে। বিধবা বিবাহ কোন্ সময়ে প্রচলিত ছিল ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই প্রায় ঐ সকল বচনের দ্বারা নিশ্চিত করা যায় না; আর প্রথা থাকিলেও শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণে বিধবাবিবাহ বিষয়ে প্রবর্ত্তনা বিধি নাই এবং দেখানও হয় নাই। ভার্গব স্বয়ংই বলিয়াছেন বিধবাবিবাহের বিধি নাই; অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহার সংহিতা লিখিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ বেদে ও নারদাদি স্মৃতিতে বিধবাবিবাহের বিধি কখনই নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী স্মৃতিকারগণ ও পুরাণাদি লেখকও ভার্গবের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বিধি বাক্য দ্বারা বিধবাবিবাহের প্রস্তাবনা করেন নাই *। শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ

---

* ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে ঋষিগণ বিধবাবিবাহকে নিন্দনীযই জ্ঞান করিয়াছেন।

হইতে যে সকল বচন প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার মধ্যে যে কয়েকটী বিধি বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হয় তাহারা হয় বিধবাবিবাহ বিধায়ক নহে, (যেমন কাত্যায়নের 'সতু যদ্যন্যজাতীয় ইত্যাদি' বচন) না হয় পুনর্ব্বিবাহ বিধায়কই নহে (যেমন নারদের 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচন)। আমরা মূল প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে কাত্যায়ন অযোগ্য বরে দত্তা কন্যাকে অন্য পাত্রস্থ হইতে বলিয়াছেন, বিধবা স্ত্রীকে নহে। আর 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ, পঞ্চ স্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে' এই নারদ বচনে মৃতপতিকার অর্থাৎ বিধবার 'অন্য পতি' গ্রহণের বিধি থাকাতে নিশ্চিতই বুঝা যাইতেছে যে এই অন্য পতি গ্রহণ বিবাহ পূর্ব্বক হইতে পারে না, কেননা এরূপ স্থলে বিবাহ অর্থ করা ভার্গব স্বয়ংই নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং আধুনিকের মধ্যে অতি মহৎ ব্যক্তিও যদি 'পতিরন্যো বিধীয়তে' এই অংশ টুকুর অর্থ 'বিবাহো বিধীয়তে' করেন তাহা হইলেও সে অর্থ গ্রাহ্য হইতে পারে না। নারদ বচনের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তাহা আমরা মূল প্রবন্ধে দেখিয়াছি। ভাইপো সহচর বিধবা বিবাহের ঔচিত্য দেখাইবার যত্নে নারদ হইতে আর দুইটী বিধি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছে যথা।

(১) আক্ষিপ্তমোঘবীজাভ্যাং কৃতেঽপি পতি কর্ম্মণি।
পতিরন্যঃ স্মৃতো নার্য্যা বৎসরার্দ্ধং প্রতীক্ষ্য তু॥

(২) অন্যস্যাং যো মনুষ্যঃ স্যাদ মনুষ্যঃ স্বযোষিতি।
লভেত সান্যং ভর্ত্তার মেতৎ কার্য্যং প্রজাপতেঃ॥

কিন্তু ভাবিয়া দেখে নাই যে একটীও বিধবাবিবাহ বিধায়ক নহে। বাস্তবিক 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচনে ধৃত ক্লীবেরই প্রকার নির্ণয়ে এই দুই বচন লিখিত আছে। চতুর্দ্দশ প্রকার ষণ্ডের নাম ও লক্ষণ ও কাহার স্ত্রী কত কাল অপেক্ষা করিয়া অন্য পতি আশ্রয় করিবে ইত্যাদি ষণ্ড প্রকরণে বিবৃত হইয়াছে।' আক্ষিপ্ত ষণ্ডের, মোঘবীজ ষণ্ডের ও অন্যাপতি ষণ্ডের স্ত্রীগণ কিরূপে অন্যপতি আশ্রয় করিবে নারদ এখানে তাহাই বলিলেন।

পাঠক দেখিবেন নারদ দুই স্থানেই 'বিবাহ করিবে' এরূপ বলিলেন না, অন্যপতি করিবে এইরূপই বলিলেন এবং এক স্থানে প্রজাপতির নাম লইয়া

প্রবর্ত্তনা দিলেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচনের অনুরূপ অন্যপতিগ্রহণই * এই দুই স্থানে কথিত হইয়াছে; বিবাহ পূর্ব্বক প্রতিগ্রহণ উক্ত হয় নাই।

---

* ভাইপোসহচরের পুস্তক পাঠে দেখা যায় যে এক জন আধুনিক নৈয়ায়িক অন্য শব্দকে পতিশব্দের বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত দেখিয়া নিশ্চিত করিয়া বসিয়াছেন যে 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচন দ্বারা লব্ধ অন্যপতি প্রথম পতির (পাণিগ্রাহকের) তুল্যপতি। কিন্তু এমত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। দ্বিতীয়পতি কখনই প্রথম পতির সমান হইতে পারে না। পতিগত আপদ ঘটিলে স্ত্রী যে পুরুষকে আজীবন অথবা কিছুকালের জন্য আশ্রয় করে সে যদি কোন রূপে পতিপদ বাচ্য হয় তাহা হইলেই ইহা অনায়াসেই বলা যায় যে আপদে স্ত্রী অন্যপতি আশ্রয় করিতে পারে। যে স্ত্রী আজীবন অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে তাহাকে পুনর্ভূ কহে, আর যে কিছুকালের জন্যে মাত্র আশ্রয় করে তাহাকে নারদ সমাশ্রিতা বা স্বয়মাশ্রিতা এবং ভার্গব নিযুক্তা বলিয়াছেন। অন্যপতি গ্রহণের পুনর্ভূ হওন অর্থ করা ভার্গব নিষেধ করিয়াছেন এবং এ অর্থ না হইবার অন্যান্য কারণও আছে যাহা মূলপ্রবন্ধে দেখান হইয়াছে। সুতরাং অন্যপতিগ্রহণ বলাতে স্বয়মাশ্রয়ই অর্থাৎ স্বয়ংনিযুক্তহওনই বোঝাইতেছে। অনেক পুনর্ভূ বিনামন্ত্রে দ্বিতীয় পুরুষ গ্রহণ করে এবং সেই দ্বিতীয়পুরুষ পতিপদ বাচ্য হয়, তবে স্বয়মাশ্রিতা যে পুরুষকে গ্রহণ করে সে কেন পতিপদবাচ্য না হইবে? স্বয়মাশ্রয়েতেও ত কিছুকাল ব্যাপিয়া দম্পতির ন্যায় ব্যবহার। নারদ একটী ষণ্ডকে অন্যপতি বলিয়াছেন 'আক্ষিপ্তো মোঘবীজশ্চ শালীনোঽন্যাপতি স্তথা' এবং সেই অন্যাপতির লক্ষণও করিয়াছেন 'অন্যস্যাং যো মনুষ্য ইত্যাদি', এ অন্যাপতি কি রূপে পতি নাম পাইল? যাহার পতি বলিয়া উক্ত হইতেছে এত তাহাকে বিবাহ করে নাই। তবে স্বয়মাশ্রিতা যাহাকে আশ্রয় করে তাহার অন্যপতি নাম পাইবার বাধা কি। বাস্তবিক অন্য এবং তৎপর্য্যায়স্থ সকল শব্দ দ্বারাই কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রত্বই জ্ঞাপিত হয়; এই জন্য কেবল আশ্রয়দাতার নামই অন্যপতি হইতে পারে। মেদীনীকোষে আছে যে অন্যশব্দের অর্থ অসদৃশ, পতির অসদৃশ বলিলে পতিহইতে নীচই বুঝায়; এবং নিম্নশ্রেণীস্থপতি বলিলে অগ্রে স্বয়মাশ্রিতার পতিকেই বুঝায় তাহার সন্দেহ নাই, নিষিদ্ধ গমন দ্বারাও যে পতি নাম পায় তাহা মূলপ্রবন্ধে দেখান হইয়াছে। কিন্তু নিষিদ্ধ গমন 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচনে কথিত হয় নাই। আমরা বোধ করি আধুনিক নৈয়ায়িক বুঝিয়া থাকিবেন যে অন্য শব্দ বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হইলে সর্ব্বদাই যে পূর্ব্বকথিত অনুরূপ শব্দের সহিত সম্পূর্ণ তুল্যতা প্রকাশ করে তাহা নহে, তথাপি তাঁহার সন্তোষার্থে নারদ হইতেই এ বিষয়ের আর একটী উদাহরণ উদ্ধৃত হইতেছে 'কৌমারম্পতিমুৎসৃজ্য যাত্বন্যং পুরুষং শ্রিতা ইত্যাদি'; নৈয়ায়িক বলিতে পারেন যে এখানে পুরুষত্বকে লক্ষ করিয়াই অন্য শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে; তবে 'নষ্টে

ভাইপো সহচর অগ্নিপুরাণে 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচন ও তৎ সঙ্গে পুরাণ লেখকের মন্তব্য 'মৃতে তু দেবরে দেয়া তদভাবে যথেচ্ছয়া' এই শ্লোকার্দ্ধ টুকু দেখিয়া নিশ্চিত করিয়াছে যে 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচন বিবাহ বিধায়ক ভিন্ন হইতে পারে না; এবং সেই জন্যেই বোধ হয় 'দেয়া' শব্দের 'সম্প্রদান করিবেক' এই অর্থ করিয়াছে। এ অর্থ যে নিতান্ত অসঙ্গত, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেয়া শব্দের শক্তি দ্বারা সর্ব্বদা সম্-প্র-দান বোঝাইতে পারে না। ঋষিরা অনর্থক উপসর্গ প্রয়োগ করেন না। শব্দ বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হইলে উপসর্গ দ্বারা অর্থ বিষয়ে বিলক্ষণ সাহায্য পায়; ভার্গব লিখিয়াছেন "সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং * বা ইত্যাদি'। আর দেয়া শব্দ দ্বারা সর্ব্বদাই যে যথাবিধি অর্থাৎ সমন্ত্র দান বোঝায় না তাহা আমরা বশিষ্ঠাদি

মৃতে ইত্যাদি' বচনের দ্বিতীয় পতিশব্দের 'পতিস্থানীয়-সন্তানোৎপাদক পুরুষ' অর্থাৎ 'নিযুক্ত 'পুরুষ' এই অর্থ করিয়া মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয় কেন ঘৃণার্হ হইলেন? এখানেও ত কেবল পতিকর্ম্মকে লক্ষ করিয়াই অন্য শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অন্যপতি করিবে বলিলে যে অন্যপতিগ্রহণে বিধি নাই তাহা না বোঝাইয়া যে অন্যপতিগ্রহণে অর্থাৎ অপর পতিগ্রহণে অথবা পরপতিগ্রহণে বিধি আছে সেই অন্যপতি বা অন্যভর্ত্তা গ্রহণই বুঝিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা না বুঝিয়া এবং স্বক্ষেত্র ও পরক্ষেত্র কাহাকে বলে তাহা না জানিয়া আধুনিক নৈয়ায়িক অর্জ্জুনের পরক্ষেত্রোৎপন্ন ইরাবান নামক পুত্রকে স্বক্ষেত্রোৎপন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এবং লিপিকারের প্রমাদ বলিয়া 'এবমেষ সমুৎপন্নঃ পরক্ষেত্রে' এই শ্লোকাংশটুকুর বিসর্গ (দ্বিবিন্দু) স্থানে ওকার (অনেকখুঁটিনি) কল্পনা করিয়া পরস্থিত 'পর' শব্দকে 'অপর' শব্দ বলিয়া সংস্থাপন করিয়াছেন, ও অপর শব্দের বিচিত্র, অশ্রুত 'ন-পর অর্থাৎ 'স্ব' অর্থ করিয়াছেন। একপ ব্যাখ্যা করা দেখিয়া আমরা বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না যে আমাদের "দৃঢ় বিশ্বাস, যাঁহাদের কিছুমাত্র বিবেচনা করিবার ক্ষমতা আছে, যাঁহাদের কিঞ্চিৎমাত্র শব্দশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি আছে বা যাঁহাদের স্মৃতিশাস্ত্র কিঞ্চিৎ পরিমাণে পড়া আছে, তাঁহারা সকলেই বলিবেন যে" আধুনিক নৈয়ায়িকের লেখাটুকু তাঁহার "উপযুক্ত হয় নাই, ইহাতে" তাঁহার "সম্মান গৌরব ও পদের হানি ভিন্ন উন্নতির সম্ভাবনা নাই"। দেবর শব্দে শাস্ত্রকারেরা কেবল পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে গ্রহণ করেন নাই নৈয়ায়িক তাহাও অবগত নহেন। আমরা নৈয়ায়িকের রীত্যনুসারে 'অন্যঃ পতিঃ' এই শ্লোকাংশটুকুর একটী নূতন অর্থ করিতেছি, দেখিলেই নৈয়ায়িক সন্তুষ্ট হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। অন্যঃ শব্দে যে যফলা আছে তাহা লিপিকারের প্রমাদ, প্রকৃত পাঠ 'অ—নঃ পতিঃ' অর্থাৎ নহে আপনার পতিঃ অর্থাৎ পরের পতি।

* মনুই প্রমত্তাকে মত্তা হইতে ভিন্ন করিয়াছেন।

বচন দ্বারা মূল প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। পুরাণ কর্ত্তা এখানে দেয়া শব্দ কি নিমিত্তে ব্যবহার করিলেন তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

নারদ 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচন দ্বারা স্বয়মাশ্রয়ের বিধি দিয়া স্ত্রীকে আনুলোম্যে সন্তানোৎপাদন করিতে বলিয়াছেন, প্রাতিলোম্যে নহে, ইহা আমরা মূলপ্রবন্ধে দেখিয়াছি। প্রাতিলোম্যে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়; বর্ণ-সঙ্করাধম চণ্ডালের উৎপত্তি বিবরণে নারদ লিখিয়াছেন

চণ্ডালো জায়তে শূদ্রাদ্ব্রাহ্মণী যত্র মুহ্যতি।
তস্মাদাজ্ঞা বিশেষেণ স্ত্রিয়ো রক্ষ্যাস্তু সঙ্করাৎ॥

ব্রাহ্মণী মুগ্ধ হইয়া শূদ্র গমন করিলে চণ্ডাল উৎপন্ন হয়। অতএব বিশেষ আজ্ঞা দ্বারা স্ত্রীকে সঙ্কর হইতে রক্ষা করিবে।

ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে স্বয়মাশ্রয় করিতে উদ্যতা স্ত্রীকে অগম্য পুরুষগমনে নিষেধ করিবে; এবং সুতরাং কোন্ কোন্ পুরুষ গম্য তাহাও বলিয়া দিবে। গম্যের মধ্যে দেবর শ্রেষ্ঠ এই কথা বলিলেই দেবরগমনে কথঞ্চিৎ অনুমতি দেওয়া হইল এবং তাহা হইলেই দেয়া শব্দ অনায়াসেই ব্যবহৃত হইতে পারিল। যে স্ত্রীকে পুনরায় গৃহে লইবে তাহাকে যাওনকালে 'অমুক অমুক পুরুষ গমন করিও না' বলিলেই এক প্রকার অনুমতি দেওয়া হইল যে সে সেই সকল পুরুষ ভিন্ন অন্যে গমন করিতে পারে। তবে অন্য পুরুষ গমনে উদ্যত বিধবাকে 'অমুক অমুক পুরুষ গমন করিও না এবং বিধবার দেবর বর্ত্তমানে তৎসন্নিধানে গমন করাই শ্রেয়ঃ' এই কথা বলিবে পুরাণ কর্ত্তার এই অভিপ্রায়। এরূপ ইঙ্গিত করিলেই যে দেয়া শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি।

পুরাণকর্ত্তার 'মৃতে তু দেবরে দেয়া ইত্যাদি' লিখিবার অন্য কারণও থাকিতে পারে। তিনি সম্ভবতঃ সকল প্রকার নিযুক্ত পুরুষকেই 'অন্য পতি' সংজ্ঞা * দিয়াছেন, এবং নারদের সকল প্রকার নিযুক্তার ও সমাশ্রিতার

---

* সংজ্ঞা পরিবর্ত্তন বিচিত্র ব্যাপার নহে। অর্থাবগতির হানি না হইলে ঋষিরা একই সংজ্ঞাকে কখন কখন দুই অর্থ জ্ঞাপকও করিয়াছেন। নারদ স্বয়ংই চিরাশ্রিতা পরপূর্ব্বা স্ত্রীর মধ্যে চারিপ্রকারকে স্বৈরিণী নাম দিয়া আবার গম্যাগম্যানিরূপণে সাধারণতঃ কামচারিণীকে স্বৈরিণী বলিয়াছেন

কর্ত্তব্যই উপস্থিত দেড় শ্লোক দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। নারদ গুরুনিযুক্তা বিধবাকে কেবল দেবরে নিযুক্তা হইতে বলিয়াছেন; পুরাণকর্ত্তা সেই জন্যেই 'মৃতে তু দেবরে দেয়া' বলিলেন; তবে নারদ স্বয়মাশ্রিতা বিধবাকে দেবর বর্ত্তমানেও অন্য পুরুষে উপগত হইতে অনুজ্ঞা দিয়াছিলেন, পুরাণকর্ত্তা সে ব্যবস্থা করিলেন না। ইহাতে নারদকে অতিক্রম করা হইল না, বরং তাঁহার অনুগতই থাকা হইল *। ইহাতে দোষ হইতে পারে না এবং ঋষিগণ এরূপ করিয়া থাকেন তাহা আমরা মূল প্রবন্ধে দেখিয়াছি। ভার্গব সাত প্রকার পরপূর্ব্বাস্ত্রীকেই পুনর্ভূ বলিলেও বিষ্ণু প্রভৃতি কেবল সংস্কারার্হা পরপূর্ব্বাকেই পুনর্ভূ বলিয়াছেন।

ভাইপোসহচর শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ হইতে বিধবাবিবাহের বিধি উদ্ধৃত করিতে পারে নাই ইহা নিশ্চিত হইল। তথাপি তাহার দ্বারা উদ্ধৃত বচন

---

* পাঠক বুঝিয়াছেন যে এখানে 'দেয়া' শব্দের অর্থ কিয়ৎকাল ব্যবহারের নিমিত্তে দেয়া চিরকালের জন্যে নহে। বচনের 'দেবরে দেয়া' এই অংশটুকু দ্বারাই জানা যাইতেছে যে এই দেওন পুনর্ভূরূপে দেওয়া নহে। ভ্রাতৃভার্য্যাকে পুনর্ভূ রূপে গ্রহণ করিতে পারিলে 'ভ্রাতৃভার্য্যা দেবরের স্নুষা অথবা গুরুপত্নী' মনু এই যে কথা লিখিয়াছেন তাহা ব্যর্থ হয়। বিশেষ বচনের বলে সে কখন গম্যা হইতে পারে কিন্তু অন্যান্য সময়ে সে অবশ্যই অগম্যা। আর ইহাও বলিবার উপায় নাই যে ভ্রাতা যত কাল জীবিত থাকে কেবল তত কাল তাহার ভার্য্যা স্নুষা বা গুরুপত্নী, কারণ সে মরিলেও ভার্য্যা তাহারই থাকে। পুনর্ব্বিবাহ করিলেও পাণিগৃহীতিকা পাণিগ্রাহকেরই থাকে। সুতরাং পতি জীবিতই থাকুক অথবা মৃতই হউক দেবর সম্বন্ধে স্ত্রী স্নুষা বা গুরুপত্নীই থাকিবে। ইহাও বিবেচিতব্য যে 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচনে ধৃত পঞ্চ আপদ্মার মধ্যে কেবল একটী মৃতপতিকা অপর চারিটী সধবা। এই সধবারাও কি পুনর্ভূ হইয়া দেবরকে বরণ করিবে? তাহা হইলে স্নুষা বা গুরুপত্নীর প্রপঞ্চ করিয়া মনু অনর্থক পরিশ্রম করিয়াছেন বলিতে হইবে। যদি সকল সময়েই গম্যা থাকিল তবে ভ্রাতৃজায়া কোন্ সময়ে অগম্যা? এ বচনে আবার দেবরেরই সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিবার অধিকার!!! বিধবা ভ্রাতৃজায়া যে দেবর সম্বন্ধে স্নুষা বা গুরুপত্নীই থাকিত তাহা মনু 'নিযুক্তৌ যৌ বিধিং হিত্বা ইত্যাদি' বচন দ্বারাও জানাইয়াছেন। ভাইপো সহচর এই কথা বুঝিল কি না বলা যায় না, কেন না সে শেষোক্ত বচনের যৌ শব্দে স্ত্রী ও পুরুষ এই দুইকে ধরিয়া বচনস্থিত স্নুষাগ গুরুতল্পগ শব্দদ্বয়ের অন্যতরের সহিত স্ত্রী শব্দের অন্বয় করিতে লজ্জিত হয় নাই।

গুলির মধ্যে দুই চারিটীর উপর আমাদিগের কিছু কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

(১) অথর্ব্ব বেদ হইতে যে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে পুনর্ভূ ও পুনর্ভূপতি যদি অজ পঞ্চৌদন দান করে তবে বিযুক্ত হয় না এবং এক লোকে বাস করে। ভাইপোসহচর ইহাতেই নিশ্চিত করিয়াছে যে নারীর পুনর্ব্বিবাহ কোন অংশে নিন্দনীয় বা পাপজনক নহে। কিন্তু নিন্দনীয় বা পাপজনক না হইলে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কেন? এবং অজ পঞ্চৌদন দান করিলেও উভয়েই পতিলোক পাইবার যোগ্য হইল না কেন? এক লোকে বাস করে বলিলে উৎকৃষ্ট লোকে বাস করে ইহা কখনই স্বীকৃত হয় না।

(২) যাজ্ঞবল্ক্য 'অক্ষতা চ ক্ষতা চৈব ইত্যাদি' বচন দ্বারা সকল ক্ষতারই পুনঃ সংস্কারের উল্লেখ করেন নাই। কেবল গত প্রত্যাগতার করিয়াছেন।

(৩) কাত্যায়ন

ক্লীবং বিহায় পতিতং যা পুনর্লভতে পতিম্।
তস্যাং পৌনর্ভবো জাতো ব্যক্তমুৎপাদকস্য সঃ॥

এই বচন লিখিয়াছেন স্বীকার করিলেও ইহা দ্বারা সকল প্রকার পৌনর্ভবকে উৎপাদকের পুত্র বলা হয় নাই। পাঠক দেখিবেন এ বচনে সকল প্রকার পুনর্ভূর উল্লেখ করা হয় নাই। যাহারা পতি দ্বারা পরিত্যক্তা অথবা বিধবা হইয়া পুনর্ভূ হয় তাহাদিগের নাম গন্ধও এখানে নাই। আর পৌনর্ভব সচরাচর উৎপাদকের পুত্র হয় না বলিয়াই ঋষি এই শ্লোকে 'ব্যক্তমুৎপাদকস্য সঃ' এই অংশটুকু লিখিয়াছেন। নতুবা লিখিবার প্রয়োজন ছিল না।

নারদ যে অগুপ্তোপজাতা পরপূর্ব্বাস্ত্রীর পুত্রকে ক্ষেত্রিকের বলিয়াছেন কাত্যায়ন তাহার কিঞ্চিৎ বিশেষ করিলেন, তিনি ক্লীবপত্নী ও পতিতপত্নীতে উৎপাদিত পৌনর্ভবকে উৎপাদকেরই সন্তান বলিলেন। ইহাও বিবেচিতব্য যে ক্লীবপত্নীর বা পতিতপত্নীর পুনর্ভূ হইবার কথা নারদ গ্রন্থে স্পষ্টতঃ নাই।

(৪) ঋষ্যশৃঙ্গ অক্ষতা পুনর্ভূর পিণ্ডাদি দান দ্বিতীয় পতির গোত্র উল্লেখ করিয়া করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু এ ব্যবস্থা দ্বারা দ্বিতীয়পতিকে প্রথম

পতির সমান করা হয় নাই। প্রথম পতি পাণিগ্রহণ মন্ত্র পাঠ করিয়া যে স্ত্রীকে পিতৃগোত্র হইতে অপসৃত করিয়াছে কিন্তু সংসর্গ না করায় নিজ গোত্রে আনিতে পারে নাই, সে স্ত্রীকে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ ও গমন করিয়া আপন গোত্রে আনিতে পারে ইহা সম্ভবপর বটে*। দ্বিতীয় পতি পাণিগ্রহণ করিতে পারে ঋষ্যশৃঙ্গ বচন দ্বারা তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই।

ভাইপো সহচর দ্বারা উদ্ধৃত শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ বচন গুলির সমালোচনার সমাপ্তি কালে বলা কর্ত্তব্য যে মূর্খ ব্যক্তি যদি আক্ষিপ্ত-ষণ্ডকে আক্ষিপ্ত-বীজ-ষণ্ড বলে অথবা পতিকর্ম্ম কাহাকে বলে বুঝিতে না পারে তাহাতে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র দোষ স্পর্শ হয় না।

বিধবাবিবাহ বিচারে তন্ত্রোক্ত প্রমাণাদির আলোচনা করিবার ইচ্ছা আমাদিগের ছিল না; কিন্তু ভাইপো সহচর নিজ পুস্তকে তন্ত্রোক্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বিধবাবিবাহের ঔচিত্য বিধান করিবার চেষ্টা করিয়াছে, এজন্য তদ্বিষয়ে দুই চারিটী কথা বলিতে হইল। তন্ত্র হইতে ভাইপো সহচর দুইটী বিধি দেখাইয়াছে, একটী ক্লীব পত্নীর দ্বিতীয় বিবাহের এবং অপরটী বিধবার পুনর্ব্বিবাহের। সে দুইটী বিধি এই

(১) ষণ্ডেনোদ্বাহিতাং কন্যাং কালেঽতিতেঽপি পার্থিবঃ।
জানন্নুদ্বাহয়েদ্‌ভূয়ো বিধিরেষ শিবোদিতঃ॥
(২) পরিণীতা ন রমিতা কন্যকা বিধবা ভবেৎ।
সাপুদ্বাহ্যা পুনঃ পিত্রা শৈবধর্ম্মেষ্বয়ং বিধিঃ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

---

* পাণিগ্রহণ মন্ত্র পিতৃগোত্র ত্যাগের কারণ হইলেও কেবল পাণিগৃহীতা পতিগোত্রা হয় না ইহা বৃহস্পতি লিখিয়াছেন

চতুর্থী হোমমন্ত্রেণ ত্বঙ্‌মাংস হৃদয়েন্দ্রিয়ৈঃ।
ভর্ত্তা সংযুজ্যতে পত্নীং তৎগোত্রা তেন সা ভবেৎ॥

অতএব সমাবেশশয়ন না করিলে স্ত্রী পতিগোত্রা হয় না। কাত্যায়ন বলেন যে পাণিগৃহীতা না হইলেও অর্থাৎ কেবল সংহিতা অথবা আহৃতা হইলেও স্ত্রীর পিণ্ডদানাদি পতিগোত্র উল্লেখ করিয়া করিবে।

পাঠক দেখিবেন তন্ত্রকার দুইটী বিধিকেই শৈবধর্ম্মোক্ত বিধি বলিয়াছেন। তিনি জানেন অথবা যদি না জানেন আমরা বলিয়া দিতেছি যে তন্ত্রকার বেদোক্ত ও শিবোক্ত দুই প্রকার ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন; এবং বেদোক্ত বিবাহের ও স্ত্রীকর্ত্তব্যের যথেষ্ঠ প্রশংসা করিয়া শিবোক্ত বিবাহের যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিয়াছেন যথা

অতঃ সৎকুলজাং কন্যাং শৈবেরুদ্বাহয়ন্ পিতা।
ক্রোধাদ্বামোহতোবাপি স ভবেল্লোকগর্হিতঃ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র

অতএব পিতা যদি রাগান্ধ বা মোহান্ধ হইয়া সৎকুলজা কন্যাকে শিবোক্ত বিধান মতে বিবাহ দেন তবে তিনি লোকসমাজে নিন্দিত হযেন।

শৈবপত্নী অথবা তাহার পুত্র ধনভাগ পায় না ইত্যাদি অন্য প্রকার নিন্দা ও ঐ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেই আছে। সুতরাং বিধিবাক্য দ্বারা কথিত হইলেও ঐ দুই ধর্ম্ম ভদ্রসমাজের অনুষ্ঠেয় নহে। এই জন্যেই তন্ত্রকার আবার বলিয়াছেন

জননঞ্চাপি মরণং শরীরীণাং যথা সকৃৎ।
দানং তথৈব কন্যায়া ব্রাহ্মোদ্বাহঃ * সকৃৎ সকৃৎ॥

এবং ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে বিবাহিতা পত্নীরও প্রশংসা করিয়াছেন।

'ব্রাহ্মোদ্বাহেন যা গ্রাহ্যা সৈবপত্নী গৃহেশ্বরী।'

বেদোক্তবিধান মতে বিধবা স্ত্রী পুনর্ব্বিবাহ না কবিয়া ব্রহ্মচর্য্য লইবে তন্ত্রকার ইহাও বলিয়াছেন।

মৃতে পত্যৌ স্বধর্ম্মেণ পিতৃবন্ধুবশে স্থিতা।
অভাবে পতিবন্ধূনাং তিষ্ঠন্তী দায়মর্হতি॥
দ্বির্ভোজনং পরান্নঞ্চ মৈথুনামিষভূষণং।
পর্য্যঙ্কং রক্তবাসঞ্চ বিধবা পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ইত্যাদি।

---

* বেদোক্ত বিধিকেই ব্রাহ্মবিধি বলা হইয়াছে।

তন্ত্রকর্ত্তা যখন স্পষ্টই বলিয়াছেন যে শৈবধর্ম্ম বেদোক্ত ধর্ম্ম নহে তখন তিনি অনায়াসেই শৈবধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া ক্লীবপত্নীর ও বিধবার পুনর্ব্বিবাহের বিধি দিতে পারেন। তাহাতে হানি হইবার সম্ভাবনা নাই। হাড়ী ডোম প্রভৃতি সে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে। সৎকুলজার পিতা তাহাতে সাহায্য করিবেন না।

শৈববিবাহের কথা যখন উত্থাপিত হইল তখন তন্ত্রকার শৈববিবাহ কাহাকে বলিয়াছেন তাহাও দেখান কর্ত্তব্য।

শৈবো বিবাহো দ্বিবিধঃ কুলচক্রে বিধীয়তে।
চক্রস্য নিয়মেনৈকো দ্বিতীয়ো জীবনাবধি॥

*　　　*　　　*　　　*

*　　　*　　　*　　　*

যদ্যদঙ্গীকৃতং তত্র তাভ্যাং পাল্যং প্রযত্নতঃ।
শাম্ভবোক্তবিধানেন কুলীনাভ্যাং কুলেশ্বরি॥
বয়োবর্ণবিচারোত্র শৈবোদ্বাহে ন বিদ্যতে।
অসপিণ্ডাং ভর্ত্তৃহীনা মুদ্বহেচ্ছম্ভুশাসনাৎ॥
পরিণীতা শৈবধর্ম্মে চক্রনির্দ্ধারণেন যা।
অপত্যার্থী ঋতুং দৃষ্ট্বা চক্রাতীতে তু তাং ত্যজেৎ॥
শৈবধর্ম্মোদ্ভবাপত্যং অনুলোমেন মাতৃবৎ।
সমাচরেদ্বিলোমেন তত্তু সামান্যজাতিবৎ॥

কুলচক্রে বিধি আছে যে শৈববিবাহ দুই প্রকার; চক্রের নিয়মানুসারে একটী ও জীবনাবধি একটী।

হে কুলেশ্বরি শিবোক্ত বিধানমতে বিবাহিত হইবার কালে সৎকুলজাত স্ত্রী ও পুরুষ যাহা যাহা অঙ্গীকার করিবে তাহা তাহা যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিবে।

শৈববিবাহে বয়োবর্ণের বিচার নাই, কেবল অসপিণ্ডা ভর্ত্তৃহীনাকে বিবাহ করিবে শিবের এই শাসন।

যে স্ত্রী চক্রনির্দ্ধারণে শৈবধর্ম্মানুসারে বিবাহিতা হইয়াছে তাহার ঋতু দর্শন করিলে অপত্যার্থী হইবে (অর্থাৎ ঋতুকালে তাহাকে গমন করিবে) আর চক্র অতিক্রান্ত হইলে তাহাকে ত্যাগ করিবে।

আনুলোম্যেজাত শৈববিবাহোৎপন্ন সন্তান মাতার জাতি পাইবে। প্রাতিলোম্যেজাত সন্তান নীচ জাতি হইবে।

বুদ্ধিমান পাঠক বুঝিবেন যে জীবনাবধি শৈববিবাহ পুনর্ভূ হওন; এবং কুলচক্রের নিয়মানুসারে (অর্থাৎ পুত্রোৎপাদন পর্য্যন্ত নিয়ম করিয়া) যে শৈববিবাহ তাহা স্বযমাশ্রয বা স্বয়ং নিযুক্ত হওন ব্যতীত আর কিছুই নহে। দুই প্রথাই নিন্দনীয; পুনর্ভূ হওনের প্রশস্ত বিধি কুত্রাপি নাই, এবং নিয়োগেরও নিন্দা কীর্ত্তিত আছে। স্বয়ংনিযুক্ত হওয়া অবশ্যই নিয়োগ অর্থাৎ সম্যঙ্‌ নিয়োগ হইতে অধম। সচরাচর প্রচলিত মনু গ্রন্থে অর্থাৎ ভার্গবসংহিতায় ইহার স্পষ্ট বিধি নাই এবং নারদ গ্রন্থে যদিচ এক প্রকার বিধি আছে তথাপি বয়োবর্ণের বিচার নাই একপ উক্ত হয় নাই। আর বেদেও বোধ হয় স্বয়মাশ্রয়ের সুস্পষ্ট বিধি নাই; যে বাক্যদ্বারা স্বয়মাশ্রয়ের বিষয় উক্ত হইয়াছে তাহাকে বিধিতেও পরিণত করা যায় এবং সামান্য পরিভাষাও জ্ঞান করা যায়; নতুবা স্মৃতিকারদিগের মধ্যে কেন স্বয়মাশ্রয় সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়? যাহাই হউক মন্বাদি দ্বারা নিন্দিত প্রথা* দুইটী প্রচলিত রাখিবার মানসে তন্ত্রকার যে শিবের নাম লইয়া বিধি দিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিধি দিযাও জানাইতে ত্রুটি করেন নাই যে এ ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম নহে। এখানে বলা কর্ত্তব্য যে চক্রনিয়মে যে শৈববিবাহ তন্ত্রকার করিতে বলিয়াছেন তাহা স্বয়মাশ্রয় বা স্বয়ং নিযুক্ত

* স্ত্রী ইচ্ছা করিয়া কখন কখন অপকৃষ্ট বর্ণে নিযুক্তা হইত নারদ তাহা ইঙ্গিতে জানাইযাছেন, কিন্তু এমত স্ত্রীর পুত্রকে বর্ণসঙ্কর ও অনুপযুক্ত রূপে জাত বলিয়াছেন। আর 'স্বৈরিণী যা পতিং হিত্বা সবর্ণং কামতঃ শ্রয়েৎ' ইত্যাদি বচনাদি দ্বারা যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিকারগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে আজীবন আশ্রয়কারিণীগণের মধ্যেও কোন কোন স্ত্রী অপকৃষ্ট বর্ণে উপগত হইত, কিন্তু সেরূপ স্ত্রীকে তাঁহারা স্বৈরিণী সংজ্ঞাও দিতে অনিচ্ছুক। অতএব দেখা যাইতেছে যে বেদাদিতে কার্য্যের আভাস মাত্র থাকিলেই তন্ত্রে তাহা বিধি বাক্য দ্বারা কথিত হয়।

হওন ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। স্বয়ংনিযুক্তা আপন ইচ্ছায় অন্য পতি আশ্রয় করে; শৈববিবাহেও নিজের ইচ্ছাই বলবান

চক্রানুষ্ঠান সময়ে স্বগণৈঃ শক্তিসাধকৈঃ।
পরস্পরেচ্ছয়োদ্বাহং কুর্য্যাৎ বীরঃ সমাহিতঃ॥

এবং পরস্পরের অঙ্গীকারের কথাও আছে। নিয়ত শৈববিবাহে স্ত্রীর ঋতুকালে অপত্যার্থে গমন করিবে এবং পুত্রলাভের পরে ত্যাগ করিবে ইহাও কথিত হইয়াছে। শৈববিবাহেও স্বয়মাশ্রয়ের ন্যায় কি অনুলোমে কি বিলোমে পুত্র উৎপাদিত হইতে পারে। সুতরাং নাম ভিন্ন হইলেও নিয়ত শৈববিবাহ স্বয়মাশ্রয় হইতে পৃথক নহে। নারদের অন্যপতির বিধান যে কিছুকালের * নিমিত্তে মাত্র তাহা তন্ত্র দ্বারাও স্থিরীকৃত হইল। অতঃপর নারদের 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচনের অন্যপতিকে আর কেহ পুনর্ভূপতি বলিতে সাহসী হইবেন এমত বোধ হয় না।

ভাইপোসহচর অন্যান্য যে সকল বিচারের অবতারণা করিয়াছে সে সকলই কন্যা শব্দের নিজকৃত অপ্রকৃত অর্থের উপর ভিত্তি পত্তন করিয়া লিখিয়াছে। অতএব কন্যা শব্দের তৎকৃত অর্থ যে অসঙ্গত এবং অনুচিত তাহা দেখান কর্ত্তব্য।

ভাইপোসহচর নানা পুস্তক হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছে যে কন্যা শব্দে দুহিতা এবং অবলা মাত্রকেই গ্রহণ করা যায়। বিবাহ কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইয়া গেলেও ইহারা কন্যাই থাকে। কিন্তু কন্যা শব্দের আভিধানিক অর্থ কত প্রকার হইতে পারে কিম্বা কাব্যাদি গ্রন্থে কন্যা শব্দ কোন্ কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ইহা দেখাইবার আবশ্যকতাই ছিল না †। যে যত্ন করিয়াছে সে কেবল পণ্ডশ্রম করিয়াছে। কন্যা শব্দের

* পাঠক নিয়ত শৈববিবাহকে সম্যঙ্ নিয়োগ জ্ঞান করিবেন না। সম্যঙ্ নিযুক্তা সপিণ্ডে অর্থাৎ দেবর এবং সপিণ্ডে নিযুক্তা হয়, শৈবধর্ম্মে বিবাহিতা অসপিণ্ড পুরুষকেই গ্রহণ করে 'অসপিণ্ডাং ভর্ত্তৃহীনামুদ্বহেৎ'। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে নারদের অন্যপতিতে এবং তন্ত্রকারের অন্যপতিতে প্রভেদ আছে। নারদ সম্ভবতঃ দেবর সপিণ্ড বা অন্যপুরুষকে অন্যপতি বলিয়াছেন; তন্ত্রকার কেবল অন্য পুরুষকে অন্যপতি বলিলেন।

† কন্যা শব্দে এক প্রকার উদ্ভিদকেও বুঝায়।

মুখ্যার্থ কি এবং যিনি কন্যা ও অকন্যার প্রভেদ বর্ণনা করিয়াছেন সেই মনু কন্যা শব্দে কাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন এই দুইটী নিশ্চিত করাই কর্ত্তব্য। কন্যা শব্দের মুখ্যার্থ দেশীয় কোন ব্যক্তিকেই বিশেষ করিয়া জানাইতে হইবে না। আপামর সকলেই জানে যে সম্প্রদান পর্য্যন্ত বালিকার কন্যা নামই থাকে এবং পাণিগ্রহণ কর্ম্ম সম্পন্ন হইলেই কন্যাত্ব লোপ হয়। মনুও যে কন্যা শব্দের এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আমরা মূল প্রবন্ধে দেখাইয়াছি এবং এখানেও বিশিষ্ট করিয়া দেখাইব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ভাইপোসহচর অকন্যা শব্দের অদ্ভুত অর্থ করিয়া আপনার মূর্খতার যে জাজ্বল্যমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছে তাহা দেখাইলে কন্যা শব্দের অর্থাবগতির পক্ষে সাহায্য হইবে এই বিবেচনায় সেই বিষয়ই প্রথমে আলোচিত হইতেছে।

ভাইপোসহচর মনুর অষ্টমাধ্যায় হইতে তিনটী বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছে যে অকন্যা শব্দে দোষবতী কন্যা বোঝায়। সে তিনটী বচন ব্যাখ্যা সহিত প্রদর্শিত হইতেছে।

নোন্মত্তায়া ন কুষ্ঠিন্যা নচ যা স্পৃষ্টমৈথুনা।
পূর্ব্বং দোষা*নভিখ্যাপ্য প্রদাতা দণ্ডমর্হতি ॥ ৮।২০৫

দোষের উল্লেখ করিয়া উন্মত্তা, কুষ্ঠিনী ও উপভুক্তা কন্যার সম্প্রদান কর্ত্তা দণ্ডার্হ হয় না।

যস্তু দোষবতীং কন্যামনাখ্যায় প্রযচ্ছতি।
তস্য কুর্য্যান্নৃপো দণ্ডং স্বয়ং ষণ্ণবতিং পণান্ ॥ ৮।২২৪

দোষের উল্লেখ না করিয়া দোষবতী কন্যাকে যে সম্প্রদান করে, রাজা তাহার ৯৬ পণ দণ্ড করিবেন।

---

* উন্মত্তা, কুষ্ঠিনী ও পুরুষ স্পৃষ্টা এই তিনের দোষ ছাড়া আর দোষ নাই মনু এখানে তাহা বলেন নাই। বাস্তবিক এই তিনের অতিরিক্ত দোষও যে আছে তাহার আভাস এই শ্লোকেই পাওয়া যাইতেছে। তবে কেবল এই তিন দোষে দুষ্টাকে তিনি 'যস্তু দোষবতীং ইত্যাদি' বচন দ্বারা দোষবতী কন্যা নাম দিয়াছেন। দোষবতী কন্যা অবশ্যই এক প্রকার কন্যা। যাহারা বৈবাহিক মন্ত্র মাত্রকেই পাণিগ্রহণিক মন্ত্র বলিতে চাহে তাহারাও দোষবতী কন্যার দানের অর্থাৎ সমন্ত্রদানের (কেননা দান শব্দ দ্বারা মনু সর্ব্বদাই সমন্ত্রদানকেই লক্ষ্য করেন) স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখিয়াও উহাকে অ কন্যা বলিতে উদ্যত॥

অকন্যেতি তু যঃ কন্যাং ব্রূয়াদ্দ্বেষেণ মানবঃ।
স শতং প্রাপ্নুয়াদ্দণ্ডং তস্যা দোষমদর্শয়ন্॥ ৮।২২৫

কিন্তু যে কন্যাকে দ্বেষবশতঃ অকন্যা বলে সে তাহার দোষ দেখাইতে না পারিলে, শতপণ দণ্ড পাইবে। †

বুদ্ধিমান পাঠক বিচারের সূক্ষ্মতাও দেখিবেন। উন্মত্তা, * কুষ্ঠিনী ও ক্ষতা কন্যাকে মনু দোষবতী কন্যা বলিয়াছেন, এবং অকন্যারও দোষ আছে ইহাও লিখিয়াছেন। ইহাতেই কি সপ্রমাণ হইল যে দোষবতী কন্যাই অকন্যা? দোষবতী কন্যার দোষ আছে এবং কন্যারও দোষ আছে, অতএব দোষবতী কন্যা ও অকন্যা একই এ বিচার যদি সুবিচার হয়, তবে ঘোড়ায় ঘাস খায় এবং গরুতেও ঘাস খায় অতএব ঘোড়া এবং গরু একই পশু এ বিচারটী কেন সদ্বিচার না হইবে? এবং তুল্য ন্যায়ে কেনই না বলা যাইবে যে যখন ভাইপো ও তৎসহচর উভয়েই না বুঝিয়া শাস্ত্র হইতে বচনাদি উদ্ধৃত করে এবং বিখ্যাত পণ্ডিতগণকে অযথা কটূক্তি করে তখন উহারা দুইটী একই জন্তু ‡? হেত্বাভাস ঘটিলেও যবং শেষোক্ত বিচার

---

* এই দোষ স্পষ্টই অকন্যাত্ব প্রতিপাদক দোষ। এ দোষ ঘটিলে কন্যা আর কন্যা থাকিতে পারে না, বস্তুতঃ অকন্যা নামই পায়। অকন্যা ও দোষবতী কন্যা একই মনু এমত বলেন নাই, পৃথক সংজ্ঞা দ্বারা পৃথক বস্তুই লক্ষিত হয় এইই নিয়ম।

† পূর্ব্ব বচনের নিকটস্থ বলিয়া উপস্থিত বচনকে একবিষয়কই ধরা হইয়াছে, তু শব্দ দ্বারা যে বিষয়ভেদ করা হইয়াছে তাহা লক্ষ করা হয় নাই। কিন্তু নারদের 'নষ্টে মৃতে ইত্যাদি' বচন নিয়োগবচনের নিকটস্থ হইলেও এবং উহাতে ভিন্নবিষয়জ্ঞাপক তু শব্দ না থাকিলেও ভাইপোসহচরের মত লোকের মতে উহা নিয়োগ বিষয়ক নহে॥

‡ আমরা বোধ করি আধুনিক নৈয়ায়িকও এখন বুঝিতে পারিবেন যে ভাইপোসহচরের পুস্তককে উৎকৃষ্ট ভাবিয়া সভ্যতার সীমা উল্লঙ্ঘন করতঃ একব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত পত্রের প্রতিলিপি অন্য ব্যক্তিকে পাঠাইয়া ও প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়া তিনি ভাল কর্ম্ম করেন নাই। তিনি অবশ্যই ভাইপোসহচরকৃত কন্যাত্বের ও অকন্যাত্বের মীমাংসা সাধু বোধ করিয়াছেন; নতুবা আপন লিখিত লিপি কেন অতিশয় আড়ম্বরের সহিত ইহাঁর ক্ষুদ্র পুস্তকে নিবেশিত করিতে দিলেন। ভাইপোসহচর পত্র প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে নৈয়ায়িকের এই বলিয়া পরিচয় দিয়াছে যে ইনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ। কিন্তু আমরা এখানে দেখিতেছি যে ন্যায়শাস্ত্রে হেত্বাভাস কাহাকে বলে তাহা ইনি অবগত নহেন এবং পূর্ব্বে দেখিয়াছি

দুইটীকে ভ্রমক্রমে কেহ 'সদ্বিচার বলিতে পারেন, তথাপি দোষবতী কন্যাকে কেহই অকন্যা বলিতে পারিবেন না; কেননা দোষবতী কন্যার ও অকন্যার দোষ যে একই প্রকার তাহা মনু বলেন নাই। বস্তুতস্তু উভয়ের দোষ যে পৃথক তাহা আমরা ক্রমে দেখাইব। দোষবতী কন্যা যে অকন্যা নহে তাহা আমরা এখানে দেখাইব। "নোন্মত্তায়া ইত্যাদি" বচনে ধৃতারা যে কন্যাই তাহা মনু উহার পূর্ব্ব বচনে ব্যক্ত করিয়াছেন

(১) অন্যাঞ্চে দ্দর্শয়িত্বান্যা বোঢ়ুঃ কন্যা প্রদীয়তে।
উভে তে একশুল্কেন বহেদিত্যব্রবীন্মনুঃ॥

বিবাহককে একটী কন্যা দেখাইয়া অন্য একটী কন্যা যদি প্রদত্ত হয় তাহা হইলে উভয় কন্যাকেই বর এক শুল্কের দ্বারা লাভ করিবে ইহা মনু বলিয়াছেন।

যে স্মৃতিশাস্ত্রে ও শব্দশাস্ত্রে ইঁহার কি রূপ ব্যুৎপত্তি। একখানি ক্ষুদ্র পত্রে যিনি তিনটী শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন তিনি যে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইবেন তাহাতে সংশয় কি? দুর্ভাগ্য ক্রমে পত্র খানিতে অন্যান্য শাস্ত্রের কথা আন্দোলিত হয় নাই সুতরাং সে সকল শাস্ত্রেও ইঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া আমরা পাঠকগণকে আনন্দিত করিতে পারিলাম না। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ক্ষুদ্র প্রাণীর শাস্ত্রশিক্ষার নিয়ামকও বটেন, নতুবা গান্ধর্ব্বাদি বিবাহে দানের শাস্ত্র দেখাইলে ব্যবহারকে বলবান করিয়া কেন বলিবেন যে রুক্মিণী শকুন্তলাদিকে কে দান করিয়াছিল? এবং ব্যবহারতঃ কুন্তাদির অসম্বন্ধ পুরুষে নিযুক্ত হওন দেখিয়াও নাগকন্যার অসম্বন্ধ পুরুষে নিযুক্ত হওনের প্রস্তাব করিলে কেন বহুসংখ্যক প্রায় সমান মাননীয় শাস্ত্রের মধ্যে একটীকে অধিক বলবান করিয়া বলিবেন যে নাগকন্যার সহিত অর্জ্জুনের কি সম্পর্ক ছিল?

সম্প্রতি আধুনিক নৈয়ায়িক বহু যত্নে একখানি অভিনন্দন পত্র রচনা করিয়া শ্রীমতী মহারাণীর আনন্দোৎসবোপলক্ষে শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের নিকটে পাঠ করেন। সেই পত্র খানি দেখিয়া আমরা নৈয়ায়িকের ব্যাকরণ শাস্ত্রে (বিশেষতঃ যঙন্ত প্রকরণে) ও ছন্দঃ শাস্ত্রে পারদর্শিতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। কেবল ক্ষুদ্রকায় দুই খানি পত্রিকা লিখিয়া যিনি পঞ্চবিধ শাস্ত্রে অলৌকিক বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করেন তিনি নিশ্চিতই সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ক্ষুদ্র পণ্ডিতগণের তুলনায় তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রদান করিয়া গবর্ণমেণ্ট অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

যাহাকে না দেখাইয়া অন্যাকে দেখায় সে দোষবতী, কিন্তু এখানে মনু তাহাকে অকন্যা না বলিয়া স্পষ্টই কন্যা আখ্যা দিয়াছেন

(২) পিতৃবেশ্মনি কন্যাতু যং পুত্রঞ্জনয়েদ্রহঃ।
তং কানীনং বদেন্নাম্না বোঢ়ুঃ কন্যাসমুদ্ভবম্॥ ৯।১৭২

পিতৃগৃহে থাকিয়া কন্যা যদি পুত্রও প্রসব করে তথাপি সে কন্যাই থাকে এবং সেই কন্যা সমুদ্ভব পুত্রকে কানীন বলে। এখানে প্রসূতাকেও 'কন্যাতু' বলিয়া নিশ্চিতই কন্যা বলা হইল। অকন্যা নাম দেওয়া হইল না। অকন্যা হইলে মনু কখনই তাঁহাকে কন্যা বলিতেন না এবং অবধারণ বাচক 'তু' শব্দও ব্যবহৃত হইত না। আর 'কন্যা সমুদ্ভব' এই বিশেষণই বা কিরূপে উৎপন্ন পুত্রের সহিত যুক্ত হইতে পারিত। অগ্রে গমন পরে গর্ভসঞ্চার ইহা সকলেই জানেন; গমনেই কন্যাত্বের লোপ হইলে পুত্র কন্যাসমুদ্ভব হয় না।

(৩) বিষ্ণু লিখিয়াছেন

কানীনঃ পঞ্চমঃ। পিতৃগৃহেঽসংস্কৃতযৈবোৎপাদিতঃ স চ পাণিগ্রাহস্য।

কানীন* পঞ্চম প্রকার পুত্র। এ পুত্র পিতৃগৃহে অসংস্কৃতাতেই উৎপন্ন। এই পুত্রও পাণিগ্রাহকের। এখানে প্রসূতারও পাণিগ্রহণের কথা উক্ত হইয়াছে। কন্যা ও অকন্যাতে প্রভেদ এই যে একটীর পাণিগ্রহণ হয় অপরটীর হয় না। সুতরাং বলিতেই হইবে যে পিতৃগৃহে থাকিয়া পুত্র প্রসব করিলেও কন্যা কন্যাই থাকে।

(৪) অতঃপর অন্য প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। তথাপি আমরা মনুর অন্য অধ্যায় হইতে দেখাইতেছি যে দোষবতী কন্যাকে কন্যাই বলা হইয়াছে

---

* পাঠক কানীন শব্দের ব্যুৎপত্তির উপরও দৃষ্টি রাখিবেন। পাণিনি লিখিয়াছেন 'কন্যায়াঃ কনীন চ' অর্থাৎ অণ্ প্রত্যয় করিতে হইলে কন্যা শব্দ স্থানে কনীন আদেশ হয়," সুতরাং কানীন বলিলে কন্যার পুত্রই বোঝায়। কন্যা শব্দে যদি সকল প্রকার স্ত্রীকেই গ্রহণ করা যাইত তাহা হইলে কানীন কখনই কোন বিশেষ প্রকার পুত্রকে বুঝাইতে পারিত না। ভট্টোজি দীক্ষিত লিখিয়াছেন 'কানীনো ব্যাসঃ কর্ণশ্চ। অনূঢ়ায়া এবাপত্যমিত্যর্থ'।

যস্তু দোষবতীং কন্যামনাখ্যায়োপপাদয়েৎ।
তস্য তদ্বিতথং কুর্য্যাৎ কন্যাদাতুর্দুরাত্মনঃ॥ ৯।৭৩

কিন্তু যে দোষবতী কন্যাকে দোষের উল্লেখ না করিয়া দান করে সেই দুরাত্মা কন্যাদাতার দানকে ব্যর্থ করিবে।

ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে কন্যাকর্ত্তা দান মন্ত্র পাঠ করিলে প্রতিগ্রহ করিবার পূর্ব্বে বর সভাস্থ লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে যে সেই কন্যাকে সে গ্রহণ করিতে পারে কি না *। তাহাতে যদি কেহ কন্যাকে দোষবতী অর্থাৎ উন্মত্তা, কুষ্ঠিনী বা পুরুষস্পৃষ্টা বলে তাহা হইলে বর সে কন্যাকে প্রতিগ্রহ করিবে না। পূর্ব্বে দোষবতী কন্যাকে গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়া থাকে তবে গ্রহণ করিবে তাহা আমরা দেখিয়াছি।

পাঠক দেখিবেন যে উপস্থিত বচনে দোষবতী কন্যার ব্রাহ্মপ্রকারে বিবাহের প্রস্তাবনা হইয়াছে। মনু আট প্রকার বিবাহ লক্ষণে কেবল কন্যারই ব্রাহ্মবিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন, অকন্যার নহে; সুতরাং দোষবতী কন্যা কন্যা ভিন্ন অকন্যা নহে †। আরও ব্যক্তব্য যে দোষবতী কন্যা যদি অকন্যা হইত তাহা হইলে মনু দানকর্ত্তাকে কন্যাদাতা দুরাত্মা না বলিয়া অকন্যাদাতা দুরাত্মা বলিতেন। মনুর নিন্দাবাচক বচন লিখিবার রীতিই এই যে যে কারণে নিন্দা করেন তাহা বচনেই প্রকাশ করেন ‡।

আমরা এখানে আর একটী কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। যে কন্যা কেবল দোষবতী কন্যা হইতেও নিন্দনীয়া এবং যাহাকে প্রতিগ্রহণ

---

* তাহাতে কেহ তাহাকে দোষবতী কন্যা ও কেহ বা অকন্যাই বলিতে পারে।

† কন্যারই ব্রাহ্মপ্রকারে বিবাহ হইতে পারে, অকন্যার নহে ইহা দেখিয়া ভাইপোসহচর দ্বিধক পাণিগৃহীতা প্রভৃতিকে কন্যা বলিতে যত্ন করিয়াছে কিন্তু দোষবতী কন্যার ব্রাহ্মপ্রকারে বিবাহের প্রস্তাবনা দেখিয়াও ইহাকে অকন্যা বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

‡ পাঠক "অনিযুক্তা সুতো যশ্চ পুত্রিণ্যাপ্তশ্চ দেবরাৎ। উভৌ তৌ নার্হতো ভাগং জারজাতক কামজৌ" ইত্যাদি বচন স্মরণ করিবেন।

করিয়াও ত্যাগ করা যায় তাহাকেও মনু কন্যাই বলিয়াছেন, তবে দোষবতী কন্যা সংজ্ঞা না দিয়া বিগর্হিতা কন্যা বলিয়াছেন

বিধিবৎ প্রতিগৃহ্যাপি ত্যজেৎকন্যাং বিগর্হিতাং।
ব্যাধিতাং বিপ্রদুষ্টাং বা ছদ্মনা চোপপাদিতাং॥

দোষবতী কন্যা 'ছদ্মনা চোপপাদিতা' হইলে অবশ্যই বিগর্হিতা হয়। ভাইপোসহচর নারদের

দীর্ঘকুৎসিতরোগার্ত্তা ব্যঙ্গা সংস্পৃষ্টমৈথুনা।
দুষ্টান্যগতভাবা চ কন্যাদোষা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

এই বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছে যে ইহাতে যে দোষগুলির উল্লেখ আছে সে সকলই অকন্যাত্ব প্রতিপাদক দোষ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এরূপ নিশ্চিত করিয়াও পরপূর্ব্বা স্ত্রীদিগকে কন্যা বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। পাঠক জানেন যে ছয়টী পরপূর্ব্বা ক্ষতা এবং যে অক্ষতা সেও পুরুষান্তরে অনুরক্তা ('দুষ্টান্যগতভাবা' শব্দের অর্থ ভাইপোসহচরই 'পুরুষান্তরে অনুরক্তা' করিয়াছে) কেননা পতি ভিন্ন পুরুষান্তরে অনুরাগ না থাকিলে দ্বিতীয় বারে বিবাহিতা হইবারই সম্ভাবনা নাই। অতএব বলিতেই হইবে ভাইপোসহচর আপনার জালে আপনিই বদ্ধ হইয়াছে। এ বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের উপায় নাই। মুক্তি লাভের চেষ্টায় ভাইপোসহচর বলিতে পারে যে যে স্ত্রী পতি বর্ত্তমানে পতীতর পুরুষের সহিত সংসর্গ করিয়াছে সেই অকন্যা অথবা অবিবাহিত অবস্থায় অর্থাৎ কন্যা কালে যে পুরুষ সংসর্গ করিয়াছে সেই অকন্যা। প্রথম পক্ষ অবলম্বন করিলে অকন্যা শব্দের ব্যভিচারিণীরূপ নূতন অর্থ স্বীকার করিতে হয়, দ্বিতীয় পক্ষ অবলম্বন করিয়া কন্যা কাল মানিলে অবিবাহিতা স্ত্রীকে যে কন্যা বলে তাহাও মানিতে হয়। স্বরূপ কথা বলিতে গেলে নারদের বচন অকন্যাত্ব প্রতিপাদক নহে *। রোগার্ত্তা ও সংস্পৃষ্টা কন্যা যে অকন্যা নহে তাহা

* নারদ কতকগুলি দোষকে 'দীর্ঘকুৎসিত ইত্যাদি' বচন দ্বারা 'কন্যাদোষ' বলিয়াছেন। কন্যাদোষ বলিলেই কন্যাত্ববিশিষ্টার দোষই বুঝায় তাহাব সন্দেহ নাই। কন্যা-

আমরা দেখিয়াছে। ব্যঙ্গার অকন্যা হওয়া অসম্ভব এবং দুষ্টান্যগতভাবা যে অকন্যা নহে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দুষ্টান্যগত ভাবা অবশ্যই সংস্পৃষ্টা নহে; সংস্পৃষ্টা হইলে দুষ্টান্যগতভাবা শব্দ পৃথক প্রযুক্ত হইত না। দুষ্টান্যগতভাবা শব্দের অর্থ উপস্থিত বিবাহেচ্ছুক পুরুষ ব্যতীত অন্য পুরুষে অনুরক্তা অর্থাৎ অনুপস্থিত পুরুষের রূপগুণ দর্শন শ্রবণাদি করিয়া তাহার প্রতি আসক্তা। মহাভরতে ইহার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। ভীষ্মকর্ত্তৃক হৃতা অম্বাকে ভীষ্মভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্য যখন বিবাহ করিবার চেষ্টা করেন তখন সে বলিয়াছিল যে সে মনে মনে শাল্বকে বরণ করিয়াছে। অম্বা শাল্বগতভাবাছিল এবং সেই দোষের জন্যই বিচিত্র বীর্য্য তাহাকে বিবাহ করেন নাই। কিন্তু অম্বা কখনই অকন্যা ছিল না; বিচিত্রবীর্য্য অনায়াসেই তাহাকে বিবাহ করিয়া তাহার সহিত পাণিগ্রহণিক মন্ত্র পাঠ করিতে পারিতেন। তবে সে তাঁহাকে সম্ভবতঃ অধিক ভক্তি বা শ্রদ্ধা দেখাইবে না এই আশঙ্কাতেই তাহাকে বিবাহ করেন নাই। আর সে শাল্বের দ্বারা বিবাহিত হইয়া তাহার ধর্ম্মপত্নী যে হইতে পারিত তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সীতা ও রুক্মিণী বিবাহের পূর্ব্বে রাম ও কৃষ্ণে অনুরক্তা হইয়াছিলেন বলিয়া কি বিবাহের পরে ধর্ম্মপত্নী হয়েন নাই?

দোষ না থাকিলে কন্যাকে দূষিবে না তিনি ইহাও পূর্ব্বে বলিয়াছেন, 'নাদুষ্টাং দূষয়েৎ কন্যাং নাদুষ্টং দূষয়েৎ বরং'। নারদ আবার ভার্গবের ন্যায় 'অকন্যেতি তু যঃ কন্যাং' ইত্যাদি বচনও লিখিয়াছেন। ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে অন্য কতকগুলি দোষকে তিনি কন্যাত্বনাশক দোষ বলিয়াই গণ্য করিয়াছেন। আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব যে প্রায় কন্যার অর্থাৎ অকন্যার দোষের মধ্যে তিনি পাণিগ্রহণকে ধরিয়াছেন। কিন্তু পাণিগ্রহণাদিকে দোষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াও তিনি কখনই কন্যাদোষের মধ্যে ইহাদিগকে গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং দোষ শব্দে যে কেবল কন্যাদোষই বুঝায় এরূপ নহে। যে কয়টী দোষকে 'কন্যাদোষ' বলিয়াছেন সেই কয়টীর অতিরিক্ত আর 'কন্যাদোষ' নাই। কিন্তু অতিরিক্ত দোষ নাই এমত নহে। তবে অতিরিক্ত দোষগুলি অকন্যাত্বপ্রতিপাদক। পাঠক বুঝিবেন যে পাণিগ্রহণকে দোষ বলাতে উহার নিন্দা করা হইল না, পুনর্ব্বিবাহ কালে পাণিগৃহীতা পুনঃপাণিগৃহীতা হইয়া ধর্ম্মপত্নী হয় না, এজন্যেই পাণিগ্রহণকে দোষ বলা হইয়াছে।

দোষবতী কন্যা যে অকন্যা নহে তাহা নির্দ্ধারিত হইল। এক্ষণে অকন্যা কাহাকে বলে* তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। মনু

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
নাকন্যাসুকচিন্নৃণাং লুপ্তধর্ম্মক্রিয়াহি তাঃ॥
পাণিগ্রহণিকামন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্।
তেষাং নিষ্ঠাতু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে॥

এই দুই বচন দ্বারা কন্যার অর্থাৎ ধর্ম্মপত্নী হইবার যোগ্যার বিবাহসংস্কারে পাণিগ্রহণিকমন্ত্র পাঠের বিধি করিয়াছেন ও অকন্যার অর্থাৎ ধর্ম্মপত্নী হইবার অযোগ্যার বিবাহ সংস্কারে পাণিগ্রহণিক মন্ত্রপাঠের নিষেধ করিয়াছেন; এবং ধর্ম্মপত্নীত্ব অর্থাৎ পর্য্যাত্ব পাণিগ্রহণিক মন্ত্রের সাহায্যেই হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত হয় না, ইহাও বলিয়াছেন। এদিকে যাজ্ঞবল্ক্য পৌনর্ভবাদি হইতে ঔরস পুত্রের বিভিন্নতা জানাইবার অভিপ্রায়ে ঔরসের 'ঔরসো ধর্ম্মপত্নীজঃ" এই লক্ষণ করিয়া পুনর্ভূ যে ধর্ম্মপত্নী নহে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং বলিতেই হইবে যে সংস্কারার্হা পুনর্ভূরও বিবাহ কালে পাণিগ্রহণিক মন্ত্র পঠিত হয় না এবং দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিতে গেলেই স্ত্রী অকন্যাই হইয়া থাকে। নারদও 'উদ্বাহিতাপি সা কন্যা † নচেৎ সম্প্রাপ্ত মৈথুনা। পুনঃ সংস্কারমর্হতি যথা কন্যা তথৈব সা' এই বচন দ্বারা জ্ঞাপন করিয়াছেন যে নারী পুরুষ স্পৃষ্টা না হইয়াও যদি কেবল সংস্কৃতা মাত্র হয় তাহা হইলেও সে অকন্যা। 'যথা কন্যা তথৈব সা' বলিলে কখনই কন্যা বলা হয় না; কন্যার ন্যায় অর্থাৎ প্রায় কন্যা বলাই হয়; এবং তাহা হইলেই কন্যা না হইয়া অকন্যাই হইল। কন্যা হইতে বিভিন্ন ‡ না হইলে 'কন্যার ন্যায়' বলা যায় না, এই গোলাপটী গোলাপের ন্যায় এমত প্রয়োগ হয় না।

---

* এ মীমাংসায় আমরা মনু ভিন্ন অন্যান্য স্মৃতিরও সাহায্য লইব কেননা স্মৃতিকাঁর সকলেই কন্যা শব্দের একই অর্থ ধরিয়াছেন।

† বিবাহের পূর্ব্বে বালিকা কন্যাই থাকে এজন্য 'সেই কন্যা বিবাহিত হইয়াও' এমত বলিলে দোষ হয় না।

‡ তদ্গুণ বিশিষ্ট হইয়া তদ্ভিন্ন না হইলে সাদৃশ্য বর্ণিত হয় না।

যদি অকন্যা শব্দে কেবল পাণিগৃহীতাকেই বোঝাইত তাহা হইলে এত গোলযোগ ঘটিত না এবং মনুও সম্ভবতঃ 'কন্যার বিবাহে পাণিগ্রহণিক মন্ত্র ব্যবস্থিত, অকন্যার বিবাহে নহে ইত্যাদি' না লিখিয়া 'এক নারীকে লইয়া পাণিগ্রহণিক মন্ত্র একবারই পঠিত হইতে পারে' এই রূপই লিখিতেন। অকন্যা শব্দের মুখ্যার্থ পাণিগৃহীতা হইলেও অন্যান্য কোন কোন নারীকে ঋষিরা অকন্যা বলিযাছেন। বশিষ্ঠ

অদ্ভির্বাচা চ দত্তায়াং ম্রিয়েতাথবরো যদি।
নচ মন্ত্রোপনীতা স্যাৎ কুমারী পিতুরেব সা॥

এই বচন দ্বারা প্রকারান্তরে জানাইয়াছেন যে পাণিগৃহীতা না হইয়াও নারী যদি কেবল মাত্র বাক্য দ্বারা বা উদক দ্বারা দত্তা হইয়া বিধবা হয় তাহা হইলে সে অকন্যা হইবে। এমত অবস্থায় সে কুমারী * থাকিতে পারে কিন্তু কন্যা কখনই থাকিবে না। বশিষ্ঠ বচনে কুমারী শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া কেহ কেহ যে বলিয়াছেন যে দত্তা বিধবা কন্যাই থাকিত সে তাঁহাদিগের ভুল। দত্তা বিধবা অকন্যা হইত বলিয়াই মনু 'বিধবার পুনর্বিবাহের বিধি নাই' বলিযাছেন। বিধবা কন্যা থাকিলে তাহার বিবাহের বিধি অবশ্যই থাকিত। তাহাকে কুমারী বলিবার কোন বাধা নাই কেননা সে পুরুষ স্পৃষ্টা নহে। বশিষ্ঠ আবার

যাবচ্চেদাহৃতা কন্যা মন্ত্রৈর্যদি ন সংস্কৃতা।
অন্যস্মৈ বিধিবদ্দেয়া যথা কন্যা তথৈব সা॥'

এই বচন দ্বারা জ্ঞাপন করিয়াছেন যে অবিবাহিতাবস্থায় কন্যা যদি পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া কোন পুরুষের নিকটে উপস্থিত হয় অর্থাৎ পিতৃগৃহের বা শাসনের বহির্গত হইয়া পুরুষ দ্বারা আহৃতা হয় তাহা হইলে সে আর কন্যা থাকিবে না, বস্তুতঃ অকন্যাই হইবে। পিতৃগৃহে থাকিয়া পুত্র প্রসব করিলেও কন্যা কন্যাই থাকে তাহা আমরা দেখিযাছি।

---

* অদ্ভির্দত্তা অবশ্যই বিবাহিতা। ঋষি ইহাকে স্পষ্টতঃ কুমারী বলিলেও কেহ কেহ কেনই কুমারী শব্দে কেবল অবিবাহিতা ধরিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

যে সকল কারণে অকন্যাত্ব ঘটে তাহার একটীও উপস্থিত না হইলে কন্যা কন্যাই থাকে। নারদ ও ভার্গব কন্যা শব্দে কাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন ও কন্যার সহিত কাহার প্রভেদ করিয়াছেন তাহা প্রদর্শিত হইতেছে

বিবাহের প্রকার নির্ণয় করিতে গিয়া নারদ ব্রাহ্মাদি প্রকারে বিবাহ্যাকে (অর্থাৎ যে প্রথম বিবাহিতা হইতেছে তাহাকে) কন্যা বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন যথা।—

সৎকৃত্যাহূয় কন্যান্তু দদ্যাৎ ব্রাহ্মে ত্বলঙ্কৃতাং
ইত্যাদি।

এখানে প্রথম তু শব্দ নিশ্চয়ার্থক। আবার পরপূর্ব্বার কথা বলিবার সময়ে সেই নারদই লিখিয়াছেন।

পরপূর্ব্বাঃ স্ত্রীয়স্ত্বন্যাঃ সপ্ত প্রোক্তা যথা ক্রমম্
ইত্যাদি।

পরপূর্ব্বাকে কন্যা না বলিতে পারিয়া স্ত্রীই বলিলেন এবং স্ত্রী শব্দের সহিত নিশ্চয়ার্থক তু শব্দও ব্যবহার করিলেন। এই দুই শ্লোকার্দ্ধ দ্বারা স্ত্রীর সহিত অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত কন্যার বৈলক্ষণ্য যে নির্দ্ধারণ করিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ঋষিরা ইঙ্গিতেই অনেক কথা বলেন।

ইহার পরে নারদ যাহা বলিয়াছেন পাঠক তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিবেন। সাতটী পরপূর্ব্বাকেই স্ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া তাহার মধ্যে প্রত্যেকটীর বিশেষ বর্ণনা করিবার কালে প্রথমাপুনর্ভূকে প্রায় কন্যা বলিয়াছেন যথা

কন্যৈবাক্ষতযোনি র্যা পাণিগ্রহণদূষিতা।
পুনর্ভূঃপ্রথমা প্রোক্তা পুনঃসংস্কারকর্ম্মণা॥

এব শব্দ অবধারণ বাচকও হয় এবং তুল্যার্থকও হয়। এখানে এব শব্দ যে তুল্যার্থক তাহাতে সন্দেহ নাই। নতুবা পরপূর্ব্বা মাত্রকেই কন্যা হইতে বিভিন্ন করিয়া স্ত্রী বলিয়া অবধারণ করতঃ পরপূর্ব্বার মধ্যে একটিকে কি রূপে আবার 'কন্যৈব' বলিলেন? অন্য ছয়টী পরপূর্ব্বার বিশেষ লক্ষণে নারদ তাহাদিগকে স্ত্রী বলিয়া পুনরায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব 'কন্যৈব' বলাতে কন্যার তুল্য অর্থাৎ কন্যা হইতে ঈষদূনই বলা হইয়াছে; এবং

তাহা হইলেই অকন্যাই বলা হইল। তবে অকন্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইহাও জ্ঞাপিত হইয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে যে পাণিগৃহীতা হইলেই অকন্যা। পাণিগ্রহণের পূর্ব্বে কন্যা কন্যাই থাকে। এই জন্যে কেবল দত্তাকে ঋষিরা কন্যাই বলিয়াছেন

এখানে বক্তব্য এই যে যাহারা দোষ থাকিলেই কন্যাকে অকন্যা বলিতে চাহে তাহারা দেখিবে যে উপস্থিত শ্লোকে পাণিগ্রহণকে দোষ বলিয়া নারদ লিখিয়াছেন। সুতরাং পাণিগ্রহণ কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া যাইলেই কন্যা অকন্যা হইবে এই মীমাংসায় তাহারা বাধ্য হইবে।

ভার্গবও স্ত্রীরই সহিতই কন্যার বৈষম্য দেখাইয়াছেন যথা

কন্যৈব কন্যাং যা কুর্য্যাত্তস্যাঃ স্যাদ্দ্বিশতোদমঃ।
শুল্কঞ্চ দ্বিগুণন্দদ্যাচ্ছিফাশ্চৈবাপ্নুয়াদ্দশ॥

৮।৩৬৯

কন্যা যদি কন্যাকে 'কুর্য্যাৎ' তবে তাহার দুই শত দম দণ্ড হইবে ও কন্যার পিতাকে সে দ্বিগুণ শুল্ক দিবে এবং দশ বেত্রাঘাত প্রাপ্ত হইবে।

এবং

যাতু কন্যাম্প্রকুর্য্যাৎ স্ত্রী সা সদ্যোমৌণ্ডমর্হতি।
অঙ্গুল্যোরেব চচ্ছেদঞ্চ খরেণোদ্বহনন্তথা॥

৮।৩৭০

কিন্তু স্ত্রী যদি কন্যাকে 'কুর্য্যাৎ' তবে তাহার মস্তক তৎক্ষণাৎ মুণ্ডন করিবে ও দুইটী অঙ্গুলি কর্ত্তন করিবে এবং গর্দ্দভের উপরে তাহাকে চড়াইবে।

কন্যা ও স্ত্রী একই দোষ করিলে পৃথক প্রকার দণ্ড পাইবে।

পুনরপি

কন্যাং ভজন্তীমুৎকৃষ্টন্নকিঞ্চিদপি দাপয়েৎ।
জঘন্যং সেবমানান্তু সংযতাং বাসয়েদ্গৃহে॥

৮।৩৬৫

কন্যা যদি উচ্চজাতীয় পুরুষকে ভজনা করে তবে কিঞ্চিন্মাত্র দণ্ড পাইবে

না। কিন্তু নীচজাতীয় পুরুষকে সেবা করিলে কন্যাকে বন্ধন করিযা অবরুদ্ধ কবিযা রাখিবে

এবং

ভর্ত্তারম্ লঙ্ঘয়েদ্যা তু স্ত্রী জ্ঞাতিগুণদর্পিতা।
তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে ॥

৮।৩৭১

কিন্তু যে স্ত্রী জ্ঞাতিদর্পিতা বা গুণদর্পিতা হইযা ব্যভিচার করে তাহাকে জনাকীর্ণ স্থানে রাজা কুক্কুর দিযা খাওযাইবেন।

একই দোষে কন্যা ও স্ত্রীর * প্রতি পৃথক ব্যবহার। পাঠক আবও দেখিবেন যে কন্যা পুরুষকে ভজনা করিলেও সর্ব্বদাই দণ্ড্যা নহে। পুরুষস্পৃষ্ট হইলেই যদি সে অকন্যা হইযা যাইত এবং তাহাব পাণিগ্রহণেব সম্ভাবনা দূরীভূত হইত তাহা হইলে তাহাব দণ্ডবিধান অবশ্যই থাকিত, এবং ভার্গবও তাহাকে কখনই কন্যা বলিতেন না।

নাবদ ভার্গব ভিন্ন অন্যান্য স্মৃতিপ্রবর্ত্তক ঋষিগণও যাহাব পাণিগ্রহণ কর্ম্ম সম্পন্ন হয নাই তাহাকেই কন্যা শব্দে গ্রহণ করিযাছেন। 'সপ্ত পৌনর্ভবাঃ কন্যা' ইত্যাদি বচনের মধ্যে কাশ্যপ যে পাণিগৃহীতিকাদিকে ধবিযাছেন তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল এই মাত্র যে কাশ্যপ 'পৌনর্ভব কন্যা' বলিযা একটী পৃথক সংজ্ঞা † করিযাছেন। তিনি পাণিগৃহীতিকাদিগকে 'কন্যা' না বলিয়া 'পৌনর্ভব কন্যা' বলিযাছেন। আর ভাইপো

---

* মনু এই সকল স্থলে কন্যার সহিত স্ত্রীব পার্থক্য দেখাইয়াছেন, অকন্যার সহিত নহে। ইহাতে অতিশয় বুদ্ধিমান পাঠক বলিতে পারেন যে কন্যা বিবাহিতা হইলে স্ত্রী নাম পায়, অকন্যা হয না, যে স্ত্রী পুনর্ব্বিবাহ করিতে উদ্যতা হয় সেই অকন্যা অর্থাৎ কন্যা ও অকন্যা কেবল বিবাহ সম্বন্ধে নাম। এ মীমাংসা আমাদিগের সাধু বোধ হয়।

† কাশ্যপ বাচাদত্তা, মনোদত্তা, কৃতকৌতুকমঙ্গলা, উদকস্পর্শিতা ও পুনর্ভূপ্রভবা এই পাঁচটী প্রশস্তা কন্যাকে এবং পাণিগৃহীতিকা ও অগ্নিংপরিগতা এই দুইটী প্রকৃত অকন্যাকে পৌনর্ভবকন্যা বলিয়াছেন। একটীমাত্র পুরুষ লইয়া কার্য্য হয না বলিয়াই ইহাদিগের ঐ নাম (তবে পুনর্ভূপ্রভাবা অবশ্যই পৌনর্ভবা)। পাণিগৃহীতা ও অগ্নিপরিগতাকে পৌনর্ভবকন্যা বলিবার আরও কারণ থাকিতে পাবে। নারদ পাণিগৃহীতাকে প্রায় কন্যা বলিয়াছেন, কাশ্যপ তাঁহাকে অণুকরণ করিযা পাণিগৃহীতা ও অগ্নিপরিগতাকে পৌনর্ভব কন্যা বলিলেন।

সহচর বশিষ্ঠসংহিতা সংগ্রহ করিয়া দেখিবে যে উহাতে 'পাণিগ্রহে মৃতে কন্যা' এ পাঠ নাই, 'পাণিগ্রহে মৃতে বালা' এই পাঠ আছে।

পরাশর প্রভৃতি কয়েকটী ঋষি অষ্টবর্ষীকে গৌরী, নববর্ষাকে রোহিণী, দশবর্ষাকে কন্যা ও তদধিকবয়স্কাকে রজস্বলা বলিয়া এই মাত্র জ্ঞাপন করিয়াছেন যে দশবর্ষ হইলেই আর বিলম্ব না করিয়া কন্যার বিবাহ দিবে। গৌর্য্যাদি যে কন্যা নহে ইহা বলা ইহাঁদিগের অভিপ্রেত নহে। এবং দশবর্ষাধিক বয়স্কাকেও ইহাঁরা যে কন্যা বলিয়াছেন তাহার উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে

(১) প্রাপ্তে তু দ্বাদশেবর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।

(২) ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্টা কন্যাং রজস্বলাম্।

(৩) য স্তাং সমুদ্বহেৎ কন্যাং ইত্যাদি

ইতি পরাশরঃ

অতএব বলিতেই হইবে যে অবিবাহিতার অর্থাৎ কন্যার বিবাহের প্রশস্ত কাল নিরূপণ করিবার জন্যেই 'অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী ইত্যাদি' বচন লিখিত হইয়াছে। পাঠক জানেন যে রজস্বলা কন্যা যদি বৃদ্ধা হইয়াও বিবাহিতা না হইত তথাপি সে কন্যাই থাকিত। মনু স্বয়ংই লিখিয়াছেন

কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যার্তুমত্যপি ইত্যাদি

সত্যবটে তন্ত্রে কন্যা শব্দ পাণিগৃহীতা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে তন্ত্রকার স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বিবাহের বিধিও লিখিয়াছেন। বোধ হয় বিধি দিয়াছেন বলিয়াই তন্ত্রকার উদ্বাহিতা নারীকে কন্যা বলিয়াছেন, কারণ তন্ত্রকার স্মৃতিতে দেখিয়াছেন যে, যে যে নারীর বিবাহের বিধি আছে প্রায় সেই সেই নারীই কন্যা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। আরও ব্যক্তব্য নারদ অক্ষতা পাণিগ্রহণদূষিতাকে অর্থতঃ অকন্যা বলিলেও শব্দতঃ প্রায় কন্যা বলিয়াছেনঃ তন্ত্রকার প্রায় শব্দত্যাগ করিয়া ঐরূপ নারীকে কন্যা বলিবেন তাহাতে বিচিত্রতা কি? বেদের নিন্দিত ব্যবহারগুলিই যখন তিনি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন তখন বেদের অসম্মত সংজ্ঞা তিনি অবশ্যই ব্যবহার করিতে পারেন। সে যাহাই হউক তন্ত্রকার কেবল সংজ্ঞার প্রভেদ করিয়াছেন; পুনর্ব্বিবাহ্যা স্ত্রীর পাণিগ্রহণের ব্যবস্থা করেন

নাই। আমরা দেখিয়াছি তিনি দ্বিতীয় বিবাহকে মৌখিক চুক্তি বলিয়াছেন; সুতরাং দ্বিতীয় বিবাহে উদ্যতা স্ত্রীকে কন্যা বলিয়া অকন্যার সহিত তাহার বৈষম্য তিনি দেখান নাই। একপ স্থলে কন্যা শব্দ প্রযোগ করাই মিথ্যা

কাব্য নাটকাদি হইতে কন্যা শব্দের দুহিতা অর্থ যে করা হইয়াছে সে কেবল বৃথা পরিশ্রম হইয়াছে, কেন না যে অর্থ করিলে কন্যা কথনই অকন্যা হইতে পারে না, কন্যা শব্দের সে অর্থ গ্রহণ করিলে 'পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ ইত্যাদি' মনু শ্লোকের ব্যাখ্যায় কোনরূপ সাহায্যই পাওয়া যায় না। কন্যা শব্দে দুহিতাও বোঝায় ইহা দেখাইবার পূর্ব্বে ভাইপোসহচরের দেখান উচিত ছিল যে এরূপ হইলে অকন্যা কে হইবে। অদুহিতার বিবাহে পাণিগ্রহণ মন্ত্র পঠিত হইবে না ইহার কোন অর্থ নাই। কন্যা শব্দের অন্য * সহস্র প্রকার অর্থ থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে সে সকল অর্থ মন্ত্রবচনে সঙ্গত হইতে পারে না। যাহার পাণিগ্রহণ হয় নাই তাহাকেই সাধারণতঃ কন্যা ও যাহার পাণিগ্রহণ হইয়াছে তাহাকেই সাধারণতঃ অকন্যা বলিয়া স্বীকার করিলেই মনুবচনের সুন্দর ব্যাখ্যা করা যায়। কন্যা ও অকন্যা শব্দের অর্থের ক্বচিৎ যে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হয় তাহা আমরা দেখাইয়াছি।

কন্যা ও অকন্যা এই দুই শব্দের যে অর্থ নিরূপিত হইল ভাইপো-সহচর তাহা বুঝিতে পারিল এমত বলা যায় না। সে যে ভাবে পাণিগ্রহণের কথা লিখিয়াছে তাহাতে ইহা অনায়াসেই উপলব্ধ হয় যে পাণিগ্রহণ কাহাকে বলে ও পাণিগ্রহণ মন্ত্রই বা কি তাহা সে কিছুই বুঝে না। এরূপ ব্যক্তি যে স্মৃতিশাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হয় ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়।

* কন্যা শব্দে এক প্রকার উদ্ভিদও বোঝায় তাহা আমরা দেখিয়াছি।